

# HAND-BOOK OF *Sanskrit* *Medicine in Popular Bengali*

## PART I

BY

KABIRAJ JASODA-NANDAN SIRCAR

---

গৃহস্থের মুষ্টিযোগ ও কবিরাজের

চিকিৎসা-প্রবেশ

প্রথম ভাগ ।

এই খণ্ডে সমস্ত প্রচলিত রোগের চিকিৎসা আছে ।

কবিরাজ

শ্রীযশোদানন্দন সরকার-প্রণীত ।

---

METCALFE PRESS : CALCUTTA.

1897.

---

CALCUTTA ·

PRINTED BY S BHATTACHARYYA.

METCALFE PRESS

1 GOUR MOHAN MUKHERJI'S STREET

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

20 CORNWALLIS STREET.

1897.

---

## সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বোলতা-কাটা	৬৯
মুখে ঘা	৬৯
মাথাধবা ও মাথার বাথা	৬৯
মাথা-ঘোরা	৭০
মূত্রক্ৰচ্ছ	৭১
মেচেতা (মুখের কাল কাল দাগ)	৭১
মুগী	৭২
ধকুং	৭২
বক্তবমি (রক্তপিত্ত)	৭৩
রক্ত খারাপ হওয়া (রক্তহ্রষ্টি)	৭৪
বতিশক্তি-হীনতা (সুক্রতারল্য)	৭৫
বোগ-বাই (রোগাশঙ্কা)	৭৭
শিশুর পীড়া	৭৯
শিশুর অর, অরাতিসার, বমি, আমাশয়	৭৯
শিশুর রক্তাতিসার	৭৯
শিশুর কাশরোগ	৭৯
শিশুর ধকুং বা প্লীহা	৭৯
শিশুর খোস, পাচড়া, কাউর	৮০
শিশুর শরীরের কৃশতা	৮০
শূল	৮১
শ্বাস (হাঁপানি)	৮১
শ্বেত প্রসর বয়.	৮৩

বিসয় ।	পৃষ্ঠা ।
স্বতিশক্তিহীনতা .. .. .	৮৪
দুগ্ধদোষ (গুরুমেহ) .. ...	৮৫
সংদ্রোগ .. ...	৮৭
হাম .. ...	৮৮
হিকা .. ...	৮৮
হিষ্টবিধা (অপস্রাব) ... ..	৮৮
ক্ষয়কাস (যক্ষ্মা) .. .	৯১
ঔষধের গুণ, প্রয়োগবিধি, মাত্রা ও অনুপান ৯৩ হইতে ১৩৮	
নূতন-চিকিৎসা-প্রবন্ধ ব্যক্তির সুবিধা ... ..	১৩৯
গৃহস্থ গণের সুবিধা ... ..	১৩৯
২৫ টি অত্যাৱশ্যক ঔষধের নাম ..	১৩৯
সেই ২৫ টি ঔষধের প্রয়োগ-বিধি ... ১৪০ হইতে ..	১৪০
মকরধ্বজের অননুশক্তি .. ..	১৪১
অতি সুলভে অনেকগুলি মূল্যবান ঔষধ সংগ্রহ ...	১৪১
গৃহস্থগণের অতি-প্রয়োজনীয় ১০ টি ঔষধ ..	১৪১
সেই ১০ টি ঔষধকোন কোন রোগে উপকারী ১৪২ হইতে ..	১৪২
গৃহস্থগণের পক্ষে আশাতীত সুবিধা ... ..	১৪৩
শিক্ষার্থীর প্রতি চিকিৎসা-বিষয়ক সংকেত ...	১৪৭
নাড়ী-পরীক্ষা .. ...	১৭৪
নাড়ী-পরীক্ষার সংকেত ... ..	১৭৪
বাত-পিত্ত-কফানুসারে নাড়ীর গতি .. ...	১৭৬
রোগানুসারে নাড়ীর গতি ... ..	১৭৬
নাড়ীর মৃত্যু-সূচক গতি ... ..	১৭৮

# সূচাপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
পেট-কাঁপা	৫৩
পেট ব্যথা	৫৪
পেটের ব্যারাম	৫৪
পেট জ্বালা	৫৪
পুঁদর (রক্ত প্রদর)	৫৫
পিপাসা	৫৬
পাচড়া	৫৭
পালা জ্বর	৫৮
প্রমেহ (গণোবিয়া)	৫৯
প্লীহা	৬০
ফোলা (হাত পা পেট মুখাদির)	৬১
ফোড়া বসাইবার উপায়	৬১
ফোড়া পাকাইবার উপায়	৬২
ফিংক ব্যথা	৬৩
বুক ধুড়-ধুড়	৬৪
বুকে ব্যথা	৬৫
বাত রোগ	৬৬
বিস্ম-রক্তি	৬৬
বাধক	৬৭
বাবী	৬৭
বহুমূত্র	৬৮
বর্মি-	৬৯

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

চোকে কম দেখা	...	..	৩৯
চুলকণা			৪
ছলী	...		৪০
জব			৪০
জী-জব		..	৪২
জরাবকার	.		৪৪
জ্বাতিসার			৪৫
কিন কিনি বাত	...		৪৬
টাক পড়া			৪৭
হুনকো ( স্তনে যা )			৪৭
ঠোট ফাটা			৪৮
টোক্ গিলতে ব্য			৪৮
তুলপেট বাথা			৫৮
থেন্লে নাওয়া			৪৯
দাঁতে পোকা			৪৯
দাঁতেব মাড়ী ঘো-			৪৯
দাদ			"
দাঁত ওঠাব ব্যারাম	.		
ধবল	...		৫০
নাম			৫১
নালি ঘা			৫
পক্ষাঘাত			৫
শ্রাব বন্ধ			৫৩

## বক্তাপন ।

আয়ুর্বেদের শাব সার কথা ও মুষ্টিযোগ সকল সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল । একই রোগের অনেক ঔষধ আছে ; দেশ কাল পাত্র ভেদে সকল ঔষধই উপযোগী হয় । আবার এমন ঔষধও আছে যাহা অধিকাংশ দেশে অধিকাংশ কালে অধিকাংশ পাত্রের উপযোগী হয় । আয়ুর্বেদে উভয় প্রকার ঔষধই আছে । ডাক্তারীতে শেযোক্ত প্রকার ঔষধই আছে । এই জন্ত ডাক্তারী ঔষধ প্রয়োগ করিবার সুবিধা হয় । আমাদের অসংখ্য পাচন, অসংখ্য তৈল, অসংখ্য ঘৃত, অসংখ্য বটী ও চূর্ণাদি আছে । কিন্তু কোন্ রোগের কোন্ অবস্থায় কোন্টী প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার নির্দেশ নাই । যেমন অরে দুর্জল-জ্বেরা দিবারও ব্যবস্থা আছে, লক্ষ্মীবিলাস দিবারও ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আরের কোন্ অবস্থায় কোন্টী দিতে হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা নাই । এই জন্ত কোন রোগ হঠাৎ সাক্ষাৎ করিলে, স্ত্রহস্থানে অসাধাবণ ব্যাপ্তি ভিন্ন, ঔষধ স্থির করা কঠিন হয় । আয়ুর্বেদ আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে কোন একটী রোগের সম্যক চিকিৎসা জানা যায় না । সংক্ষেপে বলিতে গেলে আয়ুর্বেদ নব্য রীতিতে লিখিত নহে বলিয়া বর্তমান শিক্ষিত সমাজের স্তম্ভ নহে । এই জন্য আমরা আয়ুর্বেদের সারতত্ত্ব যথাসাধ্য নব্যরীতিতে লিখিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি । এই পুস্তক সেই সঙ্কল্পের আদর্শ মাত্র । আর ইহা গৃহস্থ ও গ্রামবাসী চিকিৎসকদিগের জন্য সঙ্কলিত । কতকটা নিজেদের জন্যও বটে । চিকিৎসাকালে হঠাৎ সকল কথা মনে হয় না, এই ক্ষুদ্র পুস্তক নিকটে থাকিলে সেই সকল কথা মনে হইতে পারিবে ।

এই পুস্তক লিখিবার সময়ে নিম্নলিখিত পত্রখানি আমাদের হস্তগত হয় ;

‘‘মহাশয়, আপনার চরক সূত্র ও চক্রদত্ত এই তিনখানি পুস্তকই আমি কিনিয়াছি, কিন্তু এই সকল পুস্তকে এপর্যন্ত এমন কিছু বুঝিতে পারিলাম না, যাহা কার্য্যকালে তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু আপনার ‘‘জ্বর ও ওলাউঠার চিকিৎসা’’ নামক পুস্তক দুই পরমা দিয়া আনাইয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। এমন কি চরক সূত্র ও চক্রদত্তের গ্রন্থে যে উপকাৰ পাই নাই, তাহাও আপনার এই দুই পরমার পুস্তকে পাইয়াছি। আমি পদ্যাক্ষরী ডাক্তার, ডাক্তারী যথাসাধ্য শিখিয়াছি এবং এপর্যন্ত কেবল ডাক্তারী চিকিৎসাবই প্রশংসা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আজি কালি আপনার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার শ্রেষ্ঠতাব বিষয় বন্ধুদিগের নিকট স্বীকার করিতেছি। আমি ইহা পাঠ করিবার পর অনেক গুলি জ্বর ও কলেরা অতি সহজে আরাম করিয়াছি। আজি সাতস কন্ঠিয়া বলিতে পারি যে, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা আপনার ভাষায় লিখিত হইলে সুগম হইতে পারিবে।

Dr Ram Taran Chatterji, L

সিলচর—কাচাৰ।’’

আমরা নিজে লাটিন না জানিলেও নিম্নলিখিত লাটিন মন্তব্যটির দিন উপাসক ;—

*Libri rerum nonverborum fecundi*

কবিরাজী ঔষধালয়	}	কবিরাজ
১৯৯ নং দরমাটা ষ্ট্রীট বলিকাতা		শ্রীযশোদানন্দন সরকার
১৩০৪-১৫ই আষাঢ়		

পুনশ্চ—এই পুস্তকে যে সকল ঘৃত তৈল বটী প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাহা আমাদের এই ঔষধালয়েই পাওয়া যাইবে।



## সচী প্রকরণ ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
উপক্রমণিকাধ্যায় ... ..	১-৪৬
গৃহস্থের জন্ত কতকগুলি উদ্ভট ঔষধ ...	১-৮
চিকিৎসকের জন্ত শাস্ত্রীয় ঔষধ ...	৮-২৯
বিষ প্রভৃতিব শোধন প্রণালী ...	২৯-৩২
ধাতু ভস্ম Mineral Salts ...	৩২-৩৯
শ্বেদ—বমন—বিরেচন—বস্তি ও শিরোবিরেচন	৩৯
শ্বেদ ৩৯-৪০ শ্বেদ যে স্থলে নিষিদ্ধ ১৭৫ । বমন ৪০-৫১	
যে যে স্থলে নিষিদ্ধ ৪২ । বিবেচন ৪১ । বস্তি	৫২
যে যে স্থলে নিষিদ্ধ ... ..	৪৩
স্বত্ত্বস্তে বস্তি দিবার উপায় ... ..	৫৫
শিরোবিরেচন বা নসা যে যে স্থলে নিষিদ্ধ ...	৪৫
চরকমতে লৌহাদি জারণ ... ..	৪৬
তৈল ও ঘূতের পাক প্রণালী ... ..	৪৬
<hr/>	
রোগাধ্যায় ... ..	৪৭
আকস্মিক রোগসমূহের চিকিৎসা ...	৪৭-৮৫
অগ্নিদগ্ধ চিকিৎসা ... ..	৬৬
„ প্রলেপের উপর বন্ধন দিতে নাই ...	৬৭
অন্নশলা—বিষম লাগা ... ..	৫৩
আগন্তুক মূর্ছা ... ..	৬৪
উচ্চ স্থান হইতে পতন	৫৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
উষক্কন ... ..	৫৪
উন্মাদ ... ..	৬১
কাটা ঘার চিকিৎসা ... ..	৬৭
কুকুর বিষের চিকিৎসা ... ..	৭২
কুকুর বিষে ক্ষেপিলে ভাপরা ... ..	৮১
গরল ... ..	৮১
ঘোটক বা উচ্চ স্থান হইতে পতন ... ..	৫৯
জলমগ্নের চিকিৎসা ... ..	৫৬
„ Sylvester Method ... ..	৫৭
„ Bain Method ... ..	৫৮
ধূমাবাত চিকিৎসা ... ..	৬৫
„ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের দ্বাণে শ্বাসরোধ ... ..	৬৫
পা-মোচড়ানর চিকিৎসা ... ..	৭০
ভগ্ন চিকিৎসা ... ..	৬৯
বিষ চিকিৎসা ... ..	৭১-৮৫
উচ্চিটিল্ল বিষ ... ..	৮২
কুকুর বিষ ... ..	৭৯
মূষিক বিষ ... ..	৮৩
বৃশ্চিক বিষ ... ..	৮২
বিষপানের চিকিৎসা ... ..	৮৩
আফিং, সেকো, ধুতুরা, মৎস্তবিষ প্রভৃতি ... ..	৮৩

সর্পবিষ চিকিৎসা ৭১ । বিষধর সর্প তিন জাতি ।

„ গোশুর জাতির বিষের লক্ষণ ৭১, বোড়াজাতির বিষের  
লক্ষণ ৭২, রাজিল জাতির বিষের লক্ষণ ৭২, দংশনমাত্র

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

যে যে প্রকরণ আবশ্যক ৭৩, বিষ চুমিয়া তুলিতে হয় ৭৩,  
বিশেষ বিশেষ সর্পবিষের বিশেষ বিশেষ ঔষধ ৭৪, সর্প  
প্রকার সর্পবিষের সাধারণ ঔষধ ৭৫, পঞ্চশিবীষ ৭৬,  
সর্পবিষের দুইটী অঙ্গন ৭৬, সর্পবিষে মস্তকে অঙ্গ  
চিকিৎসা ৭৭, বিষে বিষক্ষয় ৭৭, বিষত্রাস ৭৮, চতুর্দ  
দন্ত সর্পদষ্ট হইলে তাহার ঔষধ

সঙ্গিগবনী

...

৪৭, ১০৭, ১৪২ ১৪৩\*

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অর্থাৎ ধাত্রীবিজ্ঞা।

গতিণী চিকিৎসা

গতিণী নবজব ৮৫ পুর্বাতন জ্বর ৮৬, শোথ ৮৭, বক্ত্রস্রাব  
প্ত পালন ৮৮, সপ্তম মাসে স্তনকণ্ডূ ৮৯, মৃতগর্ভ ও ধাত্রী  
বিজ্ঞা ৯০, মৃতগর্ভে অস্ত্র প্রয়োগ ৯১, প্রসব ৯২, অমরা বা  
ফুল ৯৪, ঝাল ও স্বেদ ৯৪, প্রসূতির তৃষ্ণা ৯৭, প্রসবের প  
দ্রব ও অর্শ ৯৭ প্রসবের পব পেটে বেদনা ৯৮, প্রসবের পব  
বক্ত্রস্রাব ৯৮, ( ডাক্তারী মত ) ৯৯ সূতিকার চিকিৎসা

শিশু চিকিৎসা ১০১, পবিশিষ্ট দেখ।

জাত চিকিৎসা ১০১, নাডাচ্ছেদন ১০১, শিশুর বোগ নিয়

কবিবার উপায় ১০২, স্তনদুগ্ধ শোধন ১০৩, দন্তোদগম ১০৩

যে বালক দধ তুলে ১০৪, বালকের সর্দি, কাস ও হাঁপানী ১০৪.

বালকের তালু নমিয়া যাওয়া ১০৫, বালকের মূত্রা ১০৬

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

(প্রচলিত রোগ সমূহের চিকিৎসা)

ব্রহ্ম বা কুচকী ১১০, নিতম্ব, পেট, বগল, কুচকী ও মস্তকেব		
প্রলেপ আঁটান বাঁধিতে হয় ১১১, কুচকী বসাইতে হইলে		
পিয়াজেব সেক ১১১, বাগীব চিকিৎসা ১১২, শরীরের কোন্		
কোন্ স্থানে বক্রভাবে অস্ত্র প্রয়োগ কবিতে হয় ১১২, কোন্		
কোন্ স্থানেব ঘা শীঘ্র পূবে		১১২
বীচি ও গলা ফোলা	..	১১৩
ফোড়া ও ফুলো ১১৫, বসাইবার উপায় ১১৫, পাকাইবার		
প্রলেপ ১১৫, কাটাইবার উপায় ১১৬, মোড়া বা গোদ		
পাকিলে ১১৭, শরীরে অনেক ফোড়া বাহিব হইলে . .		১১৮
খোস ও চুলকনা	..	১১৯
অণুকোষেব চুলকনা		১২০
দক্ষরোগ		১২০
দন্তশূল ও ক্রিমিদন্ড ১২১, একটা স্নানত দণ্ডমাজন।		
অভিযান্দ রোগ বা চোখ উঠা ১২৩ সন্ধি চিকিৎসা দেখ।		
অধিনন্দ রোগ ১২৫, চোখ ও বগেন বটকটানা		১২৬
মসূরিকা বা পাণিবসন্ত	...	১২৬
বিসর্প বা বড় বসন্ত	...	১২৯
গ্রন্থি বিসর্প বা বোম্বাই বসন্ত	...	১৩৬
রোমান্টিকা বা হাম	...	১৩৮
কলেরা বা বিসৃচিকা	...	১৪১
ব্রিটিস কলেরা	...	১৪২
এসিয়াটিক কলেরা	...	১৪৬

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
পাকস্থলী ও গ্রহণীর রোগ ...	১৫৩

„ ১, মহাশোতের ( The great alimentary Canal ) নক্সা ১৫৪, পাকস্থলী, গ্রহণী, পিত্তকোষ প্রভৃতির বিবরণ, পাকক্রিয়া ১৫৪, অন্নবমি রোগ ১৫৩-১৫৮, বহুশত্রু ও বমি ১৫৬, অন্নবদ্ধ রোগ ১৫৮-১৬১, গ্রহণী দোষের বহু প্রকার উপসর্গ ১৬০, কোষ্ঠবদ্ধ বোগ ১৬২, অন্নপিত্ত ও শূল ১৬৬, আমাশয়ের শূল Gastritis ১৬৬, নাতিশূল Colic ১৬৬, পিত্তনালীর শূল Gallstone ১৬৭, বাতিক শূল Typhlitis ১৬৮, পরিকর্ষিকা বা কামড়ানী ১৬৮, পক্ষাশয় বা মলযন্ত্রের বর্ণনা ১৬৮

## নবজ্বর

• সাবনাম জ্বর Simple Intermittent Fever ১৭২,	
বাতিক, পৈতিক ও গ্নেয়িক জ্বর ১৭৩, নাড়ীজ্ঞান ১৭৪,	
নবজ্বরে স্বেদ বিধেয়, স্বেদ যে যে স্থলে নিষিদ্ধ ১৭৫,	
নবজ্বরে বমন ১৭৫, উপবাস ১৭২, উষজল ১৭৬, শীতল	
জল ১৭৭, গরম গরম মিছবীর জল ১৭৭, ইক্ষু কমলা	
নেব প্রভৃতির ব্যবস্থা ১৭৭, নবজ্বরে বিষবটিত ঔষধ ১৭৭,	
স্বেদ বমন ও বিরেচন ১৭৮, বস্তি ১৭৯, ঔষধের পরিবর্তে	
মুগেব যুথ বা ভাতের দূষ ১৭৯, আরগধাদি পাচন ১৭৯,	
ষড়ঙ্গপানীয় ১৮০, সপ্তাহ গতে দশমূল পাচন	১৮০

জ্বরের ২৩ প্রকার উপসর্গের চিকিৎসা	১৮০
-----------------------------------	-----

অবিরাম জ্বর Remittent Fever	১৮৫
-----------------------------	-----

„ „ উপসর্গের চিকিৎসা	১৯০
----------------------	-----

„ ৭, বটী ও অন্ত্রান্ত্র ঔষধ	১৮৬ ১৯১
-----------------------------	---------

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

„ „ ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, টাইফস, কণ্ঠনিউড্ ফীণ্ড,  
 টাইফয়েড্, স্কার্লেট, রুবিওলা, ডিপ্‌থিরিয়া,  
 ইবিসেপালস্, পায়েমিয়া, পিউয়ের পেরাল, প্লেগ ১৯১

অভিভাবক ও চিকিৎসকের কর্তব্য	...	১৯২
একজন চিরজ্বরীর ইতিহাস	..	১৯২
দান্নিপাতিক বিকার	..	১৯৯
পুরাতন জ্বর	...	২০৭
হৃদ্ব দ্বারা চিকিৎসা	...	২০৭
বিষমজ্বর বা পালাজ্বর	...	২০৮
পুরাতন ও পালাজ্বরে ধাতুঘটিত ঔষধ	..	২১০
জীর্ণজ্বর বা যকৃৎ প্লীহা সংযুক্ত পুরাতন জ্বর	.	২১১
প্লীহা যকৃতের অস্থান্য ঔষধ	...	২১২
শোধ উদব, পাণ্ডু প্রভৃতি উপসর্গ	...	২১৪
একটা জীর্ণ বোগীর ইতিহাস	...	২১৫
অতিসার ও রক্তাতিসার	..	২২০
রক্তপিত্ত	...	২২৪
সর্দি, কাসি ও হাঁপানী	...	২২৮
ঐ তিন বোগের সাধারণ চিকিৎসা	...	২২৯
সর্দির বিশেষ চিকিৎসা	...	২৩২
কাসের বিশেষ চিকিৎসা	...	২৩৫
হাঁপানীর চিকিৎসা	...	২৩৭
গণোরিয়া বা বসাক্ত বেহ	...	২৪০
গরমীর ব্যারাম	...	২৪১
শিশু চিকিৎসার পারিশিষ্ট	...	২৫২

## অশুদ্ধ শোধন ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অন্নপথে	অন্নপথে	৫৪	৬
একই	ফল একই	৫৯	১১
প্রাণ	প্রাণ	৬৬	৮
সেবন	সেচন	৬৬	২২
তুঠ চূর্ণের	পিপুল চূর্ণের	১২৪	৬
চক্ষোদয়বর্তির	পুরাতন স্বত কিম্বা		
	চক্ষোদয় বর্তির	১২৫	১৭
শোলঞ্চ পাতা	গোলঞ্চ পাতা	১৮৩	১৭
কাকমাঠী	কাকমাটী	১৮৩	১৭
ছরানভা	ছরানভা	১৮৫	১৩

# উপক্রমাণকাথ্য ।

## গৃহস্থের জন্য ।

সচরাচর পথা পালন, পাচন ও চূর্ণ দ্বারাই সর্কবিধ চিকিৎসা চলিতে পারে । ষাঁহাদের অবসর ও ইচ্ছা আছে, তাঁহারা ঐ সকল ঔষধ গৃহে প্রস্তুত করিবেন । আর ষাঁহাদের অবসর বা ইচ্ছা নাই, নিম্নে তাঁহাদের জ্ঞাত কয়েকটা সুলভ মূল্যের উদ্ভট ঔষধ লিখিত হইল । এই সকল ঔষধ কাছে থাকিলে সচরাচর অল্প ঔষধ লাগিবে না ।

### (ক) পঞ্চপল্লব রস ।

( কবিরাজী কুইনাইন ) ।

অম্বুপান সচরাচর শুষ্ঠচূর্ণ ও মধু । তদভাবে জল । ইহাতে ইংরাজী কুইনাইন নাই ।

মূল্য ১৬ বটী ৪০, ৩২ বটী ৮০, ৬৪ বটী ১৬০, ৪০০ বটী ৫৬০, ১০০০ বটী ১২৬০ ভেলু ১০০ ।

এক কোটায় ৩ প্রকার ঔষধ থাকে । ১নং পঞ্চপল্লব, ২নং পঞ্চপল্লব ও ৩নং পঞ্চপল্লব । তন্মিহ দুই চারিটা জোলাপের বটীও থাকে । ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বটীর বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হয় ।

প্রায় দুই বটীতেই নূতন ও পুরাতন জ্বর আরাম হয় ।

ইংরাজী কুইনাইনের সহিত ইহার বিরোধ নাই । ইংরাজী কুইনাইন লাইবার পর জ্বর আরাম হইলে, অনেকে পুনর্বার জ্বর



## উপক্রমণিকাধ্যায় ।

আসিবার ভয়ে, নানাপ্রকার মূল্যবান টনিক খাইয়া থাকেন ।  
তখন এক সপ্তাহ পঞ্চপল্লব সেবন করিলে অল্প টনিক খাইতে  
হইবে না । আবার পঞ্চপল্লবে জ্বর আরাম হইলে, অল্প টনিক  
লাগে না, পঞ্চপল্লবই অর্দ্ধ মাত্রায় ছুই এক সপ্তাহ ব্যবহার  
করিবেন ।

ঈদ্রমতে সর্ব রোগই তিন প্রকার ।

বায়ু                      পিত্ত                      কফ ।

শীতল                      উষ্ণ                      সমশীতোষ্ণ ।

এই জন্ত পঞ্চপল্লব রসও তিন প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

মন্তব্য । যে কোন রোগে সেই রোগের পাচনের  
সহিত পঞ্চপল্লব সেবন করিলে সেই রোগেব জ্বর যাইবে । অত্যাশ্র  
রোগের যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, তাহা এই পুস্তকে  
ভিন্ন ভিন্ন রোগের ব্যবস্থায় লিখিত আছে ।

## (খ) সংস্কৃত স্নাত ।

সংস্কৃত স্নাতের তিন জাতি যথা,—

শীতল

বিষয়

সমশীতোষ্ণ

এই পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন রোগের ব্যবস্থায় যে সকল স্নাত  
উল্লিখিত আছে, তৎসমুদায়ের পরিবর্তে নিম্নলিখিত তিনটী স্নাতেই  
সচরাচর চলিয়া যাইবে ।

( ১ ) সারস্বত স্নাত ১ ছটাক ১৭, একসের ১৬ ১/২ ।

( ২ ) শিরীষাদি স্নাত ঐ      ঐ      ঐ

( ৩ ) মহারসায়ন স্নাত ১ ছটাক ২ ১/২ সের ২৪ ১/২ ।

কেলু স্নাত । কিন্তু প্যাকিং খরচা লাগে না ।

## গৃহস্থের জ্ঞান ।

মহারসায়ন ঘৃতেষ মাংস অর্দ্ধ ভরি । অল্পপান এক পোয়া  
‘গরম হৃৎক’ । প্রাতঃকালে খালি পেটে সেবন করিবে । শুক্ররোগ,  
মূত্ররোগ, গণ্ণোরিয়া, যক্ষ্মা, মুচ্ছা ও রক্তপিত্তের প্রধান ঔষধ ।  
পথ্য—ঘৃত, দুগ্ধ, অন্ন, নুচি প্রভৃতি সারবান্ আহার ।

---

## (গ) সংস্কৃত তৈল ।

সংস্কৃত তৈলের তিন জাতি ;

শীতল                      উষ্ণ                      সমশীতোষ্ণ ।

এই পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল তৈল উল্লিখিত  
আছে, তৎসমুদায়ের পরিবর্তে এই তিন প্রকার তৈলেই সচবাচর  
কার্য্য চলিবে ।

( ১ ) সারস্বত তৈল ১ ছটাক ১ ১ সেব ১২ ১

( ২ ) কল্লরাজ তৈল ঐ ঐ

( ৩ ) দশবলা তৈল ঐ ঐ

ভেলু স্বতন্ত্র । প্যাকিং খবচা লাগে না ।

---

## (ঘ) কতকগুলি মুষ্টিযোগ ।

[ প্যাকিং ১০ করিয়া লাগে ;

পোষ্ট অফিসের নিয়মানুসারে ভেলু স্বতন্ত্র দিতে হয় ] ।

( ১ ) বক্ষ্যাবৎসল তৈল । বক্ষ্যাদোষ, হঠাৎ রক্তশ্রাব,  
গর্ভজ্বর, গর্ভশূল, মূতবৎসা দোষ, প্রসববেদনা এবং স্মৃতিকা ও  
গভিণীর নবজর ভিন্ন তাবৎ রোগ । মূল্য ১ ছটাক ১ ১  
১ পোয়া ৩ ১ ।

আর এই তৈল পুরাতন সর্দি, পুরাতন হাঁপানী, পুরাতন জ্বর ও উদরাময়ে ব্যবহার করুন । রোগ নির্মূল হইবে ।

( ২ ) পঞ্চপাক বিষ্ণুতৈল । মূল্যাদি ঐ । যে কোন কারণে বক্ষে বেদনা হইলে । পাখুরী রোগে যাতনা উপস্থিত হইলে । গণোরিয়া রোগে মনঃক্ষীণ ও শরীরের দাহ থাকিলে । পাবা দোষে কিংবা গণোরিয়া দোষে চর্ম্মে কণ্ডু হইলে । মাথা ঘবিলে বা গরম হইলে । উন্মাদ হইলে । প্রসবকালে প্রসবে বিলম্ব হইলে । অস্ত্র বৃদ্ধি হইলে । ধবজভঙ্গ হইলে বা অধিক বয়সে সন্তান না হইলে এই তৈল দ্বী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করুন ।

( ৩ ) মহানীল তৈল । মূল্যাদি ঐ । মাথা ও চুলের রোগে ব্যবহার্য্য । এই তৈল সপ্তাহ ব্যবহার করিলে চুল নরম হয় । কলপ লাগাইলে চুল কিছুদিনের জন্ত কাল হয় বটে । কিন্তু একবারে নষ্ট হয় । আর চুল যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনই চুলের নিম্নভাগে শাদা বাহির হয় । এই মহানীল তৈল লাগাইবা-মাত্র চুল কলপের মত কিঞ্চিৎ কাল হয় বটে, কিন্তু গোড়াও কাল হইয়া থাকে । পাকা চুল তুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে মহানীল তৈল লাগাইলে কাঁচা চুল উঠিয়া থাকে । টাক অন্ন হইলে সারে, অধিক হইলে নাও সারিতে পারে । কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইহা মাথিলে টাক আর বাড়ি না । হাঁপানীর সময় মাথায় দিলে হাঁপানী বন্ধ হইতে পারে । দাঁতে ঘষিলে দাঁতের রোগ নষ্ট হয় । মাথায় দিলে দৃষ্টি পরিষ্কার হয় ।

( ৪ ) স্নলভ চ্যবনপ্রাশ । মূল্য ১০ বটা ১ টাকা । অমুপান চিনির জল । কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে ত্রিফলার জল । চিনিযুক্ত বহুমূত্রের সস্তা ঔষধ । পুষ্ট গুক্র মিশ্রিত ধাতুচারা রোগের সস্তা ঔষধ । স্বপ্নদোষ ও গুক্ররোগে আর অব্যর্থ ।

একবেলা মহারসায়ন দ্ব্যত ও অন্য বেলা এই ঔষধ খাইবে । যদি মহারসায়ন দ্ব্যত কিনিবার সামর্থ্য না থাকে, তবে একবেলা স্নাতচ্যবন প্রাশ এবং অন্য বেলা মহেন্দ্র রসায়ন কিংবা লৌহ রসায়ন সেবন কর । যদি মেহের সঙ্গে পারা দোষ থাকে, তবে লৌহরসায়ন, নতুবা মহেন্দ্ররসায়ন ব্যবস্থা ।

(৫) মহেন্দ্ররসায়ন । মূল্য ১০ বটী ৥০ ; আধ পোন্ডা দুধের সহিত গিলিয়া খাইবে । ইহা কোষ্ঠ কাটিয়া উৎকট অগ্নিরোগ, পুরুষত্ব হানি এবং সর্কপ্রকার নালী ঘায়ে ব্যবহার্য্য ।

(৬) লৌহরসায়ন । ১০ বটী ৥০ ভেলু ১০/০ অনুপান এক ছটাক ত্রিফলার জল । কোষ্ঠ কঠিন হইলে অথচ রক্তের ক্ষীণতা থাকিলে কিংবা পারা দোষ থাকিলে কিংবা বাধক ও রক্তো বন্ধ থাকিলে সেবন কর । আহারের পর পেট টান টান বোধ হইলে কিংবা উদ্রার উঠিতে থাকিলে কিংবা পারা দোষে চক্ষুরোগ হইলে সেবন কর । তন্নিম্ন পুরাতন বাত, পুরাতন অর্শ, কৃষ্ঠ, দ্রু ও নানাবিধ পুরাতন চর্ম্মরোগে উপকারী । এক প্রকার রোগ আছে, তাহাতে সর্কাক্ষে স্ফাবীর মত বীচি হয়, তাহাতে সেবন কর । পাণ্ডু যক্ষ্ম ও প্লীহারোগে সেবনীয় ।

(৭) অমৃতলৌহ । ১০ বটী ৥০ আনা । অনুপান দ্ব্যত ও মধু । রক্ত ও প্রদর । গুত্রের ক্ষীণতা । শ্রবণ ও দর্শন শক্তির দুর্বলতা । শিরোঘূর্ণন । প্লীহা ও পুরাতন জ্বর । এই সকল রোগে বিশেষতঃ এই সকল রোগের সহিত উদরাময় থাকিলে সেবনীয় ।

(৮) অগ্নীধর রস । ১৬ বটী ৥০ আনা । ভোজনে বসিয়া অগ্নে নেবুর রস দিয়া সেবন কর । পরে ভোজন কর । আহারের পর গলার কাছে অগ্নির উঠিলে কিংবা বমি হইলে

কিংবা পেটে বেদনা ধরিলে, কিংবা মলমূত্র বন্ধ হইলে সেবনীয় ।  
উদরাময়, ধ্বজভঙ্গ ও শুক্ররোগে ব্যবহার্য্য ।

( ৯ ) স্বর্ণযোগ । মূল্য ১৬ বটী ॥০ । ছরস্ত উন্মাদের ঔষধ ।  
দন্তশূলে প্রায় অব্যর্থ । বহুমূত্রে কিংবা মূত্রধারণে অক্ষমতা  
হইলে ব্যবহার্য্য । শুক্রমেহ, স্বপ্নদোষে ও পিষ্টক মেহে  
সেবনীয় ।

( ১০ ) প্রদরবাস । মূল্য ১০ আনা । রোগিণী ইহা  
জরায়ু দ্বারে ধারণ করিলে স্বেতপ্রদরের আব সদা সদা নষ্ট হয় ।  
পিচ্ছলতা ও ক্রেন্দ দূর হয় । হয়তো কেবল ইহাতেই রোগ  
নিবারণ হয় । দরিদ্রের পক্ষে ইহাই ভাল । ধনবতীর পক্ষে  
আত্মযজ্ঞিক লৌহঘটিত ঔষধ বা ঘৃত ব্যবহার্য্য ।

( ১১ ) এই পুস্তকের লিখিত কলেরাচূর্ণ, কলেরা নস্ত্র,  
কলেরার অঞ্জন ও তৈল সর্ব্বশুদ্ধ মূল্য ১ ।

## চিকিৎসকের জন্য ।

নিম্নে শাস্ত্রীয় ঔষধ সঙ্গ্রহের মূল্য, প্রকরণ ও প্রয়োগ লিখিত  
হইল । চিকিৎসকেরা এই সকল ঔষধ নিজে প্রস্তুত করিবেন ।  
আমাদের ঔষধালায়েও নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ।

## নবজ্বরে বিষ । Aconite.

[ নবজ্বরের প্রথম তিনদিন বা পাঁচ দিন পাচন

দেবে না, বিষঘটিত ঔষধ দেবে ] ।

( ক ) হৃৎকম্পিতা । বিষ ২, কড়িভস্ম ৫, মরিচ ৫, শুঠ ৫ ।  
আদার রসে অর্দ্ধনীর । মাত্রা ১ রতি এক এক বেলা । কেহবা

আদার রস অনুপান দিয়া চূর্ণ ব্যবহার করেন। ম্যালেরিয়া দেশের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কোন কোন মতে অবিরাম জরের ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য সপ্তাহ ১০ আনা।

(খ) অমৃতাদি বটী। বিষ ২, কড়িভস্ম ২, মরিচ ১। আদার রসে মর্দনীয়। নবজ্বরে উৎকৃষ্ট। মূল্যাদি পূর্ববৎ।

(গ) অঘিকুমার। মরিচ ১, কুড় ১, বচ ১, সূতো ১। বিষ সর্ব সমান। আদার রসে মর্দনীয়। মাত্রা ১ রতি। অনুপান আদার রস। সর্দিযুক্ত নবজ্বরে ব্যবহার্য। পাণ্ডুরোগী, মেহরোগী ও ত্বর্কল রোগীর অব্যবহার্য। ইহাতে বিষের মাত্রা অধিক বলিয়া বৈদ্যেরা সচরাচর ব্যবহার করেন না। মূল্যাদি পূর্ববৎ।

(ঘ) ভাস্মেশ্বর রস। বনঘুঁটের ভস্ম ষোল ভাগ, মরিচ একভাগ ও বিষ এক ভাগ। মাত্রা ১।২ রতি। আদার রসে মর্দনীয় কিংবা আদার রস অনুপান। নবজ্বরীর চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ থাকিলে কিংবা মেহ থাকিলে কিংবা শ্বেতপ্রদর থাকিলে কিংবা পুরাতন শূলরোগ থাকিলে বিষঘটিত অস্ত্রান্ত ঔষধে গরম হইতে পারে। এই সকল স্থলে ভাস্মেশ্বর নিঃসন্দেহে দিবে। গ্রামবাসী চিকিৎসকদিগের পক্ষে ইহা সুলভ মূল্যাদি পূর্ববৎ।

(ঙ) মৃত্যুঞ্জয় রস। গন্ধক ১, পারা ১, বিষ ১ মরিচ ১, পিপুল ১ সোহাগার পই ১। জলে মর্দনীয়। মাত্রা ১ রতি। এক সপ্তাহব্যয় বৈদ্য নবজ্বরে কেবল ইহাই ব্যবহার করেন। মূল্যাদি পূর্ববৎ।

(চ) হিম্মলেশ্বর। পিপুল, হিম্মল ও বিষ সমান সমান। জল বা আদার রসে মর্দনীয়। মাত্রা ২.কুঁচ। শ্রীহা ও যকৃতের পক্ষে নবজ্বর থাকিলে অস্ত্র ঔষধ না দিয়া ইহাই দিবে। তড়িৎ বাত্বিকজ্বরে ব্যবহার্য। সর্বজ্বরেই অচলিত মূল্যাদি পূর্ববৎ।

মন্তব্য। হিম্বুলেখরের সহিত মৃগনাভি যোগ করিলে কস্তুরী ভৈবব নামক ঔষধ হয়। মৃগনাভির মাত্রা ১২ কুঁচ। নবজ্বরে পঞ্চামৃত রস ও শ্বাসকুষ্ঠার বেশ কাজ করে।

### নবজ্বরে ধুস্তুর। Stramonium

পঞ্চবক্ত্র। পারা, গন্ধক, সোহাগার খই, মরিচ ও বিষ লম্বান সমান। ধুতুরা পাতাব রসে ২৪ ঘণ্টা মর্দন করিবে। মাত্রা ১ রতি। অনুপান আদার রস। জ্বরে উপরি লিখিত লক্ষণ সকল থাকিলে দিবে। মূল্য সপ্তাহ ৥০।

মহাজ্বরাকুশ। পারা ১, গন্ধক ১, বিষ ১, ধুস্তুরবীজ ৩, শুঠ ৪, মরিচ ৪, পিপুল ৪। গোঁড়া নেবু রসে একবার ও আদার রসে একবার মর্দনীয়। মাত্রা ১ রতি। সন্নিপাত, ঐকাহিক, দ্ব্যা হক, ত্র্যাহিক ও চতুর্থক নামক পালাজ্বরে দিবে। মূল্যাধি পূর্ববৎ।

লক্ষ্মীবিলাস। অত্র ৮, পাবা ৪, গন্ধক ৪, কপূর ৪, জয়ন্তী ৪, জায়কল ৪, বৃদ্ধদারক বীজ ২, ধুস্তুর বীজ ২, সিদ্ধিবীজ ২, ভূমিকুয়াণ্ড ২, শতমূলী ২, গোরক্ষচাকুলের মূল ২, বেড়েলার মূল ২, গোকুরবীজ ২ এবং হিজল বীজ ২, পানের রসে মর্দনীয়। মাত্রা ৩ রতি। সন্নিপাতে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে রসসিন্দুর ১২ কুঁচ, মৃগনাভি ১ কুঁচ ও লক্ষ্মীবিলাস একটা আদার রসে মাড়িয়া পান করিলে নাড়ীর বল হইতে পারে। মূল্যাধি পূর্ববৎ।

মন্তব্য। ধুতুরা ও বেলডোনার ক্রিয়া এক। নবজ্বরের কোন অবস্থায় কিংবা অথ কোন রোগের প্রথমাবস্থায় দাত্ত ঘটত ঔষধ দিবে না। আর নবজ্বর সপ্তাহ পার না চইলে ধুস্তুর ৩টি ঔষধ দিবে না। নাড়ী চঞ্চল ও উষ্ণ, মুখ টস্টসে

এবং পিপাসা অধিক থাকিলে ধুস্তুর ঘটিত ঔষধ দিবে না ।  
কফ প্রবল থাকিলে, নাড়ী ক্ষীণ থাকিলে এবং রোগীর তন্দ্রা  
থাকিলে ও চক্ষু নিম্নলিত থাকিলে ধুতুরায় উপকার করে ।  
সন্নিপাতে প্রস্রাব ও ঘর্ম থাকিলে ধুতুরায় বিশেষ ফল দর্শে ।  
তন্নিম্ন পালাজরে উপকারী ।

---

### নবজ্বরে মৃগনাভি, অহিফেন ও সেকো ।

কস্তুরী ভৈরব । হিন্দুলেখর দেখ । অরবিচ্ছেদ কালে  
রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হইলে কস্তুরী ভৈরব  
দিবে । হিকায় দিবে । রোগী অজ্ঞানে শয্যা আঁচড়াইতে  
থাকিলে উহার সহিত ২।৩ গ্রেণ মৃগনাভি মিশ্রিত করিয়া দিবে ।  
মূল্য ৭ মাত্রা ১২ ।

বেতালরস । পারা, গন্ধক, বিষ, মরিচ, হরিভাল, সমান  
সমান । মাত্রা ১ কুঁচ । অনুপান আদার বস । সন্নিপাতের  
অভিভূত অবস্থায় দিবে । কিন্তু বোগীব চক্ষু লাল, সন্ধি, গাত্র-  
দাহ, পিপাসা, অতিসার ও আমদোষ থাকিলে দিবে না ।  
পুরাতন জরের ভাল ঔষধ । মূল্য ৭ মাত্রা ১০ ।

সম্বল বটী । আমাদের কল্পিত । পিপুল ১ কুঁচ, সেকো  
১/২ কুঁচ, আফিং এক কুঁচ ও মৃগনাভি এক কুঁচ আদার রসে মাড়িয়া  
দিবে । মরণকালে বায়ু পিত্ত কফ ক্ষীণ হইয়া আসিলে নাড়ী মধ্যে  
মধ্যে চলে এবং মধ্যে মধ্যে বন্ধ হয়, এক্রূপ স্থলে দিবে ।  
বিকারের রোগী বেলেস্তারা ও পিচকারীর ক্ষতি অস্থির হইয়া  
পড়িলে দিবে । পুরাতন জরে বিশেষ উপকার করে ।



## পুষ্কান্তন জ্বরে—ধাতুঘটিত ঔষধ।

জ্বরারি অত্র। অত্র, তাম্র, পারা, গন্ধক ও বিষ এক এক ভাগ। ধুতুরবীজ দুই ভাগ। শুঁঠ পিপুল মরিচ প্রত্যেকে পাঁচ ভাগ। আদার রসে মর্দনীয়। মাত্রা দুই কুঁচ। জ্বরের সহিত প্লীহা যকৃৎ শোথ শুশ্রু অগ্রমাস শ্বাস কাস বা অরুচি থাকিলে বা সমস্ত রোগ একত্র থাকিলেও দেওয়া যায়। অগ্রে জোণাপ দিয়া পেট খালি করিবে, পরে ধাতু ঘটিত ঔষধ দিবে। পালা-জ্বরে ও দ্রৌকালীন জ্ববেও এই বটী দেওয়া হয়। অমুপান আদার রস। মূল্য ১৪ বটী ৥০ আনা।

সর্বজ্বরহরলোহ। চিতার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, মৃতক, গজপিপুল, পিপুলমূল, বেনার মূল, দেবদারু, চিরেতা, বালা, কটকী, কণ্টিকারী, সজিনাবীজ, যষ্টিমধু ও ইজ্জব সমান সমান। লোহ সর্বসমান মাত্রা ২ রতি। অমুপান আদার রস। প্লীহা বা যকৃৎ হইতে যে পুষ্কান্তন জ্বর হয়, তাহাতে দিবে। মূল্য ১৪ বটী ৫০ আনা।

\* পুটপাক বিষম জরাস্তক। পারা এক তোলা, গন্ধক এক-তোলা, কজ্জলী করিবে। পবে উত্তার সহিত শর্ণ দুই মাষা, লোহ দুই তোলা, তাম্র দুই তোলা, অত্র দুই তোলা, বঙ্গ অর্দ্ধ-তোলা, গেরিমাটী অর্দ্ধতোলা, প্রবাল অর্দ্ধতোলা, মুক্তা দুই মাষা, শঙ্খ দুই মাষা, শুক্তি দুই মাষা জলে মাড়িয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। পরে ঐ পিণ্ড ঝিনুকে পূরিয়া কাদা দিয়া ঢাকিবে এবং ১০:১৫ খানি বিলম্ব টেক্স আঙুনে পাক করিবে। মাত্রা দুই কুঁচ। অমুপান পিপুল চূর্ণ দুই রতি, ঘৃতে ভাজা হিং অর্দ্ধরতি, সৈন্ধব দুই বতি জীবর সজ্জিত জলপাণি যক্ষা গাছলী কাস কাস (১৮৮৫)

শ্লীহা, যকৃৎ, শুক্ল, কামলা, পাণ্ডু অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ, বহুমূত্র বা অতিসারি থাকিলে দেওয়া যায়। মূল্য ৭ মাত্রা ২ [এত ঔষধ একবারে কিছুকি ধরে না, অতএব অল্পমাত্রায় লইবে]।

\* ত্রৈলোক্য চিন্তামণি। স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ২, অত্র ২, লৌহ ৫, প্রবাল ৩, মুক্তাভঙ্গ ৩ এবং পারাভঙ্গ ৭। ঘৃত কুমারীর রসে মর্দনীয়। মাত্রা দুই রতি। ম্যালেরিয়া জ্বর, পাকাজ্বর, শ্বেত প্রদর, ক্ষয়, কাস, শুষ্ক, গণোরিয়া, হৃদ্রোগ কিম্বা উন্মাদ (মেনো-ম্যানিয়া) থাকিলে কিম্বা এই সমস্ত রোগ একত্র থাকিলে দিবে। অল্পপান ঘৃতকুমারীর রস। মূল্য পূর্ববৎ।

\* ভাস্করচূড়ামণি। স্বর্ণভঙ্গ, রসদিল্লব, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাম্র, তেজপাতা, বমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, মরিচ, কুড়, খদিরকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রসাজন, স্বর্ণমাক্ষিক সমান সমান। জলে মর্দনীয়। মাত্রা দুই রতি পূর্বোক্ত ঔষ দায়ক। মূল্যাদি পূর্ববৎ।

মন্তব্য। চিকিৎসক এত ঔষধ কাহাকেও দিবে না। সচরাচর নবজরে বিষয়টিত একটি ঔষধ, সান্নিপাতিক জরে দুইটি বা সেকৌষটিত একটি ঔষধ এবং পুরাতন জরে লৌহঘটিত একটি ঔষধ দিবে। ঔষধ সাধারণতঃ দুইবেলা দুইবার দিবে। রোগ বাগ্ন না মানিলেই \* চিহ্নিত ঔষধগুলি দিবে। আবার সকল ঔষধই উপযুক্ত পাচনের সহিত দেওয়া যায়। জ্বর প্রধান উপদ্রব হইলে জ্বরনাশক পাচনের সহিত দিবে। অন্য উপদ্রব প্রবল থাকিলে সেই উপদ্রবের পাচনের সহিত দিবে। আবার পুরাতন জরে লৌহঘটিত অন্যান্য ঔষধ দেওয়া যায়, যেমন বিড়ঙ্গ লৌহ, নবায়ন লৌহ, ত্রীচজাম্বুত, শৃঙ্গারাজ, খাজীলৌহ, লৌহামৃত রসায়ন, লোকনাথ রস, নৃপতিবল্লভ, লৌহ মৃদুগুণ রস ইত্যাদি।

দেওয়া যায়। আর পুরাতন অরে জোলাপ না দিয়া এসকল ঔষধ দিবেন না। পুরাতন রোগে দুই বেলায় দুই প্রকার ঔষধও দেওয়া যায়।

## যকুৎ প্রীহা।

প্রীহার্ণবরস। হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, বিষ প্রত্যেকে এক পল। পিপুল অর্দ্ধ পল। মরিচ অর্দ্ধ পল। জলে মর্দনীয়। মাত্রা ১ কুঁচ। অনুপান শিউলি পাতার রস ও মধু। যকুৎ ও প্রীহার অরের সহিত বেদনা থাকিলে দিবে। ১৪ বটী ॥০।

লোকনাথ রস। পারা ১ গন্ধক ১ অভ্র ১ লৌহ ২ তামা ২ কড়িভস্ম ৩। পানের রসে মর্দনীয়। গজপুটে পাক কর, মাত্রা ২ রতি। অনুপান পিপুল চূর্ণ ও মধু। ঔষধ পানের পর পোমূত্র কিম্বা জীরক চূর্ণ ও ইক্ষু শুড় পান কর। রোগ;—যকুৎ, যকুতের কাসি, প্রীহা, উদর, গুল্ম ও শোথ। মূল্য ৭ মাত্রা ১৭।

তাত্রেখর বটী। হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আপাঙ্গের পাতা, আকন্দ্রের পাতা ও মনসার পাতা প্রত্যেকে এক ভাগ। সর্ব-তুল্য সৈন্ধব। লৌহ ও তাত্র প্রত্যেকে সর্বচূর্ণের সমান। মাত্রা ২১০ কুঁচ। অনুপান মধু। বোগ,—প্রীহা, যকুৎ, গুল্ম, আমবাত, অর্শ, উদর, পাণ্ডু, গ্রহণী ও শোথ। এই ঔষধ ধাবক ও বটে, সারকও বটে। আপাঙ্গ, আকন্দ্র ও মনসার পাতা ক্ষারগুণ বিশিষ্ট ও সারক। লৌহ ধারক। মূল্য ৭ মাত্রা ৥০।

লৌহমৃত্যুঞ্জয় রস। পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, ভায়, কুচিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, রসাজন, জায়ফল,

কটকী, সাজীমাটি বা সোডা, জরপাল বীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং ও সৈন্ধব সমান সমান। বেল পাতার রসে মর্দনীয়। মাত্রা ২ রতি। অল্পপান বেলপাতার রস। রোগ ;—কোষ্ঠবদ্ধ-যুক্ত প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অষ্টীলা, অগ্র্যাস, শোথ, উদর, বাতরক্ত ও অন্তরবিদ্রাবি। যে সকল প্লীহা রোগী প্রত্যাহ দান্ত সাফ রাখিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই ঔষধটি ভাল।

### অতিসার।

বজ্রকার। আধুনিক। একটা তলা-পুক মাটির তিজেল আঙনে চড়াইয়া দিবে। হাড়ীর ভিতর সোরা ৪ ভাগ ও ফট-কিরী ১ ভাগ চূর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করিবে। একটা কঞ্চী দিয়া খুব ঘুঁটিতে থাকিবে। খট খট শব্দ হইতে থাকিবে। গন্ধকের জ্বাং তীব্র গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে। নাকে কাপড় দিবে। গাদ কাটিয়া পাক সমাপ্ত হইয়া আসিলে ঔষধের বর্ণ সাদা হইয়া আসিবে। তখন নামাইয়া ঠাণ্ডা করিবে এবং চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ২/৩ মাষা। অল্পপান জল। নূতন ও পুরাতন অতিসারের উত্তম ঔষধ। মূত্ররোধে শোথে, উদরে ও পেট ফাঁপিলে দিবে। ৭ মাত্রা ১০ আনা।

আনন্দ ভৈরব রস। হিজুল, বিব, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খই ও গন্ধক সমান সমান। গোড়ানেবুর রসে মর্দনীয়। মাত্রা ১ কুঁচ। অল্পপান জল। নূতন অতিসারে দিবে।

উন্মাদ বা অপম্মার রোগী কিম্বা বহুমূত্র রোগী কিম্বা স্বাস-রোগীর নূতন অতিসারে এই ঔষধ দিবে। ১৫ বটা ১০ আনা।

কনক স্তম্বর রস। হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগা, পিপুল, বিষ ও ধুতুরা বীজ সমান সমান। সিদ্ধির কাথে মর্দনীয় : মাত্রা ছোলার আকার। অতিসারের প্রথম অবস্থায় আনন্দ-ভৈরব দিবে। দ্বিতীয় অবস্থায় এই ঔষধ দিবে। প্রথম অবস্থায় নাড়ী চঞ্চল ও উষ্ণ থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় নাড়ী কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হয়। ২৩ বটী ॥০ আনা।

অহিকেন বটিকা। অহিকেন এক গ্রেন ও পিও থর্জুরেব শাঁস এক গ্রেন। অল্পপান মধু। রক্তস্রাব ও অতিসার বন্ধ করে। অতিসারের শেষাবস্থায় সমস্ত মল বাহির হইয়া গেলে অথচ জলবৎ ভেদ হইতে থাকিলে এই ঔষধ দিয়া বন্ধ করিবে। ১৫ মিনিট অন্তর ২।৩ বার দিবে। পরে আর ৬ঘণ্টা দিবে না।

### গ্রহণীরোগ ও সূতিকার উদরাময়।

ব্যোষাদি চূর্ণ। গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরেতা, ভঙ্গরাজ, চিতা, কটকী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতাইচ সমান সমান। কুড়চী ছাল সর্ব সমান। মাত্রা ১০ হইতে ১০ অর্দ্ধ তোলা বা ১ তোলা পর্য্যন্ত। অল্পপান তুণ্ডজল। গ্রহণী বা উদরাময়ের সহিত অর্শ, তৃষ্ণা, অরুচি, কামলা, গুল্ম, প্লীহা, যক্ষ্ম, বহুমূত্র, প্রদর কিম্বা শোথ থাকিলে কিম্বা সকলগুলি এক সঙ্গে থাকিলে দিবে। প্লীহার শেষে উদরাময়, শোথ ও পাণ্ডু প্রায়ই হয় তাহাতে এই চূর্ণ দিবে। চূর্ণ একবার প্রস্তুত করিয়া এক মাসের অধিক ব্যবহার করিবে না। এক সপ্তাহের ঔষধ ১ টীকা।

সহাগন্ধক । পারা ১, গন্ধক ১ কজ্জলী করিয়া কিঞ্চিৎ ভণ্ট করিবে । অনন্তর উহার সহিত জায়ফল, লবঙ্গ, নিমপাতা, নিসিন্দা পাতা এবং এলাচ দানা সর্বশুদ্ধ দুই তোলা মিশ্রিত কবিয়া জলের সহিত মর্দন করিবে । পরে ঝিল্লুরে ভিত্তি পুরিয়া ঘনপক্ষে লিপ্ত করিবে । অনন্তর ২০।২৫ খানা ঘুটেব আগুনে পাক করিবে । এই ঔষধ ছয় কুঁচ পরিমাণে প্রত্যাহ খাইতে হয় । শিশু, স্ত্রীতিকা ও জীর্ণ বোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট । ৫২ কুঁচ ১ টাকা ।

পীযুষবল্লী রস । পারা, অভ্র, গন্ধক, বৌপ্য, লৌহ, রসাজন, স্বর্ণ-মাক্ষিক প্রত্যেকে চারি মাষা ( অর্দ্ধ তোলা ), লবঙ্গ, দস্ত চন্দন, মুখা, আকনাদি, জীরা, ধনে, বরাহক্রান্তা, আতাইচ, লোধ, কুড়ী, ইল্লয়ব, দাকচিনি, জায়ফল, শুঠ, বেলশুঠ, নাগকেশব, দাড়িমের খোসা, বেড়েলামূল, ধাইফল ও কুড় প্রত্যেকে একভাগ ভৃঙ্গরাজ রসে ও পুনর্বার ছাগ হুঞ্জে মর্দন কবিয়া বটী করিবে । মাত্রা ছোলার আকার । অনুপান পোড়া বেল ও ইক্ষু গুড় সমান সমান । পুরাতন গ্রহণী বোগে । মূল্য সাত মাত্রা ১২ টাকা ।

রসপর্ণাটী । চন্দ্রদত্ত কৃত । জয়ন্তীব রসে ১ দিন, এবং পত্রের রসে ১ দিন, আদার রসে ১ দিন ও কাকমাটীর রসে ১ দিন পারা মর্দন করিলে পারা শোধিত হইবে । আর ননী গন্ধক ( কেহ কেহ ইহাকে আমলা সাব গন্ধক কহেন ) চূর্ণ করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে একদিন মর্দন করিবে । পরে লৌহ-পাত্রে কুলকাঠের অঙ্গারে গলাইয়া ভৃঙ্গরাজ-রসে নিক্ষেপ করিবে । এইরূপ পারা ও গন্ধক সমান সমান ভাগে কজ্জলী করিয়া কুলকাঠের স্তাণ্ডনে লোহার হাতায় গলাইয়া লইবে । অধিক লোহা-

ইলে কজ্জলীর গন্ধক জলিয়া যাইবে। কজ্জলী গলিয়া গেলে গোবরের উপর কলাপাতা রাখিয়া কলাপাতার উপর ঢালিয়া দিবে। পরে আর কতকটা গোবর কলাপাতার পুটলীতে করিয়া সেই পুটলী কজ্জলীর উপর ঢাপিয়া দিলেই পর্পটাকারে রস পর্পটী প্রস্তুত হইবে। এই ঔষধ দুই রতি ক্রমে আরম্ভ করিতে হয়, প্রত্যহ এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। বার রতি পর্য্যন্ত উঠিতে হয়। পবে এক এক রতি করিয়া ভ্রাস করিয়া শেষে ছাড়িয়া দিতে হয়। তবেই ২১ দিন সেবন করিতে হয়। গ্রহণীর দোষে শোথ হইলে, কিম্বা অর্শের পরিণামে শোথ হইলে, কিম্বা ক্ষয়রোগে শোথ ও উদরাময় থাকিলে ইহা সেবন করিবে। পথ্য কেবল দুগ্ধ বা কেবল মাংস রস। কিম্বা এক বেলা মাংস রস ও একবেলা দুগ্ধ। অগ্নের ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু আমরা তাহা ভাল মনে করি না। বরং অগ্নের বদলে মানমণ্ড থাকিবে। গ্রহণী ও শোথে এই ঔষধ প্রাতঃকালে অর্দ্ধ প্রহরের মধ্যে পানের ভিতর করিয়া ভক্ষণ করিবে। পরে ১ রতি ঘৃতভৃষ্ট হিঙ্গু ও দুই রতি জীরক ভক্ষণ করিবে। অর্দ্ধ প্রহরের পর অধিক পরিমাণে সুপারী ভক্ষণ করিবে। পরে দস্তাদি কালন করিয়া এক চুম্বক জল পান করিবে। সাপ্তাহিক অর্থাৎ ১৪২ রতি ঔষধের মূল্য ১৭।

নৃপতিবল্লভ। জায়ফল, লবঙ্গ, মুখা, দারুচিনি, এলাচ, সোহাগা, হিঙ্গু, জীরক, তেজপাতা, যমানী, শুঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অন্ন, পারা, গন্ধক, তাম্রভস্ম এক এক তোলা, মরিচ দুই তোলা। আমলকীর রসে ৭৫০ নীয়। মাত্রা ২ কুঁচ। রোগ যথা;—গ্রহণী, শুষ্ক, উদর, অগ্নীলা, যকৃৎ, পাণ্ডু, হলীমক, হৃৎকূল, পার্শ্বশূল, চকুঃশূল, কামলা, হীরঃশূল কটিশূল, আনাহ, কাস, শ্বাস আম-

বাত, গোদ, শোথ, অর্কুদ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অর্শঃ, প্রমেহ, হুঁনিবার স্বরুদ্ধ, অল্পপিত্ত, জ্বালগর্ভিত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত, রক্তপ্রদর, জীর্ণঅর, কণ্ডু, কুচকী, অল্পবৃদ্ধি, একশিরা, উরুস্তম্ভ, রক্তপিত্ত, গুদভ্রংশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কর্ণরোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, পীনস, হুলরোগ, শীতপিত্ত ও হাবর বিষ। ইহা বাজীকবণ, আয়ুর্বর্দ্ধন, বলবর্ণকারক ও বুদ্ধি প্রসাদন। আশ্ব বাত পিত্ত কফ বা সন্নিপাত হইতে যত প্রকার বোগ হইতে পাবে, সেই সমস্ত রোগের অন্তেই ইহা টনিক রূপে ব্যবহার্য্য। ১৮টা বটা খাইলেই যথেষ্ট। মূল্য ৭ দিনের ঔষধ ১।

মস্তব্য। রোগ মূল হইলেও বোগীকে কিছুদিন ঔষধ খাটতে হয়। ইহাকেই ডাক্তাবেরা “টনিক” কহেন। নৃপতি-বল্লভও সেইরূপ টনিক। আর ১৮টা বটাই টনিকরূপে ব্যবহার্য্য। •যে-যে রোগে টনিকরূপে ব্যবহার্য্য উপরে সেই সকল রোগের নাম দেওয়া হইয়াছে।

### শোথ ।

[ বিস্তৃত চিকিৎসা দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইবে ] ।

দ্রুম্বটী। বিষ ১২ রতি, আফিঃ ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি, অত্র ৬০ রতি। দ্রুমে মর্দনীয়। মাত্রা দুই রতি। পথ্য সপ্তাহ কেবল দ্রুম্ব। গ্রহণীয় দোষে বা পুরাতন অরের বেগ বশতঃ শোথ হইলে অতি উপকারী। যক্ষ্মারোগে শোথ ও অতিসার হইলে সত্ত্ব সত্ত্ব উপকার করে। ৭ বটা ॥০

মস্তব্য। প্লীহা ও যকৃতের শোথে প্লীহাত্তক ঔষধ দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে লৌহ মৃত্যঞ্জয় রস দিবে।



## উদর ।

[অর্থাৎ উদরী রোগ] বিস্তৃত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে কলা হইবে ।

পঞ্চামৃত রস । পারা ১, গন্ধক ২, সোহাগা ৩, বিষ মরিচ ৫ । আদার রসে মর্দনীয় । মাত্রা ৩ রতি । অল্পপান স্বত মধু । তলোদর, জলজ কোষবৃদ্ধি, নাসারোগ, সন্ধি, সর্ক-প্রকার বা এবং ঐ সকল রোগের জরে উপযোগী । আর কুকুরাদির নথ দস্ত কৃত জরে বিশেষ উপযোগী । ১৪ বটী ॥

ইচ্ছাভেদী রস । শুঠ, মরিচ, পারা, গন্ধক, সোহাগা সমান সমান । জয়পাল দ্বিগুণ । জলে মর্দনীয় । মাত্রা ২ কুঁচ । ঠাণ্ডা জলের সহিত গলিতে হয় । গরম জল বা নেবুর রস পান করিলে দান্ত বন্ধ হয় । জোলাপ খুলিয়া যাইবার পর ঘোল দিয়া ভাত খাইতে হয় । উদর, গুল্ম, প্লীহা ও শোথে বিবেচক হইয়া উপকার করে । ১ বটী ১ পয়সা ।

মস্তব্য । প্লীহা, অজীর্ণ ও শোথের ঔষধ উদরেও দিবে ।

## অজীর্ণরোগ ।

অমিতুণ্ডা বটী । পারা, বিষ, গন্ধক, যমানী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সাজীমাটী, যবক্ষার, চিতা, সৈন্ধব, জীবা, সৌবর্জল, বিড়ঙ্গ, করকচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ সমান সমান । কুচীলা চূর্ণ সর্ক সমান । গোড়ানেবুর রসে মর্দনীয় । মাত্রা মরিচ পামাণ ।

আহারে বসিয়া আহারের পূর্বে জল বা নেবুর রসের সহিত মাড়িয়া স্বেদন করিবে। যে সকল রাজপুরুষেরা আহারের পব অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করেন, তাহাদের অম্লশূল অগ্নিমান্দ্য গ্রহণী বা মলমূত্রের বিবন্ধ হইলে ইহা বিশেষ উপকার করে।  
৩০ বটী ১১

বার্তাকু গুড়িকা। মনসার গুড়ি বা ডাল চারি পল; বিট, সৈন্ধব ও সৌবর্চল মিলিত তিনপল, শুষ্ক বার্তাকু চারিপল, আকন্দের মূল আটপল, চিতা দুই পল এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ আচ্ছাদিত হাড়ীর মধ্যে দণ্ড করিয়া মিশ্রিত করিবে। পরে বেগুনের রসের সহিত বড় বড় বটী করিবে। কতকগুলি লোকের পাচক রস অল্প বলিয়া আহার জীর্ণ হয় না, আবার কতকগুলি লোকের পাচক রস অধিক বলিয়া আহার জীর্ণ হয় না, হয় তো আহারের পরই মুখ টক্ হইয়া উঠে, হয় তো বিনা জলে পেটে জল নড়িয়া থাকে। শেবোক্ত প্রকার অজীর্ণের পক্ষে এই বটী ভাল, কারণ ইহা ক্ষার এবং পাচক রস অল্প, আর ক্ষার অল্পকে নষ্ট করে। আর যে সকল হৃদ্রোগীর আহারের পর রোগ বৃদ্ধি পায়, তাহাদের পক্ষেও ভাল। সর্দি হইলে কফকে পাতলা করিয়া নিঃসারণ করে। অম্লরোগীর কলেরা হইলে কলেরার প্রথমেই দিবে। অজীর্ণ-কৃত শ্বাসকালে তৎক্ষণাত্ উপকার করে। অর্শোরোগে দান্ত সরল রাখিয়া উপকার করে। কিস্তি রক্তার্শে দিবে না। মূল্য ৭ মাত্রা ॥

দ্বিকৃত্তর হিঙ্গাদি চূর্ণ। চরক। হিং, বচ, বিটলবণ, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী, পুষ্কর মূল ও কুড় উত্তরোত্তর এক এক ভাগ বৃদ্ধি করিয়া একত্র করিবে। অর্থাৎ হিং একভাগ, বচ দুইভাগ ইত্যাদি - পরিমাণে - মিশ্রিত করিবে। অল্পপান পরম্ জল।

অজীর্ণ রোগীর মলমূত্র সরল না থাকিলে দিবে। কোন কারণে  
ইষ্ঠাৎ মূত্র বন্ধ হইলে পান করিবে। শোথে ও উদরে মূত্র সরল  
থাকে না, অতিশয় লাল হয় এবং অল্প হইয়া থাকে; সে স্থলে  
এই চূর্ণ দিবে। কলেরার প্রথম অবস্থায় দিবে। প্লীহা ও  
যকৃতে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে দিবে। ১৪ মাত্রা ১৮

শঙ্খাদি চূর্ণ। চক্রদত্ত। শঙ্খচূর্ণ, সৈন্ধব, শুষ্ঠ, পিপুল,  
মরিচ সর্বশুদ্ধ দুই মাষা, হিং দুই তিন রতি এইরূপ ভাগে মিশ্রিত  
করিবে। অল্পপিত্ত রোগীব উদরাময়, হৃদ্রোগ, কৃমি বা হিষ্টিরিয়া  
হইলে উপযোগী। মূত্র বন্ধে উপকার করে। ১ তোলা ১৮।

পাণ্ডপত রস। পারা ১, গন্ধক ২, লৌহ ৩, বিষ ৬, চিতার  
কাথে মর্দন করিবে। পরে উহাব সহিত ধুতুর বীজভস্ম ৩২,  
শুষ্ঠ পিপুল ও মরিচ সর্বশুদ্ধ ৩, লবঙ্গ ও এলাচ সর্বশুদ্ধ ২,  
জায়ফল ২, জয়তী ২, পঞ্চলবণের প্রত্যেকটি ২, তেঁতুলের খোলার  
ক্ষার ২, আপাদের ক্ষার ২, এরণ্ডমূলের ক্ষার ২, মনসার শুঁড়ির  
বা ডালের ক্ষার ২, অখথের ক্ষার ২, হরীতকী ১, যবক্ষার ১,  
সাজীক্ষার ১, হিঙ্গু ১, জীরা ১, মোহাগার খই ১, একত্র করিয়া  
আমানী বা কাঁজীর সহিত মর্দন করিবে। ভোজনাগ্রে দুই  
কুচ পরিমাণে দিবে। যে প্রকার অজীর্ণ হউক, তাহাতেই ইহা  
ধাটে। স্থূলতা কৃত হৃদ্রোগ এবং স্থূল ব্যক্তির গ্রহণী অতিসার,  
কলেরা, শূল ও অর্শে বিশেষ উপকারী।

শঙ্খ বটী। তেঁতুলের খোলা আচ্ছাদিত হাড়ীর ভিতর  
দগ্ধ করিবে। সেই ভস্ম ৫ পল, পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে ১ পল,  
শঙ্খ ভস্ম ১২ পল এবং গোড়া নেবুর রস আট সের আন্তে আন্তে  
পাক করিবে। ঘন হইয়া আসিলে শুষ্ঠ ১ পল, পিপুল ১ পল,  
মরিচ ১ পল; হিং ২, তোলা, পারা ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা,

বিষ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। পরে সমস্ত দ্রব্য গোঁড়া নেবুর রসে ৩ দিন মর্দন করিয়া কুলের আঁঠীর সমান বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে সেবন করিবে। অনুপান জল। বাত-শৈথিল্য, ক্ষুধা, অজীর্ণ, পরিণাম শূল, অঙ্গশূল, হৃদয়ের বেদনা, নাভিশূল ও পার্শ্বশূলে উপযোগী। আমশূলে ভাল। এস্থলে তেঁতুলের খোলা ও শঙ্খ ভস্ম দ্বারা দ্রব্য বটে, কিন্তু গোঁড়া নেবুর রসের সহিত মিলিত হওয়াতে উহাদের ক্ষারত্ব নষ্ট হইয়া গেল এবং লবণত্ব হইল। তাবিয়া দেখিলে লবণ ও বিষ ভিন্ন শঙ্খ বটীতে আর কোন দ্রব্যের প্রধানতা নাই। আবার বিষ ও লবণ অতিশয় উষ্ণ, অতএব পৈত্তিক ধাতুতে শঙ্খ বটী উপযোগী নহে।

• রামবাণ। পারা ১, বিষ ১, লবঙ্গ ১, গন্ধক ১, মরিচ ২। কাঁচা তেঁতুলের রসে মর্দনীয়। অনুপান বেল পাতার রস ও মরিচ চূর্ণ। আমদোষাশ্রিত অজীর্ণে উপকারী। তন্নিম্ন সংগ্রহ গ্রহণী (দম্কা ভেদ), কামলা, আমবাত, খাস, কাস, বমি ও কৃমি নষ্ট করে। মূল্য ৩০ বটী ১।

অবিপাকিকর চূর্ণ। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ, ছোট এলাচের দানা, তেজপাতা সমান সমান। লবঙ্গ চূর্ণ সর্বসমান। তেউড়ী চূর্ণ সর্ব চূর্ণের দ্বিগুণ। শর্করা তেউড়ী চূর্ণের দেড় গুণ। মাত্রা ৮ মাষা (১ তোলা)। ইহা স্পষ্টই এক প্রকার জোলাপ। “দান্ত হয় না। দান্ত সাক্ষি হয় না” বলিয়া ষাঁহারো অনুযোগ করেন, তাঁহারো এই চূর্ণ শেষ রাত্রে জলের সহিত পান করিবেন। পুষ্ট আহারকালে আহার করিবেন। দুই তোলা চিনি কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিবেন এবং তাহার সহিত এক তোলা তেউড়ী চূর্ণ

মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে ঐক্লগই ফল হইবে। তেউড়ী চূর্ণ এক মাসের অধিক রাখিলে নষ্ট হয়। মূল্য সম্ভাহ ৫৭।

নবায়স লোহ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতা, গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ ও মুখা এক এক ভাগ। লোহ চূর্ণ সৰ্ব্ব সমান। জলে বর্দনীয়। মাজা দুই কুঁচ। অনুপান ঘৃত মধু। স্ত্রুত ইহা স্থূল ব্যক্তির পক্ষে ব্যবস্থা করেন আর প্রমেহ পিড়কা রোগে ব্যবহার করিতে কহেন। ইহা কুমিঙ্গ্রজ অজীর্ণে, পুরাতন অর্শে কুষ্ঠে ও বাতশৈথলিক রোগীর অজীর্ণে ও শ্বাসকাসে দিবে। পাণ্ডু শোথে ইহার ব্যবহার চলিত আছে। মূল্য সম্ভাহ ১৭।

### শূল ও গুল্ম।

[ গুল্ম চিকিৎসা দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইবে ]।

শাজী লোহ। অর্দ্ধ সের যব চারি সেব জলে পাক করিয়া এক সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর তাহাতে বিগুন্ধ মধুর অর্দ্ধ সের, শত মুলীর রস আট পল, আমলকীর রস আট পল, দধি আট পল, চুন্ধ আট পল, ভূমি কুয়াণ্ডের রস চারি পল ও ইক্ষুরস চারি পল প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যেব প্রত্যেকের চূর্ণ দুই তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে।

জীরে, ধনে, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, গজপিপুল, মুখা, হরীতকী, জল, লোহ, গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রেণুকা, আমলকী, বহেড়া, তালীশপত্র নাগকেশর, কটকী, যষ্টিমধু, রাজা, অশ্বগন্ধা

ও রক্তচন্দন। ভোজননের সহিত সেবন করিলে ঔষধ শীঘ্র জীর্ণ হয়। ~~সং~~ দুগ্ধ। অন্ন, শূল, কাস, জ্বর, হৃদ্রোগ, যক্ষ্মা ও অন্ত্রান্ত ক্ষয়কর রোগে দেওয়া যায়। মূল্য সপ্তাহ ১২

তাম্রভস্ম। একখানি তাম্রপত্রের বারগুণ কজ্জলী সেই তাম্রপত্রে লেপন করিবে। অনন্তর উহা হাঁড়ীর ভিতর এক জ্বলন্ত পুরু বালির উপর রাখিয়া তাহার উপর বালি চাপা দিবে। দুই এক ঘণ্টা এই ভাবে থাকিলেই তাম্রপত্র ভস্মীভূত হইবে। মায়া এক মাষা। অমুপান ঘৃত মধু। পরিণাম শূলে।

লৌহামৃত রসায়ন। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সর্ব-গুণ দুই সের, জল ষোল সের, শেষ চারি সের। চিনি ষোল পল। গোঁড়ানেবুর রস ষোল পল পাক করিবে। পাক শেষে নামাইয়া মরিচ, পিপুল, শুঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেকে দুই তোলা, লৌহ দুই পল ও ঘৃত চারি পল প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা ১ তোলা। অমুপান গরম জল। রোগ গুল্ম, যক্ষ্ম, প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ ও জীর্ণজ্বর। এই ঔষধ দিবার পূর্বে দান্ত পরিষ্কার করাইবে। [কিন্তু লৌহ-ঘটিত ঔষধ মাত্রেই রোগের প্রথম-বস্থায় দিতে নাই। আর লৌহ-ঘটিত ঔষধ পিত্ত শৈথিল্য রোগ সমূহেই ভাল]।

প্রাণবল্লভ রস। লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিং, হরী-তকী, আমলকী, বহেড়া, মনসার মূল, যবক্ষার, জয়পাল, মোহা-গার খই ও তেউড়ী প্রত্যেকে এক পল ছাগছুষ্টে পেষণ করিয়া বটা করিবে। মাত্রা দুই কুঁচ হইতে চারি কুঁচ। অমুপান জল বা মধু। রোগী বলবান্ ও দান্ত অতিশয় কঠিন হইলেই এই ঔষধ দিবে। গুল্ম, কামলা, পাণ্ডু, মেহ, হিতা, রক্তক্ষয়, বাত-

রক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিস্ফোট ও অপচী রোগে দিবে । ৭ মাত্রা ॥৩  
আনা ।

মন্তব্য । শুষ্ক রোগে গ্রহণী ও অজীর্ণের ঔষধ ব্যবহার্য্য ।

## বক্তপিত্তে ।

খণ্ডকাদ্য লৌহ ।

শতমূলী, গোলঞ্চ, মুণ্ডিরী, বাসক ছাল, বেড়েলা মূল, তাল-  
মূলী, খদির কাঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া এবং কুড়  
প্রত্যেকে পাঁচ পল । জল চৌষটি সের । শেষ আট সের । মনঃ-  
শিনাশোধিত লৌহ বার পল । চিনি বার পল । ঘৃত বার পল ।  
একত্র পাক করিবে । যন হইয়া আসিলে বংশলোচন, শিলাভট্ট,  
দাকচিনি, কঁাকড়া শৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুঠ ও জীরা এই সমু-  
দায়ের চূর্ণ প্রত্যেকে এক পল । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
ধনে, তেজপাতা, মরিচ ও নাগকেশর এই সমুদায়ের চূর্ণ  
প্রত্যেকে দুই তোলা । প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে । শীতল হইলে  
মধু দুই সের মিশ্রিত করিয়া রাখিবে । মাত্রা ২ তোলা । দুই  
দিন বারে খাইবে । ঔষধ সেবনের পর এক পোয়া দুধ পান  
করিবে । মাংসরস, লুচি প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার করিবে ।  
রক্তপিত্তে রোগী হৃদয় ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিলে ঐ ঔষধ দিবে ।  
এই লৌহ ক্ষয়, কাস, পুরাতন বাতরক্ত, পুরাতন প্রমেহ, শীত  
পিত্ত, পাণ্ডু রোগ, কুষ্ঠ, প্লীহা, রক্তশ্রাব ও অন্নপিত্ত রোগের  
পরিণত অবস্থায় দিবে । ৭ মাত্রা ১৮

## শ্বাসকাসে ।

শ্রীচন্দ্রামৃত লৌহ । শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ধনে, চই, জীরা, সৈন্ধব ও মনহাল সমান সমান । লৌহভস্ম সর্ব সমান । মাত্রা ৯ কুঁচ । অম্লপান মধু । সর্ব-প্রকার কাসের পরিণত অবস্থায় দিবে । রক্তপিত্তে ধারক হইয়া উপকার করে । জীর্ণজ্বর নাশক । হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা বশতঃ শ্বাস হইলে দিবে । রক্তের অন্নতা বশতঃ হাত পা জ্বালা ও তৃষ্ণা হইলে দিবে । রক্ত ক্ষয় বশতঃ শূল ও অগ্নিমান্দ্য হইলে দিবে । মূল্য সপ্তাহ ১২

শ্রীচন্দ্রামৃত রস । পারা গন্ধক লৌহ প্রত্যেকে দুই তোলা, সোহাগার থই ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা । শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, ধনে, জীরা ও সৈন্ধব প্রত্যেকে এক তোলা । ছাগদুগ্ধে মদনীয় । মাত্রা ৯ কুঁচ । অম্লপান মধু । ইহাতে লৌহভস্মের পরিমাণ অল্প আছে । অতএব নূতন পুরাতন উভয় কাসেই দেওয়া যায় । সপ্তাহ ১০

শুদ্ধারাত্র । অত্র ভস্ম দুই পল ; কর্পূর, জয়ত্রী, বালা, গজ-পিপুল ; তেজপাতা, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশ, দারুচিনি, নাগকেশর, কুড় ও ধাইফুল প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেকে এক তোলায় চতুর্থাংশ । এলাচ, জায়ফল, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেকে দুই তোলা । পারা এক তোলা । জলে গাড়িয়া সিদ্ধ হোলে আর ত্রায় বড় বড় বটিকা করিবে । প্রাতঃকালে সেবনীয় । সেবনের পর কিঞ্চিৎ আদা ও পান খাইবে । বাজীকরণ প্রার্থী একবারে ৪ বটাও খাইতে পারে । রোগ ; অগ্নিমান্দ্য, পুরাতন জ্বর,



উদর, যক্ষ্মা, জ্বর, কাস, শ্বাস, শোথ, দৃষ্টি-দৌর্বল্য, মেহ, মেদ, বমি-রোগ, শূল, অল্পপিত্ত, তৃষ্ণা, গুল্ম, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, বিষ-দোষ, পীনস, ব্রীহা, পাকস্থলীর সর্ববিধ রোগ এবং শুক্রক্ষীণতা ।  
৭ বটী ॥০

শ্বাসকুঠার । পারা, গন্ধক, বিষ, সোহাগা ও মনঃশিলা এক এক ভাগ, গুঁঠ তিন ভাগ, পিপুল তিন ভাগ, মরিচ সাত ভাগ । এই চূর্ণের মাত্রা ২ বতি । বাতশ্লেষ জ্ববে রোগী অচেতন হইলে ইহার নস্ত্রে চৈতন্ত হয় । ইহাতে নতুন সর্দি এবং যক্ষ্মাব জ্বর ও কাস নরম পড়িতে পারে । বিষঘটিত আর কোন ঔষধ যক্ষ্মা রোগেব জ্ববে ব্যবস্থা নাই । শিশুদিগেব জ্বর সর্দি ও শ্বাস কখন কখন এক সঙ্গে হয় । একপ স্থলে অতিশয় অল্প মাত্রায় শ্বাসকুঠার রস মধুর সহিত চাটাইলে উপকাব হয় । চিরজ্বরে বেশ উপকারী । সপ্তাহ ॥০

শ্বাস কাস চিন্তামণি । পারা, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণভঙ্গ এক এক ভাগ । মুক্তাচূর্ণ অদ্ধভাগ । গন্ধক দুই ভাগ । অন্ন দুই ভাগ এবং অস্ত্রের বিগুণ লৌহ প্রথমে কটিকারীর রসে, পরে ছাগছন্ধে, পবে যষ্টিমধুর কাণে, পবে পানের রসে একদিন মর্দন করিবে । অমুপান পিপুল চূর্ণ ও মধু । ইহাতে পুরাতন শ্বাস ও কাস নষ্ট হয় । এফিসেমা-নামক স্বাসে এই ঔষধটী দিবে ।

প্রমেহে ।

[ বিস্তৃত চিকিৎসা দ্বিতীয় খণ্ডে ] ।

বঙ্গাবলেহ । বঙ্গভঙ্গ দুই রতি । জম্বুপান ইক্ষুগুড় এক তোলা ও গন্ধক ৬০, কুঁচ । অথবা অমুপান গোলঞ্চের রস ও

শর্করা । শৈথিল্যিক মেহে ভাল । পৈত্তিক মেহে বঙ্গভঙ্গ ভাল  
নহে, শরীর গরম করে ।

বঙ্গেশ্বর । রসসিন্দূর ও বঙ্গভঙ্গ সমান সমান । মাত্রা ২,  
মাষা । অনুপান মধু । রোগ ইক্ষু মেহ । মচরাচর যে প্রস্রাবে  
চিনির আশ্বাদ থাকে, তাহাকেই ইক্ষু মেহ কহে । এই মেহে  
প্রস্রাব অধিক হয় । ইহা শৈথিল্যিক মেহের অন্তর্গত । ইহা  
আরাম হয় । মূল্য সপ্তাহ ॥০

কপূরাদি বটী । কপূর ১ ভাগ, মৃগনাভি ১ ভাগ, আফিং  
৪ ভাগ, জয়পাল ৪ ভাগ । জলে মর্দনীয় । মাত্রা ১ কুচ ।  
অনুপান পানের রস । বহুমূত্রে মূত্রের আধিক্য নিবারণ করিতে  
হইলে দিবে ।

। অথাত্ত রোগের নির্কাচিত ঔষধ সকল দ্বিতীয় খণ্ডে বলা  
হইবে ।

## ২য় প্রকরণ ।

### শোধন প্রণালী ।

১ । বিষ শোধন । বিষকে ইংরাজীতে একোনাইট বলে ।  
সংস্কৃত ভাষায় বিষ বলিলে সাধারণতঃ একোনাইট বুঝাইয়া  
থাকে । অতঃ কোন বিষ বুঝায় না । বেণেরা বিষকে মিঠে বিষ  
কিংবা মিটে কহিয়া থাকে । পৌষ ও মাঘ মাসে দাজিলিং  
অঞ্চল চাইতে কলিকাতায় বিষের আমদানী হয় । ইহা গাঢ়  
সিকড় । গঠন ছোট ছোট শিল্পের স্থায় । ১ সের ॥০ হইতে  
১৥০ পর্যন্ত মূল্য পাওয়া যায় । হাতে ভারী ঝেকিলে সেই

বিষ ভাল । ভিতরের রং দীর্ঘ পীতবর্ণ হইলে ভাল হয় । শাদা হইলে তাহাকে কাঁচা বলা যায় । শোধন করিতে হুইশ চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া লইতে হয়, পরে গোমুত্রে ফেলিয়া ২৪ ঘণ্টা রৌদ্রে রাখিতে হয় । অনন্তর জলে ধুইয়া ছাল খুলিয়া রৌদ্রে শুক করিতে হয় । শুক হইলে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিতে হয় ।

২। কুচীলা শোধন । গোমুত্রে বা ছপ্পে ফেলিয়া ২৪ ঘণ্টা বোড়ে রাখিবে । পরে খোলা খুলিয়া চূর্ণ করিবে । কুচীলার প্রচলিত সংস্কৃত নাম কুপীনু, বিষ মুষ্টি ও বিষ তিন্দুক । ইংরাজী নাম নক্সতোমিকা ।

৩। সম্বল-শোধন । সম্বলকে ভাষায় সেকো বলে । ইংরাজীতে আর্সেনিক বা আর্সেনিয়াস এসিড কহে । “তিন দিন গোমুত্রে ও একদিন কুকসিমার রসে ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয় । মাত্রা ১ সর্ষপ অর্থাৎ এক ঐণের নবমাংশ । ইহা নূতন ও পুৰাতন জবেব ব্রহ্মাস্ত্র” ইতি তন্ত্র ।

৪। পারদ শোধন । একটা হাড়ী আগুনে চড়াইবে । হাড়ীর ভিতর দুই অঙ্গুল পুক বালি রাখিবে । বালির উপর একটা মাটির ভাড়া বসাইবে । ভাড়ের ভিতর পারা রাখিবে । পারা যত, বিগুন্ধ গন্ধকচূর্ণ তাহার ছয় গুণ লইবে । পাবার উপর পাতলা করিয়া গন্ধক ছড়াইয়া দিবে, যেন পারদের সমস্ত উপরিভাগ ঢাকা পড়ে । আর সমস্ত গন্ধক-চূর্ণ একভাবে ছড়াইবে না । খুব নজর বাধ ; পারা গরম হইলে গন্ধক গলিতে থাকিবে; যে যে অংশে গন্ধক গলিয়া যাইবে, সেই অংশ নূতন গন্ধক দিয়া ঢাকিবে । এইরূপে সমস্ত গন্ধক ক্রমে, ক্রমে খাওয়াই হইলে হাড়ী ভাঙাভাঙি নানাইয়া ফেলিবে ।

গন্ধক ঠাণ্ডা হইলেই জমাট বাঁধিয়া যাইবে। তখন ঐ জমাট তুলিয়া লইবে। নিম্নে বিস্তৃত পারদ পাওয়া যাইবে। ইহারই নাম ষড়্‌গুণ বলি জারিত পারদ। সর্ব্বকর্মে ব্যবহার্য্য। পারা শোধনের অন্ত্যন্ত প্রণালীও আছে। তন্মধ্যে এক প্রকার রসপর্পটী প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। এই দুই প্রকারই উৎকৃষ্ট। এইরূপ শোধিত পারদ গন্ধকের সহিত কজ্জলী করিয়া পূর্ণমাত্রায় সেবন করিলেও মুখ আসে না, বরঞ্চ উৎকট অগ্নিপিত্তও নিরারিত হয়।

৫—৮। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও তাম্রের শোধন। এই সকল ধাতু আজি কালি বিস্তৃত অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায়। তথাপি শোধন করিতে ইচ্ছা করিলে ঐ সকল দ্রব্যের হুন্স পত্র বা চূর্ণ গোমূত্রে তিন ঘণ্টা করিয়া পাক করিবে।

৯—১০। বঙ্গ ও সীসকের শোধন। বঙ্গ বা সীসক গলাইয়া তাহাতে ছাগছত্র সেচন করিবে। অথবা তাহা আকনের ক্ষীরে নিক্ষেপ করিবে।

১১। অত্র শোধন। কৃষ্ণাভ্রকে চতুর্থাংশ শালি ধাত্তেব সহিত থলিয়ার মধ্যে পুবিয়া তিন দিন জলে রাখিবে। পরে ধুইয়া লইবে।

১২। হিরাকস শোধন। হিরাকসকে তপ্ত ভূঙ্গরাজ রসে নিক্ষেপ করিবে। ইহার সংস্কৃত নাম কাশীশ।

১৩—১৭। রসায়ন, হরিতাল, মনঃশিলা, হিঙ্গুল ও গৈরিকের শোধন। গৌড়ানেবুর রসে একদিন ভিজাইয়া রাখিবে।

১৮—২১। শঙ্খ, মোহাঙ্গা, কিলুক, কড়ি এই সকল দ্রব্যের শোধন। গৌড়ানেবুর রসে উত্তমরূপে যৌত করিবে। অথবা

আমানীতে এক প্রহর সিদ্ধ করিবে। ঔষধে বেঁচুকড়ি (বরাটিকা) ব্যবহৃত হয়।

২২। শিলাজতু শোধন। দশমূল পাচনের সহিত একদিন মর্দন করিবে। পরে রোদ্রে রাখিয়া জল শুষ্ক করিয়া লইবে।

২৩। জয়পাল শোধন। জয়পালের খোলা থুলিয়া চিরিয়া ফেলিবে। পরে ছুঁকে সিদ্ধ করিবে। [আমরা জয়পালের বিষ পাতা ফেলিয়া দিয়া খলে মাড়িয়া লই; পরে নেকড়ার ভিতর পুরিয়া ছুঁকে ফেলিয়া অঙ্গুল দিয়া টিপিয়া তৈল নিংড়াইয়া ফেলি। পরে বোদ্রে শুষ্ক করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করি।]

২৪। স্নুহীক্ষীর শোধন। মনসার ক্ষীর তৈতুল পাতার রসের সহিত মর্দন করিবে। পরে একদিন রোদ্রে ফেলিয়া রাখিবে। পাতার রস এক তোলা ও ক্ষীর আট তোলা হওয়া উচিত।

### ৩য় প্রকরণ।

#### ধাতু ভস্ম। Mineral salts.

ভস্ম শব্দের প্রচলিত অর্থ 'ছাই'। কিন্তু ধাতু ছাই হয় না। অগ্নিতাপে গলিয়া যায় মাত্র। গলিত অবস্থায় উহার সহিত দ্রব্যান্তর মিশ্রিত করিলে চূর্ণ হইয়া যায়। ধাতুর এইরূপ চূর্ণকে ধাতু ভস্ম কহে। কঠিন দ্রব্য গলাইয়া তাহার সহিত তরল বা চূর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত করিলে কঠিন দ্রব্যের পরমাণু সকল পৃথক্ পৃথক্ হয়, যোগাকর্ষণ শক্তি দুর্ব্বীভূত হয়, তাহাতেই চূর্ণনযোগ্য হইয়া থাকে। চরকে বিস্তৃত ধাতু-চূর্ণের ব্যবহার প্রচলিত।

(ক) যে কোন ধাতু গলাইয়া তাহাতে যে কোন উদ্ভিজ্জ তন্তু নিক্ষেপ করিয়া ঘুঁটিয়া লও, দেখিবে ধাতু চূর্ণনযোগ্য হইয়াছে কেবল উদ্ভিজ্জ তন্তু কেন, ধূলি বা সুরকী চূর্ণ মিশাইয়া ঘুঁটিয়া লইলেও চূর্ণনযোগ্য হইবে। বঙ্গ গলাইয়া তাহাতে হরিদ্রা প্রভৃতির তন্তু মিশ্রিত করা হয়, পরে মিলিত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া লইলেই তাহাকে বঙ্গতন্তু বলা হইয়া থাকে।

(খ) স্বর্ণ গলাইয়া তাহাতে কজ্জলী-চূর্ণ নিক্ষেপ করিলে স্বর্ণ চূর্ণন-যোগ্য হয়, এইরূপ চূর্ণকে স্বর্ণতন্তু বলে।

(গ) লৌহ গলাইয়া তাহাতে গোমূত্র নিক্ষেপ কর। লৌহ নির্দোষ হইবে। পুনশ্চ গলাইয়া পুনশ্চ গোমূত্র নিক্ষেপ কর। বারবার এইরূপ কর। দেখিবে লৌহ চূর্ণন-যোগ্য হইয়াছে। এস্থলে কঠিন দ্রব্যের সহিত তরল দ্রব্য মিশ্রিত করা হইল। গোমূত্র জলন্ত লৌহে নিক্ষেপ করাতে গোমূত্রের জলীয় ভাগ উড়িয়া গেল এবং সারভাগ ভস্মীভূত হইয়া লৌহের সহিত মিশ্রিত হইল, এইরূপ বৃদ্ধিতে হইবে।

(ঘ) তাম্র পত্রের গায়ে কজ্জলী মাখাইয়া অগ্নিতাপ দিলে, তাম্র পত্র দ্রবীভূত হয় এবং সেই অবস্থায় পারা পৃথক্ হয় আর গন্ধক তাম্র পত্রের সহিত মিশ্রিত হয়। তখন তাম্রপত্র চূর্ণন-যোগ্য হয়। ইহাকেই আমরা তাম্রতন্তু বলি। ইংরাজীতে সল্‌ফায়েড আব কপার বলে।

মন্তব্য। প্রত্যেক স্থলেই চূর্ণকে গলাইয়া পুনশ্চ আদিম ধাতু বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ক, খ ও গ স্থলে ধাতুর সহিত দ্রব্যান্তরের যে সংযোগ হইল, তাহাকে বাহ্য সংযোগ বলা যায়। আর ঘ স্থলের সংযোগকে রাসায়নিক সংযোগ कहিয়া থাকে। তবেই পারিভাষিক রূপের বৃত্তিতে গেলো ভ্রমী-

করণ শব্দের অর্থ যোগাকর্ষণের বিপ্রাকর্ষণ ও দ্রব্যাস্তর-মিশ্রণ ।

এইরূপ দ্রব্যাস্তরের সহিত মিশ্রিত হইলে ধাতুর গুণও অবশ্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয় । অথবা বিস্তৃত লৌহচূর্ণের অপেক্ষা কার্বনেট-লৌহের গুণ কিঞ্চিৎ ভিন্ন বই কি । সেইরূপ বিস্তৃত লৌহ চূর্ণের অপেক্ষা গোমূত্র সংস্কৃত লৌহের গুণ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র । কিন্তু তাহা বলিয়া বিস্তৃত চূর্ণের অপেক্ষা ভস্মের গুণ অধিক বলা যায় না । অতএব চরক যে স্থলে লৌহের উল্লেখ করিয়াছেন সে স্থলে লৌহ চূর্ণই ব্যবহার করিবে, লৌহভস্ম ব্যবহার করিবে না ; আর তাস্তিকেরা যে স্থলে লৌহ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন সে স্থলে লৌহ শব্দে লৌহভস্ম বুঝিতে হইবে । চক্রদত্ত বলেন যে একই প্রকার লৌহ ভস্ম সকল ধাতুর উপযোগী হয় না । ইহার অর্থ স্পষ্ট । দেখ, গোমূত্র সংস্কৃত লৌহভস্ম প্লীহা যকৃৎ শোথ উদর কুষ্ঠ উন্মাদ ও গ্রহণী বোগে ফলদায়ক হইলেও রক্ত পিত্তে ফলদায়ক হইতে পাবে না ; কেননা গোমূত্র রক্তপিত্তের বিরুদ্ধ । এইজন্ত চক্রদত্ত খণ্ডকাদ্য লৌহে গোমূত্র সংস্কৃত লৌহের ব্যবস্থা দেন মাই, পরন্তু মনঃশিলা মিশ্রিত কিংবা স্বর্ণমাক্ষিক মিশ্রিত লৌহভস্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন ।

হরিতাল সহজেই চূর্ণ করা যায়, এইজন্ত বেতাল রস প্রভৃতি ঔষধে হরিতাল ভস্মের ব্যবহার নাই. চূর্ণেরই ব্যবহার আছে । সের্কো ও গন্ধক হরিতালের দুইটী প্রধান অঙ্গ । স্মৃতরাং উহাকে আগুনে অধিক তপ্ত করিলে গন্ধক জলিয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে সের্কো অর্থাৎ আর্সেনিক এসিডও উড়িয়া যাইতে পারে । এইজন্ত অধিক ক্ষণ তপ্ত করিতে নাই । স্বতকুমারীর ধোলায় ভিতর পরিয়া গুর্ভের মধ্যে অনাবৃত পায়ে খুব তপ্ত কর ।

স্বতকুমারীর রস উহাতে শোষিত হইয়া গেলেই উহার বর্ণাস্তম হইবে । একই কেষ্ট হরিতাল, চূর্ণের সহিত ভস্ম করিয়া থাকেন । চূর্ণ এক তোলা ও হরিতাল এক তোলা গজপুটে পাক করিতে হয়—যহ্ননাথ মুখোপাধ্যায়ের সরল জব চিকিৎসা ১৩৮ পৃঃ ।

ফলকথা এই যে ধাতু প্রকৃত প্রত্যাবে ভস্ম অর্থাৎ ছাই হইতে পাবে না । ইংরাজীতে বাহাকে মিনরাল সল্টস্ কহে, আমরা তাহাকেই ধাতুভস্ম কহিয়া থাকি ।

## সহস্র পুট লৌহ প্রস্তুত করিবার সহজ উপায় ।

এক ছটাক লৌহচূর্ণের সহিত সহস্র ছটাক গোমূত্রের সাব পুটপাকে দন্ধ করিলে সহস্র পুট লৌহ হয় । অতএব যদি সহস্র ছটাক গোমূত্রের সহিত এক ছটাক লৌহচূর্ণ মিশ্রিত কবিয়া পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে সমস্ত দ্রব্য পুটপাকে দন্ধ করা যায়, তবে সহস্র পুট লৌহেব তুল্য গুণ বিশিষ্ট লৌহ প্রস্তুত করা হয় । শেষোক্ত পুট পক লৌহ মুচী হইতে বাহির কবিয়া ২৪ ঘণ্টা লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দন করিবে । কেননা লৌহচূর্ণ ষতই সূক্ষ্ম হয় ততই সহজে শরীরে শোষিত হওয়া সম্ভব । আবার প্লীহা যক্ষ্ম প্রভৃতি পিত্তৈন্মিক রোগ সমূহে গোমূত্র ও লৌহ উক্তরূপে পাক করিতে করিতে শুষ্ক হইয়া আসিলে, পুটপাকে দন্ধ না করিয়াই মর্দন পূর্বক ব্যবহার করিবে ।

অর্দ্ধেক গোমূত্র ও অর্দ্ধেক ত্রিফলার কাথ মিশ্রিত করিয়া শেষোক্তরূপে পাক করিলে মূত্রকৃচ্ছ ও প্রমেহ রোগে অতিশয় ফলদায়ক হইতে পারে । লৌহভস্ম ১ ভবি ২১



## সহজে স্বর্ণভস্ম করিবার উপায় ।

বিশুদ্ধ পারদ আট তোলা, বিশুদ্ধ গন্ধক যোল তোলা কজ্জলী কর । অনন্তর ১ তোলা বিশুদ্ধ স্বর্ণ মৃৎপাত্রে গলাইয়া লও । পরে উহাতে কজ্জলী ঢালিয়া দিয়া ঘুটিয়া লও । এবং সরা চাপা দাও, পরে নামাইয়া ফেল । ইহাই তত্ত্বোদ্দিষ্ট স্বর্ণভস্ম ।

যজ্ঞা ও সর্পদংশনে বিশুদ্ধ স্বর্ণচূর্ণ ব্যবহার্য্য । বিশুদ্ধ স্বর্ণ-চূর্ণ আজি কালি কলিকাতার বাজারে অপ্রাপ্য নহে । মূল্য এক ভরি ৪৮ টাকা পর্য্যন্ত ।

## পারদ ও তাত্র একসঙ্গে ভস্ম করিবার উপায় ।

বিশুদ্ধ পারদ ও গন্ধক সমান সমান ভাগে কজ্জলী কর । কজ্জলীর দ্বাদশাংশ বিশুদ্ধ তামার চাক্তি গ্রহণ কর । অনন্তর কজ্জলী মূচীর মধ্যে পুরিয়া তাহার উপর তামার চাক্তি বসাইয়া দাও । আব তামার চাক্তির উপরে কজ্জলীর প্রলেপ দাও । পরে মূচীর মুখ টাটি দিয়া ঢাকিয়া কাদা দিয়া উত্তমরূপে লেপন কর । কাদার লেপ দুই অঙ্গুল পুরু হওয়া উচিত । অনন্তর মূচী ঘুঁটের আশুনে প্রবিষ্ট করিয়া দগ্ধ কর । মূচীর কাদা পুড়িয়া গেলেই তুলিয়া লও । ঠাণ্ডা হইলে ভাঙ্গিয়া ফেল । দেখিবে কজ্জলীও ভস্ম হইয়াছে, তামাও ভস্ম হইয়াছে । এই-রূপ কজ্জলীকেই পারা ভস্ম কহে । অথবা পারা ভস্ম বলিলেই রসেশ্ব শাস্ত্রে কজ্জলী ভস্ম বুঝায় । আমাদের তাত্র ভস্মকে ইংরাজীতে সল্ফারয়েড আব্ কপার বলে । আর পারা ভস্মকে সল্ফাইড্ আব্ মাকু'রী বলে । মূল্য একভরি ১৮

## সহজে অভ্রভঙ্গ্য করিবার উপায় ।

বিশুদ্ধ অভ্রচূর্ণ একভাগ ও বিশুদ্ধ সোহাগা দুই ভাগ একত্র করিয়া মুষ্টির মধ্যে দণ্ড করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিবে। এই ঔষধ উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিন্তু উহাকে লাল করা কঠিন নহে। মাদার বা অল্প কোন অল্পদ্রব্যের সহিত উহার সহিত মর্দন করিলেই লাল হইতে পারে। কেননা অভ্র ও লৌহ এক জিনিষ; অল্প সংযোগে উভয়কেই লাল করা বাইতে পারে। কিন্তু লাল রং করিবার প্রয়োজন নাই।

এইরূপ অভ্রভঙ্গ্য সর্বকক্ষে ব্যবহার্য্য। ইতি রসেন্দ্র সার সংগ্রহ। মূল্য ১ ভরি ১ টাকা।

## সহজে রৌপ্যভঙ্গ্য করিবার উপায় ।

হবিতাল ও গন্ধক পাতিনেবু রসে মর্দন করিয়া রৌপ্য পাত্রে লেপন করিবে এবং পুটে পাক করিবে। এইরূপে তিনবার লেপন করিয়া তিনবার পুটপাক করিবে। তাহা হইলেই রৌপ্য ভঙ্গ্য হইবে। ইতি রসেন্দ্র সার। মূল্য ১ ভরি ৪ টাকা।

অবার যদি কোন ঔষধে রৌপ্য ভঙ্গ্য মিথ্যাইবার প্রস্তাব থাকে, তবে সেই ঔষধের অন্তর্গত কোন একটা চূর্ণ দ্রবীভূত রৌপ্যে নিক্ষেপ করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। যেমন, পীণ্ডুষবল্লী\* রসে কজ্জলীর সহিত রৌপ্য ভঙ্গ্য মিশ্রিত করিবার প্রস্তাব আছে। এরূপ স্থলে দ্রবীভূত রৌপ্যে কজ্জলী চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া যুটিয়া লইলেই কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। ৪৬ পৃষ্ঠায় চরকের মত দেখ।

## সহজে বঙ্গভস্ম করিবার উপায় ।

হরিদ্রা, যমানী, জীরক ও অশ্বথবৃক্কল সমান সমান ভাগে অস্ত্রধূমে দগ্ধ কর। ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ বঙ্গের তুল্য বা দ্বিগুণ হওয়া উচিত। অনন্তর বঙ্গ মৃৎ পাত্রে গলাইয়া লও এবং ভস্ম সকল তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া ঘুঁটিয়া লও। শীতল হইলে চূর্ণ কনিয়া লইবে। মূল্য ১ ভরি ১ টাকা।

আবার যদি কোন ঔষধে বঙ্গভস্মেব সহিত কজ্জলী মিশাইয়াব প্রস্তাব থাকে, তবে বঙ্গ আর স্বতন্ত্র ভস্ম না করিয়া পারার সহিত একবারে মিশ্রিত কর। পরে গন্ধকের সহিত মর্দন করিলেই কার্য সিদ্ধি হইবে।

একপ স্থলে বঙ্গ গলাইয়া তাহাতে পারা ঢালিয়া দাও এবং ঘুঁটিয়া লও। দেখিবে মিলিত দ্রব্য চূর্ণন-যোগ্য হইয়াছে [এইরূপ প্রক্রিয়ায় স্বর্ণবঙ্গ নামক ঔষধে কজ্জলী মিশ্রিত করা হয়]।

## মুক্তা, শঙ্খ, শুভ্রি, শঙ্কু ও বরাটিকা ।

মুটির মধ্যে পূরিয়া ভস্ম করা হয়। স্পষ্টই বুঝা যায় যে উহাদের প্রত্যেকেরই ভস্ম একটা চূর্ণ। এইজন্ত কখন কখন এক ভস্মের বদলে আর এক ভস্ম ব্যবহার করা হয়। যথা—

মুক্তাভাবে শঙ্কচূর্ণম্ ইতি পরিভাষা প্রদীপ ।

মন্তব্য । ভাবমিশ্র ও গোবিন্দ সেন উভয়েই কহেন যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বদলে লৌহচূর্ণ ব্যবহার করা যায়। আবার আধুনিক কেমিষ্টেরা বলেন যে হীরক ও কার্বন এক। তবেই হীরকের বদলে কৃষ্ণা বা গৃহধূম ব্যবহার করা যায়। কিন্তু

চিকিৎসক এ সকল কথায় বিচলিত হইবেন না । কেন না একই রোগের অনেক ঔষধ আছে, অতএব স্বর্ণ বৌপ্য ও হীরকের অভাবে স্বর্ণ রৌপ্য ও হীরক ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করাই ভাল ।

## ৪র্থ প্রকরণ ।

### সংশোধন অর্থাৎ

স্বেদ, বমন, বিরেচন, বস্তি ও শিরোবিরেচন ।\*

স্বেদ শব্দের অর্থ শরীরে তাপ দেওয়া । চলিত ভাষায় ইহাকেই সেক কহে । বমন শব্দের অর্থ স্পষ্ট । বিরেচন শব্দের অর্থ জ্বালাপ । বস্তি শব্দের অর্থ পিচকাবী দ্বারা গুহাদেশেব ভিতর ঔষধ প্রেরণ করা । শিরোবিবেচনের অর্থ মস্তকেয় জ্বালাপ অর্থাৎ নশুকর্ম ।

এই সকল উপায়কে ‘সংশোধন’ বলে । রোগ উৎকট হইলে অথচ সম্বর দমন করা বিহিত হইলে সংশোধন ভিন্ন উপায় নাই ।

### স্বেদ ।

বালুকা স্বেদ সচবাচর প্রয়োগ করা হয় । তণ্ডু খোলায় বাগি, গরম করিয়া তাহাতে আমানী ছিটাইয়া দিতে হয়, পরে পুটলী করিয়া স্বেদ দিতে হয় । আমানী না মিলিলে কেবল বালুব

\* চরক মতে সুস্থ ব্যক্তি একবার চৈত্রমাসে, একবার শ্রাবণ মাসে ও একবার অগ্রহায়ণ মাসে শরীর শোধন করিবে।

শ্বেদই দিবে । সচরাচর হাত ও পায়ের তৈলা ও মাথায় শ্বেদ দিতে হয় । পাজরে ও দক্ষিণ বক্ষেও শ্বেদ দেওয়া চলে । তত্ত্বিন্ন রোগ স্থানেও শ্বেদ দেওয়া রীতি ।

বালুকা শ্বেদে বায়ু রোগ, কফ রোগ মাথার বেদনা, গা মোচড়ানী, কম্প, বৃক্কের বেদনা, গার বেদনা, সর্দি, শ্বাস, বাত-শ্বেদার জ্বর, হস্তস্ত, গা কাগড়ানী, উক ও জজ্বার বেদনা এবং হাড়ের ভিতরকার বেদনা সত্ত্ব সত্ত্ব নষ্ট হয় ।

মাথায় জালা থাকিলে শ্বেদ দিবে না । চক্ষুতে, বাম হৃদয়ে এবং নাভিতে শ্বেদ দিবে না । অণুবোষে ও কুচকীতে উৎকট শ্বেদ দিবে না । রক্তপিত্ত, মূর্ছা, ষণ্মা, কুষ্ঠ, অতিস্থলতা, অতি-সার, বদন্ত, গর্ভ এবং ঋতু বা রক্তস্রাবের লক্ষণ থাকিলে শ্বেদ দিবে না । কিন্তু মৃত গর্ভ নিষ্কাশিত হইবার পর অথবা স্ত্রপ্রসব হইবার পর রক্ত নির্গত হইলেও শ্বেদ দিবে । কিন্তু বক্তস্রাব অধিক হইতে থাকিলে কোন স্থলেই শ্বেদ দিবে না । মধু, স্নাত, দধি বা ছাগ পানের পর শ্বেদ দিবে না । আর যে সকল রোগে শ্বেদ দেওয়া বিধি, সে সকল স্থলে কোন ঔষধে মধু অনুপান দিবে না ।

### বমন ।

পিত্ত বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে বনি করান যায় । পিত্ত বাহির হইবার পরে বমি নিরস্ত না হইলে বমি অতিরিক্ত হইল বলা যায় । গলায় আঙ্গুল দিয়া বনি করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় । নিম্নে বমনকারক ঔষধ সমূহের বিবরণ করা হইল ।

ঔষধের নাম ।	মাত্রা ।	অনুপান ।
শৈবক	এক তোলা	এক ছটাক গরম জল ।
সর্ষপ চূর্ণ	ঐ	ঐ ।
মদন ফলের চূর্ণ	২ তোলা	ভিন্ন ভিন্ন পাচন ।
তুথ (তুঁতে)	৩।৫ গ্রেন	দুগ্ধ বা জল ।
তাম্রভস্ম	৫ গ্রেন	মধু ।
ইপিকাকুয়ানা	২০ গ্রেন	জল ।
টার্টার এমোটিক	২ গ্রেন	জল ।

শেষোক্ত দুইটা ঔষধ ডাক্তারী হইতে লওয়া হইল ।

## বিরেচন ।

মলের শেষে কফ বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত দান্ত কবান যাব ।

এরঙ বীজ	একটী	খোলা খুলিয়া বাঁটাশ খাইবে ।
এবঙ তৈল	অর্ধ ছটাক	অনুপান দুগ্ধ বা পাচন ।
তেউড়ী চূর্ণ	১।২ তোলা	চিনিব সহিত জলে গুলিয়া
সৌদালের আঠা	অর্ধ হইতে দুই তোলা	দুগ্ধ বা পাচন ।
জয়পাল বীজ	১ বতি	উচ্ছাভেদী দেখ ।
লোধ ছাল	২ তোলা	ত্রিফলাব জল ।
সোণামুখী চূর্ণ	১০।২০ গ্রেন	কোন পাচন ।
উচ্ছেপাতার রস	আধ ছটাক ।	

রোগীর হাতের একহাত পরিমাণ একটী সৌদাল খর্ব্ব মধ্যে যতটা আটা থাকে, তাহা জলে কিম্বা পাচনে কিম্বা দুগ্ধে গুলিয়া লইতে হয় । অথবা সৌদাল পাতাব রস আধ ছটাক

থাইতে হয়। সোঁদাল পাতা দ্বত ও লবণের সহিত ভাজিয়া ভাতের সঙ্গে থাইলে উত্তম দান্ত হয়। ব্রাহ্মী শাকের রসও বিবেচন। লোধচূর্ণ দুই তোলা দধি ঘোল গোমূত্র বা ব্রাণ্ডীর সহিত পান করিলে দান্ত হইয়া থাকে।

---

### বমন যে যে স্থলে নিষিদ্ধ।

পিচকাবী দিবার পর বমন দিবে না। আব হ্রোগ, মুত্রাঘাত, প্লীহা, গুল্ম, উদব, অসীলা, স্বরভঙ্গ, শিরোরোগ, রক্তবমি, কর্ণরোগ, অক্ষিরোগ বা বঙ্গে বেদনা থাকিলে বমন দিবে না।

---

### বস্তি।

আয়ুর্বেদে বস্তির যেকপ প্রশংসা, সেকপ আর কিছুবই নাই। বস্তি দুই প্রকার; পানীয় দ্রব্য দ্বারা বস্তি ও তৈল দ্বারা বস্তি। একবারে দুই তিন বস্তি দেওয়া যায়। উৎকট রোগে উপযু্যপবি তিন দিন বস্তি দেওয়া যায়। এক মাসে ১৮ বস্তি দেওয়া যাইতে পারে।

---

### অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি।

দশমূলের প্রত্যেক মূল ছয় তোলা, তবেই সর্বশুদ্ধ ৬০ তোলা দশমূল আট গুণ জলে সিদ্ধ করিবে। চতুর্থ ভাগশেষে অর্থাৎ পনের পল থাকতে ছাঁকিয়া লইবে; তন্মধ্যে পাঁচ পল লইয়া তাহার সহিত গুলফার সূক্ষ চূর্ণ দুই তোলা, সৈন্ধব দুই তোলা,

একটি শুষ্ক ময়না ফলের চূর্ণ, মধু দুই পল ও তিল তৈল দুই পল উত্তমকপে মাখিয়া লইবে। অনন্তব মিশ্রিত দ্রব্য গরম জলের ঘটীর উপর রাখিয়া ঈষৎ তপ্ত করিয়া লইবে। পরে গুহোর ভিতর প্রবিষ্ট করাইবে। রোগীকে বান পার্শ্বে শোয়াইয়া বস্তি দিতে হয়।

প্রথম বস্তি এইরূপে দিবার পর বাহির হইয়া আসিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্তি দেওয়া উচিত। যে দশপল পাচন অবশিষ্ট থাকে তাহাই দুইভাগ করিয়া দুই বাবে দিবে। প্রতিবারেই গুল্ফা প্রভৃতি মিশ্রিত করিবে। সূক্ষ্মত বলেন যে, গুল্ফা চূর্ণ ও নৈক্কেব যোগ করিলে বস্তি শীঘ্র বাহির হয়। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে তাহার মতে ঐ দুই দ্রব্যের অথ কোন প্রয়োজন নাই। আশংকা একটি ভুলন্ত উদ্ভিদরোগে কয়েকবার অন্ধমাত্রিক বস্তি দিয়াছিলাম; কোন বাবেই গুল্ফা ও মদনফল চূর্ণ যোগ করি নাই। কিন্তু ফলের ন্যূনতা হয় নাই।

এক বৎসব বনসেব পক্ষে পাচন বস্তির পরিমাণ ৮ তোলা। দুই বর্ষের পক্ষে বোল তোলা। প্রতি বর্ষে আটতোলা কনিয়া বৃদ্ধি হইবে। ১২ শালের অধিক আব হইবে না।

পানীয় বস্তি নিষিদ্ধ। জলমগ্ন, জলপীত, মূচ্ছিত, ক্রুদ্ধ ভাঁহ, মদমত্ত, শ্বাসরোগী, জলোদরবোগী, সাতমাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী, মধুমেহী ও কুষ্ঠরোগীকে কোন প্রকার বস্তি দিবে না। বমন বিরেচন বা ভোজনের পরক্ষণে পানীয় বস্তি দিবে না। সূক্ষ ও অসূক্ষ সকলকেই সর্বকালে অন্ধমাত্রিক বস্তি দেওয়া হয়। ইহাতে আহাৰাদির কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না।



### ক্ষারবস্তি ।

সৈন্ধব দুই তোলা, শুল্ফা দুই তোলা, গোমূত্র চৌষট্টি তোলা, পাকা তেঁতুল ষোল তোলা এবং শুড় ষোল তোলা আলোড়ন করিয়া ছাকিয়া লইবে । এবং বাষ্পতাপে জ্বিৎ উত্ত্ব করিয়া বস্তি দিবে । নিম্নলিখিত কঠিন কঠিন বোগে ক্ষারবস্তি সত্ত্ব সত্ত্ব উপকাব করে ;—

শ্ৰীহা, যকৃৎ, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রিমি, উদাবৰ্ত্ত, শুষ্কশূল, নিদারুণ মূত্রবদ্ধ, উন্মাদ, বোম্বাই বসন্ত, কুচকী, দন্তশূল, রজোবদ্ধ, প্রমেহ, পিড়কা এবং কোষ্ঠবদ্ধযুক্ত তাবৎ বায়ুরোগ ও শ্লেষ্মরোগ ।

### তৈলবস্তি ।

মহানারায়ণ তৈল ও অগ্ন্যাগ্ন উপশ্লুত তৈলেব বস্তিকে তৈল বস্তি কহে । পানীয় বস্তি দিবাব পব বোগী কক্ষ হইতে পাবে । তখন তৈলবস্তি দিতে হয় । আর বায়ুশূল প্রভৃতি রোগে পানীয় বস্তি না দিয়া একবারেই তৈলবস্তি দেওয়া যায় । তৈলবস্তি দিতে হইলে রোগীকে অগ্রে লঘুভোজন করাইবে । পানীয় বস্তি যে সকল স্থলে নিষিদ্ধ, তৈলবস্তিও সেই সকল স্থলে নিষিদ্ধ । শুষ্ক নবজ্বর, পাণ্ডুবোগ, প্রমেহ, অর্শ, সর্দি, অরুচি, মন্দাশ্ব, শ্ৰীহা, যকৃৎ উদরাময়, বিষপান, বহ্নাভিযান্দ, গোদ, গলগণ্ড ও ক্রিমিকোষ্ঠে নিষিদ্ধ ।

## স্বহস্তে বস্তি দিবার উপায় ।

মনে কর একটি জলপূর্ণ পাত্র পেরেক দিয়া দেওয়ালের গায়ে আটকান আছে । গ যেন পেরেক । কথ পাত্রের নীচে ছ ছিদ্র আছে । ছউ একটি ডাক্তারী পিচকারী,ঐ ছিদ্রের মুখে ঝোলান আছে । উচ পিচকারীর নল । ঘ রোগীর গুহদ্বার । উচ নলেব মুখ গুহদ্বারে প্রবিষ্ট আছে । একপ স্থলে কথ পাত্রেব সমস্ত জল বোগীর গুহের ভিতর আপনি প্রবেশ করিবে । রোগী শয়ন কবিয়া থাকিবে ।



## শিরোবিবেচন বা নস্যকৰ্ম্ম ।

যাহারা ভাত খাইয়াছে, মাথায় জল দিয়াছে বা দিবে, শস্ত্রাহত বা দণ্ডাহত বা মদমত্ত হইয়াছে কিম্বা শোকে মূচ্ছিত হইয়াছে ; যাহাদেব নবজব হইয়াছে, নূতন সর্দি হইয়াছে বা গর্ভ হইয়াছে ; যাহাদিগকে বিবেচন বা তৈলবস্তি দেওয়া হইয়াছে ; এই সকল রোগীকে নস্য দিবে না ।

## অঞ্জন ।

সকল অঞ্জনই কাপড়ে ছাঁকিয়া দিতে হয় । নুহা চোখের মধ্যে থিচ ঢুকিতে পারে ।

## চরকমতে লৌহ স্বর্ণ ও রৌপ্য জারণ ।

লৌহপত্র অগ্নিদগ্ধ করিয়া ক্রমান্বয়ে ত্রিকলার কাথ, গোমূত্র সজ্জীক্ষার, ঈঙ্গুদীক্ষার এবং কিংওক ক্ষাবের জলে নির্ক্ষাপিত কর। অগ্নন বর্ণ হইলে চূর্ণ কর। স্বর্ণ রৌপ্যেরও এই বিধি ।

---

## চরক মতে তৈল ও ঘৃতের পাকপ্রণালী ।

কাহার কাহার সংস্কার আছে যে নিমকাঠের জালে তৈলপাক করিতে হয়। কিন্তু নিম পিত্ত ও শ্লেষ্মা নষ্ট কবে, আব বায়ুকে কুপিত করে, অতএব অখগন্ধা প্রভৃতি বায়ুনাশক তৈলসমূহ নিম কাঠের জালে প্রস্তুত কবিবার পক্ষে সদৃষ্টি দেখা যায় না। ফলতঃ কোন এক কাঠের জালেই সৰ্ব্বপ্রকার তৈল পাক কবিবার বিধি দেওয়া যায় না। আয়ুর্বেদে তৈল ও ঘৃত নিধূম অঙ্গারে পাক করিবারই ব্যবস্থা আছে।

আবার এই কারণে সকল প্রকার তৈলঘৃতের একই প্রকার মুচ্ছাদ্রব্য হইতে পারে না।

এইরূপ সকল তৈলেই এক প্রকার গন্ধ দ্রব্য দেওয়া উচিত নহে। অর্থাৎ কফবাত নাশক গন্ধদ্রব্য পিত্ত নাশক তৈলে প্রয়োগ করিলে অপকার হওয়াই সম্ভব। বিশেষ নির্দেশ না থাকিলে চরকোক্ত তৈল সমূহে গন্ধ ও মুচ্ছা দিবে না।

শাস্ত্রোক্ত কোন তৈল বা ঘৃত নির্দিষ্ট রোপে উপকার না করিলে পাক-প্রণালীর দোষ মনে করিতে হইবে।

তৈল বা ঘৃতের মূল্য সচরাচর একসের ১৬ টাকার অধিক নাই। হিম সাগর তৈল ও আমলক রসায়ন ৩২ দরে দেওয়া হয়।

---

# রোগাধ্যায় ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ ।

আকস্মিক রোগ সমূহের চিকিৎসা ।

১ম প্রকরণ । সর্দি গরমী ।

শরীরের ভিতরে শীত ও বাহিরে দাহ হইলে তাহাকে সর্দি গরমী বলা যায় । আবার ভিতরে দাহ ও বাহিরে শীত হইলেও সর্দি গরমী বলা যায় ।

(১) কিন্তু শরীর ক্রমশঃ তপ্ত বা শীতল হইলে সর্দি গরমী হয় না । যদি পোষ্যের বাত্মিব ছবন্ত শীত ভোগ কবিবার পরক্ষণেই বৈশাখের মধ্যাহ্ন তাপ ভোগ করিতে হইত তাহা হইলে সর্দি গরমী হইত । মধ্যে নাতিশীতোষ্ণ বসন্তকালের সাক্ষাৎ পাওয়াতে সে ভাবটী আব হয় না ।

(২) গ্রীষ্মতপ্ত দেশ হইতে হঠাৎ হিমাচ্ছন্ন দেশে প্রবেশ করিলে সর্দি গরমী হইতে পারে । দ্রুতগতি বাষ্পখানে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকিলে তপ্তশীতল দেশ সকল শীঘ্র শীঘ্র লঙ্ঘন করা যায়, এক্রপ স্থলে সর্দি গরমী হয় না বরূট কিন্তু স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতে পারে । স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়া গেলে সে ভাবটী আর হয় না ।

(৩) তপ্ত শরীরের ভিতর হঠাৎ শীতল জল প্রবেশ করিলে সর্দি গরমী হইতে পারে। অর্থাৎ রোদ্র হইতে ক্লান্তশরীরে আসিয়া হঠাৎ জলপান করিলে সর্দিগরমী হইতে পারে।

(৪) তপ্ত শরীর শীতল জলের মধ্যে হঠাৎ প্রবিষ্ট করিলে সর্দিগরমী হইতে পারে। অর্থাৎ রোদ্র হইতে ক্লান্ত শরীরে আসিয়া হঠাৎ অবগাহন করিলে সর্দিগরমী হইতে পারে।

(৫) কুত্তি করিলে শরীর বেক্রপ হঠাৎ তপ্ত হয়, অতি বেগে সন্তরণ দিলেও সেইরূপ হঠাৎ তপ্ত হয়। অতএব জলের ভিতর অতি বেগে সন্তরণ দিলে, তপ্ত শরীর শীতল জলে হঠাৎ প্রবিষ্ট করার ছায়, ফল হয়। অর্থাৎ সর্দিগরমী হইতে পারে।

(৬) অতিশয় গ্রীষ্মে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে অতিশয় উষ্ণ পান-ভোজন করিলে সর্দিগরমী হইতে পারে। এহলে তর্ক হইতে পারে যে গরম শরীরের ভিতর গরম আহার প্রবেশ করিলে সর্দিগরমী কিরূপে হইতে পারে। একথার উত্তর এই যে আহার করিবামাত্র পাকস্থলীর মধ্যে ভূরি পরিমাণে গৈয়্যা সঞ্চিত হয় (পাকস্থলী ও গ্রন্থীব রোগ দেখ)। সুতরাং তৎকালে শরীরের অভ্যন্তর শীতল হয়। দেখ শীতকালেও পানভোজনের পর শীতবৃদ্ধি হয়, অনেকে ভোজন হইতে উঠিয়াই বৌদ্ধে যাইতে চাহে।

(৭) কম্পজরে শরীরের বহির্ভাগে অতিশয় শীত হয়। রক্ত দ্রুতগতি আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহে প্রবেশ করিতে থাকে। মস্তকের ভিতর অধিক রক্ত সঞ্চিত হওয়াতে মূর্ছা হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে উলো প্রভৃতি দেশের মহামারীতে যে এত লোক এত শীঘ্র মরিয়া গেল, তাহার কারণ এইরূপ কম্পজর। রোগীরা কম্পে ক্রোশ মুড়ি দিয়া পড়িত, মূর্ছা যাইত, শেষে আর

জাগিত না। ইহাও এক প্রকার সর্দিগরমী। ইহাকে কম্পমূর্ছা বা বাতিকমূর্ছা বলা যাইতে পারে।

(৮) কোন কোন দাহজ্বরে শরীরের বাহ্যদেশ অতিশয় তপ্ত হয় এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল রক্তহীন হওয়াতে হঠাৎ শীতল হইয়া পড়ে। তখন কম্পন ও মূর্ছা হইয়া থাকে। এইরূপ কম্পন ও মূর্ছাকে তড়কা বলে। ইহা বালকদেরই সচরাচর ঘটে। ইহা এক প্রকার সর্দিগরমী। ইহাকে দাহমূর্ছা বা পৈতিক মূর্ছা বলা যাইতে পারে।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে শরীরে শীতের সহিত গ্রীষ্মের অকস্মাৎ সন্মিলন হইলেই সর্দিগরমী হইয়া থাকে। অতএব এরোগের সর্দিগরমী নামটি যেমন সাংখ্যিক, সেক্ষেপ আব কোন নাম না থাকিতে পারে।\* ডাক্তারেরা ইহাকে সন্ধ্যাপি রোগের 'অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন।

\* The nature of this disease is not well-understood. According to some it is a sort of apoplexy, while others hold that it is more of the nature of concussion. It is not uncommon among our troops in India in long marches. They fall down insensible, and often die in a very short time. It would seem that the Sun's rays act upon the brain like a shock, suddenly and extremely influencing the nervous system, and arresting the movements of the heart. The natives of India adopt the system of pouring cold water upon the head in such cases. Stimulants, as rum-and-water are found to be of benefit. *Dr. Beeton.*

It would seem that here death ensues chiefly or solely from elevation of the temperature. *Physiology*  
*Dr. Baker.* (10th Edition, Page 265.)

লক্ষণ। স্বর্ষ্যতাপে ক্লান্ত হইয়াই লোকে সচরাচর এই রোগে আক্রান্ত হয়। সেই জন্ত অগ্রে স্বর্ষ্যাতাপের \* লক্ষণ বলা হইতেছে।

রোগী হঠাৎ অচেতন হয় বটে, কিন্তু অচেতন হইবার পূর্বে শিরোঘূর্ণন, শূন্যতা বোধ, অতিশয় অবসাদ ও তৃষ্ণা বোধ করে। কখন কখন মাথাও ধরে। রোগী অশ্রুমনস্ক হয়, শরীর অবসন্ন হয়, ইচ্ছা হয় শুইয়া পড়ি। পরক্ষণেই অচেতন হয়। মনে ভয়, যেন রোগী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না, গা গরম হয়, 'ঘাম থাকেনা', দ্রুতবেগে বা দমকে দমকে নিশ্বাস পড়িতে থাকে, নিশ্বাসে গো গো শব্দও হইতে পারে। তাপমান যন্ত্রে দেহের তাপ ১০৩ হইতে

\* স্বর্ষ্যতাপে ক্লান্ত হইলে যে সন্ধিগমী হয়, ইংরাজেরা তাহাকেই Sunstroke বা স্বর্ষ্যাতাপ কহেন। অশ্রুত কহেন যে স্বর্ষ্যতাপে বা তপ্ত বায়ুতে ক্লান্ত হইলে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা লীতল হইবে। অশ্রুত এ স্থলে স্বর্ষ্যাতাপ লক্ষ্য করিয়াছেন কি বাস্তি মাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। গার্লিপেটে স্বর্ষ্যাতাপ হয় বলিয়া বোধ হয় না, তবে অবসাদবশতঃ মৃত্যু হইতে পারে।

ফার্মিওপ্যাথেরা বলেন যে এই রোগে বিষ ও ধূলুর ভাল ঔষধ।

এরূপে বমন করাহলে হইলে মধুস সহিত টার্টারএমেটিক লেহন চলাইবে। কেননা টার্টার এমেটিক লীতল।

এই রোগে শ্বাসরোধ (Suffocation) হইয়া মৃত্যু হয়। অতরাং মাথায় বনয় দেওয়া লুখা। সকলপকায় মুচ্ছাতেই জংপীড়া হয় ইতি অশ্রুত। উদ্বন্ধন, পতন ও ধূমাত্মক স্বাসরোধ বশতঃ মৃত্যু হইয়া থাকে। দুবস্ত শিরোদাত রোগেই দীর্ঘকাল মাথায় বনফ সক্ষ হয়।

ডাক্তার নবীন পাল কহিতেন যে, আমি এই রোগে রীটের ফেনা কিম্বা ক ফুলের নস্ত দিয়া থাকি। এমং দুসদব ১০ গ্রেন, সোপ ১০ গ্রেন ও ভয় শালের টেল ২ ফাঁটা একত্র করিয়া ওহে বর্গি দিয়া থাকি, তাহাতেও দাশু হইয়া হইতে হয়। ইত্যর মতে সন্ধ্যাস রোগেও এই ব্যবস্থা।

১০৯ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়া থাকে । নাড়ী চঞ্চল হয় এবং হাতে ঠক্ঠক্ করিয়া বাজিতে থাকে । বাম হৃদয় অতিশয় দপ্‌দপ্ করে । বমিও হইতে পারে, আক্ষেপণও হইতে পারে । কখন কখন হঠাৎ বিষ্ঠাত্যাগও হয় শোনা গিয়াছে । মৃত্যুর পূর্বে নাড়ী গোলমাল হয়, নিশ্বাস ঠিক পড়ে না, রোগী হাঁপাইয়া থাকে এবং চোখেব তারা প্রসারিত হয় । মৃত্যু পাঁচ মিনিট হইতে ২৩ ঘণ্টার ভিতরে ঘটয়া থাকে । যতক্ষণ শরীর ঠাণ্ডা না হয় এবং ‘শরীরের শুষ্ক ভাব ঘুচিয়া আর্দ্র ভাব না হয়’, ততক্ষণ রোগীর নিষ্কৃতি নাই মনে কবিত হইবে । আরাম হইলেও অল্প বিপদ ঘটতে পাবে ; কখন পক্ষাঘাত হয়, কখন বা উন্মাদে অবস্থা ঘটয়া থাকে । এমন কি শেষে হয় তো লোকটার এ অবস্থা হয় যে সে আগে যেমন ছিল, এখন আর তার অর্দ্ধেক থাকে না ।

মন্তব্য । উপরে এক স্থানে লিখিত হইয়াছে যে ‘ঘাম থাকে না’ । আব এক স্থানে লিখিত হইয়াছে যে ‘শুষ্ক ভাব ঘুচিয়া আর্দ্র ভাব না হইলে’ নিষ্কৃতি নাই । অতিশয় গ্রীষ্মে বরফ জল খাও, শরীর যেন আগুন হইয়া উঠিবে, ঘাম শুষ্ক হইতে থাকিবে, অনন্তর ঠাণ্ডা হইলে পুনশ্চ ঘাম নির্গত হইবে । ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অবগাহন করিলেও শরীর আগুন হইয়া উঠে । অতিশয় স্তম্ভরূপে দিবার পর লক্ষ্য করিলেও শরীর অতিশয় তৃপ্ত বোধ হয় অতএব সর্বপ্রকার সদিগরমীর আরম্ভে একই প্রকার ল হইয়া থাকে । সামান্য সামান্য স্থলে ঘর্ম্ম হইয়া শরীর ঠাণ্ডা হইয়া থাকে । বোধ হয় ঘর্ম্ম শুষ্ক হইলেই পিপাসার লক্ষণ হয় ।

ব্যবস্থা । আহ্বারের পর সদিগরম্মী হইলে বমি কদু দিবে । আয়ুর্কৌদ মতে সর্বপ্রকার মূর্ছাতেই শীতল দি



আবশ্যক । কিন্তু অতি শীতল চিকিৎসা উচিত নয় \* । এ রোগে বরফ † দিবে না । কপালে, চোখে ও মুখে শীতল জল দিবে । মাথায় শুভ্রচূচ্যাদি কিষা বলা কিষা রান্না তৈল সেচন করা ভাল । মাথায় সর্কদাই বাতাস করিবে । কপালে, চোখে ও মুখে জল দিবে । নাসা বিবর ও মুখ বিবরে জল স্পর্শ করা ইবে । প্রথমাবস্থায় নাভিতে বাটা বসাইয়া জল ধারা দিবে । সর্কাদ্র স্ত্রোগ্রোদাদি ঘৃত মাখাইবে । অথবা বটের ছাল ঘৃতে সহিত বাঁটিয়া মস্তকে ও অঙ্গে প্রলেপ দিবে । চক্ষু অপস্মার-বর্জির অঞ্জন কিষা তুলসী পাতার রসের অঞ্জন দিবে । মাথায় আমলকী চূর্ণ ঘৃত ও কাঁজীর সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দেওয়া য় । পিপুলের নস্ত কিষা তুলসী পাতার রসের নস্ত দিবে । হুইলেও কিছুকাল নৃপতিবল্লভ বা অমৃতপ্রাশ দিবে ।

ভাবমিশ্র বলেন যে সর্বপ্রকার মূর্চ্ছাতেই রসসিন্দূর ও পিপুল চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে ।

\* যে যে স্থলে বরফ নিষিদ্ধ, তাহা ডাক্তার মহাশয়েরা নির্দেশ করিয়াছেন । “বৃদ্ধ বয়সে, বিশেষতঃ দুর্বল বোগীদিগকে বরফ দিবে না । সন্ন্যাসে ও তন্দ্রায় বরফ দিবে না, বিশেষতঃ নাড়ী দুর্বল হইলে একেবারেই দিবে না । সর্ক রোগেরই পরিণত অবস্থায় বরফ দিবে না । কেন না বরফের ক্রিয়া অতিশয় অবসাদক বলিয়া, বোগী অভিভূত হইতে পারে এবং বারি হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইতে পারে । শরীরে কোন সময়েই এমন কোন দ্রব্য দিতে নাই, ‘হাতে চমকিয়া উঠিতে হয় বা যন্ত্র সমূহে ধাক্কা লাগিতে পারে ।

† Ice is not to be used in old age, especially in the case of feeble patients ; apoplexy and coma, in persons with feeble pulse ; and in the stages of diseases. In such cases ‘great sedative, power of ice might overwhelm the patient stop the action of the heart, shock to the system is to be avoided at any rate.’ L 11 10

রোগীর মুখে অন্ন অন্ন দশমূল পাচন দেওয়া যায় । বিচক্ষণ বৈদ্য  
এরূপ স্থলে শ্বেদ্যাত্ত বায়ুর চিকিৎসা করিবেন ।

চরকের অপস্মারবর্তি । [ ২বটী ১০ ]

জলমগ্নের মুচ্ছার এই অঙ্গনটী দিবে ;—

ছোটএলাচ, শরৎকালের ( আশ্বিন বা বার্তিক মাসে উৎপন্ন )  
মুগ মুগা, বেনার মূল, যব, শুঠ, পিপুল, মরিচ সমভাগে চূর্ণ  
করিয়া মিশ্রিত করিবে । পরে ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বড় বড়  
বটী করিবে । বটী ছায়ায় শুষ্ক করিয়া রাখিবে । এই বটী  
পাথরবাটীর উপর জলে ঘষিয়া অঙ্গন দিতে হয় । ইহার নাম  
অপস্মারবর্তি । সর্ববিধ মোহেই দেওয়া যায় ।

রোগীকে কুজ প্রসারণী তৈল বিলোম ভাবে ( অর্থাৎ  
হইতে মাথার দিকে ) মাখাইবে ।

অথবা রোগীকে তুলসী লেপন পান ও অঙ্গন করাইতে  
তুলসী, শিরীষ ফল ও পুনর্নবা বাঁটিয়া লেপন, পান ও অঙ্গন  
করাইলে আরও ভাল হয় । চরকের মৃতসঞ্জীবনী জলমগ্নের  
উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

জলমগ্নের মুচ্ছায় তীক্ষ্ণ নশ্ত দিবে না । কিন্তু নলের ভিতর  
দিয়া নাকের ভিতর ফুঁ দেওয়া যাইতে পারে । জ্ঞান হইতে  
প্রথম দিন পথ্য পক্ষিমাংসের রস কিম্বা অন্ন অন্ন গরম হৃদয় ।

## ডাক্তারী মত । Sylvester Method.

রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইবে । জিব টানিয়া বাহির  
করিবে । জিব পুনর্বার ঢুকিয়া না যায়, এই জন্ত বাহির হইতে  
পর জিবের উপর ফিতা দিয়া চিবকের সহিত জড়াইয়া বাঁধি  
মাড় ও মাথার নীচে কাপড় দিয়া তুলিয়া ধরিবে ।

পেছন দিকে দাঁড়াইবে এবং দুই হাতে দুই কনুই ধরিয়া ঘাড়ের দিকে উঁচু করিয়া ধরিবে, যেন বাহু দুইটা মাথার সহিত সংলগ্ন হয় । এইরূপ কবিলে বক্ষের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিবে । তখন বাহু দুইটা একপে নামাইয়া আনিবে, যেন কনুই দুইটা বুকের পার্শ্বে আসিয়া লাগে । এইরূপ কবিলে নিশ্বাস বাহির হইবে । এইরূপে কনুই দুইটা দশ মিনিট কাল তুলিয়া ধরিবে এবং দশ মিনিট কাল নামাইয়া ধরিবে । ক্রমাগত অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল এইরূপ কবিবে । বোগীব ভিজা কাপড় অগ্রেই ছাড়াইয়া দিবে । বোগীর পায়ে গবম কাপড়ের সেক দিবে । পা হইতে বুকের দিকে হাত দিয়া ঘর্ষণ করিতে থাকিবে । বোগী জীবিত চিহ্ন প্রকাশ করিলে একটু গবম জল খাইতে দিবে । জল বাহির কবিবার জন্য বোগীকে অধোমুখ করিবে না । হোমিও পথেবা বলেন যে এমোনিয়াব নাস দিবে না ।

### মতান্তর । Bain Method.

বোগীর বগল ধরিয়া ১৫ মিনিটকাল ক্রমাগত ঝাঁকাব দিবে । দুই চারি মিনিট পরে আবার ১৫ মিনিটকাল ঝাঁকাব দিবে । অল্প কিছু কবিবে না । ডাক্তাবেবা বলেন যে শেষ মত অপেক্ষা প্রথম মত ভাল ।

### আমাদের ঔষধ ।

রোগীব কোল উঁচু কবিয়া রাখিবে । আর মাথার দিক্ চীচু ব বিয়া রাখিবে । পায়েব তলায় দশবলা তৈল মালিস বে । আর ঐ তৈল রামভাবে সর্কাসে মালিস করিবে ।

গন্ধ অগদ হস্তী সর্ক প্রকার মোহের ঔষধ। স্মৃশ্রুত বলেন যে, উদ্বন্ধন হেতু বা বৃক্ষ হইতে পতন হেতু বা নিম্নোন্নত স্থান হইতে পতন হেতু বা জলমজ্জন হেতু বা অস্ত্র কোন হেতু মোহ হইলে চিকিৎসা একই প্রকার। কিন্তু তথাপি অবাস্তুর ভেদ আছে। আর সর্কস্থলেই তীক্ষ্ণ নস্ত্র দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে তর্ক আছে। বিচক্ষণ বৈদ্য উদ্বন্ধনের মূর্ছায় বাতাবৃত স্নেহ্যার চিকিৎসা করিবেন।

উদ্বন্ধন রোগীকে শ্বাসকুঠার রসের নস্ত্র দেওয়া যায়। শ্বাস কুঠার রস তুলসী পাতার রসের সহিত জিবে দেওয়া যায়। এ মহাবলা তৈল কিম্বা নারায়ণ তৈল কিম্বা কুজ প্রসারণী ঠৈ অভ্যঙ্গ করাইতে হয়।

আমাদেব ঔষধ।

দশবলা তৈল অভ্যঙ্গ করাইবে। মহারসায়ন গুড় চাটি দিবে। একটা নলের ভিতর দিয়া নাকের ভিতর জোবে দু' দিবে।

## ৪ প্রকরণ। জলময়ের চিকিৎসা।

জলময়ের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়, নাড়ী পাওয়া যায় না উহাকে অধোমুখ করিয়া পেটে চাপ দিতে থাকিবে। আব ছইটী উপর দিকে ধরিয়া ঝাঁকার দিতে থাকিবে। তাহা মুখ দিয়া জল বাহির হইবে, মুখ হাঁ হইবে এবং শ্বাস ও বহিতে থাকিবে। এইরূপ ক্রিয়ায় চতুস্তম্ভ হই ল মুখ পর্য্যন্ত ভস্মরাশির মত পতিয়া ধরিবে

টিপিলে কাসি বন্ধ হইবে, গলা ও রগের শিরা সকল রক্তপূর্ণ হইয়া চড় চড় করিতে থাকিবে, ঠোঁট লাল হইয়া উঠিবে । বাহ, রজ্জু, লতা বা পাশদ্বারা কণ্ঠ পীড়িত হইলে ঐরূপই অবস্থা হয় । শেষে মুখ দিয়া লাল ও ফেন ভাঙ্গিয়া থাকে । ডাক্তার ওলিভর বলেন যে, আমি এইরূপ ২৩ জন পীড়িতের মধ্যে চারিজনের মুখ ও নাক দিয়া রক্তের সহিত ফেন বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম, চারিজনের নাক দিয়া রক্ত নির্গম দেখিয়াছিলাম এবং তিনজনের কাণ দিয়া রক্ত নির্গম দেখিয়াছিলাম । যদি রোগীর ভিতরে গাণ থাকে, তবে এতদূর হয় না । তবে রোগী অচেতন হয়, লাল ও ফেন ভাঙ্গিয়া থাকে । শ্বাস বন্ধ থাকে, নাড়ী গিয়া যায় না ।

গলা হইতে রজ্জু খুলিয়াই রোগীকে উত্তমরূপে গরম তৈল রাখাইবে এবং তীক্ষ্ণ নস্ত দিবে । [ পিপুলের নাস দেওয়া যাইতে পারে ] । জ্ঞান হইলে পক্ষিমাংসের রস দিবে । ইতি সুশ্রুত । অন্ন অন্ন গরম দুধ দেওয়া যায় ।

অজ্ঞান অবস্থায় অন্ন অন্ন দশমূল পাচন দিবে, অধিক পরিমাণে দিলে গলায় লাগিতে পারে । পক্ষিমাংসের রস না মিলিলে শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোম্বুর সর্বগুণ ১ তোলা, তুষ্ক ১ পোয়া এবং জল ১ পোয়া সিদ্ধ করিয়া তুষ্ক শেষে ছাঁকিয়া লইয়া অল্পে অল্পে দিবে ।

রোগীর শরীরে তুলসী পাতা বাঁটিয়া লেপন করিবে । চক্ষুতে লস । চক্ষুর রসের অঞ্জন দিবে । তুলসী পাতার রস নস্ত ও করাইবে । তুলসী, শিরীষ ফল ও পুনর্নবা একত্র বাঁটিয়া পান অঞ্জন ও নস্ত করাই-ল আরও ভাল হয় । চরক ।  
চরক স্ত্রী ১ তৈল দাবনী অগদ কলী ১০ মহা-

করে ।” কিন্তু খাঁস একবারে রুদ্ধ হয় না। তবে ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি খাঁস ত্যাগের চেষ্টা করিলে অবশ্যই হাঁপাইয়া উঠিতে হয় ।

অন্যমনস্কে আহার বা ছেপ গিলিলে বা তাড়াতাড়ি গিলিলে বা একবারে অধিক দ্রব্য গিলিলে বিষম লাগিয়া থাকে । আহার যখন অন্য পথে গমন করে, তখন খাঁসনালী চাপা থাকে । এইজন্য অন্ত্র খাঁসনালীর মুখে প্রবেশ করিতে পারে না, হঠাৎ খাঁসনালীর মুখে অন্ত্র প্রবেশ করিলে লোকে বিষম খাইয়া থাকে, অজ্ঞানও হইতে পারে, হাত পাও ছুড়িতে পারে । তখন উহা কর্তব্য জ্ঞান থাকে না । আত্মীয় ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উহার পশ্চাতে আসিয়া অতর্কিত ভাবে মুষ্টি দ্বারা ঘাড়ে একটা কিল মারিবে । কিঞ্চিৎ বলের সহিত আঘাত করা আবশ্যক । তাহাতে কোন শঙ্কা নাই । ইতি সূত্রত । চিকিৎসার সময় থাকিলে ‘ধূমা হতের’ ঔষধ চিকিৎসা করিবে ।

গলায় মাছের কাঁটা লাগিলে দুই চারিবার শুষ্ক ভাত গিলিলেই প্রায় অদোগত হয় । কাঁটা কিছুতেই না সরিলে জ্বিবেগ গোড়ায় অঙ্গুল দিয়া বমন করিবে । সূত্রত বলেন যে কাঁটা বাহি- হইবার পর গলা চিরিয়া গেলে ঘৃতমধু লেহন করিবে । জ্বিবে কাঁটা লাগিলে সহসা জোরে টানিবে না, কেননা কোন কোন কাঁটা বড়সীর ঔষধ বক্রভাবে বিঁধে, সোজা টানিলে উঠে না ।

### ৩য় প্রকরণ । উদ্বন্ধন ।

আপনার হাত দিয়া আপনার গলা টিগিয়া রে, দেখিবে  
প্রথমই খুক খুক করিয়া কান্না হই আর

হাত পা হিম হইয়া আসিলে কস্তুরীভবন দিবে । আব  
হাত পায়ে বালি ব স্নেহ দিবে ।

## আমাদের ঔষধ ।

অচেতন অবস্থায় ঔষধ গলাব মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না,  
কয় তো কস্ দিয়া গড়াইয়া পড়ে । সুখেব মধ্যে অন্ন অন্ন  
করিয়া মহাবসায়ন গুড দিবে চৈতন্য হইলেও ঐ গুড দিবে  
যথবা কিঞ্চিৎ মহাবসায়ন যত ডক্টর সহিত গুলিয়া পান কর,  
ইবে । বোগী স্নান হইলেও ঐ দুই ঔষধেব কোন একটা অমৃত-  
এক সপ্তাহ দিবে । হাত পা হিম ও নাড়ী ক্ষীণ হইয়া আসিলে  
১নং পঞ্চপল্লব, বসমিন্দুব ও মৃগনাতি আদার বাসব সহিত দিবে ।  
তদবস্থায় যক্ষ্ম হইতে থাকিলে ৩নং পঞ্চপল্লব দিবে ।

## ২য় প্রকরণ । অন্তঃশল্য ।

গলায় ভাত বা জল বা অল্প কোন আহার বাধিলে অল্পেব পথ  
বন্ধ হইতে পারে, নিশ্বাসেব পথও বন্ধ হইতে পাবে । অল্পেব  
পথ বন্ধ হইলে ‘বুকে আটকাইয়াছ’ বলা যায় । বুকে আহার  
বা জল বাধিলে জলপানই সারিয়া যাব বন্ধ অন্ন আন্তে আন্তে  
৩ অ’দাগত হয় । গলা অধিক শুষ্ক হইলে কখন কখন  
পুনঃ পুনঃ বাধিয়া থাকে , একপ স্থলে আন্তে আন্তে  
গাহার মুখে দিয়া গিলিবে । বুকে আহার বাধিলে  
প লালি পানে, এইজন্ত প্রাণ “হাঁপো হাঁপো

রোগীর মুখ হাঁ করিয়া ধরিবে আর নল দিয়া নাকের ভিতর ফুঁ দিতে থাকিবে। মহারসায়ন গুড় জিবে দিবে।

৫ প্রকরণ । ঘোটক বা উচ্চস্থান হইতে পতন ।

মাথা চৌকাটে ঠুকিয়া গেলে কিম্বা গালে কেহ, জোরে চড় মারিলে মাথা ও শরীরের যে ভাব হয়, উচ্চস্থান হইতে পড়িলেও সেইরূপ হইয়া থাকে। তবে শেষোক্ত স্থলে গুরুতর আঘাত হয়, এইমাত্র প্রভেদ। উভয় স্থলেই মস্তিষ্ক কম্পিত হইয়া থাকে, তবে কম আর বেশী।

যদি একটা বোড়া দৌড়িয়া আসিয়া জোরে ধাক্কাদেয়, তবে মাথার ভূমিতে বসিয়া পড়ুক আর দুবেই বা নিষ্কিণ্ট হউক একই মনে করিতে হইবে। তবে ভূমিতে জোরের সহিত পড়িলে একবাবে দুইটা আঘাতের ফল ভোগ করিতে হয় বৈ কি।

তোমাকে যদি একটা তক্তার উপর উদ্ধ হইতে ফেলিয়া দেওয়া যায় কিম্বা সেই তক্তা দ্বারা তোমার সেই দিকের শরীরে আঘাত করা যায়, তবে একই ফল।

আবার যষ্টির উপর কোন অঙ্গ উদ্ধ হইতে পড়িলে যে ফল, সেই অঙ্গে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেও সেই ফল।

লক্ষণ। আঘাত গুরুতর হইলে অঙ্গ হিম হয়, ঘাম হইতে থাকে, সর্বশরীর কাঁপিতে থাকে, নাড়ী মৃদু ও চঞ্চল হয়, শরীর ও মনের ক্রিয়া স্থগিত হয়, বুদ্ধি বিহ্বল হয় এবং ঘনঘন শ্বাস বহিতে থাকে। কখন বা বমনোচ্ছা হয়, কখন বমনও হয় এবং মূত্র রোধ হইয়া থাকে। উচ্চস্থানে ডালিলে উত্তর দিয়া পুনর্বার অচেতন হয়। কখন কখন শরীর বিকটাকার হয়।



ডাক্তারীতে এই রোগের নাম স্ক টু দি নৰ্ভস্ সিস্টেম ( Shock to the Nervous system ). ]

মানুষের হঠাৎ অত্যন্ত সুখ বা দুঃখ হইলেও এ সকল লক্ষণ হইতে পারে। গর্ভশ্রাব বা হঠাৎ রক্তস্রাবের পর এ সকল লক্ষণ হইতে পারে। হঠাৎ শরীরের অভ্যন্তরে কোন শিরা ছিড়িয়া গুল্ম দ্বার দিয়া রক্তপাত হইলেও এ সকল লক্ষণ হইতে পারে।

রোগের পরাক্রম দশ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

ব্যবস্থা। ডাক্তারেরা বলেন যে, একরূপ স্থলে রোগী অচেতন হইলে তাহাকে পানীয় ঔষধ খাওয়াইতে নাই। কেননা, গলায় লাগিতে পারে। সুশ্রুত বলেন যে, রোগীকে তৈলপূর্ণ কটাহে ফেলিয়া রাখ এবং জীবিত চিহ্ন প্রকাশ করিলে মাংসের যুগ খাইতে দাও। পাঠক স্মরণ করিতে পারেন যে বাজা দশরথ পুত্র শোকে অকস্মাৎ গতায়ু হইলে তাহাকে তৈলপূর্ণ জ্রোণীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। রোগীকে তৈলে অবগাহন করান সচরাচর ঘটিয়া উঠিতে না পারে; যদি সৰ্ব্ব শরীরে ও মাথায় তৈল সেচন করা যায়, তাহা হইলেও ফল হইতে পারে। এস্থলে তৈল শব্দে তিলতৈল বুঝিতে হয়। পানার্থ পিপুল চূর্ণের সহিত শিশু দিবে। চরক বলেন যে, শব্দাহত ও দণ্ডাহত রোগীর মুচ্ছায় নস্ত দিতে নাই। অতএব পতনাহত রোগীর মুচ্ছায় নস্ত দেওয়া ও বিধি বোধ হয় না।

পতিত রোগীকে হিমসাগর তৈল মাখান যায়। ভাবমিত্র মতে পুরাতন নৈঃশ্রমখানি যায়। পথ্য দুগ্ধ বা মাংস রস। বিচরণ বৈশ্য এ স্থলে অভিঘাতজ আক্ষেপক রোগের চিকিৎসা করিবেন।

চৈতন্য হইবার পর রোগীর উন্মাদ হইতে পারে । প্রথমে অঙ্গ উষ্ণ হয়, অন্তমনস্কতা হয়, নাড়ী বেগবতী হয়, কিন্তু কোমল থাকে অর্থাৎ সামান্য চাপেই চাপিয়া যায়, মুখ রক্তবর্ণ হয়, বমন বা বমনেচ্ছা হয়, ক্ষুধা থাকে না, কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, জিব শাদা হয়, অথচ সজল থাকে, বোগী কাঁপিতে থাকে, দর দর করিয়া সর্ক্সাঙ্গে ঘাম হইতে থাকে, নিশ্বাসেব গতি অসমান হয় আর বোগী থমকিয়া থমকিয়া নিশ্বাস ফেলিতে থাকে, পেশী সকল কাঁপিতে থাকে, নিদ্রানাশ হয়, ভূষণ হয়, বোগী উন্মত্তেব হ্রায় অসম্বদ্ধ কথা কয়, কোন কথা জিজ্ঞাসিলে যাহা ইচ্ছা উত্তর কবে, মেজাজ অতিশয় খিটখিটে হইয়া উঠে ; ক্রমে অস্থির হইয়া পড়ে, কেবল বকিতে ইচ্ছা কবে, শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করে, হয় তো ঘোর উন্মত্তেব হ্রায় গর্জিয়া উঠে এবং পরিচারকদিগকে আঘাত কবিতে চেষ্টা করে । কখন বা ভবযুক্ত হয় এবং ভূত প্রেতের নান কবিয়া চীৎকাব করে । কখন বা আপনাকে কোন অত্যাশঙ্কক গূঢ় কার্য্যে নিবুল ভাবিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা কিম্বা বক্তৃতা করিতে থাকে ।

উন্মাদ ক্রমেই প্রবল হইয়া আসিলে শেষে সংজ্ঞানাশ হয়, ঘোর তন্দ্রা হয় এবং পরে মৃত্যু হয় ।

ব্যবস্থা । রোগীব উন্মাদ লক্ষণ দেখিলে তীক্ষ্ণ জ্বোলাপ দিবে । কিম্বা ক্ষার বস্তি কিম্বা অন্ধমাত্রিক বস্তি দিবে । পুরাতন ঘূত সর্ক্সাঙ্গে মাখাইবে । অপস্রাববর্তির অঞ্জন দিবে । মাথা মুণ্ডন করিয়া বরফ কিম্বা শীতল জলধাবা দিবে । কিম্বা মাথায় শতশোভ ঘূতের প্রক্ষেপ দিয়া জ্বোরে ব্যাস করিতে থাকিবে । ঔষধার্থে দুই বেলা পুৱাতন ঘূত পান করাইবে । সর্ষপ চূর্ণের নস্ত দিবে । পথ্য দ্রব বা মাংস রস ইহা হইলে প্রকারান্তরে

উন্মাদের উৎকৃষ্ট চিকিৎসা । পিপাসায় শীতল জল দিবে ।  
অধিক পিপাসায় দশমূল্যের ষড়ঙ্গ পানীয় দিবে ।

উন্মাদরোগীকে অপস্মারবর্তির অভাবে রসোনের রস অঞ্জন  
রূপে দেওয়া যাইতে পারে । রোগীর নাড়ী অতিশয় উষ্ণ ও  
চঞ্চল না থাকিলে অথচ অনিদ্রা থাকিলে প্রত্যহ নিদ্রাকালের  
পূর্বে গুড় ও ঘূতের সহিত পাঁচটা ধুতুরাবীজ খাওয়াইয়া দিবে ।  
উন্মাদ রোগীকে ঘুম পাড়াইতে পারিলে বোগের লাঘব হয়,  
তৎপক্ষে ধুতুরাবীজ অথবা ধুতুরার মূলের সহিত দিক্ পায়েস  
বিশেষ উপযোগী । অত্যান্ত ঔষধের মধ্যে দশমূল্য পাচন, শ্বাস-  
কুষ্ঠার রসের নস্ত্র এবং মহাবলা তৈল কিম্বা নারায়ণ তৈলের  
অভ্যঙ্গ কিম্বা সর্ষপ তৈলের অভ্যঙ্গ উপযোগী । উন্মাদ আপা-  
ততঃ শাস্ত হইলেও দুই চারি মাস কল্যাণক ঘৃত, স্বর্ণভস্ম,  
ছাগলাত বা অত্যান্ত রসায়ন ঔষধ ও তৈল প্রয়োগ করিবে ।  
নৃপতিবল্লভ দেখ ।

কুপথ্য । তিরুবস্ত, সুরা ও উষ্ণ দ্রব্য । স্নেপথ্য—পুরাতন  
কুম্মাণ্ড, পটল, ছঞ্চ, ঘৃত, অন্ন, মূগ, গম, নারিকেল, কাঁটাল,  
কদবেল, দ্রাক্ষা, কূর্ম্ম মাংস ।

আমাদের ঔষধ ।

পতিতের তক্ষাবস্থা দশবলা তৈল অভ্যঙ্গ করাইবে এবং  
রসায়ন গুড় চাটিতে দিবে । চৈতন্ত হইবামাত্র ১নং পঞ্চপল্লব রস,  
এক বটী, ছঞ্চ বা মাংসরসের সহিত, পান করাইবে । উন্মাদে  
বিরেচন ও বস্তির পর মূত্রায়ন ঘৃত ও দশবলা তৈল দিবে ।

## ৬ প্রকরণ । ক্ষত-জ ধনুষ্ঠকার ।

যে কারণেই ধনুষ্ঠকার হউক না কেন, অগ্রে গ্রীবার পেশী সকল স্তব্ধ (আড়ষ্ট) হইবে। পরে চোয়াল ধরিয়া যাইবে। অর্থাৎ রোগী হাঁ করিতে পারিবে না। জিব বাহির করিতে পারিবে না এবং গিলিতে পারিবে না। ক্রমে দস্তে দস্ত ঘর্ষণ হইবে, চক্ষু স্থির হইবে, মুখের আকার বিকৃত হইবে এবং শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হইবে। অনন্তর রোগী কাঁচবৎ অচল হইবে। শরীর উত্তপ্ত হইবে। নাড়ী বেগবতী হইবে, দর দর করিয়া ঘাম হইতে থাকিবে, কোষ্ঠ বদ্ধ হইবে। এবং মুখ দিয়া অনবরত লাল পড়িতে থাকিবে। ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে, কিন্তু মূত্র নিঃসৃত হইবে না। অনন্তর শরীর ধনুকের স্থায় থাকিতে থাকিবে।

মরণের পূর্বে নাড়ী সরু ও চকল হয় এবং শ্বাসরোধবশতঃ মৃত্যু হইয়া থাকে। রোগী বরাবর সজ্ঞান থাকে।

অশ্বাদির ক্ষুর দ্বারা আঘাতবশতঃ ধনুষ্ঠকার হইতে পারে, চিকিৎসকের অস্বাধাতে ধনুষ্ঠকার হইতে পারে, আবার অগ্নুলিতে ক্ষত হইলেও ধনুষ্ঠকার হইতে পারে। ক্ষত শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, দুই এক দিনেই আরাম হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, এমন অবস্থাতেও ধনুষ্ঠকার হইতে পারে।

রোগের স্থান মেরুদণ্ড। কিঞ্চিৎ ফুঁফুঁ শরীরে লাগিলে কিঞ্চিৎ কেহ হঠাৎ স্পর্শ করিলে রোগের বৃদ্ধি হয়। রোগ এক এক বার নিবৃত্ত হয় আবার পরক্ষণেই পুনরাগত হয়।

ব্যবস্থা। শস্ত্রাহত স্থানে ষষ্টিমধু চূর্ণের সহিত পুরাতন ঘৃত ঈষৎ উষ্ণ করিয়া লাগাইলে ধনুষ্ঠকার নিবৃত্ত হয়। অগ্ন্যস্ত্র প্রকার ক্ষতেও ঐ ঔষধ দিবে। ঐ ঔষধই পান করিবে। পুরাতন

ঘূতের অভাবে নূতন ঘূত গ্রহণ করিবে। ঐ ঔষধই মেরুদণ্ডে মালিস করিবে। মেরুদণ্ড, হস্ত ও গ্রীবাতে হংস মাংসের স্বেদ দিবে। রোগীকে নারায়ণ তৈল কিম্বা কুজ প্রসারণী মাখাইবে। আর ক্ষারবস্তি দিবে। দ্বিতীয় দিন অর্দ্ধ মাত্রিক বস্তি দিবে। পরে নারায়ণ তৈলের বস্তি দিবে। বস্তির অভাবে ইচ্ছাতেদী রস পূর্ণমাত্রায় কিম্বা দ্বিগুণিত মাত্রায়, ঠাণ্ডা জলের সহিত গিলিতে দিবে। এক ঘণ্টার মধ্যে দান্ত না হইলে আধ ছটাক রেড়ীর তৈল অর্দ্ধ তোলা টার্পিন তৈলের সহিত খাওয়াইবে। রোগের সর্বাবস্থাতেই দশমূল পাচন দেওয়া যার। রোগী গিলিতে পারিলে ইচ্ছাতেদীর পরিবর্তে দশমূলের সহিত রেড়ীর তৈলের জোলাপ ভাল।

পথ্য। হংস মাংসের ঘৃষ। তদভাবে মাগুর বা মোরলা-মাছের ঘৃষ। অথবা গরম দুগ্ধ।

আমাদের ঔষধ।

ধর্ম্মজ্বরের প্রথম বা পরিণত অবস্থায় পূর্ণমাত্রায় ১নং পঞ্চ-পল্লব দশমূলের সহিত দিবে। শেষাবস্থায় নাড়ী সরু হইয়া আসিলে ৩নং পঞ্চপল্লব দিবে। ক্ষতে সারস্বত ঘূত দিবে। মেরু-দণ্ডে সারস্বত ঘূত মালিস করিবে। অথবা রোগীকে দশবলা তৈল অভ্যঙ্গ করাইবে।

৭ম প্রকরণ। আগন্তুক মুচ্ছা।

চোখে মুখে জল দিবে। বাতাস করিতে থাকিবে। শোকজ মুচ্ছায় দশমূল কিম্বা ত্রাণী দিবে। আর ভয়জ মুচ্ছায় চিনি, কিসমিস-সিক্ত জল, যষ্টিমধু চূর্ণ ও মধু একত্র করিয়া সেবন করাইবে। শোকজ ও ভয়জ মুচ্ছায় রোগী অজ্ঞান ও অভিভূত

হইয়া পড়িলে ‘উচ্চস্থান হইতে পতনের’ ভায় চিকিৎসা করিবে ।  
পথ্য মাংস রস বা দুগ্ধ । অথবা লঘু অন্ন ।

আমাদের ঔষধ ।

শোকজ মুচ্ছায় ১ নং পঞ্চপল্লব আদার রসের সহিত দিবে ।  
ভয়জ মুচ্ছায় মহারসায়ন ঘৃত চাটিতে দিবে ।

৮ম প্রকরণ । ধূমাঘাত চিকিৎসা ।

কয়লা বা অথ কোন দ্রব্যের ধূম লাগিলে শ্বাস রুদ্ধ হইতে পারে । তখন রোগী হাঁপাইতে থাকে, হাঁচিতে থাকে, কাসিতে থাকে, পেট ফুলিয়া উঠে, চক্ষু লাল হয়, ধূমের সহিত নিশ্বাস বাহির হয়, শ্রবণ ভ্রাণ ও আশ্বাদন শক্তির হ্রাস হয় এবং তৃষ্ণা দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে । ধূমাঘাতে দৃষ্টি হঠাৎ অন্ধ হইতে পারে এবং শ্বাস বা হৃদ্রোগ থাকিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইতে পারে । কোন কোন ধূমের গন্ধেও শ্বাস রোধ হইতে পারে ।

ব্যবস্থা । ধূমাঘাতে বমনই প্রধান ঔষধ । এক ভরি সৈন্ধব লবণ এক ছটাক উষ্ণ জলের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে । বমি সহজে না হইলে গলায় অঙ্গুল দিবে । বমি হইলে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় এবং ধূমগন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে । আর শরীরের অবসন্ন ভাব, হাঁচী, জ্বর, নিদারুণ গাত্রদাহ মুচ্ছা তৃষ্ণা শ্বাস ও কাস সদা সদা নষ্ট হয় । অনন্তর রোগীকে চিনির পান্য, নেবুর রস, মরিচচূর্ণ ও সৈন্ধব একত্র করিয়া বমন করাইবে । তাহাতে উহার শ্রবণ ভ্রাণ আশ্বাদন ও দর্শন-শক্তি পূর্বের ভায় হইবে । এই সকল ক্রিয়ার পর পিপুলের রাস দিবে । তাহাতে উহার মস্তক ও কণ্ঠের ভার দূর হইবে । পথ্য ঘৃত, মিশ্রিত লঘু অন্ন কিম্বা মাংস রস । ইতি মুশ্রুত ।

## আমাদের ঔষধ।

রোগীর মাথায় বাতাস দিতে থাকিবে। যেন নাঁকে বাতাস না লাগে। একটী ১নং পঞ্চপল্লব ১ ভরি রসায়ন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। মাথার তালুতে সারস্বত ঘৃত লেপন করাইবে।

**মন্তব্য।** উষ্মজন, জলমজ্জন ও ধূমাঘাত এই তিনটী রোগেই শ্বাস রোধ হইয়া থাকে। শ্বাস রোধ হইলে নাড়ীর গতিও বন্ধ হয়। কিন্তু ঘ্রাণ থাকিতে পারে। এইরূপ রোগকে ইংরাজীতে Apparent death or suspended animation কহে। স্বংস্কৃত ভাষায় 'সদ্যোমরণ' কহিয়া থাকে।

## ৯ম প্রকরণ। অগ্নিদগ্ধ চিকিৎসা।

অগ্নিদগ্ধে মাংস ঝুলিয়া পড়িলে লম্বিত মাংস ছাঁটিয়া ফেলিবে। আর ক্ষতে বসন্ত রোগের প্রলেপ সকল দিবে।

যষ্টিমধু চূর্ণের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় লেপন করিলে দগ্ধের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়, আর ঘা আরাম হয়। পঞ্চতিক্ত ঘৃত লেপন করিলেও সেই ফল হয়। বসন্ত রোগে যে নিষ ঘৃত বলা হইয়াছে তাহা এখানে পঞ্চতিক্তের অভাবে লেপন করা যায়। আর পঞ্চতিক্তের অভাবে সর্বত্রই নিষ ঘৃত লেপন করা যায়।

সুশ্রুত বলেন যে, তৈল বা ঘৃত দ্বারা দগ্ধ হইলে ক্ষিপ্র ক্রিয়া করিবে না, রক্ষ ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ তৈল বা ঘৃত লেপন করিলে ফল হইবে না।। এরূপ স্থলে দগ্ধ স্থানে শুদ্ধ যষ্টিমধু চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। অথবা ঘৃতকুমারীর রস বা মুগরোর রস সেবন করা যাইবে। চক্রদত্ত বলেন যে, পুরাতন ঘরের চালের খড় চূর্ণ

করিয়া ক্ষতে দিবে অথবা অস্থতের শুষ্ক বন্ধন চূর্ণ করিয়া দিবে ।  
অথবা বসন্ত রোগের যে সকল প্রলেপ বলা হইয়াছে, সেই সকল  
প্রলেপ, ঘৃত মিশ্রিত না করিয়া, দিবে ।

অগ্নিদগ্ধের ক্ষত আরাম হইবার পর তৎক্ষণাৎ শাদা হইয়া গেলে  
তাহা কাল করিবার জন্য ত্রিফলা বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে । কিম্বা  
মনহাল, হরিতাল, মজিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারু হরিদ্রা একত্র  
পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেপ দিতে থাকিবে ।

মন্তব্য । কুষ্ঠ, অগ্নিদগ্ধ, মধুমেহের পিড়কা, মুষিকবিষজনিত  
কর্ণিকা ও বিষকৃত ত্রণ সকল বন্ধনের যোগ্য নহে, অর্থাৎ প্রলেপের  
উপর কাপড় দিয়া বাঁধিবে না । ইতি সূত্রত ।

অগ্নিদগ্ধে পথ্য । করলা, কচিমূলো, শুযূনী শাক, বাস্তক  
শাক, নটে শাক, তপ্ত শীতল জল, লঘু অন্ন, মোচা, দাড়িম,  
কাঁঠাল, ঘৃত, মধু, বার্তাকু, কাঁকুড়, মসুর, অড়হর, পটল,  
শর্করা ।

আমাদের ঔষধ ।

অগ্নিদগ্ধে সারস্বত ঘৃত লেপন কবিবে । যে স্থলে এই ঘৃতে  
জ্বালা না যায়, সে স্থলে এই ঘৃত ঈষৎ উষ্ণ করিয়া দিবে । আব  
এই ঘৃতই পান করিতে দিবে । অত্যাশ্র চিকিৎসা বসন্তের  
হায় ।

১০ম প্রকরণ । সদ্যোত্রণ বা কাটার চিকিৎসা ।

কোন স্থান কাটিয়া বা ফাটিয়া গেলে টিপিয়া ধরিবে ; ববফ  
বা ঠাণ্ডা জল দিবে । অথবা বিশল্যকরণী পাতা বাঁটিয়া প্রলেপ  
দিবে এবং কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিবে । অথবা, ষষ্টিমধুর সহিত  
ঔষধ ঘৃত লেপন করিয়া বাঁধিয়া দিবে । অথবা বটেক ছাল



বা দুর্বা ঘূতের সহিত বাটিয়া ঐরূপে দিবে । প্রলেপ বারবার উঠাইবে না । তবে পচিয়া গেলে অবশ্যই নূতন প্রলেপ দিতে হয় ।

রক্তপিত্ত চিকিৎসায় প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি যে সকল রক্তধারক ঔষধ লিখিত হইয়াছে, সেই সকল ঔষধের মধ্যে যতগুলি তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়, চূর্ণ করিয়া লাগাইলে রক্ত বন্ধ হইতে পারে । একটী মিলিলে তাহাই চূর্ণ করিয়া লাগাইবে । অথবা পাটের কাপড় ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম লেপন করিবে । অথবা সমুদ্র ফেন বা লাক্ষা চূর্ণ করিয়া লাগাইবে ।

ঐ সকল ঔষধে রক্ত বন্ধ না হইলে স্রাব স্থান ক্ষার ( যেমন কষ্টিক ) দিয়া পোড়াইয়া দিবে । অথবা অগ্নি দিয়া দহন করিবে । হাত বা পা একবারে ছিন্ন হইয়া গেলে তপ্ত তৈল দিয়া দহন করিয়া দিবে ।

রক্তের অতিশয় স্রাব হইতে থাকিলে বা স্রাব হইয়া গেলে কাকোলাদিগণের কাণ শর্করা ও মধুযোগে পান করিবে । কাকোলাদিগণের মধ্যে আজি কালি কেবল গোলঞ্চ, ঘটুমধু, কিসমিস ও জীবন্তী পাওয়া যায় । ঐ সকল দ্রব্য ২ তোলা, জল আধসের ও দুগ্ধ এক পোয়া সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে । শীতল হইলে মিছরীর সহিত যোগ করিয়া পান করাইবে । রক্তপিত্ত প্রকরণ দেখ ।

কোন স্থান পিষিয়া বা ঘষিয়া গেলে পুরাতন ঘূত বা পঞ্চ তিক্ত ঘূত বা গ্রোহাদি ঘূত বা নিষ ঘূত লেপন করিবে । তদভাবে মাখন দিবে । কিম্বা নূতন ঘূত জলে ফেনাইয়া দিবে । তাহা হইলে জ্বালা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইবে ।

নাক বা কাণ কাটিয়া গেলে ছিন্ন অংশ ছিন্ন স্থানের চূর্ণ

যুড়িয়া রাখিবে । পরে ডাক্তার ডাকিয়া সেলাই করাইয়া দিবে ।  
ডাক্তার না আসা পর্যন্ত ঘোড়ের উপর বিশল্যকরণীর রস বা  
অগ্ন্যাগ্ন রক্তনাশক দ্রব্য লেপন করাইতে থাকিবে ।

পথ্য । রক্তপিত্তের স্থায় ।

আমাদেব ঔষধ ।

সর্কপ্রকার কাটায় সারস্বত ঘৃত কিম্বা প্রিয়ঙ্গুদি ঘৃত লেপন  
করিবে । অতিশয় রক্তপাত হইবার পর রোগী ক্ষীণ হইয়া  
পড়িলে কিছুদিন সারস্বত তৈল ও মহারসায়ন ঘৃত ব্যবহার  
করিবে । অর হইলে ১নং পঞ্চপল্লব ছন্ধের সহিত দিবে । রক্ত-  
জ্ঞাবের সময়েও ১নং পঞ্চপল্লব দূর্লাব রসের সহিত দিবে ।

## ১১ প্রকরণ ।

ভগ্ন চিকিৎসা ।

অস্থি বা সন্ধি ভাঙ্গিয়া গেলে ভগ্ন স্থানের উপর পুরাতন ঘৃত  
লেপন করিবে । অথবা নূতন ঘৃতের সহিত বটের ছাল বাটিয়া  
দিবে । অথবা তুগ্রোধাদি ঘৃতের প্রলেপ দিবে । অথবা পঞ্চ  
তিক্ত ঘৃতের সহিত বট ছাল বাটিয়া \* দিবে । আর ভগ্ন দৃঢ়  
করিয়া বাঁবিয়া দিবে । বন্ধন প্রত্যহ খুলিবে না ।

যদি আঘাত বশতঃ বা অগ্নি কোন কারণে দস্ত চলিত ও রক্ত-  
যুক্ত হয়, তবে দস্তের বহির্ভাগে ঘৃত লেপন করিবে । যদি

\* একটা স্ত্রীলোকের বয়স ৫০ বৎসরের অধিক ছিল । তাঁহার হাত-  
ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল । ডাক্তারেরা হাত কাটিয়া দিতে উদ্যোগ করিতেছিলেন ।  
রোগী অসম্মত হওয়াতে হাত না কাটিয়া ঐ প্রলেপটি দেওয়া হয় আর পঞ্চাঘৃত  
বন্ধন স্থান হয় । তাহাতেই সম্পূর্ণ আরাম হইয়াছিল ।

কপাল ভগ্ন হয় অথচ মস্তিষ্ক বাহির না হইয়া পড়ে, তবে ঘৃত লেপন করিবে ।

যদি পাঁজর ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ঘৃত মাখাইয়া সোজা করিয়া দিবে ।

সর্ববিধ ভগ্ন ও রক্ত পাতেই বটের ছাল ঘূতে বাঁটিয়া প্রলেপ দেওয়া ভাল । বোঁটার জ্বর ও অকচি থাকিলে আধ ছটাক এবং তৈল আধ ছটাক দশমূলের সহিত জ্বোলাপ দিবে ।

ভগ্ন স্থান পচিবে বলিয়া সন্দেহ হইলে কিম্বা পচিতে থাকিলে ভগ্ন স্থানে ত্রুণোদাদি ঘৃত লেপন করিয়া বাঁধিয়া দিবে ।

ভগ্ন বোগে সচবাচর জ্বর হইয়া থাকে । একপ স্থলে রোগীকে পঞ্চামৃত রস ও লক্ষ্মাবিলাস দিবে । অথবা দশমূল পান দিবে ।

পথ্য । মাখন, কচিমুলা, লগুন, ঘৃত, হৃৎক, মাষকলায়ের যুগ, সজিনা, পটল, অন্ন, গম, মুগ, মটর ।

আমাদের ঔষধ ।

ভগ্নে সারস্বত ঘৃত লেপন করিবে । অথবা বট, অশ্বথ ও পাকুড়ের ছাল ঐ ঘূতে বাঁটিয়া পটা দিবে । জ্বরে ১নং পঞ্চপল্লব রস এবং একটা মহেন্দ্র রসায়ন বটী ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া দিবে । রোগ পুরাতন হইয়া আসিলে একবেলা ২নং পঞ্চপল্লব ও অপর বেলা স্বর্ণ যোগ দিবে । উভয় স্থলেই অনুপান ঘৃত মধু ।

## পা-মোচড়ানর চিকিৎসা ।

গর্ভে পড়িয়া কিম্বা জুতা বাঁকিয়া গিয়া পা মোচড়াইয়া গেলে পিয়াজ বাঁটিয়া গরম করিয়া পুলটীস দিবে । প্রথম এক ঘণ্টা

পিয়াজের সেক দিবে। পিয়াজ পুটলীতে পুরিয়া সেক দিতে হয়। পরে পিয়াজ তপ্ত করিয়া পুন্টীস করিতে হয়। পুন্টীসটা ঘন ও বিস্তৃত হওয়া উচিত। রাত্রে দিয়া শুইয়া থাকিলে প্রায় প্রাতঃকালের পূর্বেই ব্যাথা সারিয়া যায়।

---

## ১২ প্রকরণ ।

### সর্পবিষ চিকিৎসা ।

ভারতবর্ষে বৎসর গড়ে বিশ হাজার লোক সর্পদংশনে মরিয়া পাকে ।

বিষধর সর্প তিন প্রকার ;

১ম গোকুর জাতি অর্থাৎ ফণাধারী ।

২য় বোড়া জাতি—ইহাদের মস্তক গোল ।

৩য় বাজিল জাতি—ইহাদের গায়ে বিন্দু বিন্দু বেথাকার নানা প্রকার চিত্র থাকে ।

### গোকুর জাতির বিষের লক্ষণ ।

বিষের স্বাদ প্রায় কটু, ৭১৭ রসক। দংশনের পর প্রথমেই রক্ত দূষিত হয়; তাহাতে ত্বক্ নথ নয়ন দশন মূত্র বিষ্ঠা ও দংশনের গর্ভ কৃষ্ণবর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বায়ু কুপিত হয় অর্থাৎ মাথা ভারী হয়, সন্ধি সমূহে বেদনা হয়; কটি পৃষ্ঠ ও গ্রীবা ভগ্ন হয়, রোগী হাই তুলিতে থাকে, কাঁপিতে থাকে, ক্ষীণ স্বরে কথা কহে। শুষ্ক উদগার উঠিতে থাকে এবং কাস, শ্বাস, হিক্কা, তৃষ্ণা, লালাস্রাব ও উ.দ্বর্টন (গা-মোচড়ানী) হয়।

---

## বোড়া জাতির বিষের লক্ষণ ।

বিষের স্বাদ অম্ল, গুণ উষ্ণ । দংশনের পর রক্ত ও পিত্ত  
কুপিত হয় ; তাহাতে ত্বক্ নখ নয়ন দশন মূত্র বিষ্ঠা ও দংশের  
গর্ভ রক্ত-পীত বর্ণ হয় । দাঁত মোটা বলিয়া দংশের গর্ভ স্থূল  
হয় ফুলিয়া উঠে এবং প্রচুর রক্ত বাহির হয় । আর রোগীর  
দাহ তৃষ্ণা মূর্ছা অর রক্ত ভেদ ও রক্ত বমন হইতে পারে । আর  
মাংস সকল পাকিয়া খসিয়া খসিয়া পড়ে ।\*

## রাজিল জাতির বিষের লক্ষণ ।

বিষের স্বাদ মিষ্ট, গুণ শীতল । দংশনের পর শ্লেষ্মা কুপিত  
হয় । বায়ুর কোপও প্রকাশ পায় । এই কারণে ত্বক্ নখ  
নয়ন দশন মূত্র বিষ্ঠা ও দংশনের গর্ভ শুষ্ক বর্ণ হয়, কম্প দিয়া  
অর হয়, লোমাঞ্চ হয়, মুখ দিয়া কক বাহির হয়, গলা ষড়যন্ত্র  
করে, দংশের গর্ভ ফুলিয়া থাকে এবং দংশের রক্ত জমিয়া যায় । †

মন্তব্য । বিষধরে দংশিলে প্রায় অনুভবেই জানা যায় ।  
বোগী প্রায় অভিভূত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে আর উহার ধক্ধক্  
করিয়া হৃৎকম্প হইতে থাকে । শেষে শ্বাসরোধে মৃত্যু হয় ।

\* তবেই বোড়ার বিষের স্বাদ অম্ল, গুণ উষ্ণ অর্থাৎ যষ্টিমধু, বটের  
জল, চিনি ইত্যাদি ।

† তবেই রাজিল বি- শ্লেষ্মা নাক ও গলা অর্থাৎ শুষ্ঠ পিপুল মরিচ  
ইত্যাদি ।

## দংশনমাত্র যে যে প্রকরণ আবশ্যক ।

হস্তে বা পদে দংশন হইলে তৎক্ষণাৎ আপনার কাপড় বা চাদর ছিঁড়িয়া কিম্বা দড়ী নিকটে থাকিলে দড়ী দিয়া দংশন চারি অঙ্গুল উপরে বন্ধন দিবে । ছুরীর ডগ দিয়া গর্তের পার্শ্ব ফুড়িয়া একটু মাংস শুদ্ধ বিষ তুলিয়া ফেলিবে । আর গর্ত তৎক্ষণাৎ চিরিয়া দিলে বিষ আপনিই রক্তের সহিত বেগে বাহির হইতে পারে ।

যদি দংশনের উপর বরফ ধরা যায়, তবে সেই স্থানের রক্ত জমিয়া যাওয়াতে বিষ আর চালিত হইতে পারে না ।

হস্ত পদ ভিন্ন অন্য স্থানে দংশন হইলেও বিষ ঐকপ ছুরী দিয়া তুলিয়া গইবে । কিন্তু যে স্থান ছুরী দিয়া কাটিলে প্রাণ সংশয় হয়, সে স্থানে ছুরী বসাইবে না ।

## বিষ চুষিয়া তুলিতে হয় ।\*

বেথানেই দংশন হউক, মুখ ধূলি বা ভাষে পূর্ণ করিয়া অগ্রে বিষ চুষিয়া তুলিবে । পরে দংশ স্থান চিরিয়া রক্তস্রাব করিবে । এই মতটী সর্ববাদি-সম্মত ।

কিন্তু ছুরী দিয়া চিরিয়া দিলেও হয় তো রক্ত বাহির হয় না । একপ স্থলে মরিচ চূর্ণ, করিভা চূর্ণ ও লবণ সমভাগে লইয়া দষ্ট

\* Sucking the wound with the lips is the readiest and most effectual way of preventing ulterior mischief ; Pour on, directly after, Carbolic acid, or strong spirits of Ammonia. Laurie.

স্থানে বসিতে হয় । আবার অতিশয় রক্ত বাহির হইতে থাকিলে বটের ছাল ঘূতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে বা রক্ত বন্ধের অল্প উপায় করিবে [ ১০ প্রকরণ দেখ । ]

চিরিয়া দিবাব পর দংশ অলস্ত কাষ্ঠ-স্থচী বা ক্ষার দিয়া পেড়াইয়া দিবে । ক্ষারের অভাবে কার্বলিক এসিড ঢালিয়া দেওয়া যায় ।

আবার বন্ধন মোচনের পর, যেখানে বন্ধনের দাগ পড়িয়াছে, সেখানে চিরিয়া বিষ নাশক প্রলেপ [যথা শিরীষের ছাল বাঁটিয়া] দিবে । নতুবা বিষ পুনর্বার প্রভাব ধারণ করিবে এবং রোগী মরিয়া যাইবে ।

মন্তব্য । বোড়ার বিষ গবম বলিয়া সে স্থলে দন্ধ করিলে ছালা যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় আব বিষ সর্কাসে ছড়াইয়া পড়ে ।

### বিশেষ বিশেষ সর্পবিষের বিশেষ বিশেষ ঔষধ ।

( ক ) গোকুর জাতি দংশন কবিলে নিসিন্দার মূল কিণ্বা খেত অপরাজিতাব মূল কিণ্বা উভয়ের মূল সমান সমান ভাগে দুই তোলা পরিমাণে জলের সহিত বাঁটিয়া পান করাইবে । আর মধুর সহিত কুড় চূর্ণের নস্য করাইবে ।

( খ ) বোড়ায় দংশিলে মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বটের শুঙ্গ ও গাভী-রেব শুঙ্গ, চিনি ও মধুর সহিত বাঁটিয়া পান করাইবে

একবার খুলনার মহকুমার উপর একটা মাল জাতীয় স্ত্রীলোক একটা প্রকাণ্ড বোড়া সাপ বাহির করিয়া দেখাইতেছিল । সাপ সহসা তাহার বাম হাত কামড়াইয়া ধরিল । বেগে রক্ত বহিতে লাগিল । বেদিনী উহাকে ধরেন সাপ তাপ কবিল এবং দুখ ধরিয়া অনেক কষ্টে ছাড়াইয়া লইল । সাপের

( গ ) রাজিলে দংশন করিলে শুঠ, পিপুল, মরিচ, আতইচ কুড়, ভূসো. ও কটকী বাঁটিয়া মধুর সহিত পান করাইবে ।

### সর্বপ্রকার সর্প বিষের সাধারণ ঔষধ ।

ভূসো, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ও কাঁটা নটে মূল বাঁটিয়া ১২ ছটাক ঘূতের সহিত পান করিলে উৎকট সর্প বিষও নষ্ট হয় ।  
বিন্দুসার বলেন কেবল কাঁটা নটে মূল তুল্য ভাগ জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলেও উৎকট সর্প বিষ নষ্ট হয় ।

শিরীষ পুষ্পের রস ও সজিনাবীজের চূর্ণ একত্র করিয়া সন্ধ্যা সর্প বিষেই পান অঞ্জন ও নস্ত্র কবিবে ।

সর্বপ্রকার বিষেই শিরীষ ফল, তুলসী ও পূর্ণবা লেপন, পান, অঞ্জন ও নস্ত্র কবিবে । ইহাবই নাম শিরীষাদি অগদ ।

বিষে লক্ষ্য নাই । সাপের মাথাই অধিক ? বেদিনী সাপকে পেড়াব ভিত্তি পুঁবিবার সময় কহিতে লাগিল ‘আহা বাছাব মাথায় কতই মাঁবিষাছি ।’ সে আপনাব বস্ত্রপাত গ্রাহই করিল না, কেবল ক্ষতে গোবব লেপন কবিল । তাহাতেই রক্ত নিঃসৃত হইয়াছিল । চবক মতে ঘোটক ও বুঘের বিষ্ঠা বহু ধারক । বিষ নাশকও বটে । নবমুত্র, গোমুত্র এবং ছাগলমুত্র বিষনাশক ।

এই অঞ্চলেই একটা লোক তক্তপোষের উপর মশাবীৰ ভিত্তি নিশ্চা যাইতেছিল । প্রাতঃকাল হয় হয় এমন সময় একটা বোড়া ঘবে চুকিয়া মশারীর বাহির হইতে উহার একটা বাহ গ্রাস করে । পরে নিকটের হোদ পড়িয়া অনেক কষ্টে বোড়াকে মাঁবিয়া ফেলে । মরণকাল পর্যন্ত বেড়া আপনাব গ্রাস ছাড়ে নাই । যাহা হউক অতঃপর দষ্ট ব্যক্তির বাহতে গোবব লেপন করা হইয়াছিল । কুমীর ও বাঘে কামড়াইলেও ক্লোকে গোবব লেপন করে শোনা যায় ।



## পঞ্চ শিরীষ ।

যত প্রকার বিষ নাশক ঔষধ আছে, তন্মধ্যে শিরীষ উৎকৃষ্ট । শিরীষের ফল, মূল, ফুল, পাতা ও ছাল বাটিয়া ১২ ছটাক স্বতের সহিত পান, লেপন ও অভ্যঙ্গ করিলে কেবল জন্তুবিষ নহে, পীত বিষও নষ্ট হইয়া থাকে ।

## সর্পবিষের দুইটী অঞ্জন ।

সর্প বিধে মানুষ অস্থির বা অচেতন হইলে অপস্মারবর্জিত অঞ্জন দিবে । ইতি চরক ।

জয়পাল বীজের সাঁশ বাটিয়া লইয়া পাতি নেবুর রসে ২১ দিন ভাবনা দিবে এবং বড় বড় বটী করিয়া রাখিবে । এই বটী মানুষের লালে ঘষিয়া অঞ্জন দিতে হয় । ইহার নাম বিষহরিত বর্জি । ইহা দৃষ্টফল । ইতি রসেন্দ্র চিস্তামণি ।\* [ মূল্য ১ বটী ১০ ] ।

\* কোন কোন ভাষ্যকার বলেন এই যে সর্প দংশনেব পর রোগীকে ৩৪ ঘণ্টা চেতন রাখিতে পারিলে কি মল মুত্র ও বর্শা দিয়া নিষ্কাশিত হইয়া যায় । মানুষকে এক্ষে জাগরিত রাখিবার অভিপ্রায়ে এই বর্জি কল্পিত হইয়াছে কিনা তাহা জানা যায় না । বিষ বৈদ্যেরা রোগীকে প্রকার কবিয়া থাকে । এতলেও ঐ অভিপ্রায় বিনা, তাহাও জানা যায় না । সর্পপ্রকার তত্ত্বাতেই রোগীকে নস্ত বা অঞ্জন দিয়া জাগরিত রাখিতে হয়, নতুবা বাম হৃদয়ের সহর বিকৃতি হইয়া থাকে । সর্প বিধে স্থান রোধ হইয়া মৃত্যু হয়, আর বাম হৃদয় বিশেষ রূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে, এই তত্ত্বই রোগীকে জাগরিত রাখিবার প্রয়োজন হয় কিনা, তাহা অভিজ্ঞেরা স্থির কবিবেন ।

চরকের মত সঙ্গীবনী, অর্গদ হস্তী ও মহাগজ হস্তী বিষরোগ দাসরোধ ও সাদামৃত্যুর উৎকৃষ্ট ঔষধ । পল্লীগ্রামবাসী চিকিৎসকদিগের ঐ সকল ঔষধ পরীক্ষা করিবার সুবিধা আছে ।

## সর্পবিষে অস্ত্র চিকিৎসা ।

বিষ সর্পাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িলে হস্তাঙ্গে বা পদাঙ্গে বা ললাটে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। বিষ রক্তগত হইয়াই অন্ত্রাশ্র ধাতুকে দূষিত করে। অতএব সেই রক্ত প্রচুর পরিমাণে বাহির করিয়া দিলে ধাতু সকল দূষিত হইতে পারে না। রক্ত মোক্ষণই বিষেব সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। রক্ত মোক্ষণের পর দষ্ট স্থান চন্দন ও বেনার মূলের কাথ দিয়া প্রক্ষালন করিবে। আর রোগীকে শিরীষ মূলের ছালের কাথ কিম্বা শিরীষ ও আকন্দ মূলের ছালের কাথ পান করাইয়া দিবে। ইতি সুশ্রুত। এই চিকিৎসা প্রথমেও করা যায়, শেষেও করা যায়।\*

## বিষে বিষক্ষয় ।

জন্তু বিধে সৈকো প্রভৃতি স্থাবর বিষ নষ্ট হয়। আবার স্থাবর বিধে গোকুর প্রভৃতি জন্তুর বিষ নষ্ট হয়। এই জন্তু বিধে বিষক্ষয় হয় বলিয়াছে।

সর্প বিধে অন্ত্রাশ্র ক্রিয়া ব্যর্থ হইবার পর স্থাবর বিষ পান করাইবে। ইতি চরক।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারলণ্ড নামক এক সাহেব কয়েক জন সর্প-দষ্ট রোগীকে দুই ড্রাম মাত্রার লাইকর আর্সেনিক আধ ঘণ্টা অন্তর পান করাইয়াছিলেন। সকলেই রক্ষা পাইয়াছিল। ডাক্তার করেন বাঙ্গালা মেট্রিয়া মেডিকা।

---

ইহাতে স্থির হইতেছে যে দষ্ট স্থান চিরিয়া দিবার পর প্রচুর পরিমাণে রক্ত বাহির হইলেও উপকার ভিন্ন অপকার নাই।

## আমাদের ঔষধ ।

শিরীষাদি ঘৃত । তৎকভাবে পঞ্চপল্লব রস এক নম্বর বটী চারিটা ও দুই নম্বর বটী চারিটা একত্র করিয়া সেবন করিবেন । অমুপান শিরীষের রস কিম্বা তুলসীর রস । পথিক ভ্রমের পক্ষে অমুপান মিলে না, অতএব শুধু বটী দাঁতে কাটিয়া গিলিয়া ফেলিবে । দংশ স্থান চুষিয়া ফেলিবে ।

## বিষত্রাস ।

হৃগ্নম অন্ধকারে পিপীলিকায় দংশন বরিলেও সর্প দংশনের আশঙ্কা হইতে পারে । সেই আশঙ্কায় জ্বর, বমি, মূর্ছা, দাহ, মানি, মোহ ও অতিসার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । চিকিৎসক একরূপ স্থলে রোগীকে আশ্বাস দিবেন আর চিনি কিসমিস যষ্টিমধু ও গধূর পান্য প্রস্তুত করিয়া পান করাইবেন ।

## উপসংহার ।

চতুষ্পদ জন্তু সর্প দষ্ট হইলে মাথা চালিতে থাকে, কাঁপিতে থাকে, অস্থির হয় এবং লোম ধরিয়া টানিলে লোম খসিয়া আসে । হুঁ কাঁপিতে থাকে, জ্বরও হয় ।

চতুষ্পদ জন্তু দষ্ট হইলে দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তুলসী, রক্তচন্দন, অণ্ডক, রাশা, পোরোচনা, কৃষ্ণজীরা, গুগ্গুলু, ইক্ষু-রস, তগরপাদিকা, সৈন্ধব, অনন্তমূল, গোপিত্ত ও মধু এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে গুলি পাওয়া যায়, একত্র বাঁটিয়া পান ও লেপন করাইবে ।

## ১৩ প্রকরণ ।

কুকুর বিষেব চিকিৎসা ।

শূণাল, কুকুর, নেড়ে, ভালুক প্রভৃতি চতুষ্পদকে দংষ্ট্রী  
কহে । উহাদের বিষকে দংষ্ট্রী বিষ কহে । সর্বপ্রকার দংষ্ট্রী  
বিষের ক্রিয়া এক । ঐ সকল জন্তু উন্মত্ত হইলে উহাদের লাল্ল  
হনু ও স্কন্ধ খুলিয়া পড়ে আর লাল রক্ত হয় । কখন বা উহারা  
অত্যন্ত বধির ও অন্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হয় ।  
উহারা এইরূপে উন্মত্ত হইলে সবিষ হইয়া থাকে । দংশন  
করিলে দংশ স্থান সুপ্ত ( অসাড় ) হয় আর ক্রমঃ রক্ত বাহির  
হইতে থাকে । যে জন্তুতে দংশন করে, রোগী তাহারই ত্রায়  
চেষ্টা ও শব্দ করে । পবে স্পন্দহীন হয় এবং বিনষ্ট হইয়া থাকে ।  
বোগী দংশনকারী জন্তুর রূপ জলে বা দর্পণে দর্শন করিলে কুলক্ষণ  
বলা যায় । আর জলের নাম শুনিলে বা জল দেখিলে যদি  
ভীত হয়, তবে আব বাঁচে না । সুস্থ ব্যক্তির গ্রন্থি বা জাগ্রৎ  
অবস্থায় এইরূপ জলাতঙ্ক হইলে সেও বাঁচে না ।

ব্যবস্থা । দংশন হইবা মাত্র দংশ স্থান চিরিয়া দিয়া তপ্ত ঘৃত  
দিয়া দধি করিবে । যে কয়টা দাঁত সারি সারি বসিয়া থাকে,  
সেই কয়টা দাগ একবারে চিরিয়া দেওয়া ভাল । দহনের পর  
ক্ষতে পুরাতন ঘৃত লেপন ও পান করাইবে । আর কুড়চূর্ণ আক-  
ন্দের আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া নষ্ট দিবে । আর পুনর্বাব  
মূল বাটিয়া দুই চারি বিন্দু ধুতুরাব মূলের রসের সহিত পান  
করাইবে । [ধুতুরা ও বেলেডোনা একই ঔষধ বলা যাইতে পারে]  
জিলের তৈল, আকন্দের আঠা ও ইক্ষুগুড় একত্র করিয়া পান  
করিলে শূণাল কুকুরের বিষ নষ্ট হয় ।

শরপুঞ্জার (বুনো নীলের) মূল এক তোলা, ধুতুর মূল এক তোলা ও আতপতগুল এক তোলা তগুল-জলের সহিত পেষণ করিবে। পরে ঐ কঙ্ক ধুতুরার পত্র বেট্টন ও এক অঙ্গুল পুরু কাদা দিয়া আচ্ছাদন করিবে। আর কয়লা বা ঘুঁটের আগুনে পাক করিবে। কাদা শুকাইয়া গেলে পাক সম্পূর্ণ হইয়াছে জানিবে এবং ঔষধ বাহির করিয়া রস গালিয়া লইবে। এই রস দুই তিন বারে পান করিতে হয়। এক বারেও পান করা যায়। কিন্তু নেশা হইলে আর পান করিবে না। রোগী ঔষধ পান কালে জনশূন্য গৃহে বাস করিবে। বিষ-বিকার নষ্ট হইয়া শরীর সুস্থ বোধ হইলে পরদিন দুগ্ধান্ন সেবন করিবে। তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে এই ঔষধ অন্নমাত্রায় অবশ্য পান করিবে। ইতি সূক্ষত।

কুকুর বিষে, নখ বিষে ও দংষ্ট্রাবিষে পঞ্চশিরীষ উৎকৃষ্ট ঔষধ। কুকুর বিষের জরে পঞ্চামৃত রস দিবে।

চতুষ্পদ ও দ্বিপদ জন্তুর নখ বা দন্ত দ্বারা বিষাক্ত হইলে শোথ, পাক, স্রাব ও জ্বর হইয়া থাকে। খদির, গোম্মালে লতার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গৈবিক একত্র করিয়া লেপ দিলে সর্বপ্রকার নখবিষ ও দন্তবিষ নষ্ট হয়। ইতি চরক। ইহার নাম খদিরাদি লেপ। ইহা পান ও লেপনে ব্যবহার্য্য।

মন্তব্য। পাগলা কুকুরে কামড়াইলে সকলকে বিষ লাগে না। ২০১০ জ্ঞানর মধ্যে হৃদ একজনকে বিষ লাগে। স্তব্রাং লোকে যত ভয় করে তত নয়। লগ্নী।

## কুকুর বিষে ভাপরা ।

রোগী কেঁপিয়া উঠিলে উহাকে জলের ভাপরা দিবে । উহাকে বেতের চেয়ারে কঞ্চল মুড়ি দিয়া বসাইবে । আর চেয়ারেব তলায় গবম জলের পাত্র বসাইয়া দিবে । যেন গল গল করিয়া বাষ্প উঠিতে থাকে । ডাক্তার রডক্ বলেন যে আমি এই প্রক্রিয়া নিজের শরীরে পবীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছি যে জলাতঙ্ক রোগেব ইহাই ভাল ঔষধ ।

মন্তব্য । পঞ্চ শিবীষ বা শিবীষের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া এইরূপে ভাপবা দিলে অধিক ফল হইবার সম্ভাবনা । জলাতঙ্কে পানীয় ঔষধ দিবে না । ধূতুরাচূর্ণ চিনির সহিত দিবে । ধূতুরা-চূর্ণেব মাত্রা ১ গ্রেন । বীজ বা পত্রের চূর্ণ দেওয়া যাইতে পারে । টৌ বীজ একবারে দেওয়া যায় । নিদ্রা হইলে আর দিবে না ।

আমাদের ঔষধ ।

দংশনের পর পঞ্চপল্লব বস । ১নং বটী অনুপান ধূতুরা পাতার রস । তবে এই ঔষধই দিবে । অনন্তর দুই তিন মাস শিরীষাদি দ্ব্যত ব্যবহার করিবে । কুকুরবিষ দেহে বহুকাল লুক্কায়িত থাকে, পবে সহসা প্রকাশ পাইয়া রোগীকে বধ করে । লোকে বলে যে আঠাব মাস না গেলে বিশ্বাস নাই । দরিদ্র রোগী বহুকাল ধরিয়া প্রত্যহ গোমূত্র পান করিবে ।

## ১৪শ প্রকরণ । গরল ।

সংস্কৃত ভাষায় সচরাচর সাপের বিষকেই গরল বলে । চলিত ভাষায় বিষজাত গাত্রকণ্ডূকে গরল বলে । আকড়সার লাগেই সচরাচর গরল হইয়া থাকে, লোকের এইরূপই বিশ্বাস ।

গরল বলিয়া সন্দেহ হইলেই সৰ্ক শরীরে শিরীষ বা চালিদা বা বট বা অম্বু বা পাকুড়ের ছাল কিম্বা উহাদের মিলিত ছাল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। আর শিরীষ ছালের রস পান করিবে।

তিত লাউয়ের রস ও ইন্দ্রযবচূর্ণ মিলিত করিয়া পান করিলে সৰ্ক প্রকার বিষ ও গরল নষ্ট হয়। এই ঔষধ পান করিলে বমি হইয়া থাকে। রসের পরিমাণ ১ ছটাক ও চূর্ণের পরিমাণ এক তোলা হইবে।

আমাদের ঔষধ ।

শিরীষাদি ঘৃত। অথবা ২নং পঞ্চপল্লব রস। অনুপান শিরীষ ছালের রস বা ভূম্যামলকীর রস।

### ১৫শ প্রকরণ । রুশিক বিষ ।

রুশিক বা উচ্চিটিঙ্গে দংশন করিলে দংশে জল বা বরফ দিবে না। এই বিষ ঠাণ্ডা লাগিলে বাড়ে।

দংশস্থানে ঘৃত গরম করিয়া বার বার লাগাইবে। আর আধ ছটাক বা এক ছটাক ঘৃত সৈন্ধবের সহিত পান করিবে। অথবা দংশে তুলসী বা শিরীষ বাঁটিয়া দিবে।

ডাক্তারী মত।

রুশিক, বোলতা, ভীমকল প্রভৃতি কীটের বিষে ইপিকাকুয়ানা জলে বাঁটিয়া দিবে।

আমাদের ঔষধ ।

শিরীষাদি ঘৃত। অথবা পঞ্চপল্লব রস ১নং।

## ১৬শা প্রকরণ । মূষিক বিষ ।

দারুচিনি ও তুঁট সমান সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে । শিরীষের কন্ধ মধুর সহিত পান করিবে । আর শিরীষের কন্ধই লেপন করিবে ।

আমাদের ঔষধ ।

শিরীষাদি দ্রুত লেপন ও পান করিবে । অরে পঞ্চপল্লব রস ১নং ।

## ১৭শা প্রকরণ । পীত বিষের চিকিৎসা ।

আফিং, সেকো ও ধূতুরা এই তিনটি বিষ বিষকর্ষে সচরাচর ব্যবহৃত হয় । মরণার্থী আফিং নিজেই সেবন করে । সেকো ও ধূতুরা সচরাচর শত্রুতে প্রয়োগ কবে । মৎস্য বিষ অজ্ঞাতেই উন্নয়িত হয় । অজ্ঞাত বিষ সাবধানে অবগত নাই । তবে মিঠা বিষ সচরাচর ঔষধে ব্যবহৃত হয় বলিয়া বেণের দোকানে মিলিয়া থাকে । চবক মতে পীত বিষ পবিণামে পাকস্থালীতে থাকে না, হৃদয়ে গিয়া অবস্থান করে ।

বিষপানের সাধারণ লক্ষণ ।

পীত বিষে বিবাক্ত হইলে সাধারণতঃ রোগীর জ্বর, হিষ্কা, দস্ত কিড়মিড়, গলায় বেদনা, ফেনবমি, অরুচি, শ্বাস ও মুচ্ছা হয় ।

ব্যবস্থা । রোগী ত্রৈমক্ৰমে বিষপান করিয়া ফেলিলে গলায় অঙ্গুল দিয়া কিম্বা বমনকারক ঔষধ পান করিয়া বমি করিয়া ফেলিবে । বাগ্‌ভট মতে তাম্রচূর্ণ পান করিয়া বমি করিবে ।



বমি হউক বা না হউক নিম্নলিখিত দ্রব্যের কোন একটি দ্রব্য পান করিবে ;—

এক বা দুই ছটাক ঘৃত । এক বা দুই পোরা ইক্ষুবস । দুই তিন তোলা গেরিমাটী । এক আধ ছটাক ছাগ্নি রক্ত বা অশ্ব কন্তর রক্ত । এক আধ ছটাক গোবরের রস । এক দুই তোলা ছাই । এক দুই তোলা মৃত্তিকা । পক বা অপক মাংস । ইতি চরক । ধনী ব্যক্তি আধভরি স্বর্ণ চূর্ণ পান করিবে । বাগ্ভট ও চরক ।

এই সকল দ্রব্য পান করিবার পর পুনশ্চ বমন করিতে পার । কিন্তু বমনের পর পুনশ্চ এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন একটি দ্রব্য পান করিতে হয় ।

ঐ সকল দ্রব্য পান কর আর নাই কর, বমি হইয়া থাকে বা না হইয়া থাকে, নিম্নলিখিত ঔষধটী পান অঞ্জন ও নস্য করিবে ;—

শিরীষ পুষ্পের রস এক ছটাক এবং গোপিত এক তোলা পর্য্যাপ্ত ;

অথবা ;—তুলসী, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কুড় ও গোপিত সমান সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া বটী করিবে । বটী জলি বড় বড় হওয়া উচিত । এই বটী পান, অঞ্জন ও নস্যে ব্যবহার করিবে ।

মৎস্যবিষ । প্রথমে গলায় অঙ্গুল দিয়া বমি কর । বমির পর ভূরি পরিমাণ চিনির জল পান কর । ডাক্তার লরী ।

মস্তব্য । সর্ষপবিষ বিষই গলায় অঙ্গুল দিয়া বমি করা ভাল । তাহাতে বমি না হইলে কোন একটি বমনকারক ঔষধ (বিশেষতঃ তাম্রভঙ্গ) পান করিয়া বমন করা ভাল ।

ডাক্তারী মতে অহির্কেনবিষে সর্ষপচূর্ণের দ্বারা বমন করিবে ।

ভাল । ধূতুরা বিধে তাম্রভস্ম ও হৃৎক দ্বারা বমন করাইয়া ফল পাওয়া গিয়াছে । তাম্রভস্মের অভাবে ভূঁতে দেওয়া যায় । টাটার এম্বোটিক সৰ্ক বিধেই ভাল বোধ হয়, কেননা বিষ উষ্ণ এবং টাটার এম্বোটিক শীত বীৰ্য্য রোগীর মাথায় জল ও বাতাস দেওয়া উচিত ।

সৰ্কবিধ বমন ঔষধেই হৃৎক বা গোমূত্র যোগ করিয়া বমন করান ভাল । কেননা হৃৎক ও গোমূত্র বিষশোধক ।

সৰ্কবিধ বিষরোগে পথ্য । কদবেল, লণ্ডন, বেঙ্গল, দাড়িম, পটল, নটেশাক, শীতলজল, শর্করা, বোল, সৈন্ধব, মধু, লঘু অন্ন । সাধারণতঃ তিক্ত ও মধুর দ্রব্য । নরমূত্র, ছাগমূত্র ও গোমূত্র বিবনাশক । স্বর্ণচূর্ণ সৰ্কবিধ নাশক । অপথ্য ;—অন্ন দ্রব্য, লবণাক্ত দ্রব্য ও তাম্বুল ।

আমাদের ঔষধ ।

শিরীষাদি ঘৃত পান ও লেপন করিবে ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

### ১ম প্রকরণ ।

যাত্ৰীবিন্ধ্য । গর্ভিণী চিকিৎসা ।

গর্ভিণীর নবজন্ম ।

গর্ভিণীর নবজন্ম হইলে উপবাস করিতে দিবে না । অগ্নের পরিবর্তে হৃৎক দিবে । হৃৎক নিতান্ত অস্বাদ্য হইলে মুগ বা মন্থরের

যুষ পান করাইবে । আর নবজরে অন্ত্রাশ্রযে সকল পথ্য  
অপরের পক্ষে নির্দিষ্ট আছে, তাহাও সেবন করিতে দিবে ।  
গর্ভিণীর পক্ষে ঔষধের মাত্রা অর্দ্ধ ।

নিতান্ত আবশ্যক হইলেই গর্ভিণীকে জোলাপ দিতে হয় ।  
গর্ভিণীর জন্ম তিনটী মুহূ জোলাপ নির্দিষ্ট আছে । যথা

( ক ) দুগ্ধ ১ ছটাক ও রেড়ীর তৈল ১ তোলা ।

( খ ) সৌদালের আঠা ও দুগ্ধ । সৌদালের পরিমাণ  
গর্ভিণীর হাতের মাপের এক হাত ।

( গ ) তেউড়ী-চূর্ণ ১ তোলা, চিনি আধ ছটাক ও জল  
কিঞ্চিৎ । একত্র করিয়া লেহন করিবে ।

জোলাপের দিনও উপবাস করিবে না, অন্নের পরিবর্তে দুগ্ধ  
পথ্য করিবে ।

## পুরাতন জ্বর ।

কোন কোন গর্ভিণীর জ্বর চারি পাঁচ মাসের সময় আরম্ভ হয়  
এবং প্রসবকাল পর্যন্ত থাকে । কেহ কেহ যকৃৎ বলিয়া সন্দেহ  
করেন, কিন্তু গর্ভিণীর যকৃৎ সঙ্কুচিত হয় বই বর্দ্ধিত হইতে পারে  
না । আর যকৃতের ঔষধ মাত্রাই প্রায় ভেদক, স্নতরাং গর্ভ-  
পাতক । অতএব বিবেচনা করিয়া ঔষধ দিবে ।

গর্ভের যতই উপচয় হয় জ্বরের ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে ।  
আবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে জোলাপ দিয়া মল  
পরিষ্কার করিয়া দিলে জ্বর আর দুই চারি দিন আসে না । ইহার  
কারণ সহজেই অনুমান করা যায় । গর্ভের বৃদ্ধি হয় বলিয়া পাক-  
স্থলী ও অন্ত্রাশ্রযে চাপ লাগে, তাহাতেই জ্বর হয়, আবার মল  
বাহির করিয়া দিলেই ঐ চাপ কমিয়া যায়, স্নতরাং জ্বরও দুই

চারি দিন ক্ষান্ত হয় । এই জর প্রসব হইবার পর আপনি ছাড়িয়া যান ।

এই জর সচরাচর ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হয়, কখন কখন ১০৩ পর্য্যন্ত হয় । এইরূপ পুরাতন জরে আমরা গর্ভিণীকে পুরাতন জরের ঔষধ না দিয়া গর্ভ পালনের ঔষধ দিয়া থাকি । সে সকল পাচন অতঃপর লিখিত হইবে । আর পুরাতন জরের যে সকল পাচন হৃৎকর সহিত দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাও গর্ভিণীকে দেওয়া যাইতে পারে । পুরাতন জর নাশক চরকোক্ত চন্দনাদি তৈল গর্ভিণীর পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট ।

### গর্ভিণীর শোথ ।

গর্ভিণীর শোথও হইতে পারে অথবা জরের প্রবলতা থাকিলে সহজেই শোথ হয় । কিন্তু গর্ভিণীর শোথ শকার বিষয় নহে । প্রসবের পর শোথ আপনিই চলিয়া যায় । শোথ হইলে নিম্ন-লিখিত পাচনটী এক মাস পর্য্যন্ত দিবে । যথা ;—

গোন্ধূর, কণ্টিকারী, বেড়েল ও শুঁঠ সমুদায়ে দুই তোলা ।  
সম্বৎসরের পুরাতন গুড় দুই তোলা, দুগ্ধ এক পোয়া ও জল এক সের । একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষে নামাইবে । পথ্য দুগ্ধান্ন ।

### গর্ভিণীর রক্তশ্রাব ।

গর্ভাবস্থায় রক্ত দৃষ্ট হইলে শত ধোত ঘূতের সহিত ষষ্টিমধু চূর্ণ মিশ্রিত করিবে । এবং তাহাতে তুলা ভিজাইয়া গর্ভদ্বারের ভিতর ধারণ করিবে । নাভির নিম্নে শতধোত ঘূত লেপন করিবে । শতধোত ঘূত হঠাৎ না যুটিয়া উঠিলে বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটী ব্যবহার করা যায় । অর্থাৎ বরফ বা জল নাভির

নিম্নে ও অন্ত্র স্থানে ধরা যায় ; কিন্তু একরূপ আন্তে ধরিতে হয় যেন গর্তিণী শিহরিয়া না উঠে ।

ষষ্টিমধু চূর্ণের অভাবে বট কিম্বা অশ্বথের ছালের কাথে বস্ত্র ভিজাইয়া গর্ভদ্বারের মধ্যে দিবে ।

অথবা রক্ত দৃষ্ট হইলে বটের ছাল এক তোলা ও অশ্বথের ছাল এক তোলা, ছন্ধ এক পোয়া ও জল আধ সের সিদ্ধ করিয়া ছন্ধ শেষে নামাইবে । আর তাহাতে এক তোলা স্নাত প্রক্ষেপ দিবে । পরে সেই ছন্ধে বস্ত্র ভিজাইয়া গর্ভদ্বারের ভিতরে দিবে । আর ঐ ছন্ধই পান করাইবে । অথবা পানার্থে ষষ্টিমধু চূর্ণের সহিত ছন্ধ স্নাত মিশ্রিত করিয়া দিবে । এস্থলে ষষ্টিমধু চূর্ণ এক তোলার চতুর্থাংশ ও ছন্ধ আধ পোয়া হইবে ।

পথ্য । মধু, চিনি ও ডুগ্ধেব সহিত অন্ন । রোগীকে ঠাণ্ডায় রাখিবে । আন্ত্রনের ধারে বা রোদ্রে যাইতে দিবে না ।

### গর্ভপালন ।

গর্ভের প্রথম মাস হইতে যদি নিম্নলিখিত পথ্য সকল পালন করান যায়, তবে গর্তিণীর কুক্ষি ( তলপেট ), কটি, পার্শ্ব ( পাজর ) ও পৃষ্ঠ কোমল হয়, স্ততরাং সন্তান উদরে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ঐ সকল অঙ্গের চাপ বোধ হয় না ; মূত্র বিষ্ঠা যথাকালে যথানিয়মে নির্গত হয়, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ হয়, সন্তানের দেহ সুস্থ থাকে, গর্তিণীব জ্বর বা শোথ হয় না এবং যথাকালে স্তন্যস্রব হয় । পথ্য যথা ;

১ম মাসে । প্রত্যহ স্বিকালে ছন্ধ পান করিবে । ছন্ধ গরম না থাকে ।

২য় মাসে । প্রত্যহ চিনির সহিত ছন্ধ পান করিবে ।

৩য় মাসে। মধু ও ঘূতের সহিত দুধ পান করিবে।

৪র্থ মাসে। দুই তোলা করিয়া নবনীত পান করিবে অথচ দুধও পান করিবে।

৫ম মাসে। দুধ ও ঘূত একত্র পান করিবে। দুধের সর মারিয়া যে ঘূত হয়, এস্থলে সেই ঘূত গ্রাহ্য।

৬ষ্ঠ মাসে। কিসমিস, জীবন্তী ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ দুধ পান করিবে।

৭ম মাসে। ঐরূপ দুধ পান করিবে।

৮ম মাসে। দুধ ও অন্ন বিশেষরূপে পথ্য করিবে।

৯ম মাসে। গর্ভদ্বারের মধ্যে তৈলাক্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিবে। ইহাতে প্রসবের পথ স্নিগ্ধ থাকে বলিয়া প্রসব-কালে ক্লেশকর হয় না। এই মাগে দুগ্ধান্ন পথ্য।

### সপ্তম মাসে স্তনকণ্ডু।

কোন কোন গর্ভিণীর সপ্তম মাসে অতিশয় স্তনকণ্ডু উপস্থিত হয় এবং উদরের চর্ম ফাটিতে থাকে। তৎকালে ইহাকে মধ্যে মধ্যে চিনি ও কিসমিসের সহিত শুষ্ক কুলের অন্ন পান করিতে দিবে। অন্ন দুই তোলার অধিক একবারে পান করিবে না। এই সময় স্তন ও উদরে রক্তচন্দন ও মৃণালের কক্ক মর্দন করিবে। স্তন সড় সড় করিলেও চুলকাইবে না, জাতীফুল ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ জলে ধুইয়া দিবে। নথ লাগিলে ছিঁড়িয়া বাইতে পারে। আর দেধিতেও কুৎসিত হয়।

স্নানাবস্থায় গর্ভিণীর পথ্য। কাঁঠাল, আম, মুগ, খৈর ছাতু, শীতল দ্রব্য, শীতল বায়ু, নবনীত, শর্করা, ঘূত, দুধ, মধুর দ্রব্য, গম, লঘু অন্ন।

## মৃতগর্ভ ও ধাত্রীবিদ্যা ।

সস্থান পেটের ভিতর মরিলে এই এই লক্ষণ হয় ;—

উদর স্পন্দহীন হয়, শীতল হয়, শক্ত হয়, মনে হয় যেন পেটের ভিতর একখান পাথর রহিয়াছে। অত্যন্ত বেদনা হয়। অক্ষিভয় শিথিল হয়। গভিণী অবসন্ন হইয়া পড়ে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে থাকে, অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে, আর মল মূত্রের বেগ ধারণ করিতে পারে না।

মৃতগর্ভ মুহূর্তকালও উপেক্ষা করিবে না। উপেক্ষা করিলে উহা জননীর শ্বাস বোধ করিয়া পশুর ত্রায় বধ করে। এরূপ স্থলে ধাত্রী ডাকিতে হইবে। ধাত্রী আসিয়া রোগীকে চিৎ করিয়া শোবাইবে, পা দুইটা পেটের দিকে উঁচু করিয়া ধরিবে। আর কোমরের নীচে বালিস্ দিয়া নাগার দিক্ অপেক্ষা কোমরের দিক্ কিঞ্চিৎ উঁচু করিয়া রাখিবে। পরে হস্ত গর্ভদ্বারে প্রবেশিত করিয়া গর্ভ আকষণ করিবে। যেন ধাত্রীর নখ কামান হয়, যেন হাত নিমূলের আঠা ও দূত দিনা পিচ্ছিল করা হয়।

মৃতগর্ভ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে আটকাইয়া যায়। যদি গর্ভের দুই পা আগে থাকে আর পা ও উরু সোজা ভাবে থাকে, তবে উহাকে সরল ভাবে আন্তে আন্তে টানিয়া বাহির করিবে। যদি একটা পা বাহির হয় আর অগ্র পা আটকাইয়া যায়, তবে আটকান পাটিকে ছড়াইয়া সোজা করিবে। যদি পা বাহির না হইয়া পাছা বাহির হয়, তবে পাছা উপর দিকে ঠেলিয়া ধরিয়া পা দুইটী

প্রথমেই গরম জল ও সোপের পিচকারী দিয়া মল বাহির করা উচিত। কেননা গর্ভ অনেক সময় মলোচ্চাপে আটকাইয়া যায়। ডাক্তারী মত।

বাহির করিবে। যদি সম্মানের দেহ হুড়কার মত আড় ভাবে আটকাইয়া থাকে, তবে পায়ের দিক উপর দিকে ঠেলিয়া ধরিবে আৰ মাথা গৰ্ভদ্বানের অভিমুখে আনিয়া বাহির কৰিবে। যদি মাথা বাঁকিয়া থাকে অর্থাৎ দ্বাবেব মুখে মাথাব তালু না থাকে, তবে স্কন্ধ ধরিয়া উপর দিকে ঠেলিয়া দিবে। আৰ মাথা দ্বাবেব মুখে আনিবে। যদি বাহুদ্বয় দ্বাবেব মুখে আটকাইয়া যায়, তবে স্কন্ধদ্বয় ধারণ করিয়া উপর দিকে ঠেলিয়া দিবে। আৰ মস্তক সোজা করিয়া দ্বাবেব মুখে ধৰিবে। পবে টানিয়া বাহির কৰিবে।

এ সকল কার্য এক হাতেই কবিত হয। কারণ প্রসব দ্বার  
স্বভাবতঃ সঙ্গীণ। এ সকল কার্যে আনাদেব ~~স্বভাবতঃ~~ ~~সঙ্গীণ~~  
ধাত্রীরা বিলক্ষণ দক্ষ।

ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଅନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ।

রাজ্যব আদেশ ভিন্ন অঙ্গ প্রযোণ কবিত্তে নাই। সন্তান জীবিত থাকিত্তে অঙ্গ প্রযোণ কবিত্তে নাই। করিলে মাতা ও ও সন্তান উভয়েব প্রাণ নষ্ট হয়।

যদি মৃত সন্তানের মাথা, হাত ও পা বাহির হয় এবং মধ্য  
শরীর (ধড়) আড় ভাবে আটকাইয়া যায়, তবে ঠেলিয়া সোজা  
করা যায় না। একপা হলে মাথা শন দ্বারা বিদীর্ণ কবিষা মাথার  
খুলি সকল ক্রমে ক্রমে বাহির কবিত্তে হয়। শস্ত্রের মুখ সূচাল

\* যুগন্ত উদব, অশ্ববী, ভগনব ও মুখবের রোগকে না খাওয়াই অস্ত্র  
করিবে। অশ্বাশ্ব হলে অস্ত্র কবিত্তে হইলে, অশ্ব রোগকে ভোজন  
করাইবে।



না হয়, যেন গোল হয় । মাথার খুলি সকল ছিন্ন হইয়া গেলে \* গর্ভের কক্ষ বা বক্ষ সাঁড়াশী দিয়া টানিয়া বাহির করিতে হয় । মৃত গর্ভের অক্ষি-গহ্বর বা গণ্ড ধরিয়া টানিলে আরও সোজা ভাবে বাহির হইতে পারে । কিন্তু যদি অক্ষিগহ্বর বা গণ্ড পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে তবে বক্ষ বা কক্ষ ধরিয়াই টানিতে হয় ।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে মৃত গর্ভের যে যে অঙ্গ আটকাইয়া যায়, তাহাই সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া ফেলা উচিত । আর এক্ষণে সাবধানে অন্ত্রক্রিয়া করিতে হয় যেন প্রসূতির অঙ্গে খোঁচা না লাগে । ধাত্রী বরং আপনাত হাত কাটিয়া ফেলিবেন, তথাপি প্রসূতিকে আঘাত করিবেন না । কারণ আঘাত মাত্রেই রক্ত-পাত হইয়া প্রসূতির মৃত্যু হইতে পারে ।

মৃত গর্ভ বাহির হইবার পর ধাত্রী হস্ত দ্বারাই ফুল বাহির করিবেন । প্রসূতির দুই পার্শ্ব চাপিয়া ধরিলেও ফুল আপনি বাহির হইতে পারে । প্রসূতির পার্শ্ব ধরিয়া মুহুমূহঃ কম্পিত করিলেও ফুল বাহির হয় ।

ফুল বাহির হইবার পর গর্ভদ্বারে তিল তৈল সেচন করিবে । অপেক্ষ গর্ভা স্ত্রী ব মৃত গর্ভ বাহির হইয়া গেলেই তাহাকে মদ্যপান করাইবে । কিন্তু গর্ভ পূর্ণাবসর হইয়া মরিলে সুপ্রসব প্রসূতির জায় চিকিৎসা করিবে ।

### প্রসব ।

সুপ্রসবের যত প্রকার বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে গর্ভকালে স্বাভি-  
সহবাস প্রধান । অষ্টম মাসে গর্ভ শ্রাব হইলে প্রসূতির প্রাণ

\* বোধ হয় শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, মাথা মোটা হওয়াতেই 'সাধা' বাহির হয় না । এবং গর্ভ ঐ ভাবে আটকাইয়া যায় ।

নষ্ট হইতে পারে । অশ্রুত বলেন যে প্রসবের পর ষষ্ঠ বৎসরে গর্ভিণী হইলে প্রসবে বিষ হইয়া থাকে । আর স্বামীর বয়স ২৫ বৎসরের কম এবং স্ত্রীর বয়স ১৬ বৎসরের কম হইলে যদি সে অবস্থায় গর্ভ হয়, তবে সন্তান পেটের ভিতর বিপন্ন হইতে পারে ।

প্রসবকাল নিকটবর্তী হইলে গর্ভিণীর এই সকল লক্ষণ হয় ; যথা গর্ভিণী অবসন্ন হয়, উহা ব গাত্র ভারী বোধ হইয়া থাকে, মুখ ও চোখ শিথিল হয় ( অর্থাৎ যেন ঝুলিয়া পড়ে ), মনে হয়, যেন বক্ষের বন্ধন ঝুলিয়া পড়িয়াছে, পেট ঝুলিয়া পড়ে, কুচকী তলপেট কোমল ও পৃষ্ঠে সূচীভেদবৎ পীড়া অনুভূত হয়, অন্ত্রে অনিচ্ছা হয় এবং গর্ভপথ হইতে শ্রাব হইতে থাকে ।

এই সকল লক্ষণের পরই প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় । জল ভাঙ্গিতে থাকে । তখন গর্ভিণীকে ভূমির উপর কোমল শয্যায়া শায়ন করিতে বলিবে । যদি তাহাতে প্রসব না হয় অথচ গর্ভিণী বেদনায় অস্থির হয়, তবে গৃহের মধ্যে চলিতে ফিরিতে কহিবে । তাহাতেও প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে গর্ভিণীকে হস্ত পদের উপর ভর দিয়া বসাইবে । \*

প্রসব বেদনায়, তিল তৈল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া গর্ভিণীর কটী পাশ্চ'পৃষ্ঠ ও নিতম্ব দেশে মর্দন করিবে । আর উহাকে কুড়, ছোটএলাচ, বচ ও চিতার চূর্ণ আত্মাণ করাইবে । তাহাতে

\* এই মতটা শাস্ত্রীয় নহে, প্রচলিত মত । দেখা গিয়াছে যে দুই দিন প্রসব বেদনার পযও, এইরূপ উপবিষ্ট করিয়া দেওয়াতে গর্ভিণীর প্রসব হইয়াছে । শাস্ত্রে কহে যে গর্ভিণীকে দুই হাতে মূৰ্ধল ধরিতে কহিবে, কোন কোন ঋষি এরূপ ব্যায়ামের বিবোধী । সেইজন্য প্রচলিত মত গৃহীত হইল ।

গর্ভিণীর শীঘ্র প্রসব হয় । বিষ্ণু তৈল বা নারায়ণ তৈল কোমরে ও পেটে মাখিলে সুপ্রসব হয় ।

ডাক্তারী মতে প্রসবে বিলম্ব হইলে প্রথমেই গরম জল ও সাবানের পিচকারী দিয়া মল বাহির করিতে হয়, কারণ প্রসব-পথের নিকট মল সঞ্চয়ই প্রসবের প্রধান বাধক হইয়া থাকে । কোন কোন গর্ভিণীর প্রসবের পূর্বে মল ভেদ হইয়া থাকে, এবং অল্পকণ পরেই প্রসব হইয়া থাকে ; অতএব এস্থলে যে মল ভেদ হয়, তাহাতে প্রকৃতির অনুকূলতা আছে বুঝিতে হইবে । প্রায়-কালে মল ভেদ হইলে প্রসব নিকটবর্তী বলিয়া মনে করিতে হয় ।

### অমরা বা ফুল ।

সংস্কৃত ভাষায় ফুলকে অমরা বলে, অপরাও বলে । প্রসবের পর ফুল পড়িয়াছে কিনা দেখিতে হয় । ফুল যেকপে বাহির করিতে হয় তাহা মৃত গর্ভের অঙ্গের লিখিত হইয়াছে । চরক বলেন যে প্রসূতির নাভির উপরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বলের সহিত চাপিয়া ধরিতে হয় এবং বামহস্ত পৃষ্ঠের উপর রাখিয়া অত্যন্ত কাঁপাইতে হয় । অথবা প্রসূতি নিজের বেণী মুখে প্রবেশিত করিয়া কণ্ঠ ও তালুতে স্পর্শ করাইবে । এই প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ।

### ঝাল ও শ্বেদ ।

আমাদের দেশে ঝাল ও শ্বেদ অধিক চলিত । ‘হরিনোট’ অল্পস্থলেই প্রচলিত । আয়ুর্বেদে হরিনোটের কথা নাই । উদ্দেশ্য উভয়েরই এক । দেখ জর হইলে কেহ মাথায় আঁশের শ্বেদ দিয়া থাকে, কেহবা বরফ দিয়া থাকে । তবে নিশ্চয়

যদি মাথায় রক্তের বেগ থাকে, তবে শ্বেদ না দিয়া বরফ দেওয়া ভাল । আবার যদি সর্দির বেগ থাকে তবে তাপ দেওয়াই ভাল ।

প্রসবের পরই প্রসূতির রক্ত ভাঙ্গিতে থাকে, অতএব যদি প্রসূতিকে ‘হরিনোট’ করাইতে হয় অর্থাৎ শীতল স্নান ও শীতল পান করাইতে হয়, তবে সদ্য সদ্যই করান ভাল । শ্বেদও ঝালে রক্ত ভাঙ্গিতে পারে, অতএব যদি শ্বেদ ও ঝাল করাইতে হয়, তবে ৪৫ ঘণ্টা অপেক্ষা কবিত্ব করান ভাল । রক্ত ভাঙ্গিবার পর শরীরে বায়ু ও শ্লেষ্মার বেগ হয়, শ্বেদ ও ঝাল সেই সময় হইতেই আরম্ভ করা ভাল । সুশ্রুত বলেন যে, রক্তের কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতেই গুড়োদকের সহিত ঝাল, কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া, খাওয়ান উচিত । বায়ুর বৃদ্ধি হইলে তৈল মাখিতে হয় আর শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইলে তাপ দিতে হয় । অতএব যেখানে বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়েরই পরাক্রম দৃষ্ট হয়, সেস্থলে শরীরে তিল তৈল মাখাইয়া তাপ দেওয়া ভাল । সর্ষপ তৈল বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়ই নষ্ট করে ; দেগ, ডার্মগেরের বাতশ্লেষ্মিক \* বেদনায় সর্ষপ তৈল, কপূর ও টার্পিন ৫ করিয়া বুকে মালিস করান । অতএব রক্তকোপ না থাকাতে প্রসূতিকে সর্ষপ তৈলের তাপ দেওয়া যাইতে পারে ।

আবার ঝাল শ্লেষ্মা নষ্ট করে কিন্তু উহা বায়ু ও রক্তের বেগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে । ঘৃত শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে কিন্তু বায়ু ও রক্তকে ঠাণ্ডা করে । এই জন্য প্রসূতিকে ঝাল দিতে হইলে ঝালের সহিত অধিক পরিমাণে ঘৃত দেওয়া উচিত । তাহা হইলে সকল দিকই

\* আয়ুর্বেদে বায়ু ও বাতের একই অর্থ । কিন্তু চলিত ভাষায় বাত বলিলে গেষ্টে বাত বা বেদনা বুঝায় । গেষ্টে বাতকে সংস্কৃত ভাষায় আম-বাত কহে ।

রক্ষা হয় । অশ্রুত বলেন যে, ঘূতের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যেন ১২ ঘণ্টাব মধ্যে জীর্ণ হয় । তবেই এক ছটাক ঘূত দেওয়া যায় ।

প্রসবের পর প্রসূতির গা গবম জলে মুছাইয়া দিবে । অনন্তর সর্কাঙ্গে তৈল মাখাইয়া দিবে । আর গর্ভ দ্বারে তৈলাক্ত বস্ত্র-খণ্ড স্থাপন করিবে, তাহাতে প্রসবদ্বারের বেদনা নষ্ট হইবে । অনন্তর ক্ষুধা বোধ করিলেই পিপুল, পিপুল মূল, চৈ, চিতা ও শুষ্ঠ সমান সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া ঘূতের সহিত সেবন করিবে দিবে । সর্বচূর্ণের পরিমাণ এক তোলা হইবে । যদি ক্ষুধা না থাকে, তবে শরীরে শ্লেষ্মার বেগ আছে বুঝিতে হইবে, একপ স্থলে চূর্ণের সহিত ঘূত মিশ্রিত করিবে না, কিন্তু ঘূত বিনা কেবল চূর্ণ সেবন করা যায় না । অতএব একপ স্থলে ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ না দিয়া পাচন দিবে । ইহাকেই পঞ্চকোল পাচন বলে ।

এইরূপে ত্রিরাত্র কাল খাওয়াইতে হয় । বাগ্‌ভট মতে এক সপ্তাহ কাল খাওয়াইতে হয় । তবেই কাল ত্রিরাত্র হইতে সপ্ত-রাত্র পর্য্যন্ত খাওয়া যায় । কাল প্রাতঃ ও সন্ধ্যা কালে জীরা দ্বি-ভাল, কেননা ঐ ঐ সময়ে শরীরে শ্লেষ্মার বেগ হয় ।

আমরা কালের বদলে ত্রাণ্ডীর সহিত দশমূল পাচন দিয়া থাকি । পাচনের পরিমাণ এক বেলায় এক ছটাক, ত্রাণ্ডীর মাত্রা ৬০ হইতে ১২০ কোঁটা । অনেকস্থলে কেবল দশমূল পাচনই যথেষ্ট হয় । দশমূলের সহিত আধতোলা পিপুলচূর্ণ মিশাইয়া দিলে আরও ভাল হয় । ত্রাণ্ডী একপ মাত্রায় দিবে বেন নেশা না হয় । রোগী নেশার ঘোরে ভুল কথা বলিয়া থাকে, গৃহস্থের ভয় হইতে পারে, কিন্তু ভয়ের বিষয় নাই । কখন কখন অল্প ত্রাণ্ডী দিলেও, স্বপ্নের সময়, অতিশয় গরম বোধ হয় । তখন

অধিক বেদ না দেওয়াই ভাল । কিন্তু ব্রাণ্ডী অনেকেরই অমিয় । বিশেষতঃ বিগুন্ধ ব্রাণ্ডী হুস্তাপ্য ।

## প্রসূতির তৃষ্ণা ।

কেবল প্রসূতির নহে, কোন কারণে অধিক রক্ত ক্ষয় হইলে ব্যক্তিমাত্রেরই তৃষ্ণা ও দাহ হইয়া থাকে । এই জগুই বিকারের রোগী অন্তকালেও জল চাহিয়া থাকে ।

তৃষ্ণায় প্রসূতিকে ঠাণ্ডা জল দিবে না ; দিলে ঘোরতর বাত-গ্লেয়িক জ্বর হইতে পারে । দুই তোলা দশমূল চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইবে এবং তাহাই প্রসূতিকে যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতে দিবে । আর তৃষ্ণা প্রবল হইলে অল্প পথ্য না দিয়া এই পথ্যটি দিবে ;—

শালগাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর সর্বগুন্ধ এক তোলা, দুধ এক পোয়া ও জল আধ সের সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে ।

## প্রসবের পর জ্বর ও অর্শঃ ।

প্রসূতির জ্বর হইলে দশমূল পাচনই যথেষ্ট । জ্বর অধিক হইলে অমৃতাদি বটা বা দুর্জল জেতা বা মৃত্যুঞ্জয় রস বা ভস্মেশ্বর রস দশমূল পাচনের সহিত দিবে ।

প্রসবকালে গুহ্ব দ্বারে চাড় লাগাতে বেদনা বা অর্শ হইতে পারে । একপ অর্শে ঘৃত লেপন করিবে । তাহাতে উপশম না হইলে কটু তৈল গরম করিয়া দিবে ।

## প্রসবের পর পেটের বেদনা ।

এই বেদনাকে সংস্কৃত ভাষায় মল্লন্দ শূল কহে । চলিত ভাষায় হেঁতাল বেদনা বলে । প্রসবের পর হঠাৎ পেট খালি হওয়াতেই এই বেদনা উপস্থিত হয় । কিন্তু কাহারও বা হয়, কাহারও বা নাও হয় । আর প্রসব বেদনা অধিক হইলেই এই বেদনার উৎপত্তি হয় । প্রসবের পর পেট একখানি বড় কাপড় দিয়া আটিয়া বাধিয়া দিবে, আৰ যথাকালে ঝাল খাওয়া হইবে, তাহা হইলে আর এ বেদনা হইবে না । এই বেদনার প্রধান ঔষধ ঝাল ও দশমূল পাচন ।

ডাক্তারেরা ভূসোর বালিশ গরম করিয়া পেটে বাধিয়া দেন ; কেহ বা আফিং থাইতেও দেন, আবার আফিং পেটেও মালিস করান ।

চক্রদত্ত বলেন যে, মল্লন্দ শূলে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুষ্ঠ এই সকল দ্রব্যের পাচনের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব যোগ করিয়া দিবে । দশমূলের সহিত আফিং ও কর্পূর যোগ করিয়া দিল ভাল হয় ; রোগীর বেদনাও নিবৃত্ত হয়, ঘুমও হয় । আফিং সের নাভা ১২ গ্রেণ । কর্পূরের মাত্রা ১ গ্রেণ ।

## প্রসবের পর রক্তস্রাব ।

প্রসবের পর অতিশয় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে স্নেদ বন্ধ করিয়া দিবে । ঝাল দিবে না । তলপেটে শীতল জলের পলি দিবে । দশমূল পাচন দিবে না । শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর চণ্ডের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে । পেটে অম্বগন্ধা তৈল মালিস করিবে ।

চন্দ্রদত্ত বলেন যে বালা, সোঁদাল ছাল, রক্তচন্দন, বেড়োলা, ধনে, গোলঞ্চ, মূতা, বেনারমূল, ছুরালভা, ক্ষেংপাবড়া ও আতাইচ এই সকল ডবোর কাথ পান করিলে প্রসূতির রক্তশ্রাব বন্ধ হয়। এই পাচনের সহিত আফিং সংযোগ করা যায়। রক্তশ্রাবের সহিত জ্বর বা অতিসার থাকিলেও ঐ পাচন দিবে।

প্রসূতির পথ্য। পটল, লঙ্গুন, দাড়িম, ত্রিত্তবস্ত্র, বেগুন, সজ্জিনাফল, কচি মুলো, লঘু অন্ন। প্রথম তিন দিন নামমাত্র আহার।

ডাক্তারী মত।

এই মতে আফিং মহোপকারক। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে ২০ গ্রেণ পরিমাণে আফিং দিবে। বিস্তৃত যদি রক্তশ্রাব অধিক না হইয়া থাকে এবং রোগী সবল থাকে, তবে ১ গ্রেণ মাত্রায় দিবে। “প্রসবকষ্টে জ্বাযু বা গর্ভপথ বিদীর্ণ হইলে তেই বিপৎসিন্ধুব মধ্যে অফিফেনই আমাদের একমাত্র অবলম্বন” ইতি ডাক্তার কর।

## সূতিকা চিকিৎসা।

প্রসবের পব চারিমাস বাল প্রসূতিকে সূতিকা कहিয়া থাকে। এই চারিমাস নিয়মে থাকিতে হয়। প্রসবের একাদশ দিবসে প্রসূতি সর্বগন্ধ ঔষধ, স্নেহ সর্ষপ ও লোধ এবত্র বাটিন্স আপনার ও শিশুর সঙ্গে লেপন করিবে। পরে স্নান করিয়া পরিস্কৃত বসন ও অলঙ্কার ধারণ করিবে।\*

---

\* এই দিন শিশুর নামকরণ করিবে। শিশুকে ০ ক্রম মাসের এদিকে জন্মিতে বসাইবে না। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন দিবে। ষষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম মাসে কর্ণবেধ করিবে।



স্বতিকাৰ মুছা ও উন্মাদে, ৫ গ্ৰেণ মৃগনাভি ও ১ গ্ৰেণ কপূৰ আট ঘণ্টা অস্থির দিবে। মহাবলা তৈল মাখাইবে। স্বতিকাৰ অবস্থায় জীলোকের নানা প্রকার রোগ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে উদরাময় প্রধান। সেই সেই রোগে সেই সেই চিকিৎসা করিবে। ক্ষীণরক্ত স্বতিকাকে পীযুষবল্লীরস, সপ্তামৃত লৌহ, নুপতিবল্লভ বা শৃঙ্গাবান্ন দেওয়া যায়।

অশ্রুত মতে, স্বতিকাৰ পক্ষে মহাবলা তৈল সর্বোৎকৃষ্ট। স্বতিকাৰ উদরাময়, জীর্ণজ্বর, কাস, শ্লীহা, গুল্ম, পাণ্ডু, অজীর্ণ, রক্তপিত্ত ও শূল রোগে শূলগ্ৰছেদ্র তৈল উৎকৃষ্ট। ইহা আমাদের পরীক্ষিত। এই সকল রোগে এই তৈল প্রয়োগ করিতে হইলে তৈলপাকে কোন শীতল মুছা দ্রব্য দিবে না।

আমাদের ঔষধ।

গৰ্ভিণীর নবজন্মে ১নং পঞ্চপল্লব অঙ্ক নাত্রা অনুপান হুধ। প্রসবের পর নবজন্ম হইলে ১নং পঞ্চপল্লব—অনুপান দশমূল। রক্তস্রাবের সহিত জ্বর থাকিলে এই ঔষধ—অনুপান হুধ। রক্তস্রাবের পর রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে ২নং পঞ্চপল্লব—অনুপান আফিং। গৰ্ভিণীর সৰ্ববিধ পুরাতন রোগে ও রক্তস্রাবে বক্ষ্য-বৎসল তৈল। প্রসববেদনা অল্প হইলে বা অধিক হইলে ই তৈল কোমরে মালিস কর। হেঁতাল বেদনায় ঐ তৈল পেটে মালিস কর। স্বতিকাৰ গ্রহণীরোগে মহাগন্ধক, ব্যোষাদিচূর্ণ ও সারস্বত তৈল দিবে।

## ২য় প্রকরণ ।

ধাত্রীবিদ্যা—শিশুচিকিৎসা ।

জাত চিকিৎসা ।

শিশু জাতমাত্র তাহার মুচ্ছা হইয়া থাকে, সেই জন্য তাহার কাণের কাছে দুই চাবিবার খঞ্জনী বাজাইতে হয় । আর মুখে জল সেচন করিতে হয় । মাথায় অন্ন অন্ন বাতাস দিতে হয়, যেন নাকে বাতাস না লাগে । চরকেব মতে কাশকলের কুলো দিয়া বাতাস দিতে হয় । মুচ্ছা দূর হইলে উহাকে না-শীতল না-উষ্ণ জলে স্নান কবাইয়া দিবে । আন গায়েব জল সদ্য সদ্য মুছিয়া দিবে । মলদ্বার ধৌত করিয়া দিবে । আর ধা আপনার তর্জনী পরিস্কৃত কাপাস তুলায় আচ্ছাদিত করিয়া শিশুর তালু ওঠ ও মথ মুছিয়া দিবে । পরে কাপাসতুল্য তৈলে ভিজাইয়া তদ্বারা মাথাব তালু ঢাকিয়া দিবে ।

নাড়ী চ্ছেদন ।

নাভিমূল হইতে আট অঙ্গুল ( ছেলেব অঙ্গুলের পরিমাণে আট অঙ্গুল ) রাখিয়া নাড়ী ছেদন কবিবে । নৌহ নিম্নিত তীক্ষ্ণধার ছুরী দিয়া ছেদন কবিত্তে হয় । পরে কুমারের নাড়ী হস্তদ্বারা বন্ধন করিয়া আলাগা আলাগা কুমারের গলায় বাধিয়া রাখিতে হয় ।\*

---

\* চরক ও বাগ্ভট বলেন যে, জাত শিশুকে সৈকব ও ঘৃত সেবন কবাইয়া বমন করাইবে । আর নাড়ীচ্ছেদনের পরই মুগ্ধারিস্কার কবিয়া দিয়া ঘৃত ও মধুস্নিগ্ধিত স্বর্ণচূর্ণ কিংবা আমলকীচূর্ণ কিংবা শঙ্খপুপীষ চূর্ণ কিংবা হরীতকীষ চূর্ণ সেবন করাইবে । লবণ বা চূর্ণের পরিমাণ ১ রতিব অধিক না হয় ।

নাভি পাকিয়া ঘাইতে পারে। সেস্থলে লোম, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা ও দাক হবিদ্রার সূক্ষ্মচূর্ণ তৈলে সম সহিত যুক্ত কবিয়া নাভিতে দিবে।

নাড়ী কাটাব দোষে যা হইনা শিশুর ধনুষ্ঠঙ্কায় জাতীয় রোগ সকল হইতে পারে। এই সকল বোগকে সাধারণতঃ লোকে ভুতে-পাওয়া বা পেঁচো পাওয়া কহিয়া থাকে। এই সকল বোগে শিশুর শরীর সমুখ বা পশ্চাৎ দিকে নমিতে পাবে, কম্পন হইতে পাবে, মাথা ও ঘাড় নমিতে পাবে এবং অত্যন্ত লক্ষণ হইতে পাবে। শিশু ঘন ঘন হাই তুলিতে থাকে, মুখে বিমর্ষ ভাব হয় এবং তাহার পবেই প্রায় উহাব বোগ হয়।

ধনুষ্ঠঙ্কায় জাতীয় বোগে নাভিতে পুৰাতন দ্রুত তপ্ত কবিয়া দিবে, ঐ দ্রুতই পৃষ্ঠে মালিস করিবে। আব প্রসূতি ও শিশুকে মনোযোগ সহকারে স্বেদ দিবে।

### শিশুর রোগ নির্ণয় করিবার উপায় ।

নাভি ক্ষত হইলে কিংবা ধনুষ্ঠঙ্কায় জাতীয় রোগ হইলে কিংবা অতিসার হইলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শিশু অধিক বোদন করিলে তাহার বোগ অধিক হইয়াছে বলা যায়, আব অল্প বোদন করিলে অল্প বোগ বলা যায়।

“শিশু শরীরের যে স্থান নিজে স্পর্শ করে, সেই স্থানে বোগ আছে বলা যায়। কিংবা উহাব যে স্থলে অস্ত্রে হাত দিলে কাঁদিয়া উঠে, সেই স্থানে বেদনা আছে বলা যায়। যদি চক্ষু মুদিত কবিয়া থাকে, তবে রোগ বা বেদনা মস্তকে আছে বলা যায়। যদি জিহ্বা ও ওষ্ঠ দংশন করে, হাত মুটো করে ও হাঁপায় তবে রোগ বা বেদনা হৃদয়ে আছে বলা যায়। যদি ধাতীর স্তনে দংশন করে,

তবে পেটে বেদনা বা রোগ আছে বলা যায় । আর রোগ পেটে থাকিলে পৃষ্ঠ নত ও উদর উন্নত হয়, পেটে ঘূট ঘূট শব্দ হয়, দান্ত বন্ধ হয় এবং বমি হইতে পাবে । শিশু ভয় প্রকাশ করিলে ও ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে রোগ তাহার বস্তিদেশে (তলপেটে) আছে বলা যায় ; আর যদি এই সঙ্গে মলমূত্র বন্ধ হয়, তবে রোগ বস্তিদেশেই সম্পূর্ণ অনুমান করিতে হয় ।” বাগ্ভট ।

### স্তন্যশোধন ।

শিশুর দাঁত উঠিলেই উহাকে স্তন্যপান হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিবে । আবাব স্তনডঙ্কেব অভাব হইলে ছাগছন্ধ দিবে । ছাগছন্ধের অভাবে চিনিব সহিত গব্যছন্ধ দিবে ।

স্তন্য দূষিত হইয়াছে এইকপ সন্দেহ হইলেই ধাত্রীকে চিরেতা বা কটকীব পাচন দিবে । শিশুর বোগ হইলে প্রথমেই মনে করিতে হইবে যে ধাত্রীব স্তন্য দূষিত হইয়াছে । অতএব প্রথমে শিশুকে ঔষধ না খাওয়াইয়া ধাত্রীকে খাওয়াহতে হয় । গো-ছন্ধ পারী শিশুর অম্লত্ব হইলে গোয়ালাকে সাবধান করা ভাল ।

### দন্তোদগম ।

বালকের দাঁত উঠিবার সময় সকল রোগই হইতে পারে । তন্মধ্যে জ্বর, উদরাময়, কাস, বমি, শিরঃপীড়া ও চক্ষুব পীড়া অধিক হয় । আর বালক থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে । কিন্তু এই সকল রোগে বিশেষ নিয়ম বাঁধিয়া ঔষধ দিতে নাই । তবে দাঁত উঠিবার সময় মাড়ীর উপর ধাইফুল ও আম-লকীর চূর্ণ ঘষিলে শীঘ্র দাঁত উঠিতে পারে ।

## যে বালক দুধ তুলে

তাহাকে মধু ও ঘূতের সহিত কণ্টিকারী ফলের রস কিংবা পঞ্চকোল চূর্ণ কিংবা ময়ূরপুচ্ছভক্ষ্য চাটতে দিবে। কিন্তু ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে দুগ্ধের মাত্রা অধিক হইলেই বালক সচরাচর দুধ তুলিয়া থাকে। আবার এস্থলেও ধাত্রীভৃত্ত ও গোদুগ্ধের প্রতি সন্দেহ করিতে হইবে।

## বালকের সর্দি, কাস ও হাঁপানী ।

এই সকল রোগে দুধ-তোলা রোগের ঔষধ দিবে। “বৃকে গয়েব বসিয়া গেলে মুক্তবর্ষী পাতার রস সৈন্ধব ও মধুর সহিত দিবে, তাহাতে কফ বমি হইবে। আব এই সময়েই প্রায় শিশুর দান্ত বন্ধ হয়। একপ স্থলে মুক্তবর্ষীর পাতা ঘূতের সহিত মলিয়া শিশুর গুহদ্বারে প্রবিষ্ট করিতে হয় কিংবা পানের বোঁটায় ঘৃত মাখাইয়া গুহদ্বারে প্রবিষ্ট করিতে হয়। প্রবিষ্ট করিবার পর বাহির করিয়া আনিলে সঙ্কে সঙ্কে দান্ত হইয়া থাকে।” ইতি লোকাচার। এই রোগে শিশুকে মধুর সহিত ময়ূরপুচ্ছের ভক্ষ্য দেওয়া যায় এবং বেলপাতার রস ও মধুর সহিত কিংবা কেবল মধুর সহিত রসসিন্দুর দেওয়া যায়।

এই সকল প্রক্রিয়ায় শিশুর গলার বড়ঘড়ানী বা হাঁপানী না থাকিলে এক আধতোলা দশমূল পাচনের সহিত আধতোলা রেড়ীর তৈল খাওয়াইয়া দিবে। আর পানের বোঁটা খেঁতো করিয়া ঘূতে ফুটাইয়া লইবে এবং সেই ঘৃত বৃকে মালিস করিবে।

আবার এসকল উপদ্রবের সহিত জ্বর থাকিলে শ্বাসকূঠার রস দিবে। একটা বটীর দুই চারি কণামাত্র লইয়া মধুর সহিত লেহন করাইবে।

শিশুর বুকে গয়ের বসিয়া গেলে তাহাকে বুকে করিয়া ঘরের ভিতর বেড়াইতে থাকিবে । শিশুর মাথা ধাত্রীর কাঁধের উপর থাকিবে । শিশুকে এই ভাবে রাখিয়া গৃহের মধ্যে পদচার করিতে থাকিলে তাহার নিদ্রা হয় । আর ৫.৬ ঘণ্টা ক্রমাগত নিদ্রা হইলে রোগও যায় । \*

### তালু নমিয়া যাওয়া ।

১৭ সূক্ষ্মত ও বাগ্‌ভটে এই দুই রোগের উল্লেখ আছে । এই রোগে শিশুর তালু নমিয়া যায় । সূক্ষ্মত কহেন যে মস্তিস্কের ক্ষয় হওয়াতে তালুর অস্থি নমিয়া পড়ে । বাগ্‌ভট বলেন যে, ইহাতে মুখের তালুও নমিয়া যায়, মাথার তালুও নমিয়া যায় । স্তন পানে অনিচ্ছা হয়, মলভেদ হয়, পিপাসা হয়, মুখ সড় সড় করে, চোখে বেদনা হয়, বমি হয় এবং গলা নমিয়া পড়িতে পারে ।

সূক্ষ্মত বলেন এই রোগে মুখে শীতল জলের কাপটা দিয়া শিশুকে চমকিত করিতে হয় । বাগ্‌ভট বলেন গুঁঠ হরিদ্রা ও দারুচিনি বাটিয়া বটপত্র দ্বারা বেঠন করিতে হয়, পরে তাহার উপর গোময় লেপন করিয়া তুষের আঁশে পাক করিতে হয়, গোবর শুকাইয়া গেলেই ঔষধ বাহির করিয়া রস গালিতে হয় ।

আমরা একবার একটা বাঙ্গালী ও অস্তবার এবটি হিন্দুস্থানী শিশুকে এইরূপে বাঁচাইয়াছিলাম । সে কোন ঔষধেই স্থিতির হইল না । শেষে ঐরূপ বুকে করিয়া পদচার করা হইতে লাগিল । ২১০ ঘণ্টার পর পদচার বন্ধ না করা ধাত্রীর পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল, তখন সে উহাকে বুকে করিয়া একটা মোটা বালিশের গায়ে ঠেসান দিয়া আন্তে আন্তে বসিল । কিয়ৎকাল পরে আরও উঠিয়া আবার পদচার করিতে লাগিল । আট ঘণ্টার পর শিশু সুস্থ হইয়াছিল ।

এই রস বালকের তানু ও মুখে লেপন করিবে আর নেত্রে সেচন করিবে । অথবা হরীতকী, বচ ও কুড় পেষণ করিয়া মধু ও শুন-  
ত্বের সহিত পান করাইবে ।

**মন্তব্য ।** বালকের বোগে, ঔষধ জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, ভুরি পরিমাণে স্তন্য পান করাইবে না । অন্নভোজী বালককে সকল প্রকার ঔষদই খাওয়ান যায়, কিন্তু দ্রুপপায়ী শিশুর ধাত্রীকেই প্রায় ঔষদ খাওয়াইতে হয় । অর মূত্ৰ ঔষধ (যথা মধুত) ধাত্রীর স্তনে লেপন করিয়া খাওয়াইলেও চলে । শিশু বয়স এক মাসের অধিক হইলে, তাকে ঔষধ চাটাইয়া খাওয়াইবে । আর শিশুর অঙ্গুলির দুইটা পর্কে যে পরিমাণ ঔষধ ধরে, তাহাই তাহার ঔষধের মাত্রা ।

### বালকের মূচ্ছা ।

দ্রুপপায়ী শিশুদিগের মূচ্ছা দেখা যায় না, আর মূচ্ছা হইলে হয়তো বাচেও না । স্তন্যপায়ী বালকদিগের অনেক স্থলেই মূচ্ছা দেখা গিয়াছে । নিম্নলিখিত নিদান ও লক্ষণগুলি প্রধান ;—

(১) রাত্রিকালে ঘরেব জানালা সকল অবাধে খোলা থাকিলে বালকের কখন কখন হঠাৎ সন্ধি হয়, গা ঠাণ্ডা হয়, কাঁপিতে থাকে, নাক মুখ সন্ধি পূর্ণ হয়, অবাধে কথা বাহির হয় না । এস্থলে তৎক্ষণাৎ প্রাত্যকার না করিলে, অর তো হয়ই, পরন্তু মূচ্ছা হইতে পারে ।

**ব্যবস্থা ।** বালকের গায়ে তৎক্ষণাৎ লেপ চাপা দিতে হয়, কাত করিয়া শোয়াইতে হয়, বালক উপুড় হইয়া শয়ন করিতে চাহিলে উপুড় হইয়াই শয়ন করিতে দিবে । পিপুল কিংবা পঞ্চ-  
পল্লব চূর্ণ করিয়া গরম তেলের সহিত বথা মাত্রায় মুখে দিয়া

গিলিতে বলিবে । এই সকল ক্রিয়া করিতে করিতেই সর্দি নরম পড়ে, অনন্তর গরমী আরম্ভ হয়, শরীর উষ্ণ হইয়া উঠে, থার্মোমিটার ১০০ ডিগ্রীর উপরে উঠে । তখন মাথার কাপড় খুলিয়া মাথায় বাতাস দিতে হয়, গায়ের লেপ খুলিবে না । যখন দেখিবে যে ঘাম বাহির হইতেছে, তখন আর মুচ্ছা হইবে না জানিবে । ঘাম বাহির হইবার সময়ে বা পরে দাস্ত প্রস্রাব হইতে পারে । একরূপ অবস্থায় অব থাকিয়া গেলেও সামান্যই থাকিয়া যায় । নতুবা অব গুরুতর হইতে পারে ।

যে সর্দি গরমীতে এইরূপ শীত হয়, তাহাতে এইরূপ চিকিৎসা কবিলে মুচ্ছা আর হয় না ।

( ২ ) বৌদ্ধে ঘূনিয়া আসিলে বা অতি ভোজন করিলে কখন কখন হঠাৎ শরীর উত্তপ্ত হয়, থার্মোমিটার ১০০ ডিগ্রীর উপরে উঠে, বালক হাঁগাইতে থাকে, চোখ মুখ বিবর্ণ হয়, কিন্তু ঘাম থাকে না । এতলে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার না করিলে জ্বরতো হয়ই, পবন মুচ্ছা হইতে পারে ।

ব্যবস্থা । পেটে দূষিত অন্ন থাকিলে বমন করাইয়া দিবে । রৌদ্রে তপ্ত হইলে কাত করিয়া শোয়াইবে । চোখে মুখে জল দিবে, মাথা খালি রাখিবে, হাত পা গরম রাখিবে, গা ঢাকা রাখিবে, মাথায় বাতাস করিতে থাকিবে, সোঁদালের আঠা অন্ন জলে গুলিয়া পান করিতে দিবে, তৃষ্ণা প্রকাশ করিলে স্তন তৃপ্ত গাঙ্গিয়া মুখে দিবে অথবা এক বৎসরের অতীত নয় একরূপ পুরাতন ইক্ষু গুড় অন্ন জলের সহিত চাটিতে দিবে । একরূপ চিকিৎসায় স্বস্তি নির্গত হইবে, তখন আর মুচ্ছা হইবে না, বালক নিদ্রিত হইবে । যদি সোঁদাল ইতিপূর্বে না খাওয়ান হইয়া থাকে, তবে নিদ্রা হইতে উঠিলে ইক্ষুগুড় বা চিনির সহিত জলে



গুলিয়া দিবে । কিন্তু যদি নিদ্রার পূর্বে বা পরে দাস্ত হইয়া যায়, তবে আর সৌদাগ না দিলেও চলিবে ।

যে সর্দি গর্গ্মিতে এইরূপ দাহ হয়, তাহাতে এইরূপ চিকিৎসা করিলে মুচ্ছা আর হইতে পারে না ।

( ৩ ) কেহ কেহ বলেন যে পেটে ক্রিমি থাকিলেও বালকের মুচ্ছা হয় । সেকপ বোগে বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত দিবে ।

( ৪ ) মুচ্ছা হইবার পর বাবস্থা । পুনোক্ত কোন কারণে মুচ্ছা হইলে বালকের চোখে মুখে জল দিবে, মাথায় বাতাস করিতে থাকিবে, আবশ্যক হইলে পিপুলের নস্য ও তুলসীর অঞ্জন দিবে । বালকেব মুচ্ছা এইরূপ সামান্য উপায়েই যায় । গুরুতর স্থলে সর্দিগর্গ্মিব চিকিৎসা করিবে ।

মুচ্ছাকালে রক্ত বমন বা রক্তভেদ হইলে জ্বরালভাদি পাচন মিছরীর সহিত গুলিয়া দিবে ।

( ৫ ) স্বন্দাপন্যাব । মুচ্ছার পূর্বে মুষ্টি বদ্ধ হয়, হাত পা বাঁকিয়া থাকে, চোখের তারা ঠাণ্ড সন্ধীর্ণ বা প্রসারিত হয়, হয়তো এক চোখের তারা সন্ধীর্ণ ও অপর চোখের তারা প্রসারিত হয়, চোখ স্থির থাকে, না হয় ঘুরিতে থাকে, মুখ শাক মাড়িয়া যায়, বর্ণ বদল হইতে থাকে ।

মুচ্ছাকালে চোখ ঘুরিতে থাকে, যেন বাহির হইয়া পড়ে, পুনঃ পুনঃ উন্মীলিত ও নিমীলিত হয়, জিব বাহির হয়, মুখে ফেন ভাঙ্গে, নিশ্বাস থামিয়া থামিয়া যায়, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হয়, অঙ্গ সকল নিক্ষিপ্ত হয় বা আক্ষিপ্ত হইতে থাকে, মুচ্ছার সময় মুখ সচরাচর আদ্র থাকিলেও এ সময় কাল হইয়া যায়, কখন কখন সমস্ত দেহই বিবর্ণ হয় । রোগের উপদ্রব শাস্ত হইলে শিশু কাদিতে থাকে, পরে ঘুমাইয়া পড়ে, নিদ্রাফালে অতিশয় ঘাম বাহির হয় । নিদ্রা

ভাঙ্গিবার পর আর কোন অসুস্থ লক্ষণ থাকে না । কখন বা দ্বিতীয় ভঙ্গের পর অতিশয় অবসাদ, শিরোবেদনা ও অঙ্গ ভার হইয়া থাকে । সুশ্রুত এই রোগকে স্কন্দাপন্ন্যার বলেন ।

বাবস্থা । সূক্ষ্মকালে চোখে মুখে জল দিবে । মাথায় বাতাস করিবে । অপন্ন্যারবর্জিত অঙ্গন, খুব পাতলা করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া, অন্নমাত্রায় পুনঃ পুনঃ দিবে । অথবা রসোনেব রস অঙ্গন দিবে । পিপুলের নস্ত্র দিবে, পুরাতন ঘৃত বচ ও হিন্দুর সহিত সর্ষাপে মালিস করিবে । অথবা বেল ছালের কাথ বা শিরীষের ছালের কাথ বা দুর্বার কাথ কিংবা সমস্ত দ্রব্যাব মিলিত কাথ সর্ষাপে সেচন করিবে । দান্ত কঠিন থাকিলে ছুঙ্কের সহিত সোঁদালের কাথ কিংবা অগ্নি কোন বিরোচন দিবে ।

এই রোগে কিছুদিন সুশ্রুতের সর্ষগন্ধা তৈল মাখাইবে অমৃতপ্রাশ দিবে ।

আমাদের ঔষধ ।

রসায়ন ঘৃত ও দশবলা তৈল । অথবা পুরাতন ঘৃতের সহিত পঞ্চপল্লব তনু । শিশু সর্ষদা কণ্ঠ হইলে তাহাকে ও তাহার ধাত্রীকে বক্ষ্যাবৎসল তৈল মাখাইবে ।



# তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

## ১ম প্রকরণ ।

### ব্রহ্ম বা কুচকী ।

কুচকী কাহাকে বলে তাহা সকলেরই জানা আছে । বিন্দু ইহাও আবার দুই প্রকার ; বিগুন্ধ ও বিষাক্ত । বিগুন্ধ কুচকী সচরাচর বালক বালিকাদেরই হয় । যুবাদিগের কচিং হয় । বিষাক্ত কুচকী অর্থাৎ বাগী যুবাদেরই হয় । ইহা গরমী বা ধাতঢালা রোগেব নানা উপসর্গেব মধ্যে একটা প্রধান উপসর্গ ।

গলায় যেকপ বীচি আছে, কুচকীর ভিতরেও ঠিক সেই জাতীয় বীচি আছে । বীচি \* সর্বদাই আছে, নূতন কবিতা হয় না, কেবল টাটাইলেই বোগ বলা যায় । বীচি পাকান অপেক্ষা বসান ভাল ।

কুচকী বসাইতে হইলে ছোট পিয়াজ বা বড় পিয়াজ, খোলা ফেলিয়া, বাটিয়া লও ; পবে গুটলীতে পুরিয়া তপ্ত তাওয়ায় গরম কর । এই তপ্ত গুটলী কুচকীতে দিবামাত্র দগদগানী জুড়াইয়া যায় । ক্রমাগত চাবি পাঁচ ঘণ্টা দিলে বসিয়া যাইতে পারে । চারি পাঁচ ঘণ্টায় না বসুক, দুই তিন দিনে অবশ্য বসিয়া যাইবে । স্বেদ সর্বদা দেওয়া যায় না, কিছুক্ষণ পরে স্বেদ বন্ধ করিয়া কুচকীর উপর পিয়াজের পুল্টীস বাধিয়া রাখ ।

---

ইংরাজীতে এই প্রকার বীচিকে লিম্ফাটিক গ্লাণ্ড বলে । বিগুন্ধ ভাষায় কঙ্কগ্রস্থি বলা যায় ।

“নিতম্ব, পেট, বগল, কুচকী ও মস্তকের প্রাণেপ সকল আঁটিঃ ধাধিতে হয় ।” ইতি স্মৃশত ।

কুচকী অধিক টাটাইলে কৌত দেওয়া যায় না, স্মৃতরাং সহজে মল বাহির হয় না, অথচ আবার এই সময়ে মল আঁটিয়া যায় । একুপ স্থলে দশমূল কিংবা খদিরাষ্টক পাচনের সহিত রেড়ীর তৈলের জোলাপ লইবে । তাহাতে কুচকীর পক্ষেও বিশেষ উপকার হইবে । জোলাপের বদলে ক্ষার বস্তি লওয়া যাইতে পারে । \*

কুচকীতে পিরাজের বদলে দশমূল বাঁটিয়া স্বেদ দেওয়া যায় । দশমূল পাচন কিংবা খদিরাষ্টক পাচনের সহিত রেড়ীর তৈলের জোলাপ, দশমূল পাচন পান ও পলাতুর স্বেদ এই তিনটা কুচকী রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

আবার পঞ্চামৃত রস, লক্ষ্মীবিলাস ও করঞ্জাদ্য ঘৃত কিংবা পঞ্চতিক্তক ঘৃত কুচকী রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ । কিন্তু এস্থলেও স্বেদ দিতে হয় । রোগের প্রথম দিন পঞ্চামৃত রস—অমুপান ঘৃত মধু । দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন পঞ্চামৃত রস এক বেলা ও লক্ষ্মীবিলাস এক বেলা । চতুর্থ দিন হইতে এক বেলা পঞ্চামৃত রস বা লক্ষ্মীবিলাস এবং অপর বেলা পঞ্চতিক্তক ঘৃত । কুচকীতে পঞ্চতিক্তক ঘৃত গরম করিয়া দিলেও যাতনার নিবৃতি হয় । জ্বর থাকিলেও ঐরূপ ব্যবস্থা ।

চরক মতে গুল্ম, উদর, ব্রণ, অর্শ, দীহা, উদাবর্ত, যোনি রোগ, শুক্র রোগ, মেদঃসংস্থষ্ট বা কফ সংস্থষ্ট গভীর বাতরক্ত, গৃহ্মী, বিরচন যোগা বায়ুরোগ, মেদ কফ বা পিত্ত রক্তদ্বারা বিবদ্ধ বায়ু এই সকল রোগে দৌষের অনুবন্ধ বুঝিয়া ত্রিফলার কাণ, মাংসরস, শ্বে, মূত্র ও মদিরা প্রভৃতিব সহিত এরূপ তৈলের বিরচন উৎকৃষ্ট ।

বাগী \* রোগেও সাধারণতঃ ঐ চিকিৎসা । বিশেষ চিকিৎসা বোধহাই বসন্তের জ্বায় । ইহাতে বমন ও বস্তু অবশ্যই দিবে ।

সহজে বসিয়া না গেলে জ্বোক ধরাইতে হয় এবং অস্ত্র চিকিৎসাও করিতে হয় । ক্র, গণ্ড, শঙ্ক, ললাট, অক্ষিপুট, ওষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, কক্ষ, কুক্ষি ও কুচকীতে গভীর ভাবে অস্ত্র প্রবিষ্ট না করিয়া বক্রভাবে করিবে ।

পথ্য । কুচকীতে অর না থাকিলে লঘু অন্ন ও তিক্ত কষায় দ্রব্য এবং কটী পথ্য কবিবে ।

আমাদের ঔষধ ।

অর থাকিলে ১নং পঞ্চপল্লব রস । আর পঞ্চামৃত রসের অভাবে ৩নং পঞ্চপল্লব দিবে । পঞ্চতিক্তক স্রুতের অভাবে সারস্বত স্রুত দিতে হয় ।

মস্তব্য । ৩য় প্রকরণে যব ও তিলের প্রলেপ বলা হইয়াছে । তাহাও এই রোগে ব্যবহার্য্য ।

\* বাগী আগে বসাইবার চেষ্টা করিবে ; কেননা বাগী কাটাইলে ক্ষত শীঘ্র আরাম হয় না । সন্ধিস্থানের বা মাজেই শীঘ্র পুরে না । আর অক্ষি, দন্ত, নাসা, অপাঙ্গ, কর্ণভাস্তর, নাভি, পাকস্থলী, সেবনী ( যেখানে সেলাইয়ের মত বোড় আছে ), নিতম্ব, পার্শ্বদ্বয়, তলপেট, বক্ষঃ, কক্ষ ও স্তনের বা শীঘ্র পুরে না । নিতম্বের শ্রান্ত, পায়ু, জননেন্দ্রিয়, ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কর্ণের বাহ্যপ্রদেশ, অণুবোষ, ঈদর, কণ্ঠ ও বসন্তের দাক্ষি এবং মুখের ভিতরকার বা শীঘ্র পুরে ।

## ২য় প্রকরণ ।

বীচি ও গলা-ফোলা ।

গলার বীচি টাটাইয়া যাতনা অধিক হইলে প্রথম বেলা দশমূলের সহিত রেচীর তৈল পান করিবে । দ্বিতীয় বেলা হইতে কেবল দশমূল পান করিলেই হইবে । বেদনা অতিরিক্ত হইলে দশমূলের বাষ্প গ্রহণ কর । গাড়ুর ভিতর তপ্ত তপ্ত দশমূল পাচন পুরিয়া গাড়ুর নল মুখের মধ্যে ধর আর গাড়ুর মুখে হুঁ দেওয়াইতে থাক ; তাহা হইলে বাষ্প মুখের ভিতর প্রবেশ করিবে ।

গলার বেদনায় রুক্ষ শ্বেদ দিবে না, স্নিগ্ধ শ্বেদ দিবে । কাপড় বা হাত তাতাইয়া যে শ্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকে রুক্ষ শ্বেদ বলে, উহার সহিত তৈল বা ঘূতের সম্পর্ক নাই । আর গলায় ঘূত গরম করিয়া যে শ্বেদ দেওয়া যায়, এস্থলে তাহাকেই স্নিগ্ধ শ্বেদ বলা হইয়াছে ।

গলার বীচিতে পঞ্চতিক্ত ঘূতের শ্বেদ দিলে আরও ভাল হয় । পিয়াজের শ্বেদও মন্দ নয় । আবাব তিল ও যবের রুক্ষ ও ভাল । যদি জ্বর না থাকে, তবে লক্ষ্মীবিলাস দিবে । যদি জ্বর থাকে, তবে দুর্জল জেতা দিবে ।

বীচি পাকিয়া গেলে পঞ্চতিক্ত ঘূত পান ও লেপন করিবে ; আর জ্বর থাকিলে পঞ্চামৃত রসও সেবন করিবে । জ্বর না থাকিলে লক্ষ্মীবিলাস ও পঞ্চতিক্ত ঘূত যথেষ্ট । আর বীচি পাকিয়া গেলে কাটিয়া দিবে । কাটিবার পরও, হয় দশমূল পাচন না হয় লক্ষ্মীবিলাস পান করিবে এবং ঘায়েঁর চিকিৎসা করিবে । পথ্য কুচকীর স্নায় ।

আমাদের ঔষধ ।

গলা ফোলায় ১নং বা ৩নং পঞ্চপল্লব দিবে । পাকিয়া গেলে ২নং দিবে । আর ঘায়ের প্রলেপ সকল ব্যবহার করিবে ।

মস্তব্য । কক্ষাতে ও কর্ণমূলে বীচি ফুলিলেও এই চিকিৎসা ।

৩য় প্রকরণ ।

ফোড়া ও ফুলো ।

ফোড়াকে সংস্থত ভাষায় সচরাচর স্ফোটক কহিয়া থাকে । ফুলোকে ব্রণশোথ বলে, শোথও বলে, শোফও বলে । তন্মধ্যে আবার শোথ বলিলে পাদ শোথ প্রভৃতিও বুঝাইয়া থাকে । এই ক্ষত আনরা ফোড়ার ফুলোকে বা সেইরূপ অথ কোন ফুলোকে শোথ না বলিয়া ফুলো বা শোফ বলিয়া অভিধান করিব ।

সুশ্রুত বলেন যে, ফোড়াই হউক আর গোদাই হউক আর অথ যে প্রকার ফুলোই বা হউক, সমান সমান তাগে যব ও তিল মধুর সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে অবশ্যই ফল হইবে । যদি বসিবার হয়, তবে বসিয়া যাইবে ; যদি পাকিবার হয়, তবে পাকিয়া যাইবে ; যদি পাকিয়া থাকে, তবে ফাটিয়া যাইবে এবং যদি ফাটিয়া থাকে, তবে পুষ টানিয়া বাহির করিবে ।

ফোড়া হইতেছে, এমন সময়ে ফোড়ার পার্শ্বে রক্ত মোক্ষণ করিলে দ্রষ্ট রক্ত ফোড়ার স্থানে না জমিয়া পার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া যাইবে । ফোড়া বা ফুলোর প্রথম অবস্থায় স্বেদ দিলে ঐ

হৃদনের রক্ত পাতলা হয় এবং আশপাশে চারাইয়া যায় ।  
গিয়াজের স্বেদ বা প্লুটীস দেওয়া ভাল ।

দাহ ও বেদনায় স্বেদ দিলেও উপকার হয়, বরফ দিলেও উপকার হয় । কেননা স্বেদ দিলে রক্ত পাতলা হওয়াতে রক্ত আর জমিতে পারে না ; আবার বরফ দিলে পার্শ্বের রক্ত বেদনা স্থানে আসিয়া জমিতে পারে না । কিন্তু যদি রক্ত জমিয়া গিয়া থাকে কিম্বা পুষ হইয়া থাকে, তবে বরফ সহ হয় না ।

### ফোড়া বা শোথ বসাইবার উপায় ।

দাহের অবস্থায় শীতল প্রলেপ দিলে বসান যাইতে পারে । দাহের অবস্থায় বরফ দিলে বসিতে পারে । কিন্তু বরফ অধিকক্ষণ রাখা যায় না, বিশেষতঃ বরফ অনেকক্ষণ গায়ে বাখিলে সর্দি হইতে পারে । বট, অম্বথ, পাকুড়, বজ্রডুম্বর ও বেত ইহাদিগকে বটাদিগণ বা ত্রোগ্রোখাদিগণ বলে । ইহাদের ছাল ঘূতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাহ ও বেদনার শান্তি হয় এবং ফোড়া বা শোথ বসিয়া যাইতে পারে । সমস্ত দ্রব্য না পাইলেও যতগুলি বা যেটী পাওয়া যায়, অন্ততঃ তাহাই প্রলেপরূপে ব্যবহার করিবে । অথবা ত্রোগ্রোখাদি ঘূতের প্রলেপ দিবে । মধুমেহের ফোড়ায় প্রলেপ দিবার পর বন্ধন দিবে না । সকল প্রলেপই অনুলোম ক্রমে না দিয়া প্রতিলোম ক্রমে দিতে হয় । প্রলেপ শুষ্ক না হইতে হইতেই নূতন প্রলেপ দিতে হয় ।

### পাকাইবার প্রলেপ ।

রক্ত জমিয়া গেলে ফোড়া বা শোথ আর বসে না । তখন পাকাইয়া কাটাইতে হয় । পাকাইতে হইলে ঘূতের সহিত



যবের ছাত্তু গরম করিয়া লাগাইবে । অথবা তিল, মসিনা, দধি, আমানী, ছাত্তু, কুড় ও লবণ বাটিয়া প্রলেপ দিবে ।

## পাকিবার পর

প্রলেপ ধুইয়া তপ্ত ঘৃত সেচন করিবে । তাহা হইলে ফোড়া নরম হইবে । পাকিয়া তলতল করিতে থাকিলে একটা ধারাল নরুন বা ক্ষুর আন্তে আন্তে ফুলোর উপর এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত টানিয়া দিবে \* তাহাতে একটুও লাগিবে না, বরং সুড় সুড় করিতে থাকিবে । এরূপ করিলে ফোড়া ফাটান হইল না বটে, কিন্তু ফাটান হইল । এরূপ অস্ত্রক্রিয়া শিশু বা গর্ভিনী কাহারই পক্ষে নিষিদ্ধ নয় । ফুলোর উপরে ও ভিতরে যে যে বস্তু থাকে, পাকিবার পর তাহাদের সহিত শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না ; চর্ম্ম স্নায়ু প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে, সমস্তই প্রায় পচিয়া যায়, সুতরাং পরিত্যাজ্য হয় । এইজন্য সামান্য সামান্য স্থলে যে সে ব্যক্তি অস্ত্রক্রিয়া করিতে পারে । ক্ষার দ্বারা ফোড়া ফাটান যায় বটে, কিন্তু আমরা যেক্রমে ফাটানর কথা বলিলাম, তাহা ক্ষার প্রয়োগ অপেক্ষা সহজ । মনসার ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর, ভেলার আঁটা ও হিরাকস বাঁটিয়া দিলে ফোড়া অবশ্যই ফাটিবে ।

## ফাটিবার পর

ফাটার মুখ বাদ রাখিয়া তিল ও যব মধুর সহিত বাঁটিয়া

---

\* ত্রণের পাক গভীর হইলেও রোগীর অঙ্গুলের প্রমাণের দুই তিন অঙ্গুলের অধিক অস্ত্র প্রবেশন ব্যবস্থা নাই ।

প্রলেপ দাও । প্রলেপ শুষ্ক হইতে থাকিলে প্রলেপের চাপে পুষ বাহির হইতে থাকিবে । পুষ বাহির করিবার প্রলেপ এবং প্লীহা ও যকৃতের প্রলেপ শুষ্ক হইলে উঠাইবে না ।

মন্তব্য । শিশু গর্ভিণী ও ভীকৃদিগেরই ঐরূপ স্নকুমার উপায়ে পুষ বাহির করিতে হয় । অন্তের পক্ষে প্রকৃত অস্ত্র-ক্রিয়াই বিধেয় । পুষ হাত দিয়া টিপিয়া বাহির করিতে হয় ।

### পুষ বাহির হইবার পর

পলতা ও নিমপাতার জলে ঘা ধুয়াইয়া দিবে । আর ঘার মুখ ফাক রাখিয়া বট অশ্বথ পাঁকুড় যজ্ঞদুগ্ধ ও বেতের ছাল বা ঐ সকল গাছের কোন একটির ছাল ঘূতের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে । অথবা ত্রোগোখাদি কিস্বা করঞ্জাত্ত ঘূতের লেপ দিবে এবং ঐ ঘূতই পান করিবে । তিল, কক্ক ও যষ্টি মধুর চূর্ণ লেপন করিলে পচা ঘাও পূরিয়া উঠে । নালীষা নিমপাতার জলের পিচকারী দিয়া ধুইয়া ফেলিবে । পরে পঞ্চতিক্ত ঘূত কিস্বা নিষ্ফূতে তুলা ভিজাইয়া ঘার ভিতর দিবে । আর কজ্জলী সেবন করিবে । কিন্তু পারার ঘায়ে কজ্জলী সেবন না করিয়া গন্ধক বা গন্ধক মিশ্রিত লৌহ সেবন করিবে ।

### ফোড়া বা গোদ পাকিলে

দাহ ও বেদনা নরম পড়ে, রং শাদা বা ফেকাশে হয়, ফুলো কমিয়া যায়, ক্রমে টান টান ঘুচিয়া দড়কোচা পড়িতে থাকে, অঙ্গুল দিয়া টিপিলে বসিয়া যায়, ছাড়িয়া দিলে উঠিয়া পড়ে, তলতলে হয়, এক একবার ভিতরে হুচীর স্রাব ফটিতে থাকে, সড় সড় করে এবং অল্পে কচি হয় । সূক্ষ্মত ।

যদি পার্শ্ববর্তী জ্বরের সহিত শোফের বর্ণ সমান হয় অথচ শোফ পাথরের ত্রায় কঠিন হয়, তবে আর পাকা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে না। সূত্রত।

কখন কখন পুষ (যেমন গোদের পুষ) খুব ভিতরে থাকে আর উপরের চামড়া পুরু থাকে, এরূপ স্থলে পাকাকে কাঁচা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। সূত্রত।

যদি ভিতরে পুষ হইয়া থাকে, তবে শোফের উপর বরফ ধবিলে কণকণ করিতে থাকিবে; কেননা রক্তের উত্তাপ বরফ সহ্য করিতে পারে, পুষ পারে না। [ এই মতটী শাস্ত্রীয় নহে ]

### কখন কখন ফোড়া।

শরীরে বিস্তর বাহির হয়। এরূপ স্থলে খদিরাষ্টক পাচনের সহিত রেড়ীর তৈল পান করিবে। আর দুই এক সপ্তাহ ক্রমাগত খদিরাষ্টক পান করিবে। ফোড়া বড় হইলে অথচ পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে জাত হইলে বোগীকে অগ্রেই খদিরাষ্টক পাচনের সহিত রেড়ীর তৈল কিম্বা সোঁদাল কিম্বা তেউড়ীচূর্ণ গুলিয়া পান করিতে দিবে। জ্বালাপের পরদিন অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি দিবে। পরে সামান্য ফোড়ার ত্রায় চিকিৎসা করিবে।

পথ্য। অগ্নিদগ্ধের ত্রায়।

আমাদের ঔষধ।

ফোড়ার জ্বরে ১নং পঞ্চপল্লব দিবে। সর্ব্বস্থলেই সারস্বত যুতের লেপ দিবে।

## ৪র্থ প্রকরণ ।

খোস ও চুলকনা ।

খোসকে সংস্কৃত ভাষায় কচ্ছু কহে । চুলকনাকে পামা বলে । কেহ বলেন খোসের নাম পামা আর চুলকনার নাম কচ্ছু ।

বাসকের কোমল পাতা ও হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া মর্দন করিলে তিন দিনে খোস-চুলকনা নষ্ট হয় । এই প্রলেপ দিবার সময় ছই তোলা হবিদ্রা ছই ছটাক গোমূত্রের সহিত প্রতাহ ছই বেলায় খাইতে হয় । চক্রদত্ত ।

অথবা গন্ধকচূর্ণ কটু তৈলের সহিত বোঁড়ে তপ্ত করিয়া মর্দন করিবে আর ছুগের সহিত বিগুদ্র গন্ধকচূর্ণ প্রতাহ ৩০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিতে থাকিবে ।

করবীরের ছাল সর্বপ তৈলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে খোস চুলকনা নষ্ট হয় । চক্রদত্ত ।

সাধারণতঃ চুলকনা রোগে হরিদ্রা, নিমপাতা ও সৈন্ধব বাঁটিয়া মর্দন করিবে । আর গোমূত্রের সহিত হরিদ্রাচূর্ণ পান করিবে ।

খোসের দাহ ও বেদনায় ঘ্রতের সহিত বটের ছাল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে । পূষ বাহির হইতে থাকিলে নিম ও পলতাব জলে ঘা ধুইয়া, ঘ্রতের সহিত বটছাল বাঁটিয়া, প্রলেপ দিবে । খোস শুকাইবার সময়েও ঐ প্রলেপ কিম্বা নিম্বস্রুতের প্রলেপ দিবে ।

খোস চুলকনা অধিক হইলে জোলাল লওয়া উচিত । খদি-

রাষ্টক পাচন বা গোমুত্রের সহিত রেটীর তৈল কিম্বা হরীতকীচূর্ণ কিম্বা তেউড়ী চূর্ণ কিম্বা সোঁদাল গুলিয়া পান করিবে ।

জ্বর বা প্লীহার অবসানেও গায়ে অতিশয় চুলকনা হয়, এরূপ স্থলে ক্ষেপাবড়ার রসের সহিত বা গোমুত্রের সহিত বা গোলঞ্চ রসের সহিত লৌহভস্ম মিশাইয়া কিছুদিন খাইতে হয় । লৌহ ভস্মের বদলে কার্বনেট আব্ আইরণ লইবে । চিকিৎসক এরূপ অবস্থায় রোগীকে ইচ্ছাভেদী রসের জ্বালাপ দিয়া নৃপতিবল্লভ দিবেন । রোগীর অবস্থা ভাল হইলে সঙ্গে সঙ্গে শুড়ুচাদি তৈল বা অথ কোন কুষ্ঠ নাশক তৈল ব্যবস্থা করিবেন । তিলস্বত সমুদায়ও ব্যবস্থা করা যায় ।

পথ্য । অগ্নিদগ্ধের ত্রায় ।

### অণুকোষের চুলকনা ।

অণুকোষে এক প্রকার চুলকনা হয়, তাহাতে রোগী অস্থির হইয়া থাকে । সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে বৃষণ কচ্ছু রোগ বলে ।

হিরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাজ্জন সমান সমান ভাগে কাঁজীর সহিত বাঁটিয়া বড় বড় বটা করিতে হয় এবং জলে ঘষিয়া সেই জল রোগের উপর লেপন করিতে হয় । গণোরিয়া দেখ ।

### দ্রুত রোগ ।

এই রোগে নারিকেলের মালার ঘাম ভাল । কিন্তু নরম জায়গায় দাঁদ হইলে মালার ঘামে জ্বালা করে । এরূপ স্থলে কেবল জনকপুরের খয়ের জলে ঘষিয়া প্রলেপ দিবে ।

হিরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাজ্জন সমান

সমান, জনকপুরের খয়ের সর্বসমান । কাঁজীতে মাড়িয়া বটী  
করিবে । ইহা দাদের একটা ভাল ঔষধ ।

চূণ ও কটুতৈল ফেনাইয়া লইয়া দ্রুতে প্রলেপ দিলে উপকার  
হয় । জ্বালা করে না ।

গোবর পরম করিয়া দাদে লাগাইলে উপকার হয় । দ্রু  
রোগে দীর্ঘকাল গোমূত্র কিংবা খদিরাষ্টক কিংবা কুষ্ঠনাশক দ্রুত  
সকল ব্যবহার করিবে ।

দ্রুতগুণ বহুস্থানব্যাপী হইলে অথচ অতিশয় পুং বা লাল  
হইলে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা করা আবশ্যক । আর অগ্রে রোগকে  
বমনাদি দ্বারা শোধিত করা আবশ্যক ।

আমাদের ঔষধ ।

জ্ব বা গ্রীহার অবসানে গায়ে চুলকনা হইলে আহাব কালে  
২নং পঞ্চপল্লব এবং প্রাতঃকালে অমৃত লৌহ—অল্পপান ত্রিফলাব  
হুত । দ্রু রোগেও ঐ । তৈল মাখিতে ইচ্ছা করিলে কল্লরাজ  
তৈল ।

## ৫ম প্রকরণ ।

দস্তশূল ও ক্রিমিদস্ত ।

দস্তশূলে কখন কখন এরূপ যাতনা হয়, যে রোগী মুচ্ছিত  
হইয়া থাকে । নানা প্রকার কবল ও প্রলেপেও সে যাতনার  
শান্তি হয় না । কিন্তু বস্তি দিলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শান্তি হয় ।  
অর্দ্ধমাত্রিক বস্তিদ্বারাই কাষ চলিতে পারে । তদভাবে দশমূল  
সহিত রেটীর তৈলের জ্বালাপ লইবে ।

দাঁতের গোড়ায় লক্ষ্য রাখা খোলা টিপিয়া ধর । তাহাতে দাঁতের গোড়ায় ফোসকা হইয়া বেদনার উপশম হইতে পারে । ফোসকা গালিয়া দিতে হয় ।

দন্তশূলে গালের উপর ধুতুরা পাতা বাটিয়া দিতে হয় । দাহ ও বেদনায় বটের ছাল ঘুতের সহিত বাটিয়া গরম গরম প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয় । কখন বা গালে গরম ঘৃত ঘসিতে হয়, কখন বা গরম ঘুতের কবলে উপকার হয় । দন্তশূলে সোড়া, শঙ্খাদিচূর্ণ বা শঙ্খবটী সেবন করিবে । আর মাথায় নারায়ণ তৈল দিবে । ঐ তৈল গালেও ঘষিবে ।

দন্তশূলে জ্বালাপ লওয়ার পর পঞ্চতিক্ত ঘৃত পান করিলে বিশেষ উপকার হয় ।

দন্তশূলে শুঠ পিপুল বা মরিচের নস্য বারবার গ্রহণ করিবে । জ্বা থাকিলে বিষঘটিত ঔষধ দিবে ।

### ত্রিমিদন্ত ।

দাঁতের গোড়া বা দাঁত ক্ষয়িয়া গেলে দাঁত সিঁড়ি সিঁড়ি করিতে থাকে, জল বা বাতাস লাগিলে অতিশয় যাতনা হয় । হিং গরম করিয়া দাঁতের গর্তে দিবে ।

### দন্তমার্জন ।

প্রসঙ্গক্রমে একটা দন্তমার্জন ঔষধ বলা হইতেছে । যথা ;—  
তুঁতে ভস্ম ১ভাগ, ধূসর ভস্ম ২ভাগ, ফটকিরী ওভাগ ও তামাকের গুল ও ভাগ । একত মিশ্রিত কর । এই ঔষধে দাঁত মাজিলে দাঁতের পুষ্কর ও ময়লা নষ্ট হয় । দাঁত অকালে নড়ে না এবং দাঁতে সহসা রোগ ধরে না ।

**মন্তব্য ।** দস্তরোগী মাংসরস খাইতে পারেন কিন্তু মাংস খাইবেন না। গলিতদস্তদিগের মধ্যে মাংসভোজীর সংখ্যা অধিক, ছদ্মভোজীর সংখ্যা কম। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে শাস্ত্র-কারেরা মাংসরস সর্বত্রই ব্যবস্থা করেন, কিন্তু ক্ষয়রোগ ভিন্ন মাংসভোজনের ব্যবস্থা কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব মাংসরস সর্বত্র পথ্য হইলেও মাংস সর্বত্র পথ্য নয়।

### আমাদের ঔষধ ।

দস্তশূলে স্বর্ণযোগ একবেলা ও মহেন্দ্র রসায়ন অন্ত্র বেলা।  
অমুপান মধু। জর থাকিলে ১নং পঞ্চপল্লব। অমুপান গুঁঠচূর্ণ  
ও মধু।

### ৬ষ্ঠ প্রকরণ ।

অভিঘ্ন রোগ বা চোখ-উঠা ।

চোখ উঠিলে চোখ লাল হয়, করকর করে, স্রাব হয় এবং অশ্রু উপদ্রব হইয়া থাকে। এই রোগে রাত্রিকালে চোখ কাপড় বা তুলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে অথবা চোখের পাতায় গরম কাপড় স্পর্শ করাইবে। দিনের বেলায় চোখের পাতায় হনুদের প্রলেপ দিবে। অতিশয় লঘু পথ্য করিবে; নিম্ন প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য ভোজন করিবে। স্নান নিষিদ্ধ। এইরূপ নিয়মে থাকিলে অভিঘ্ন রোগ প্রায় ৩ দিনেই যায়। শাস্ত্রের এই বচনটী সকলেরই মুখস্থ রাখা উচিত —

অন্ধিকুন্দি ভবা রোগাঃ প্রতিশ্রায়-ব্রণ-জরাঃ ।

পটীকতে পঞ্চরাজেন প্রশমঃ বাস্তি লজ্বনাৎ ।



অক্ষি রোগ, উদরাময়, সর্দি, ত্রণ ( অর্থাৎ বা ও ফোড়া ) ও জ্বর এই পঞ্চ রোগ সচরাচর পঞ্চ দিবস উপবাসেই প্রায় নষ্ট হয়—মতান্তরে তিন দিবস উপবাসেই প্রায় নষ্ট হয় ।

অভিষ্যন্দ রোগে তিক্ত ঘৃত পান করিবে । সর্দি থাকিলে বালুকা গরম করিয়া মাথায় অন্ন অন্ন স্বেদ দিবে ।

এই রোগে শুষ্ঠ চূর্ণের নস্ত লইবে । ত্রিফলার কাথ পান করিবে । আর প্রথম প্রথম চোখে ত্রিফলার কাথ সেচন করিবে কাথ এইরূপে সেচন করিতে হয় ;—রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া বাম হাতে রোগীর চোখ উন্মীলিত করিবে । আর দক্ষিণ হস্তে লম্বমান তুলকবর্তি দ্বারা চক্ষুর দুই অঙ্গুল উদ্ধে হইতে এক চোখে দশবার বিন্দু জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঢালিয়া দিবে । ইহাতে চোখের দাহ, রক্তিমতা, ও করকরাণী নিবৃত্ত হয় । যেন ত্রিফলার কাথ গরম না হয়, যেন উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লওয়া হয় ।

অভিষ্যন্দ রোগের সর্বাবস্থাতেই পুরাতন ঘৃতের পরিষেক ভাল । পরিষেক এইরূপে করিতে হয় যথা ;—প্রথমতঃ ঘৃত ছাঁকিয়া লইবে । আর বাষ্পস্বেদে ঘৃত গলাইয়া লইবে । পরে বামহস্তে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে পলিতা দ্বারা সূক্ষ্ম ধারায় ঘৃত ঢালিয়া দিবে । ৫।৫' মিনিট দেওয়া আবশ্যক । ত্রিরাত্রের পর নিম্নলিখিত চিকিৎসা সকল করা যাইতে পারে ।

ত্রিরাত্রের পর এই রোগে মনসাপাতার কাজল ভাল ।

কাপড়ের গুটলী করিয়া চোখের ভিতর হলুদের জল দিনে । দারু-হরিদ্রার কাথ হলুদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।

অভিষ্যন্দ রোগ বখন কখন এক মাসের উপরেও থাকে, স্ততরাং ব্যস্ত হইবার বিষয় নাই । তবে চক্ষুতে অতিশয় যন্ত্রণা হইলে দ্রুত প্রতিকার আবশ্যক । পূর্কোক্ত উপায়সমূহে যন্ত্রণার

উপশম না হইলে হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, পোস্তদানা ও দাঁকচিনি সমান সমান ভাগে চূর্ণ করিবে আব কিঞ্চিৎ আফিঃ উহাৰ সহিত সংযুক্ত করিবে। পরে সমস্ত দ্রব্য জল মিশ্রিত করিয়া পুটলী করিবে, এবং চক্ষুব উপর বুলাইতে থাকিবে। সেনা দ্রব্যের রস চক্ষুব ভিতবেও প্রবেশ কবে।

অভিযান্দ বোগেব উৎকট অবস্থায় এই অঞ্জনটীও উপকারী, বিহ্ন পত্রেব বস, ঘৃত ও সৈন্ধব তাম্র পাত্রে রাখিয়া কড়ি দিয়া ঘর্ষণ করিতে করিতে গাঢ় হইলে ঐ পাত্রে কবির্যাই ঘুটেব আগুনে শুষ্ক করিবে। পবে উহা স্তম্ভ দুগ্ধেব সহিত আলোড়ন করিয়া তবল হইলে চক্ষুতে অঞ্জন দিবে।

সজিনাপাতাব বস ঘৃতেব সহিত তাম্র পাত্রে ঘর্ষণ করিয়া ঘুটেব আগুনে তপ্ত কাঁববে। এই বস চক্ষুতে পূরণ করিনে চক্ষুব ফুলো, করকরাণী, জল পড়া ও ব্যথা নষ্ট হয়।

বোগীর কোষ্ঠ অপবিদ্দাব থাকিলে ত্রিকলাব কাথ এক ছটাব, ও তেউড়ী চূর্ণ দুই তোলা, একত্র কবির্য্য দিবে, কিংবা সোণামুখী চূর্ণ ১০।২০ গ্রেন ঐ কাথেব সহিত দিবে।

যন্ত্রণা উৎকট হইয়া উঠিলে চন্দ্রোদয়-বহ্নিব অঞ্জন দিবে। তাহাতে প্রথমতঃ যন্ত্রণা বোধ হইলেও পবে আবাম বোগ হইবে।

### অধিমহ্ন রোগ ।

অভিযান্দ বোগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে মাথাব অর্দ্ধেক যেন খসিয়া পড়িতে থাকে, যেন মথিত হইতে থাকে এবং বগ টনটন করিতে থাকে। ইহাকেই অধিমহ্ন বোগ কহে। এই রোগে অভিযান্দের চিকিৎসা করিবে আর সঙ্গে সঙ্গে বগে বা ক্রুর উপবি-

ভাগে সর্ষপের কক্ লেপন করিবে । জ্বালা হইতে থাকিলেই কক্ খুলিয়া লইতে হয় ।

আমাদের ঔষধ ।

অভিব্যন্দ রোগে জ্বর থাকুক আর নাই থাকুক ১নং পঞ্চপল্লব সাত দিন সেবন করিবে । অনন্তর ৩নং পঞ্চপল্লব দিবে । অন্নপান শুণ্ড চূর্ণ ও মধু । তিন দিনের পর আবশ্যক বোধ হইলে বোগীব দান্ত পরিদ্রাব করাইবে । পবে সারস্বত ঘৃত পান করাইবে এবং মনসা পাতার কাজল দিবে ।

অভিব্যন্দ রোগের পরিণামে দৃষ্টির দোষ হইলে অমৃত লৌহ কিংবা মূপতিবল্লভ সেবন করিবে ।

## ৭ম প্রকরণ ।

মহুরিকা বা পাণিবসন্ত ।

প্রথমে অগ্নিমান্দ্য হয়, মাথা ধবে বা মাথা ভার বোধ হয়, কপন বা শীত বোধ হয় এবং গায়ে বাথাও হয় । পরে সামান্য জ্বর হয় । পবে বসন্ত দেখা দেয় । বসন্তের আকার মহুরের মত হয় বলিয়া পাণি-বসন্তের নাম মহুরিকা হইয়াছে । এক দিনের জ্বরেও মহুরিকা দেখা দিতে পারে, তিন দিনের জ্বরেও দেখা দিতে পারে । প্রথমে লাল লাল দাগ বাহির হয়, ভিতরে জল থাকে না, পবে করেক ঘণ্টার মধ্যে মহুরের মত উচ্চ হইয়া উঠে । মনে হয় বের্ন তপ্ত জল লাগিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোসকা উঠিয়াছে । তৃতীয় দিনেই ফোসকা সকল ফাটিয়া যায় এবং শুষ্ক হইতে থাকে । চারি পাঁচ দিনেই খোসা উঠিয়া থাকে ।

তখন দাগ থাকে বটে, কিন্তু গর্ত হয় না। তবে কোন কারণে মসুরীতে ঘর্ষণ বা বিদাহ হইলে গর্ত হইতে পারে। কখন কখন ক্রমাগত চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত নূতন নূতন বসন্ত উঠিতে থাকে, কতক শুকোয়, কতক বা নূতন হয়, এবং কতকগুলির মধ্যে বা জলও থাকে। মসুরিকা বৃক্ষে পিঠেই অধিক ঘন হয়। বড় বসন্ত মুখেই অধিক বাহির হয়।

ব্যবস্থা। মসুরিকা ও হামেব জব, দাচ, হুবা ও অগ্নাত্ত সকল অবস্থাতেই বোগীকে খদিবাষ্টক পাচন দিবে। খদিবাষ্টক গথা,—খদিবকাঠ, হবাতকাব খোসা, বহেডাব খোসা, আমলকী, নিমছাল, পলতা, গোলঞ্চ ও বাসকছাল সমান সমান ভাগে সর্কশুদ্ধ দুই তোলা। আবসেন সঙ্গে সিদ্ধ করিবে। দুই ছটাক পাকিতে ছাকিয়া লষ্টবে। এই পাচন পত্যহ দুই তিন বা চারি বাবে খাওয়াইবে। বোগের পবিণত অবস্থায় পাচনের সহিত এক তোলা যত সংযোগ করিয়া দিবে।

নুনাদিগের পক্ষে ঐনিমিত্ত মাদা নির্দিষ্ট আছে। শিশুদের পক্ষে অন্ধ বা চতুর্থাংশ। গতিণীকে কোন প্রকার পাচন দিতে হইলে তাহাৰ পাচনে হবীতকী দিবে না। হবীতকী বাদ দিয়া বাকী মসলাগুলি মোট দুই তোলা পবিমাণে দিবে।

বদি দান্ত পবিদ্ধাব না থাকে এবং শরীবে বিশেষ ঘানি থাকে, তবে বসন্ত দেখা দিবার পৰ খদিবাষ্টক পাচন আধ ছটাক ও বেটীব তৈল আধ ছটাক দিবে। রেটীব তৈলের বদলে তেউড়ী চূর্ণ দুই তোলা কিংবা সোণামুখী চূর্ণ ১০১২০ গ্রেন মিশ্রিত করিয়া দিবে।\* অথবা উচ্ছে পাতাব রস ও ৪০ গ্রেন হরিত্রা চূর্ণ দিবে।

\* বসন্তে স্নিগ্ধ জোলাপ ব্যবস্থা। সোণামুখী কক্ষ। অত্বেব সোণা মুণী দিতে হইলে পাচনের সঙ্গে এক তোলা যত মিশ্রিত করিলে ভাল হয়।

চক্রদত্ত বলেন। যে কজ্জলী সৰ্ব্ব প্রকার বসন্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এস্থলে কজ্জলীতে পারা এক ভাগ ও গন্ধক দুই ভাগ হইবে।

পথ্য। বসন্ত বা হামের রোগীকে কদাচ কলায়ের ডাল দিবে না। প্রথম দুইদিন ভাতও দিতে নাই। অথবা অতিশয় ক্ষুধা না হওয়া পর্য্যন্ত ভাত দিতে নাই। কেবল মুগ বা মসুরের সুস্থ পান করান ব্যবস্থা। এই ঘূষ প্রত্যহ দুই তিনবার দেওয়া যাইতে পারে। গভিনীকে দুগ্ধ দিতে হব। যা না শুকাইলে স্নান করিবে না। পাণি বসন্তের সনস্ত পথ্য ও ঔষধ বীসর্পের জ্যায়।

উল্লিখিত পথ্য পালন করিলে হাম ও পাণিবসন্তে কোন ভয় থাকে না। চলিত মতে হাম ও বসন্ত রোগে কলায়ের ডাল ও ভাত খাওয়াইয়া রোগীকে 'বসন্ত' করিতে হব। কিন্তু তাহাতে রোগ হঠাৎ উৎকট হইতে পারে, আব ককৃ ও অতিসার হইতে পারে। এই জন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রোগীকে লজ্জন করাইবে অর্থাৎ অন্ন আহাৰ দিবে আর আবশ্যক হইলে বমন ও বিরেচন দিবে। শাস্ত্রে ইহাও আছে যে বমন ও বিবেচন দ্বারা দোষ সকল নির্গত হইয়া শরীর বিশুদ্ধ হইলে বসন্ত সকল নিক্কার, অন্ন বেদন ও অন্ন পূৰ্ব্ব বিশিষ্ট হয়।

বসন্ত বা হাম রোগে অতিসার কিংবা আমাশয় হইলে খদিরাষ্টক বন্ধ রাখিয়া নিম্নলিখিত পাচনটি দিবে ;—

বেলশুঠো, গোলক, কুড়ীছাল ও মূতা সমুদায়ে দুই তোলা ও জল প্রভৃতি পূৰ্ব্ববৎ। কচি বেল কুচাইয়া লইলে তাহাকে বেলশুঠো বলা যায়, এইরূপ কুচো বেল শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়। কাঁচা ও শুষ্ক উভয় প্রকার বেলই ব্যবহার করা যায়। তন্মধ্যে শুষ্ক বেল ব্যবহার করাই রীতি।

কোন স্থানের ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে তাহাতে পঞ্চ-  
তিক্ত দ্রব্য লাগাইবে ও পান করিবে । পঞ্চতিক্ত দ্রব্যের অভাবে  
গৃহস্থ নিম্নদ্রব্য বা দুর্কায়দ্রব্য ব্যবহার করিবে । নিম্নদ্রব্য যথা ;—

নিম্ন পাতার রস ১ বা ২ ছটাক, গোয়ত ১ ছটাক ; অথবা  
দুর্কায় রস এক ছটাক ও গোয়ত এক ছটাক একত্র করিয়া  
আগুনে ফুটাইয়া লইবে । রস মরিয়া গেলে দ্রব্য নামাইয়া  
লইবে । যেন অতিশয় খরপাক না হয়, আবার যেন দ্রব্যে জল  
না থাকে । দ্রব্যে জল আছে কি না জানিতে হইলে, তাহা হইতে  
কোঁটা কতক তুলিয়া জলন্ত আগুনে দিবে । তাহাতে যদি  
ফোঁস করিয়া না উঠে অর্থাৎ দপ করিয়া জলিয়া যায়, তবেই  
উহাতে জল নাই বুঝিতে হইবে ।

আমাদের ঔষধ ।

প্রথম তিন দিন ১নং পঞ্চপল্লব । অনুপান মধু কিংবা ত্রিফলার  
জল । চতুর্থ দিন হইতে মহেক্ষবসায়ন এক বেলা । অনুপান  
ত্রিফলার জল । অতিসারে পঞ্চপল্লব দিবে, অনুপান শুঠ চূর্ণ ও  
মধু । ঘায়ে সারস্বত দ্রব্য পান ও লেপন করিবে ।

৮ম প্রকরণ ।

বীসর্প বা বড় বসন্ত ।

চলিত ভাষায় কেহ কেহ ইহাকে শীতলা বলেন, কেহ বা  
ইচ্ছাবসন্ত কহিয়া থাকেন । প্রথমে জ্বর হয়, শীত বোধ হয়,  
কম্প হয়, দাহ হয়, অবসাদ হয়. অতিশয় ব্যতনা হয়, চক্ষু লাল  
হইয়া উঠে, মাথা বেদনা করে, বিশেষতঃ ঘাড়ের পিঠে অতিশয়

বেদনা হয়, পরে জ্বর হঠাৎ নরম পড়ে। তখন বসন্ত বাহির হয়। জ্বর এত বেশী হয় যে তাপমান যন্ত্রে রক্তের তাপ সচবাচর ১০৪ হইতে ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। এইরূপ উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে ও পিঠে বেদনা থাকিলে এবং রোগী মাথা তুলিতে কষ্ট বোধ করিলে অথচ সেই সময়ে দেশে বসন্ত হইতে থাকিলে রোগীব বসন্ত হইবে মনে করা যায়। জ্বরের সময় অতিশয় তৃষ্ণা হয়, জিভ শাদা ও চটচটে হয় এবং বমি হইতে থাকে। বমি অধিক হইলে রোগ কঠিন হইবে মনে করা যায়। মুখ রক্তবর্ণ হয়, গলার নাড়ী দপদপ করিতে থাকে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে জ্বরের তাপ হঠাৎ নরম পড়ে অর্থাৎ ১০৬ ডিগ্রী হইতে হঠাৎ ১০০ ডিগ্রী হয়। তখন বসন্ত বাহির হইতে থাকে।

বসন্ত বাহির হইবার পর মাথাব যাতনা, ঘাড়ের বেদনা ও কষ্ট কমিয়া যায়। প্রথমে মুখেই বাহির হইয়া থাকে আর বিস্তর বাহির হয়। পরদিন গলা বুক পিঠ ও কাঁধে বাহির হয়, পঞ্চম দিন নিম্ন অঙ্গে বাহির হয়। শতশত ও সহস্র সহস্র বসন্ত বাহির হয়, মনে হয়, যেন গায়েই উপর মৌচাক হইয়াছে। মুখে ও হাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাহির হইয়া থাকে। ক্রমে বড় হয় এবং পাকিতে থাকে।

প্রথমে পুষ তরল ও নির্মল হয়। পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে বসন্ত সকল বড় হইয়া উঠিলে পুষের আকার ঘোর হইয়া থাকে। গালিয়া দিলে একবারে সমস্ত বাহির হইয়া যায়। পুষ অতিশয় গাঢ় হয় ; চতুর্দিকেই চামড়া ঘোর লাল হইয়া উঠে, অতিশয় বেদনায়ুক্ত ও ক্ষীত হয়। তখন গায়ে বসন্তের গন্ধ বাহির হয়।

অষ্টম বা নবম দিবসে বসন্ত ফাটিতে আরম্ভ করে। আর খোসের পুষ বাহির হইয়া যেমন খোসের গায়ে জমাট বাঁধিতে

থাকে, বসন্তের পৃথক সেইরূপ বসন্তের গায়ে জমাট বাঁধিতে থাকে । তিনচারি দিন এইরূপ থাকিয়া থসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে । নীচেকার চামড়া উচু থাকে বটে ; কিন্তু শেষে মিলাইয়া যায় । দাগও মিলাইয়া থাকে । কিন্তু যা শীঘ্র না শুকাইলে দাগ না মিলাইয়া যাবজ্জীবন গর্ত্ত থাকিয়া যায় । বসন্ত যত অধিক বাহির হয়, রোগও তত কঠিন হইয়া থাকে ; পৃথ অধিক হইলেও রোগ অধিক বলা যায় । মৃত্যুর পূর্বে প্লেগাই প্রবল হয় । মৃত্যু সাত আট দিনের এদিকে প্রায় ঘটে না ।

মুখের ভিতর বসন্ত হইলে লাল পড়িতে থাকে ; গলার মধ্যে হইলে গিলিতে পারা যায় না । নিশ্বাস পথ সমূহের মধ্যে হইলে স্বরভঙ্গ হয়, কফ হয় এবং খুখুব সঙ্গে রক্ত উঠিয়া থাকে । চোখের পাতায় ও চোখের ভিতর হইলে জ্বালা ও অশ্রুপাত হয় আর চোখে আলোক সয় না । চোখে যা হইলে হয়তো চোখ জন্মের মত নষ্ট হয় । কাণের ভিতর হইলে কাণ কালা হইয়া যায় ।

বসন্ত উৎকট হইলে বোগীর মুখ এরূপ বৃহৎ ও শরীর এরূপ স্থূল হয় যে দেখিলে ভীষণ বোধ হইয়া থাকে । মনেই হয় না যে এমন রোগী বাঁচিতে পারে । পাশ ফেরা কঠিন হয়, চিৎ হওয়া দায়, রোগী অস্থির হইয়া থাকে । দান্ত ও প্রস্রাব এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে । নানাক্রমে নানা উপসর্গ হয় । তন্মধ্যে রোগের পরিণামে কঠোর ঘড় ঘড় শব্দ ক্রমশঃ অধিক হইতে থাকিলে মৃত্যু নিকট বলিয়া মনে করা যায় ।

যে বসন্তে সর্বশরীর জলন্ত অঙ্গারে আকীর্ণের স্তায় বোধ হয় বাহ্যতে জ্বর দাহ তৃষ্ণা ও অগ্নাত্ত পৈত্তিক উপসর্গ অতিশয় উৎকট হয়, বসন্ত সকল নির্দোষিত অঙ্গারের স্তায় কৃষ্ণবর্ণ বা



তদপেক্ষাও অধিক কৃষ্ণবর্ণ হয়, অগ্নিদগ্ধের স্তায় কোম্কা সকল বাহির হয় ; রোগী নিদ্রাহীন, হতজ্ঞান ও ব্যাকুল হয় এবং অস্থির হইয়া স্থান ও আসন পরিভ্রমণ করিতে চাহে, তাহাকে শাস্ত্রে অগ্নিবীসর্প অর্থাৎ অগ্নিবসন্তু কহিয়া থাকে । আর যে বসন্তে মাংস ও ত্বক্ শ্বেদযুক্ত, ক্লেদযুক্ত ও পৃতিযুক্ত হয়, ক্রমে যাতনা অল্প হইয়া আসে, পীড়ন করিলে বিদীর্ণ হয় এবং অতিশয় পীড়ন করিলে শরীরে কর্দমের স্তায় অঞ্জুল বসিয়া যায়, তাহাকে কর্দমক বাসর্প বা কদম বসন্তু কহে ।

ব্যবস্থা । বসন্ত হউক, আর নাই হউক, নবজ্বরে রক্তের তাপ ১০০ ডিগ্রীর অধিক হইলেই রোগীকে জ্বরকালে বমন করাইবে । বিশেষতঃ রোগীর বসন্ত হইতে পারে এক্রূপ সন্দেহ হইলে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া বমন করাইয়া দিবে । এক ভরি সৈন্ধব এক ছটাক গরম জলে গুলিয়া খাওয়াইয়া দিলে অতি সহজে তৎক্ষণাৎ বমি হয় । পলতা ও নিমছালের কাথ এক ছটাক বা ততোধিক, সৈন্ধব একতোলা ও মধু এক বা দুই তোলা একত্র করিয়া পান করিলে বসন্তের উৎকৃষ্ট বমন হয় । বসন্ত দেখা দিলে গরম জলের সহিত সৈন্ধব না দিয়া এই বমনটাই দিবে ।

সর্ববিধ বসন্তেই জ্বোলাপ দিবে । বসন্ত বাহির হইবার পর জ্বোলাপ দিবে । খদিরাঠকের সহিত রেচীর তৈলের জ্বোলাপ ভাল । অথবা ত্রিফলার সহিত তেউড়ীর চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দিবে । সোণামুখী চূর্ণও ত্রিফলার সহিত দেওয়া যায় । চরকমতে তেউড়ীর চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত দেওয়া ভাল কিংবা দুই তোলা কিসুমিস্ আধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইবে এবং তাহার সহিত তেউড়ীর দুই তোলা চূর্ণ মিশাইবে । অথবা আমলকীর কাথ এক ছটাক,

তেউড়ীচূর্ণ দুই তোলা ও ঘৃত একতোলা একত্র করিয়া পান করিতে দিবে। শেবোক্ত স্থলে তেউড়ীর বদলে সোণামুখী দেওয়া যায়। হাম ও পাণিবসন্তেও এই সকল জ্বোলাপ ভাল।

### বসন্তে প্রলেপ ।

বসন্ত ফুলিয়া উঠিয়া অতিশয় জ্বালা হইতে থাকিলে বমন ও দাঁতের পর প্রলেপ দিতে থাকিবে। প্রলেপ সকল পুরাতন ঘৃতের সহিত মিলাইয়া দিতে হয়; পুরাতনের অভাবে নূতন ঘৃত জলে মথিয়া ব্যবহার করিতে হয়। প্রলেপ না শুকাইতে শুকাইতেই উঠাইয়া ফেলিয়া নূতন প্রলেপ দিতে হয়। প্রলেপ অতিশয় পাতলা হওয়া ভাল নয়, আবার অতিশয় পুরু হওয়াও ভাল নয়।

বসন্তে নিম্নলিখিত প্রলেপ সকল ভাল ;—

১। নূতন বটের ঝুরি ও কলাগাছের গোড় সমান সমান ভাগে বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে।

২। অথবা যব বাঁটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিবে।

৩। অথবা ঘৃতের সহিত যব ও যষ্টিমধুর চূর্ণ মিশ্রিত করিবে।

৪। অথবা পদ্মের ডাঁটার মূলে যে কাদা লাগিয়া থাকে, তাহাই প্রলেপ দিবে।

৫। অথবা বটের পাতা ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া দিবে।

৬। অথবা পদ্মের ভাঁটা ও কেশুর ঘৃতের সহিত দিবে।

৭। অথবা শিরীষের ছাল ও বেড়েলার মূল বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে।

৮। অথবা শতমূলী ও ভূমিকুয়াও ঘৃতের সহিত দিবে।

৯। অথবা গোলঞ্চ ও নিসিন্দার পাতা ঘূতের সহিত বাটিয়া দিবে ।

১০। অথবা যজ্ঞভূষর, অশ্বখ, বট, পাঁকুড় ও বেত এই সকলের মধ্যে যে গুলি পাইবে তাহাদেব ছাল ঘূতের সহিত বাটিয়া দিবে ।

১১। অনন্তমূল বাটিয়া ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিবে ।

১২। অথবা উপরি লিখিত সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, একত্র বাটিয়া ঘূতের সহিত দিবে ।

প্রলেপে ঘূতের ভাগ অধিক হওয়া ভাল নয় অথচ নিতান্ত অল্প হওয়াও ভাল নয় ।

### বসন্তের ঘা ।

বসন্ত পাকিলে গালিয়া দিবে । বসন্তের ঘা নিমছালের কাথে ধুইয়া দিবে । আর নিমছালের চূর্ণ ই ঘায়ে দিবে । আর নিমছাল বাটিয়া ঘূতের সহিত প্রলেপ দিবে ।

### বসন্তের ঔষধ ।

বসন্ত দেখা দিবাব পৰ হইতেই খদিরাষ্টক পাচন দিবে । বিবেচনের পর দিন হইতে ঐ পাচন কিঞ্চিৎ ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে থাকিবে ।

চরকমতে মুখা, নিমছাল ও পলতার কাথ বসন্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

আর অনন্তমূল, আমলকী, বেণারমূল ও মুখার কাথ বসন্তের ভাল ঔষধ । [এই সকল ঔষধই কবলে ও শৌচে ব্যবহার করিবে] । শেষোক্ত দুইটি পাচন হাম ও পানিবসন্তেরও ঔষধ । গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকিলে শেষে লক্ষ্মীবিলাস ও রসসিন্দুর ভাল ।

পথ্য। বসন্তরোগে প্রথম প্রথম মন্থরের যুষ দিবে। প্রথম প্রথম ঐ যুষে মধু ও শর্করা সংযোগ করিবে। পরে মধু চিনি না দিয়া কেবল ঘূতে সাতলাইয়া দিবে। বসন্ত পাকিলে অথচ ক্রমশঃ ক্ষুধা হইতে থাকিলে ভাত ও মুগের যুষ খুব চটকাইয়া দিবে। তরকারির জন্ত দুই একখানা পটল বেগুন বা কাঁচকলা দেওয়া যাইতে পারে। ভাতে যাহাদের অভ্যাস নাই অথবা যাহাদের ধাতু কফাধিক, তাহাদের পক্ষে দুধ রুটি ভাল। গলা ঘড় ঘড় কবিলে ও জ্বর থাকিলে মন্থরের যুষই ভাল। কোন কোন বসন্ত অতি বৃহৎ হয় এবং উহাব টাড়সে নাক মুখ ফুলিয়া উঠে। একপ স্থলে জ্বোক দিয়া রক্ত শোষণ করিবে। কিংবা চিকিৎসক বসন্তের নিকটস্থ শিরা বিদ্ধ করিবেন।

আমাদের ঔষধ।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল রোগীকে নবজ্বরের প্রথমের ১নং পঞ্চপল্লব দিয়াছি, তাহাদের বড় বসন্ত হইতে দেখি নাই। বিরেচনের পর হইতে পঞ্চপল্লব দিতে হইলে নিম্নের কাথী ঘৃত সংযোগ করিয়া দিবে। ক্ষতকালে ৩নং পঞ্চপল্লব গোলঞ্চের রসের সহিত দিবে। দাহ ও বেদনা থাকিলে সারস্বত ঘৃত বট কিংবা অশ্বথ ছালের সহিত বাটিয়া দিবে। শেষে কেবল সারস্বত ঘৃত পান ও অভ্যঙ্গ করাইবে। অথবা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল সারস্বত ঘৃতই প্রলেপে ব্যবহার করিবে। গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকিলে অথচ রোগ পুরাতন হইয়া আসিলে ৩নং পঞ্চপল্লবের সহিত ২৪ গ্রেণ মৃগনাভি মধুর সহিত মিলিত করিয়া দিবে।

## ৯ম প্রকরণ ।

গ্রন্থিবীসর্প বা বোম্বাই বসন্ত ।

বোম্বাই প্রদেশে সম্প্রতি প্লেগ নামক যে রোগ হইয়াছে, চব্বক তাহাকে গ্রন্থিবীসর্প \* কহেন । গ্রন্থি শব্দের অর্থ বাচি, তবেই ইহাকে বীচি বসন্ত বলা যাইতে পারে । সুশ্রুতের মত রক্ষা করিতে হইলে ইহাকে বাগীবসন্ত বলিতে হয় । কিন্তু বোম্বাই বসন্ত বলিলে আজি কালি পরিষ্কার বোঝা যায় । এই বসন্ত বীচির ভিতর হয়, চামড়ার নীচে ফুলিয়া উঠে, সাধারণ বসন্তের ত্যায় মুখ তুলিয়া উঠে না ।

কুচকী, কক্ষা, কণ্ঠমূল, ও গলা প্রকাশ্য † বীচিদিগের প্রধান স্থান । লোকে এই সকল স্থানের বীচিই সর্বদা লক্ষ্য কবে । কিন্তু এরূপ বীচি উদবে অনেক আছে । আর বীচি একস্থানে কতকগুলি করিয়া থাকে অর্থাৎ কুচকী প্রভৃতি স্থানে একটা করিয়া বীচি নাই, অনেকগুলি করিয়া আছে । পৃষ্ঠে ওরূপ প্রকাশ্য বীচি নাই ।

ঐ সকল প্রকাশ্য বীচি এই বোগে প্রকাশ্যরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে ।

শরীবে বোম্বাই বসন্ত হইলে শত সহস্র কুচকীর যাতনা হয় । আর ঘোরতর বাতঃপ্রৈয়িক জ্বর হইয়া থাকে । বীচি সকল ফুলিয়া উঠে, পাগবের মত কঠিন হয়, সহজে ফাটিতে চায় না । আদ্য ইহাতে জ্বর অতিশয় প্রবল হয়, বমি হয়, অতিসার হয়,

\* ইংরাজীত অনুবাদ করিলে "The Small pox of the Lymphatic glands" বলা যায় । এই রোগকে ইংরাজিতে Plague বলে ।

† Superficial Lymphatic glands.

রোগী কাসিয়া থাকে, শ্বাস ফেলিতে থাকে, অতিশয় প্রস্রাব করিতে থাকে, বিবর্ণ হইয়া যায় এবং তন্না নিদ্রা মুচ্ছা ও অবসাদের অবদান হইয়া পড়ে। আব এত অধিক উপসর্গ হইলে রোগী ঝাচেও না।

ব্যবস্থা। অত্যন্ত বসন্তে যেকপ বমন ও বিব্রচন দিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ দিবে। যদি জ্বালা অধিক থাকে এবং বীদর্প বক্তবর্ণ হয় আর উহাব টাড়সে নিকটবর্তী স্থান সমূহে বেদনা হয়, তবে জোঁক বসাইয়া দিবে। অথবা বটের ছাল দ্বতের সহিত ঝাটিয়া দিবে। অথবা চরকোক্ত মহাতিক্তক ঘৃতের প্রলেপ দিবে এবং মহাতিক্তক ঘৃত পান করিতে দিবে। আব অল্প মাত্রিক বস্তি দিবে। কিন্তু যদি বিদাহ না থাকে এবং শোথের বর্ণ বক্ত না হয়, তবে জোঁক বসান কিংবা শিবা বিদ্ধ করিবাব প্রয়োজন নাই।

ঐ সকল ক্রিয়ান আবশ্যিকতা না হইলে কিংবা ঐ সকল ক্রিয়া কবা হইয়া গেলে গ্রন্থি (বীচিব) উপর সজিনা ছালেব ক ঙ্গেব উৎ কবিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা শুক মূলেব ক কংগ ডহন কবজ ছালেব ক কংগ বাহেডাব ছালেব ক লেপন কবিবে। বস্তনা উৎকট হইলে ঐ সকল দ্রব্যেব ক পুটলাব কবিয়া শ্বেদ দিতে থাকিবে। পলাগুব শ্বেদও দেওয়া বাহেডা পারে। জবে মহাতিক্তক ঘৃতের সহিত পঞ্চামৃত বন দিবে। পনিণামে বেতাল বস দেওয়া বাহেডা পারে।

যে কোন রূপে হউক গ্রন্থি না কাটিলে উপায় নাই। ঐ সকল উপায়ে গ্রন্থি না কাটিলে দন্তীব মূলেব ছাল, চিতাব মূলেব ছাল, মনসার ক্ষীব, আকন্দেব ক্ষীব, ইক্ষুগুড, ভেলাব আটা ও হিরাকস একত্র ঝাটিয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থি প্রায়ই কাটে। এই

প্রলেপটির দ্বারা ফোড়াও ফাটান যায় । কষ্টিক বা তপ্ত লৌহ দ্বারাও গ্রন্থি ফাটাইবার বিধি আছে ।

গ্রন্থি ফাটিবার পর হইতে রোগীকে এই পথ্য দিবে ;—

কুটী, মধু ও চিনি । অথবা ববের মণ্ড, মধু ও চিনি । অথবা দাড়িমরসের সহিত সিদ্ধ মুলোর যুষ । কিংবা কুলথের যুষ ।

গ্রন্থি ক্ষত হইয়া গেলে যার ছায় চিকিৎসা করিবে । স্নেহভেদ করজ্ঞাঘ্ন যুত প্রয়োগ করিবে । চরক বলেন যে কমলাগুড়ি, বিড়ঙ্গ, দারুহরিদ্রা এবং করঞ্জের ফল এই সকলের কন্ধ এক সের, তৈল চারি সের এবং জল ষোল সের একত্র পাক করিয়া সেই তৈল ক্ষতে প্রয়োগ করিবে ।

মন্তব্য । খোস, ফোড়া, ঘা ও বসন্ত ভাল হইয়া গেলেও রোগী শরীর শোধনার্থ কিছুদিন নবায়স লৌহ বা নৃপতিবল্লভ সেবন করিবে ।

আমাদের ঔষধ ।

বমন ও বিরেচনের পর ১নং পঞ্চপল্লব—অনুপান সারস্বত দ্রুত । সারস্বত দ্রুতের অভাবে কেবল ১ বা ৩নং পঞ্চপল্লব অনুপান মধু । ক্ষত হইবার পর ১ নং পঞ্চপল্লব ও মহেঞ্জরসায়ন একবেলা । সারস্বত দ্রুত একবেলা । প্রলেপাদি পূর্ববৎ ।

## ১০ম প্রকরণ ।

রোমাস্তিকা বা হাম ।

হঠাৎ অর হয়, সর্দি বোধ হয়, শীত হয়, কম্প ও হইতে পারে । মধ্যে মধ্যে শরীর হইতে যেন আন্তনের তাপ উঠিয়া থাকে, হাঁচা হয়, চোখে ও নাকে জল সরে, খুস খুস করিয়া কাসি হয়, গায়ে

হাত দিলে গরম বোধ হয়, রক্তের তাপ সচরাচর ১০১ হইতে ১০৩ পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে, রোগ কঠিন হইলে তাপ আরও বৃদ্ধি হয়, এমন কি চামড়া ঝলসিয়া যায় । মুখ টসটসে ও ফুলো ফুলো হয় । গলায় ব্যথা হইতে পারে ।

জরের চতুর্থ দিনেই প্রায় হাম বাহির হয় । প্রথমে চিবুক ও মুখে দেখা দেয় । ক্রমে গায়ে ও হাতে পায়ে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । দাগ গুলি ছোট ছোট হয়, মনে হয় যেন মশা কামড়াইয়াছে । এক এক স্থানে অর্দ্ধচক্রাকারে কতকগুলি কবীয়া বাহির হয় । টিপিলে অদৃশ্য হয়, কিন্তু পবক্ষণেই জাগিয়া উঠে ।

ছোট ছোট ছেলের জ্ববেব সঙ্গে খুসখুস করিয়া কাসি হইতে থাকিলে এবং চক্ষু লাল হইলে অথচ সেই সময়ে দেশে হাম বসন্ত হইতে থাকিলে প্রায়ই বলা যাইতে পারে যে ছেলের হাম হইবে ।

হাম গায়ে চারি কি পাঁচ দিন থাকে । শেষে শুকাইয়া যায় এবং খোলস উঠিতে থাকে । হাম বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বরের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় । পবে কমিয়া যায় । কিন্তু পীড়া উৎকট হইলে সে ভাবটী আব হয় না । রোগী দাহে অস্থির হইয়া থাকে । হয়তো দুবস্ত অতিসার হয়, হয়তো অতিসারেই মৃত্যু হয় অথবা অব বিকাবে পবিণত হয় ।

হাম বাহির হইবার পর শবীরে পাথসেটে গন্ধ হয় । জ্বর সর্ব্ব শুদ্ধ নয় হইতে এগার দিন পর্য্যন্ত থাকে ।

লোকে হামকে বসন্তের বড়দাদা কহে । কেননা, ইহাব যন্ত্রণা ও ক্রিয়া অতিশয় উৎকট \* । দীর্ঘ কখন কখন এত

---

\* আবার হাম ও বসন্ত উভয়েই পিত্তশৈথিল্য রোগ, বোম্বাই বসন্ত পরিণামে বাতশৈথিল্য হয় । কেননা গ্রন্থিসকল বাতশৈথিল্য স্থান ।



অধিক হয় যে, মনে হয় যেন দাবানলের মধ্যে বসিয়া আছি । নাক কাণ ও চোখ দিয়া শ্রাব বাহির হইতেও পারে । গলার বীচি সকল ফুলিয়া উঠে এবং অতিশয় টাটাইয়া থাকে । উদরে সাজ্বাতিক বেদনা হয় এবং প্রস্রাবের উৎকট পীড়া হইতে পারে ।

রোগী অতিশয় শুষ্ক হইলে হাম হঠাৎ মিলাইয়া যাইতে পারে । ইহাকেই হামের “লাট খাওয়া” বলে । আর লোকে এই ভয়েই রোগীকে লজ্জন দিয়া শুষ্ক করিতে চাহে না । কিন্তু রোগীকে লজ্জন না দিলে অতিসার ও শ্লেষ্মা হইতে পারে ।

ব্যবস্থা । বনন করাইতে হয়, বিরচনও দিতে হয় । কিন্তু সামান্য সামান্য স্থলে প্রথম হইতেই মস্তুর বা মুগের যুষ ও খদিরাষ্টক সেবন করাইতে থাকিলে রোগ আর বাড়ে না । রোগী কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইয়া আসিলে ডাইলের যুষ রূতে উত্তমরূপে সাতলাইয়া দিবে । আব খদিরাষ্টক পাচনেও এক আধতোলা ঘৃত মিশ্রিত করিবে । কিন্তু অতিদারের বেগ থাকিলে রোগীকে শুষ্ক বলা যায় না । অতিসারে ঘৃত দিবে না । আর অতিসারে খদিরাষ্টক বন্ধ রাখিয়া বিষাদি পাচন দিবে । বিষাদি পাচন যথা ;—

বেলগুঁঠ, গোলঞ্চ, কুড়চী ও মৃতা ।

বিকারে বিকারের চিকিৎসা করিবে । অর্থাৎ দশমূল পাচন প্রভৃতি দিবে । বিকারের সহিত অতিসার থাকিলে দশমূলের সহিত গুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিবে । বিকারে লক্ষ্মীবিলাস, বেতালরস ও রসসিন্দূর ব্যবহার করা যাইতে পারে । হামের দাহে বসন্তের কোন একটী প্রলেপ সর্বদা মাখিবে ।

আমাদের ঔষধ ।

জর হইলেই পঞ্চপল্লব ১ নং । অমুপান মধু । তৃতীয় দিন হইতে পঞ্চপল্লব অর্দ্ধমাত্রা অমুপান সারস্বত দ্রুত । দাহে শরীরে সারস্বত দ্রুত মাথিবে ।

## ১১শ প্রকরণ ।

কলেরা বা বিষচিকা ।

কলেরার চলিত নাম ওলাউঠা [ ওলাউঠা অর্থাৎ ভেদ ও বমি ] এই রোগ বাজারে অধিক উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে স্ত্রীলোকেবা সচরাচর বাজাবভব কহিয়া থাকে । যাহাবা বাজারের প্রস্তুত আহাব অধিক ভক্ষণ করে, তাহাদেরই এই রোগ অধিক হয় । স্বপক অর্থাৎ ঘরের প্রস্তুত করা আহাব পরিমিত মাত্রায় পান ভোজন কবিলে এ বোগ হয় না । এ সম্বন্ধে সুশ্রুতের এই বচনটা সকলেরই মুখস্থ রাখা উচিত ;—

ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ ।

মুঢ়াস্তা মজিতায়ানো লভন্তে হশনলোলুপাঃ ॥

অর্থাৎ এ বোগ মিতাহারী দীর্ঘ প্রকৃতি লোকের হয় না । আহারলোভী মূর্খদেরই এ রোগ হইয়া থাকে ।

আমাদের শাস্ত্রে কলেরাকে সংক্রামক রোগ বলে না । তবে কলেরার ভয়ে কলেরা হইতে পারে । কারণ ভয়ে আহার জীর্ণ হয় না । ইংরাজীমতে এ রোগ সংক্রামক বটে, কিন্তু ইংরাজী পুস্তকেই লিখিয়াছে যে কলেরা রোগীর বিষ্ঠা ভক্ষণ করাইয়াও সুস্থলোকের কলেরা উৎপাদন করা যায় নাই ।) দেশে কলেরা

হইলে বাজারের আহার পরিত্যাগ করিবে । বিপুল অথচ পরিমিত আহার করিবে এবং আহারের পর ভয় পরিহার কবিবার চেষ্টা করিবে । রোগীর পরিবারেরা অতিশয় লঘু ভোজন করিবে ।

দেশে কলেরা দেখা দিলে অল্পপিত্ত রোগীরা সাবধান হইবে । কেননা এ বোগ তাহাদেরই অধিক হয় ।

কলেরা দুই প্রকার ;—পৈত্তিক ও সাত্ত্বাতিক ।

### পৈত্তিক বিসৃচিকা বা ব্রিটিশ কলেরা ।\*

ইহা গ্রীষ্মকালেই অধিক হয় । আর গরমই ইহার কারণ । এই পীড়া সন্দিগ্ধরমীর শ্রায় হঠাৎ হয় । উপরি উপরি ভেদবমি হয়, পরিমাণেও অধিক হয়, তবল হয় আর সবুজ বা কৃষ্ণবর্ণ হয় । পেটের ভিতর দাকণ যাতনা হয়, অতিসার মোচড়ানী ও কামড়ানী হয়, রোগী অবসন্ন হয়, হাত পা ও পেটে খিল ধরিয়াও থাকে, হিষ্কাও হইতে পারে, নিশ্বাসে টানও হইতে পারে । হাত ও পা ঠাণ্ডা হয় । দরদর করিয়া ঘাম বাহির হয় । রোগী যাতনায় অজ্ঞান হইতেও পারে । তবে বোগ প্রায় সাত্ত্বাতিক হয় না । উপদ্রব সকল আপনা হইতেই প্রায় দ্বিতীয় দিনে নিবৃত্ত হয় । রোগ প্রায় দিবাভাগেই হয় । নাড়ী সর্বদাই থাকে ।

সন্দিগ্ধরমীর সহিত ইহার প্রভেদ এই যে ইহাতে ভেদ ও

\* কেহ কেহ ইহাকে পিত্তশ্লেষ্মোদ্রগ সন্নিপাত বা ভল্লসন্নিপাত কহেন । সূত্রতের চিকিৎসা পাঠ করিলে বোধ হয়, যে তিনি বিসৃচিকা শব্দে এসিয়াটিক কলেরাই প্রধানরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন ।

যক্ষ্ম হয় । অথবা ভেদ ও যক্ষ্ম হয় বলিয়াই ইহা সন্দিগ্ধবর্মীর  
 প্রায় সহসা মাত্ৰাতীত হয় না । \*

অজীর্ণ অবস্থায় শরীরে অতিশয় অগ্নিতাপ বা সূর্য্যাতাপ  
 লাগিলে কখন কখন পেট কুলকুল করিয়া উঠে, তাড়াতাড়ি  
 দাস্তে যাইতে হয় । একপ অবস্থায় পৈত্তিক বিস্ফটিকা হইতে  
 পারে । অজীর্ণ পিত্ত সেই তাপে কুপিত হইয়া নির্গত হইতে  
 থাকে এবং শ্লেষ্মা কোষ্ঠ স্ফূর্তের প্রাচীর হইতে নির্গত হইয়া  
 উহার সহিত মিলিত হয় । এই জন্তই প্রচুর পরিমাণে সবুজবর্ণ  
 তরল বিষ্ঠা নির্গত হইয়া থাকে । ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে এই  
 রোগের জন্মস্থান যকৃৎ ও পাকস্থলী ।

ব্যবস্থা । ভেদ বমি যেমনই হউক না কেন রোগীকে  
 আধভরি সৈন্ধব লবণ ও আধভরি সোডা জলের সহিত প্রথমেই  
 পান করাইবে । অথবা নারিকেল স্কাব ও সোডা তুল্য পরিমাণে  
 মিশ্রিত করিয়া ঐকপে পান কবাইবে । তৃষ্ণায় বরফচূর্ণ  
 পান করিলে উপকার হয় । যদি ঔষধ বমি হইয়া যায়, তবে  
 পুনশ্চ দিবে । বমি ও দাস্ত বন্ধ হইলে এ ঔষধ দিবে না । বমি  
 যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ দেওয়া যাব, দাস্তেব রং পীতবর্ণ হইয়া  
 আনিলে এবং পরিমাণে কম পড়িলে আব দিবে না ।

ভেদ বমি হইয়া পেট খালি না হইলে অন্ত ঔষধ দিবে না ।

শাস্ত্রে যে অলসক বোগেব উল্লেখ আছে, তাহা এক প্রকার সন্দি  
 গবমা । ভোজনান্তে সে সন্দিগবমী হয়, অলসকেব লক্ষণ তাহাব অনদৃশ  
 নহে । অথবা আহাবেব অজীর্ণ অবস্থায় গবন লাগিলে যে সন্দিগবমী হয়,  
 তাহাও অলসক । আব অলসক বোগে ভেদবমি ও যক্ষ্ম হইতে থাকিলে,  
 তাহাকেই পৈত্তিক কলেরা বলা যায় । আবাব আহারেব অজীর্ণ অবস্থায়  
 শীত লাগিলে যে সন্দিগবমী হয়, তাহাকে বিলম্বিকা বলা যাইতে পারে ।  
 আব বিলম্বিকা বোগে ভেদবমি ও যক্ষ্ম হইলে এন্ট্রিয়াটিক কলেরা বলা যায় ।

পেটখালি হইয়া গেলে বিষাদি পাচন অল্প মাত্রায় ব্যবহার দিবে। পেট নিতান্তই ধরান আবশ্যক বোধ হইলে অথচ অধিক ঘন্য না থাকিলে বিষাদি পাচনের সহিত দুই গ্রেণ আফিং গুলিয়া দিবে। এ বোগে আফিং ও ব্রাণ্ডী দিবার আপত্তি নাই, তবে এই কপাটী মনে রাখিতে হইবে যে আফিং ঘন্য উৎপাদন করে এবং মূত্র বন্ধ করে। আর ব্রাণ্ডী ঘন্য নাশ করে কিন্তু মূত্র বন্ধ করে।

ভেদবনি এ রোগের সাত্বাত্তিক উপসর্গ নহে। ইহাও সাত্বাত্তিক উপসর্গ বায়ু বিকাব। আবার বায়ু বিকারের যত গুলি উপদ্রব আছে, তন্মধ্যে খন্টী (খিল ধবা) ও মূত্রবোধ প্রধান। মূত্ররোধ হইলেই বুঝিবে যে মস্তিষ্ক দূষিত হইয়াছে।

বোগের প্রথম অবস্থায় লবণ ও সোডা অথবা নাবিকেল ক্ষার ও সোডা ভাল। আর পেটখালি হইয়া আসিলে দশমূল পাচন ও শুঠচূর্ণ ভাল। এই যোগটী নিম্নলিখিত কষেকটী বোগে নির্দিষ্ট আছে ; —

দশমূলী কষায়েণ বিশ্বমক্ষসমং পিবেৎ জরে চৈবাতিসাবেচ সশোথে গ্রহণী গদে। অর্থাৎ জ্বর, অতিসার, শোথ ও গ্রহণী বোগে দশমূলের কাথ ও দুই তোলা শুঠচূর্ণ পান করিবে। অথবা যে রোগে জ্বর অতিসার শোথ ও গ্রহণীরোগ চারিটাই আছে, তাহাতেও পান করিবে।

শাস্ত্রে পুনশ্চ লিখিত হইয়াছে যে বায়ুবিকারের পক্ষে দশমূল উৎকৃষ্ট, বাতশ্লেষ্মার পক্ষে আরও উৎকৃষ্ট। ইহা পান করিলে ঘন্য নিবারিত হয়, হাত পা গরম হয়, মস্তিষ্ক দোষ অর্থাৎ তন্দ্রা প্রভৃতি নষ্ট হয়, হৃদয়ের বল হয় এবং মূত্রবোধ দূর হয়।

দুই তোলা দশমূল খেঁতো করিয়া চারিসের জলে দিক কর।

হুই সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লও । শীতল হইলে তাহা হইতে আধ ছটাক পরিমাণ গ্রহণ কর এবং তাহার সহিত সিকি ভরি পরিমাণে শুষ্কচূর্ণ মিশ্রিত কর । তাহাই রোগীকে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে থাক । উপকার হইলেই ঔষধ বন্ধ কর, পবে ছয় ঘণ্টা অন্তর দিতে থাক । তৃষ্ণা অধিক থাকিলে শুষ্কচূর্ণ বার বার দিও না । কেবল দশমূল পাচনই অন্ন অন্ন করিয়া পান করাষ্টতে থাক । মুখ ওদ হইলেই পাচন দিতে হইবে ; তৃষ্ণা বোধ কখনই করিবে না । মুখার পাচন ও তৃষ্ণা নাশক, ঐ নিয়মেই পাক করিয়া দিতে হয় ।

হাত পাণ্ডো বা অঙ্গ স্থানে খিস ধনিলে তপ্ত দশমূল পাচনে কাপড় ভিজাইয়া স্বেদ দাও । কিংবা শুষ্কচূর্ণ ও মৈন্ধব কাঁজী ও তিল তৈলেরে মাখ ও উষ্ণ করিয়া মালিশ কর । কিংবা স্কুণ্ডেণ ভল্লাতক তৈল বা রাস্নাদি তৈল মালিশ কর ।

মন্তব্য । ভেদবমি হইলেই বলিবা মনে করিও না । জরের পূর্বেও উপর্য্যপরি ভেদবমি হইতে পারে । একপ স্থলে ভেদবমি বন্ধ কবিলে বিকার হইতে পারে । যদি ভেদবমির সহিত নাড়ী চঞ্চল ও দেহ উষ্ণ থাকে, অথচ দরদর করিয়া ঘাম না হয়, তবে প্রবল জ্বর হইবাবই সম্ভাবনা । আবার জরের সঙ্গে ভেদবমি থাকিলেও কলেরা বলিয়া মনে করিতে নাই ।

পথ্য । ১২ ঘণ্টার মধ্যে পথ্য দিবে না । তনুস্থল শুষ্কচূর্ণ ও দশমূলের সহিত মাংসের বোল কি বা কই মাংসের বোল সিদ্ধ করিয়া দিবে । কিংবা মুগের বোল বা মসুরের বোল বা গাদালোর বোল দিবে ।

আমাদেব ঔষধ ।

দাস্ত বা বমন আরম্ভ হইলে একটা এক নম্বর পঞ্চপল্লব শুষ্কচূর্ণ

ও মধুস সহিত পান করিবে । আধ ঘণ্টা পবে আধ ভরি কলেরা চূণ ঠাণ্ডা জলের সহিত দিবে । পরে আর তিন ঘণ্টা ঔষধ দিবে না । কেবল পেটে সাদস্যত তৈল মালিস করিবে । ভূষা হইলে দশমূলের জল পূক্কোক্ত নিয়মে পান করিবে । নাড়ী ক্ষীণ হইলে ২নং পঞ্চপল্লব দিবে ।

### বাত শৈশ্বিক বিসৃচিকা বা এসিয়াটিক কলেরা ।

এই বোগ হঠাৎ হইতে পাবে । মৃত্যু কখন কখন আধ ঘণ্টার মধ্যে হয় । কখন বা বোগী প্রথম দান্তেব সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রাঘাতের স্থায় পতিত হয় । কিন্তু সচবাচব একপ ঘটনা হয় না ।

পৈত্তিক কলেবাকে ছবস্ত অতিসাবেব সহিত তুলনা করা গাইতে পাবে, আব এই কলেবাকে ছবস্ত রক্তশ্রাবের সহিত তুলনা করা যায় ।

প্রথম অবস্থা । প্রথম দুই চাৰি ঘণ্টা হয় তো সামান্য ভেদ উইয়া থাকে । হয় তো সমস্ত দিনই সামান্য ভেদ হয় । ভেদেব নহিত কোন প্ৰকাৰ যন্ত্রণা থাকে না । স্নাতবাং বোগী বিশেষ লক্ষ্য করে না । ভেদের সঙ্গে সঙ্গে হাত পা কাঁপিয়া থাকে, গদগদতা অন্তর্ভূত হয় এবং মাথাও ঘুরিয়া থাকে । এই লক্ষণ ণালিকে কলেবাব বাতিক লক্ষণ বলা যায় ।

দ্বিতীয় অবস্থা । রোগ প্রায় রাত্রেই বলবান হয় । দান্ত পাতলা ও পানমাণে অধিক হয়, পেট হইতে এক এক বারে এক এক স্রাব জল হুদাদ ঘুরিয়া বাহির হয়, দান্তে গন্ধ থাকে না, স্নিগ্ধ থাকে না, বং আমানীয় মত হয় । বমি হইতে থাকে আবাব নাও হইতে পারে । গল গল করিয়া শীতল ঘাম বাহির

হয়, পেটে অতিশয় জ্বালা বোধ হয়, বোগী পাণ্ডাস হইয়া যায় । মল যেমন বাহিব হয়, খিল ও তৃষ্ণা তেমনই সঙ্গে সঙ্গে হইতে থাকে । এমন কি প্রত্যেক দাস্তেব পরক্ষণেই বোগী খিল ধবি যাচ্ছে বলিয়া চীৎকার কবিসা উঠে এবং জল দাও জল দাও বলিয়া কাতবতা কবে । কিন্তু জল যতই দাও, তৃষ্ণাব নিবৃত্তি হইবে না । আব জল শরীবে শোষিত না হওয়াতে ক্রমে পেট কুলিয়া টব্ টব্ শব্দ হইতে থাকে । নাড়ী সরু ধাবে শীঘ্র শীঘ্র বহিতে থাকে অথবা একবাবেই দমিয়া যায় । নিশ্বাস শীঘ্র শীঘ্র পড়ে এবং টান হয় । বোগী অস্থির হইয়া পড়ে, এপাশ ওপাশ কবিতে থাকে, বাতাস কবিতে বলে, আবাব বাতাস কবিলে হাঁপাইয়া উঠে, প্রস্রাব বন্ধ হয়, শরীর চুপসিয়া যায়, কিন্তু মৃত্যু শীঘ্র হইলে শরীরেব বিশেষ বিকৃতি হয় না । মুখ বসিয়া যায়, দেখিলে মায়া হইয়া থাকে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়, চোখ বসিয়া যায়, আব চোখের চাবি কোলে এবং চী বাল দাগ পড়িয়া থাকে, আওয়াজ বসিয়া যায়, হিমাঙ্গ হয় । মাংসের উপর চিমটা কাটিলে অনেকক্ষণ চিমটিয়া থাকে, পবে আস্তে আস্তে পূবিয়া উঠে । ক্রমে নিশ্বাস ঠাণ্ডা হইয়া আসে, শরীরে শবের গন্ধ বাহিব হয়, বোগী সংজ্ঞা হীন ও স্পন্দহীন হইয়া থাকে, পবে মৃত্যু হয় । বোগীর সংজ্ঞা প্রায় শেষ পয্যন্ত থাকে, তন্ত্রা হয় বটে কিন্তু ডাকিলে চমকিয়া উঠে, জিজ্ঞাসা করিলে হয় তো বলে যে “তাল আছি ।”

তৃতীয় অবস্থা । দ্বিতীয় অবস্থায় মৃত্যু না হইলে বোগীর অবস্থাব ক্রমশঃ পবিবর্ত্ত হয় । প্রস্রাব হয় । অল্পে অল্পে নাড়ী আস্থিতে থাকে । অথবা নাড়ী আসিলেই বলা যাইতে পারে যে বোগীর প্রস্রাব হইয়াছে । \* গা গবম হইতে থাকে । এবং জীবনের ভাটা দূব হইয়া ক্রমশঃ জোয়ারের সঞ্চীর হয় ।



চতুর্থ অবস্থা । নাড়ী ক্রমশঃ বেগবতী হইয়া উঠে, এবং জ্বর হইতে পারে । সেই জ্বর বিকারে পরিণত হইলে মৃত্যু হইতে পাবে ।

কোন কোন মতে রোগী ১৮ ঘণ্টা জীবিত থাকিলে প্রায় মবে না ।\*

\* সন্দি গবর্মীস সহিত ইহার প্রভেদ এই যে ইহাতে ভেদ ৭২ ঘণ্টা হয় এবং নাড়ী দমিয়া যায় । অজ্ঞান অবস্থায় চঠাৎ শীত লাগিলে কখন বা সন্দি গবর্মী হয়, কখন না বক্তাতিসাব হয়, কখন বা এই বোগ হয় । পাকস্থলীর রোগ বল্য হইয়াছে যে আহাবের পব ৩৪ সেরের অধিক প্লেগ্মা পাকস্থলীতে ক্ষুদ্রিত হইয়া থাকে, এই প্লেগ্মা আহাব বসের সহিত পুনর্বাব শরীরে শোষিত হয় সন্দেহ নাই । কিন্তু যদি একপ মন কবা যায় যে, ঐ বস শরীরে শোষিত না হইবা কোন কাবণে অবোমার্গে শ্রাবিত হইলেও হইতে পারে, তাহা হইলে ইহাও অন্তনান কবিত্তে হইবে যে, বোগীব মৃত্যু হইতে পাবে, কেন না প্লেগ্মাই শরীরে বল ।

আব এইকপ অনুমান কবিবাব পাক্ণ ও যথেষ্ট কাবণ আছে যে, বাতশৈথিক বিসৃচিকায় শরীরের সন্নিহিত প্লেগ্মা আসিয়া পাকস্থলীতে উপস্থিত হয়, পবে প্রবল বেগে অধোমাগে নিষ্কাশিত হইতে থাকে । এই প্রকৃতি দাক্ষের বং শাদা হয় । যেহেতু প্লেগ্মাই ইহার উপাদান, অতএব বোগের প্রধান উৎপত্তি-স্থান পাকস্থলী ও ফুসফুস ।

যেমন অতিশয় বক্তশ্রাবের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী হঠাৎ দমিয়া যায় এবং মৃত্যু হইতে পাবে অথচ মৃত্যু না হইবা বক্ত আপনি বক্ত হইবা গেলে বোগী ঔষধ বিনাও ক্রমশঃ আন্তে আন্তে আপনি হুহু হয়, সেইকপ এই বোগেও প্লেগ্মার শ্রাবের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী দমিয়া যায় এবং মৃত্যু হইতে পারে, অথচ মৃত্যু না হইবা প্লেগ্মার শ্রাব আপনি বক্ত হইবা গেলে, রোগী ঔষধ বিনাও ক্রমশঃ আন্তে আন্তে আপনি হুহু হয় । যেমন অতিশয় বক্তশ্রাব ঔষধ দ্বারা বক্ত করিবার সময় পাওয়া যায় না, সেইকপ এ রোগে অতিশয় প্লেগ্মার শ্রাবও ঔষধ দ্বারা বক্ত করিবার সময় পাওয়া যায় না । শাস্ত্রে কহে যে বায়ু কুপিত হইয়াই প্লেগ্মা এইরূপে নিষ্কাশিত হয় এবং বায়ু ঐতল্য ; উহা অগ্নিতাপে শাস্ত হইয়া থাকে ।

ব্যবস্থা। প্রথমাবস্থায় শঙ্খাদি চূর্ণ কিম্বা দ্বিকৃত্তর হিঙ্গাদি চূর্ণ কিম্বা নাবিকেল স্কার ও সোডা একত্র দিবে। অথবা শুষ্ঠচূর্ণ ও দশমূল পাচন একত্র কবিত্ব দিবে।

দ্বিতীয় অবস্থায় বোগীব নিকটে অগ্নি স্থাপন কবিত্ব। সন্ধ্যাে বালুকা স্বেদ দিবে। কিম্বা বাজীব স্বেদ দিবে। স্বেদ শীত্ৰ শীত্ৰ দিবে, যেন বিবান না হয়। চাবি পাঁচ জনে চাবি পাচটা পুটলী করিয়া স্বেদ দিবে। মাথায প'য়ে হাতে ও তলপেটে স্বেদ দিবে। দক্ষিণ বক্ষেও স্বেদ দিবে। পা ও হান্

এই রোগে বক্তেব স্লেমা পাকস্থলী ও অন্ত্র দ্বাবা অধোমাগে নিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। অতএব যদি বোগীব এবং পুণ দশমূল জল পান কবাইয়া পাকস্থলী পূর্ণ ব'না হয় এবং পুণ মাত্রায় অল্প ন ত্রিক বাস্ত দেওয়া হয়, অথচ বোগীব শীত্ৰ তপ্তিতে অতিশয় উষ্ণ ক'বা হয় তবে রোগ থাকিতে পারে না বলিয়াহ ম ন হয়। লবণ যুক্ত দশমূল জল বাউনাশব, বস্তি বাউনাশক এবং অগ্নিতাপ বা ন'ব। এ সিকে আধাব পাকস্থলী ও অধোমাগের জল ও বস্তি ত্রব্যে পুণ পাবান্বে স্লেমা সঞ্চিত বা নিগত হইবার অবসর পায় না, কেন না দুই বস্ত্র এক স্থান অব শ'ব ব'বিত্তে পাবে না।

বোগীকে প্রথমেই অগ্নিতপ্ত স্থানে স্থাপিত ক'বা উচিত, উহাব সন্ধ্যাে তপ্ত ক'বা উচিত। কেন না এই উপায়ে বাগু (Nervous excitation) সদ্য সদ্য শান্ত হয়। বাগু কিকিৎ শান্ত না হইলে তহার বেগে দশমূল ও বস্তি স্রব্য উদ্ধ ও অধোমাগে বেগে নিদ্ধান্ত হইতে পারে, সুতরাং বল না হইতে পারে।

চিকিৎসক আন্তর্ঘাতী এনিমাটিক কলেরায় এইক'পই চিকিৎসা কবিত্বেন :

ডাক্তার মুরে (Dr. Murry) বলেন যে আধ অর্ডিস লবণ, আধ ডাম সোডা এবং দশ ছটাক গবন জল একত্র কবিত্ব পিচকাবী দিবে। তাহাতে থিল ধবা নিবৃত্তি হয়, পেটের যাতনা যায়, দান্ত বন্ধ হয়, ঘুম আসে এবং নাড়ী আসিয়া থাকে। এসিয়াটিক কলেরায় পিচকাবী একপ উপকাবী হইলেও না দেওয়া হ'ব কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, চিকিৎসকেবা বোধ হয় কেবল সংক্রামণের ভয়েই রোগের সহিত ওরূপ সাক্ষাৎ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহেন।

সর্বদা উষ্ণ রাখিবে । তৃষ্ণায় অগ্নিতাপ, দাহে অগ্নিতাপ, খিল খবিলে অগ্নিতাপ এবং ঘাম হইলেও অগ্নিতাপ দাও । রোগী নাড়ী হীন ও অচেতন হইলেও অগ্নিতাপ দাও ।

বমি ও মলে বৎ থাকিলে বন্ধ না করিলেও চলে । কিন্তু এসিয়াটিক কলেরার জলবৎ ভেদ ও বমি বন্ধ করিতে পাবিলেই মঙ্গল । বস্তি ভিন্ন ভেদ সহসা বন্ধ কবা যায় না । রোগীকে অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি দিবে । আব বস্তির পাচনে তৈল ও মধু যোগ না করিয়া পাচনের অন্ধ আমানী যোগ করিতে পাবিলে শীঘ্র কাজ হইবে । পূর্বে যেকপ দশমূলের জল পাক করিতে বলা হইয়াছে, সেটুকপ জল, এক ভবি সৈন্ধবেব সহিত, বোগীকে আকর্ষ পান করাইবে । যদি তাহা বনি হইয়া যায়, তবে পুনশ্চ পান করাইবে ।

চিকিৎসকেব প্রবান কর্তব্য ভেদ বমি বন্ধ কবা । কেননা এসিয়াটিক কলেরার ভেদ বমি ও বন্ধশ্রাব একই জিনিষ । ভেদ বমি বন্ধ হইলে বোগী আপনিই বাচিয়া গাইতে পাবে ।

যদি ভেদ বমি বন্ধ হইবাব পব বিবাব থাকিয়া যায়, তবে

একজন সম্মান্ত লোক বলেন যে ডাঙাব গুড়ভ এবং বার দুইজন চাকরকে এরূপ তৈলেব পিচকাবী দিয়া আবান করিয়াছিলেন । এবং তৈলেব সহিত কয়েক খোচা করিয়া লড়েনম যোগ কবা হইয়াছিল । পিচকাবী দিবাব পব পিচকাবীর নল কিছুক্ষণ ধরিয়া গুড়ের মনোহ রাখা হইয়াছিল, পাব খুলিয়া লইয়া বস্তি দ্রব্য বাহিব হইয়া আসিলে, দ্বিতীয় বাব বস্তি দেওগ হইয়াছিল ।

বাগলট বলেন যে, ঔষধ জীর্ণ হইয়াই শরীরের উপব ক্রিয়া করে, কিন্তু কলেরা প্রভৃতি রোগে পাচকাগ্নি আপনা লইয়াই বাপ্ত, ঔষধ জীর্ণ করিবে কে ? অতএব কলেরা প্রভৃতি বোগের উৎকট অবস্থায় ঔষধ দিবে না । বোগীকে সংশোধন করিবে অর্থাৎ বমন বিরচন ও বস্তি দিবে । প্রথমে বচচূর্ণ, সৈন্ধব ও মদন ফলের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করাইয়া বমন করাও । পরে বিরচন ও বস্তি দিবে ।

বিকারের চিকিৎসা করিবে। রোগীকে অগ্নিতাপ দিবে। আর দশমূল জল পান করাইবে। মুখ শুষ্ক হইলেই ঐ জল একটু একটু দিবে। প্রত্যেক বারে আট দশ ফোঁটা গোড়া নেবুব রস যোগ করিবে। তৃষ্ণায় টাটকা আমানী পান করিতে দেওয়া যায়। ভেদ বমিব বর্ণ আমানীর মত হইলে যদি রোগীকে সৈন্ধবেব সহিত আকর্ষ আমানী পান করান যায় আর শুষ্কভাবে সৈন্ধবেব সহিত তপ্ত আমানীর পিচকাবী দেওয়া যায়, তবে আব কোন ঔষধ লাগে না। এই যোগটী আনাদেব কল্পিত। দরিদ্র রোগীর এইরূপ চিকিৎসাই সুবিধা। ৪১৫ বৎসরের শিশু ডই দান্তেরও অপেক্ষা সয না। দশমূল পাচন প্রস্তুত কনিবার সময় পাওয়া যায় না। উহাকে প্রথম দান্তের পরই আমানীর বস্তু দিবে।

ভেদ বমি বন্ধ হইবার পর যে সকল উপদ্রব থাকিবে তাহাতে দশমূল জল পান করাইবে আর অগ্নিতাপ দিবে। ডাক্তারী চিকিৎসায় বোগীব চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ জ্বর প্রায়ই ঘটে, কিন্তু বাঙ্গালী চিকিৎসায় চতুর্থ অবস্থা ঘটে না, আব যদিই ঘটে তবে সে স্থলে দশমূল পাচনই যথেষ্ট।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নিম্নলিখিত নষ্ট ও অঙ্গন দিবে;—

(ক) বোগীব তন্দ্রা হইতে দিবে না। তন্দ্রা আসিলে চোখে রসোনের রস দিবে। নাকে আদা কিম্বা গুঁঠের নষ্ট দিবে। সুশ্রুত বলেন যে গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, উষ্ণকরজার ফল, হরিদ্রা ও মাতুলুঙ্গীর (গোড়া নেবুব) মূল সমান সমান ভাগে গিশ্রিত করিয়া বটী করিবে এবং ছায়ায় শুকাইয়া রাখিবে। এই বটীকার অঙ্গনের এমনই একটী প্রভাব যে তাহাতে বিস্-চিকার সমস্ত উপদ্রব নষ্ট হয়।

কিন্তু তন্ত্রা (Syncope) ও নিদ্রা এক নহে। রোগী নিদ্রা গেলে তাহাকে নশ্র বা কাজল দিয়া জাগাইতে নাই। আবার নাড়ী না থাকিলে রোগীর নিদ্রা যাওয়া সম্ভব হয় না, তন্ত্রা যাওয়াই সম্ভব।

ভেদ বা বমি অধিক হইতে থাকিলে একখানি কাটারী আঙুলে বেশ করিয়া তাতাইয়া গোড়ালীর পিঠে ছাঁকা দিবে। বেন রোগী চমকিয়া উঠে। আর এই সময় নাকে গুঁঠের নশ্র দিবে।

খিল ধরিলে কুড়ূর্ণ ও সৈন্ধব আনানীর সহিত গরম করিয়া না লস করিতে হয়।

তৃণ অসহ হইলে বমি করাইবে। নিমছাল, গোলঞ্চ, ডহর-করঞ্জাব ফল, আপাসের বীজ, শ্বেত তুঙ্গনীর বীজ ও ইন্দ্রযব অথবা তদভাবে নিমছাল, গোলঞ্চ ও ইন্দ্রযব সর্বগুণ্ড দুই তোলা, জল চারি সের ও পাকাস্তে দুই সের গ্রহণ করিবে। এবং রোগী যতটা একবারে পান করিতে পাবে, ততটা পাচনে সৈন্ধব এক তোলা ও মধু এক তোলা যোগ করিয়া পান করাইবে।

রোগীর চক্ষু লাল হইলে আমলকী চূর্ণ, কিঞ্চিৎ ঘৃত ও যথা পরিমাণ কাঁজী বা আমানীর সহিত মিশ্রিত করিয়া, কপালে ও মাথার তালুতে প্রলেপ দিয়া মাথায় বাতাস করিতে থাকিবে।

কলেরা রোগী হাঁপাইতে থাকিলে মাথায় পাখার বাতাস দিবে।

কাঠ বমি হইতে থাকিলে এক আধ তোলা গোলঞ্চের রস কিঞ্চিৎ মধুর সহিত চাটতে দিবে।

হিকাতে দশমূলের জল দিবে, এবং ঐ জলের সহিত দুই চারি ফোঁটা ঝাড়ার রস ও গোঁড়া নেবুর রস দিবে। মৃগনাভি

অতিশয় হিকানাশক ; উহা দশমূলের সহিত গুলিয়া দেওয়া যায় ।

• ধনুস্তুরি কহেন যে বিস্ফটিকাবোগীব দস্ত ওষ্ঠ ও নখ নীল হইয়া গেলে, চেতনা অল্প হইয়া আসিলে, বমি ও ভেদ অধিক হইয়া থাকিলে, চোখ বসিয়া গেলে এবং আঁওয়ার্জ দমিয়া গেলে সে আর বাচে না ।\*

আমাদেব ঔষধ ।

পৈত্তিক কলেবাব ত্রান ।

## ১২ প্রকরণ ।

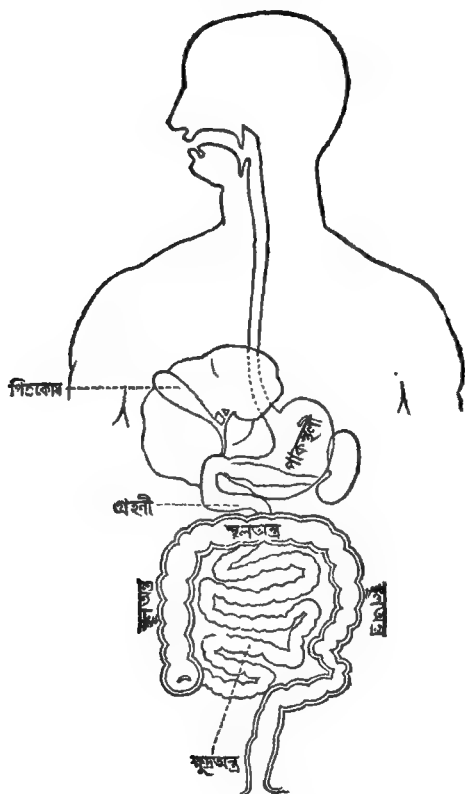
পাকস্থলী ও গ্রহণীৰ বোগ ।†

অন্নবমি । কাহাবও কাহাবও আতানেব পব হুড হুড কবিয়া অন্ন বমি হইয়া যায় । লোকে ইহাকে সচরাচর অন্নবোগ কহে ।

\* কেহ কেহ বলেন যে বিস্ফটিকা ও কলেবা এক নহে । কিন্তু ধনুস্তুরিবিব এই লক্ষণটী এসিয়াটিক কলেবাব ছবি বলিমেও দোষ হয় না ।

† পাকস্থলীকে সংস্কৃত ভাষায় আমাশয় কহে । অন্ন মুগ্ধাবা আমাশয়ে উপস্থিত হইলে আমাশয়ের গাত্র হইতে এক প্রকাব অন্নরস অতি হৃক্ষধাবায় নিঃসৃত হইয়া অগ্নের সহিত মিশ্রিত হয় । সংস্কৃত ভাষায় এই বসকে ব্রেন্ন মেন্স্ট্রা বলে, ইংৰাজিতে গ্যাস্ট্রিক য়ুম বলে । ডাক্তার ব্রিটন বলেন যে দিবাৰাত্রে এই রস দশ হইতে কুড়ি পাইন্ট পর্যন্ত নিঃসৃত হয় । পাকস্থলীৰ বায়ুশক্তি ( Nervous function ) ক্ষীণ হইলে কখন কখন অন্ন পাকস্থলীতে প্রবেশ করিবারাত্র, ব্রেন্নরস সহসা ভূরি পরিমাণে ন্যাহিব হয় । বোগী আহাব কালে তাঁহা বুঝিতে পাবে, কেননা কুল কল্ল শব্দ হয় এবং উদব স্পন্দিত হইয়া থাকে : বোগী তখন হয়তো কহে “আজিঞ্জুখা বেশ আছে বটে কিন্তু আজি আমার পেট কামড়াইবে ।”

পাক ক্রিয়া । অন্ন ক্রেনন রসের সহিত মিশ্রিত হইলে পাকস্থলী উহাকে  
“বাম হইতে দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ হইতে বাম দিকে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন



করিতে থাকে এবং নিশ্বাসীভূত করে । ইহাতে অন্ন তরলীভাব প্রাপ্ত হইয়া  
নাভিস্থলে গ্রহণী নামক আশ্রয়ে উপস্থিত হয় । গ্রহণীকে ইংরাজীতে ডিওডিনাম  
অর্থাৎ “দ্বাদশাঙ্গুল” কহে । কেননা পঁচাত্তর দিনের মধ্যে ইহার পরিমাণ  
মিল্লহস্তের দ্বাদশ অঙ্গুল । এই স্থানে অন্ন পাচক-পিত্তের সহিত মিলিত হয় ;  
তাহাতেই পাকক্রিয়া সম্পন্ন হয় । পাচক-পিত্ত পিত্ত কোষ হইতে আসে ।

যে কারণে এই বমি হয়, তাহা টিপ্পনীতে \* বলা হইল । এরূপ  
রোগে সচরাচর ক্ষুধামান থাকে না ।

পিত্ত যকৃৎ হইতে আসিয়া অগ্রে পিত্তকোষে সঞ্চিত থাকে, অনন্তর অগ্নবস  
গ্রহণীতে আসিয়া পৌছিলে পিত্তকোষের পিত্ত গ্রহণীতে আসিয়া নামে । পিত্ত-  
কোষকে ইংরাজিতে গল্-ব্লাডব বলে ।

অন্ন পাকস্থলীর মধ্যে সচরাচর তিন চাৰি ঘণ্টা থাকে, পরে তবলীভাব  
প্রাপ্ত হইয়া গ্রহণীতে গমন করে ।

চৰক কহেন যে পাচকাগ্নি দুৰ্বল হইলে অন্ন বিদগ্ধ বা অন্নপাক হয় ।  
সেই অন্নপাক অন্ন হয় বমি দ্বাৰা উৰ্দ্ধগত হয়, না হয় অধোভাগে মলদ্বাৰ দিয়া  
নিকাস্ত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে শেষোক্ত অবস্থাকে গ্রহণী দোষ বলে । সুশ্রুত  
ও বাগভট বলেন যে, গ্রহণী দুৰ্বল হইলে তন্মধ্যে অন্ন অপৰ থাকিতেই মলদ্বাৰ  
দিয়া নিকাস্ত হয় । এই অবস্থাকে গ্রহণী বোগ কহে । গ্রহণীদোষে উদরামৰ  
হয়, আবাব মধ্যে মধ্যে দাস্ত বন্ধও হয় ।

৮ অন্নবমি : যদি বেদনবস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয় অথচ তৎকালে  
আমাশয় অন্তকে যথেষ্ট বেগে সকালন ও নিষ্পীড়ন করিতে না পাবে, তবে  
অজীর্ণ অন্ন ও স্নেহা মিলিত হইয়া পাকস্থলীর উদ্বেজনা উপস্থিত করে । তখন  
পেট হইতে গলা পয্যন্ত জ্বলিতে থাকে, পেট ফুলিয়া উঠে, স্পন্দিত হইতে  
থাকে, অসহ্য অম্ব উল্কাব ( চুনা ঢেব ) উত্তিতে পাবে এবং আমাশয়ের গাত্র  
ব্রেন্দন বসেব অল্পস্পর্শে জ্বলিতে থাকে । এইরূপ জ্বালাকে কখন জ্বালা কখন  
না কানড়ানী বলিয়া মনে হয় । পাকস্থলী এইরূপে উদ্বেজিত হইলে অন্ন বমি  
হইয়া যায় । এই বমির স্বাদ কখন কখন একপ উৎকট অন্ন হয়, যে জিহ্বা  
অসহ্য বোধ করে । নাড়ী চঞ্চল ও মোটা থাকে । এই বোগে দাস্ত পাতলা  
হয় আৰ দাণ্ডুব সহিত শব্দ হয় ।

‘পিত্ত পড়িবার পব’ অর্থাৎ আহাবের সময় অতীত হইবার পব আহাব  
না করিলে শরীর উষ্ণ হয়, চক্ষু ঝেং পীতবর্ণ হয় এবং মাথা ধরে । গ্রহণীর  
পিত্ত অন্তকাৰণে উদ্ভূত হইলেও পাকস্থলীতে উল্কাণ হয়, তাহাতেও অন্ন বমি  
হয় । অনন্তর আহার করিলে হয় তো সে আহার বমি হইয়া যায় । আহাবের  
সহিত অজীর্ণ পিত্ত ( সব্জ বর্ণ পিত্ত ) বমি হইয়া থাকে । নাভিশূল দেখ ।  
অবার শিরোযোগেও বমি হইতে পারে । অতএব পাকস্থলীর দোষে বমি  
হইতেছে, কি মাধার দোষে বমি হইতেছে, তাহা স্থির করিবার জন্য কৌতূহল  
হইতে পারে ।



ব্যবস্থা । অন্ন বমি রোগে তিন দিন বা একসপ্তাহ ভাত বন্ধ কর । কেননা ভাত শেয়া করে । অথচ অন্নবমি রোগ শ্লেষ্মারই প্রধান কার্য্য । জলপান না করাই ভাল । অতিশয় তৃষ্ণায় বরফ খাওয়া যাইতে পারে । অন্নকালে যে আহার সহ্য হয়, তাহাই কর । মাংসযুষ, ববের মণ্ড, মুদগযুষ বা গরম দুধ সহ

পাকস্থলী ও ব্রণার দোষে বমি ।	শিবোবোগ বা বায়ুবোগে বমি ।
১। গা শুকাব কবে ।	১। গা শুকাব কবে না ।
২। মুখে ওল টপে লাল বাড়ে ।	২। মুখে ভস উঠে না, লাল বাড়ে না
৩। বমির পব শব্দস্বর হয় ।	৩। অবসাদ হয় না ।
৪। বমি দমকে দমবে নিগত হয় ।	৪। সহসা ও অরেশে নির্গত হয় ।
৫। পেট খালি হইলে উৎকেশ থাকে ।	৫। পেট খালি হইলেও উৎকেশ থাকে না ।
৬। বমির নাক্ষ পিত্ত, বহু, অন্ন, ভৃগজ ও অদপব তন্ম উঠে ।	৬। আহাব সম্পূর্ণ অপর অবস্থায় উঠে । নজ্জ ফেন বাহিব হয় ।
৭। ক্ষুধা বা এটি থাকে না ।	৭। ক্ষুধা থাকে । হয় তো বমির পবই ভাজনেচ্ছা হয় ।
৮। কোষ্ঠ বন্ধ থাকে না, আন থাকে না মল স্রবণ হয় ।	৮। কোষ্ঠ বন্ধ থাকে । কিম্বা মল ওটলে হয় ।
৯। ক্ষেমা ও পিত্তের উপসর্গ থাকে ।	৯। বায়ব উপসর্গ থাকে ।

বহুমাত্র । ব্লেদনবস আনাথ্যে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইলে, নানিকে লেব অন্তরস্ত জলেব ছায়া, পেটের ভিতর টঙ্ক বগ্ন করিতে থাকে ; রোগী এপাশ ওপাশ কিবিধা পেট নাড়িতে থাকিলে একটু দূর হইতেও শব্দ শোনা যায় । পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই সময় পেটের উপর শূলনাশক তৈল আন্তে আন্তে মর্দন করিলে প্রায় এক গটার মধ্যে প্রস্রাবের চেষ্ঠা হয় । অনন্তর প্রস্রাব পবিত্যাগ করিয়া আসিলে পেট খালি হইয়া যায়, তখন কামডানিও নিবৃত্ত হয়, কিঞ্চিৎ দুর্বলতাও অনুভূত হয় । সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই প্রস্রাবের স্রাব কিঞ্চিৎ তন্ন । তবেই অঙ্গীর্ণবশতঃ প্রস্রাবের অধিক্য হইতে পশুর, একরূপ স্থলে, অবশ্য প্রমেহের ঔষধ না দিয়া পাচক ঔষধ দেওয়া উচিত ।

হইতে পারে। ক্রমশঃ ডালকুটি সহ হইতে পারে। পরে ভাত  
ক্ষারভুক্ত করিবে। ভাতের সঙ্গে এক ভিন্ন দুই তরকারি একবারে  
খাইলে সহ্য হয় না। সুগের ডাল, ভাত, মাংস, মৎস্য ও বেগুন  
সহ হইয়া থাকে। আলু সহ্য হয় না। দুধ কুটী ও চিনি সহ্য  
হয়। এই রোগে উপবাস করিবে না, কাহিল হইয়া পড়িবে।  
নিদ্রার ভাগ অল্প ও জাগরণের ভাগ অধিক হওয়া উচিত।

অন্নবমি রোগে আহ্বারের সঙ্গে দুই তিনবার ক্ষাব সেবন  
করিবে। ক্ষাব যথা ;—সাজিষ্কার বা সোডা, শামুক ভস্ম, শঙ্খাদি  
চূর্ণ, বার্তাকু গুড়িকা। কিন্তু আমাশয়ে ক্ষত থাকিলে তীক্ষ্ণ  
ক্ষারে আলা করে।\* বিলঘুটের শাদা ছাই অথবা কুয়াণ্ড ভস্ম  
সেবন করা ভাল। কাঁচা কুয়াণ্ডফল খণ্ড খণ্ড শুষ্ক করিয়া  
অস্তর্ধূমে দগ্ধ করিতে হয়। অনন্তর উহার সহিত গুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত  
করিয়া উষ্ণ জলের সহিত কিংবা অম্লের সহিত সেবন করিতে হয়।

এই রোগে আহ্বারের পূর্বে গুঁঠ আতাইচ ও মৃতার কাথ  
সেবন করিবে। অথবা মধুপান করিবে।

বমি আসিলে অবশুই বমি করিবে। কেননা বমিতে শরীর  
শোধিত হয়। এই জন্তই প্রবাদ আছে যে অন্নরোগীরা অনেক  
দিন বাঁচে।

---

আমাশয়ে ক্ষত থাকিলেও অন্ন বমি হয়। আহ্বারের পর আমাশয়ের  
মধ্যে দাহ ও কামডানী হয়, অম্লোক্ষাব ও তৃষ্ণা হয়, টিপিলে বেদনা বাড়ে।  
বমি হইলে যন্ত্রণা যায়, নতুবা আধঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। এই  
রোগে শরীর ফেকাশে হইয়া যায়। আমাশয়ের ভিতর রক্তপাত হইয়া মৃত্যু  
হইতে পারে। পথ্য দ্রব ও ঘবের মণ্ড। কেহ কেহ বলেন যে এইরূপ অন্ন  
বমি হোগে বরিচের সহিত কাঁটা নটের শিকড় বাটিয়া খাইলে সদ্য উপকার  
হয়। ইহাতে ক্ষত নাশক ঔষধ সকল পান করিবে। প্রায়তন ঘত মালিস  
করিবে।

বমির চেষ্টা থাকিলে অথচ আপনি বমি না হইলে গলায় অঙ্গুল দিয়া বমি করিবে । জিবার গোড়ায় অঙ্গুল দিয়া চাপিয়া বারিলেই বমি হয় । গলার ভিতর অঙ্গুল দিয়া খোঁচাইতে নাই । এই রোগে তিন প্রকার বমন ঔষধ নির্দিষ্ট আছে ;—

- (১) সৈন্ধব  $\frac{1}{2}$  ঘবচূর্ণ  $\frac{1}{2}$  উষ্ণজল ।
- (২) পিপুল  $\frac{1}{2}$  সর্ষপচূর্ণ  $\frac{1}{2}$  উষ্ণজল ।
- (৩) সৈন্ধব  $\frac{1}{2}$  যোয়ান  $\frac{1}{2}$  উষ্ণজল ।

### অনুবন্ধ রোগ । \*

অন্ন পাকস্থলীতে দীর্ঘকাল বদ্ধ থাকে অর্থাৎ জীর্ণ হয় না, এই জন্ত এই রোগকে অন্ন বদ্ধ বলিতে পারা যায় । আবার অতি-

দ্রুত কারণে অন্ন বদ্ধ হয় । অতি ভোজন করিলে আহাৰ দ্বারা পাক-স্থলীর পাত্র পর্যাপ্ত পূরিয়া বাওয়াতে পাকস্থলীর গাত্র হইতে পাচক রস নিঃসৃত হইতে পারে না আর পাকস্থলীর সঞ্চালন শক্তি রুদ্ধ হয় । সুতরাং পাকক্রিয়ার অভাবে অন্ন পাকস্থলীতে দীর্ঘকাল বদ্ধ থাকে । দ্বিতীয় কারণ এই যে পাক-স্থলীর বায়ুশক্তি কুপিত হইলে পাচক স্রোত যথেষ্ট পরিমাণে নিঃসৃত হয় না এবং সঞ্চালন শক্তিও থাকে না ; সুতরাং অন্ন অন্ন ভোজন করিলেও দীর্ঘকাল পাকস্থলীতে বদ্ধ থাকে ।

পাকস্থলীর বায়ুশক্তির উগ্রতা ( Exaggeration of nervous function ) হইলে রুদ্ধ স্রোত যথেষ্ট পরিমাণে নিঃসৃত হয় না । আবার পাকস্থলীর সঞ্চালন ক্রিয়াও যথেষ্ট থাকে না । সুতরাং একরূপ স্থলে অন্ন ভোজন করিলেও অতি ভোজনের স্থায় ফল হয়, পেট টান টান বোধ হয়, মনে হয় যেন ‘ঢিপি’ হইয়া আছে, পাকস্থলী উদ্বেজিত হইতে পারে, আহাৰের পর গলার কাছে এক আধবার অন্ন রসের উল্লাম হইতে পারে । সময়ে সময়ে ড়েকুর উঠিতে পারে, বায়ুতে পেটও পূর্ণ হইতে পারে, আর বায়ু সরিলে আরামও বোধ হয় — নাড়ী সৰু থাকে ।\*

ভোজনেও 'এ' রোগ হইতে পারে। কেননা এরূপ স্থলেও আহার দীর্ঘকালে জীর্ণ হয়।

ব্যবস্থা। অতি ভোজনে 'এ' রোগ হইলে দ্বিতীয় অন্ন কালে উপবাস করিতে হয়। আর পেট হাঁস ফাঁস করিতে থাকিলে বমি করা ভাল। 'এ' রোগ শারীরিক পরিশ্রমে কমে, মানসিক পরিশ্রমে বাড়ে। অন্নবমি রোগ শারীরিক পরিশ্রমে বাড়ে, মানসিক পরিশ্রমে কমে। অন্ন-বমি-রোগে উপবাসে দুর্বলতা হয়, 'এ' রোগে তাহা হয় না। 'এ' রোগ দিবা নিদ্রায় কমে, অন্ন বমি রোগ দিবা নিদ্রায় বাড়ে। 'এ' রোগে মল কঠিন হয়, অন্ন-বমি রোগে মল তরল হয়।\* 'এ' রোগে অন্ন ও ঔষধ সহ্য হয়, অন্নবমি রোগে তাহা সহ্য হয় না।

'এ' রোগে লঘু ভোজন করিবে। তাহাতে দুঃখ হইবে না এবং দীর্ঘ জীবনের ব্যাঘাত হইবে না। রোগী আহারের পূর্বে কুঙ্ক-প্রসারিণী তৈল পেটে মালিস করিবে, তদভাবে তপ্ত নারিকেল তৈল মালিস করিবে। নিম্নলিখিত যোগ গুলি ব্যবহার্য।

১। চরক মতে ভোজনের পূর্বে সৈন্ধবের সহিত মদিরা পান করিবে।

২। ডাক্তারী মতে এক গ্লাস জলে আধ ছটাক ব্রাণ্ডী মিশ্রিত করিয়া আহারের পর পান করিবে।

৩। অন্ন রস, মাষকলায়ের ডাল এবং অপমানী উপকারী।

অন্নবমি রোগে স্নেহের প্রকোপ থাকে। অন্নবন্ধ রোগে বায়ুর প্রকোপ থাকে। অন্নবমি রোগে উদরাময় হয়। 'এ' রোগে উদরাময় হয় না, বটে, কিন্তু কলেরার ভয় আছে। অন্নবমি রোগে ক্ষার প্রভৃতি অবসাদক ঔষধ (Sedatives) ব্যবহার্য। 'এ' রোগে মদ প্রভৃতি উষ্ণ জন্ম (Stimulants) ব্যবহার্য।

৪। মৃগনাতির সহিত মকরধ্বজ সেবন করিবে। চা উপকারী।

৫। আহারের পূর্বে নেবুর রসের সহিত অম্বিত্ত্বা বটা সেবন করিবে।

৬। ভাতের সহিত গোঁড়া নেবুর রস পান করিবে।

৭। হরীতকী, সৌবর্জল, কৃষ্ণজীরা ও মরিচের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। কেহ কেহ বলেন যে এই ষোণটী অন্নবমি রোগের ঔষধ।

৮। আহারের পূর্বে পঞ্চকোল পাচন এবং সৈন্ধব ও দুই তিন রতি ঘৃত ভট্ট হিঙ্গু চূর্ণ একত্র করিয়া খাইবে।

গ্রহণী দোষ। চরকের মতে তিত্ত অথচ অন্ন উল্গার গ্রহণী দোষে উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত রোগ সকল কেবল এক গ্রহণী রোগেরই উপসর্গ হইতে পারে।

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ১। অন্ন ও তিত্ত উল্গাব।   | ১১। অগ্নিমান্দ্য ও অতি ক্ষুধা।                  |
| ২। তমকবাস ও সন্ধি।        | ১২। হৃদ্রোগ ও হৃৎকম্প।                          |
| ৩। বহুমূত্র ও তৃষ্ণা।     | ১৩। কৃণতা ও দুর্বলতা।                           |
| ৪। হাত ও পায়ে শোথ।       | ১৪। নীলবর্ণ মল। অনিদ্রা।                        |
| ৫। মুগ্ধ্রাব ও খুৎকবণ।    | ১৫। সন্দিকতা, বিষণ্ণতা<br>ও সবদা মন্দের আশঙ্কা। |
| ৬। আমবাত বা গেষ্টেবাত।    | ১৬। পুনঃ পুনঃ অন্ন অন্ন মলত্যাগ।                |
| ৭। তিমির বা ঝাপসা দেগা।   | অপক মল নির্গম।                                  |
| ৮। কর্ণশূল ও দন্তশূল।     |   |
| ৯। পার্শ্বশূল ও বক্ষঃশূল। | ১৭। দাহ ও ষষ্ঠ্য।                               |
| ১০। ব্রণ বা কঁচকী।        | ১৮। সময়ে সময়ে মাথা ধরা।                       |

১৯। অর্শঃ, গ্ৰীহা, গুদ্র, শোথ।\*

\* তত্ত্বিন্ন কলেরা জ্বর প্রভৃতি রোগ সমূহও গ্রহণী রোগের সহিত পাঞ্চাং বা অসাম্পাঞ্চ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। আয়ুর্বেদে সর্বপ্রকার রোগকেই অতি ভোজন বা বিরুদ্ধ ভোজনের সাম্পাঞ্চ বা আংশিক ফল বলা হইয়াছে। আবার পাঞ্চ-

ব্যবস্থা । উপরিলিখিত সমস্ত রোগই কেবল এক বিরচন দ্বারা নির্মূল হইতে পারে । আর এ স্থলে এরও তৈল সর্বোৎকৃষ্ট বিরচন । স্বল্প পঞ্চমূল বা দশমূল পাচনের সহিত এবং তৈল পান করিবে । কখন কখন উপর্যুপরি কয়েক দিন পান করিতে হয় । কিন্তু তখন আর পূর্ণমাত্রায় পান না করিয়া প্রত্যহ রাত্রিকালে আহারের তিন চারি ঘণ্টা পরে পান করিতে হয় । পাচনের সহিত পান করিলে শীঘ্র দান্ত হয় । যাহা হউক ঐ সকল রোগে কেবল এরও তৈলই যথেষ্ট ।

অবিপাকিকরচূর্ণ সেবন করিবে । গ্রহণী দোষে অতিশয় উদরাময় হইলে বিষাদি পাচন পান করিবে । আর গ্রহণীমিহিব তৈল অভ্যঙ্গ করিবে । কিন্তু এক্ষণে উদরাময়ও এরও তৈলে সারিয়া যাইতে পারে । গ্রহণী প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ইতিহাসটা অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে ।\* উড়িয়াবাসীরা তরকারিতে এরও তৈল ব্যবহার করেন । তাহারা এরও বীজ জলে সিদ্ধ করেন,

স্থলীকে স্লেষ্মার একটা প্রধান স্থান বলা হইয়াছে । গ্রহণকে পিত্তের প্রধান স্থান ও পকাশয়কে (অন্ত্রকে) বায়ুর প্রধান স্থান বলা হইয়াছে । এদিকে দেখা যায় যে আমাদের পাকযন্ত্র পাকস্থলী, গ্রহণী ও পকাশয় এই তিনটা ভাগে বিভক্ত । আবার এই জন্তই বলা হইয়াছে যে স্লেষ্মা বোগে বমন দ্বারা পাকস্থলী পরিষ্কার করিবে ; পিত্ত বোগে বিরচন দ্বারা গ্রহণী প্রভৃতি পরিষ্কার করিবে এবং বায়ু রোগে বাস্ত দ্বারা পকাশয় (অন্ত্র সকল) পরিষ্কার করিবে । ইহাই আয়ুর্বেদের সর্বপ্রধান সূত্র ।

আবার পাকস্থলী গ্রহণী ও পকাশয় এই তিন যন্ত্রের এমনই স্বভাব আছে যে একটা দূষিত হইলে অপর দুইটাও দূষিত হয় । আবার একটীতে উষধ পড়িলে অপরটীতে তৎক্ষণাৎ সংবাদ হইয়া থাকে যেমন পকাশয়ে অতিশয় কামড়ানী হইতে থাকিলে পাকস্থলীতে ক্ষার বা আহার পড়িবা মাত্র প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত হয় ।

পরে তৈল জলে ভাসিয়া উঠিলে হাতে তুলিয়া লইয়া তরকারিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন । একপ তৈলের দুর্গন্ধ হয় না । বোধ হয় আরও বলা আবশ্যক যে উড়িয়াবাসীরা পানীয় তত্ত্ব (পান্স তাত) অধিক পরিমাণে আহাৰ করিয়া থাকেন । ইহাও বলা আবশ্যক যে এরও তৈল ও পানীয় ভুক্ত গ্রহণী দোষাশ্রিত উদরাময়েন ভাল ঔষধ । বোধ হয় ইহাও বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালীর অপেক্ষা উড়িয়াবাসীদের গ্রহণী দোষ অধিক এবং এই কারণে উড়িয়াবাসীরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষাও দুর্বল ও কুশ ।

পুৰাতন গ্রহণী দোষে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলেও গো-মূত্রে উপকাৰ হয় আবাব উদরাময় থাকিলেও উপকাৰ হয় । কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে হনীতকীব সহিত গোমূত্র সিদ্ধ কবিয়া সেবন করিবে । আব উদরাময় থাকিলে বোহাতকের সহিত গোমূত্র সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে । ডাক্তারেরা বলেন যে ডিওডিনমের (গ্রহণীব) দৌৰ্জল্য বশতঃ অজীর্ণ হইলে সোণামুখী বিশেষ উপকারী ।

সুশ্রুত বলেন গ্রহণী দোষে কুর্নি, গুল্ম, উদর ৩ অর্শের ঔষধ সকল দিবে । আব হিঙ্গাদি চূর্ণ দিবে আর প্লীহানাশক ঘৃত (বথা বোহীতক ঘৃত) দিবে । ইহাতে লঘু পথ্য করিবে । মুগ, মসুর বা অড়হরেক বৃষ, গব্য দধি, মাখন, মধু, দাড়িম, কচিবেল, মোচা, কাঁচাকলা, পানিকল, কেশুৰ, ঘোল, শুশুনা শাক, জাম, আফিং মাংস যুষ, ছোট ছোট মাছ, মোরোলা মাছ, খল্শে মাছ ও কবায় বস্তু সকল পথ্য ।

ক্রূর কোষ্ঠ অর্থাৎ স্বাভাবিক কোষ্ঠ কাঠিন্য ।

ব্যবস্থা । অতিশয় উদরাময় ও স্বাভাবিক কোষ্ঠ বন্ধের চিকিৎসা কোন কোন স্থলে একই প্রকার । অতএব কোষ্ঠবদ্ধ রোগে প্রথমতঃ বিষাদি পাচন দিবে । যেমন উদরাময়ে নিত্য

জোলাপ ভাল নয়, সেইকপ জুর কোষ্ঠেও নিত্য জোলাপ ভাল নয় । চরক মতে জুব কোষ্ঠে জোলাপই লইতে নাই, কেননা স্বভাবের বিরুদ্ধে কাষ করিতে নাই ।

একদা একজন ধনী একজন চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আমার দান্ত সরল হইবার উপায় কি । চিকিৎসক জিজ্ঞাসিলেন যে কোন্ জন্তব দান্ত সরল হয় বলুন দেখি । ধনী কহিলেন যে হাতী ঘোড়া গরু প্রভৃতি শাকভোজী জন্তব বিষ্ঠা সবল হইয়া থাকে, আর ব্যায় প্রভৃতি মাংস ভোজী জন্তব বিষ্ঠা অল্প অথচ নীরস হয় ; এমন কি বিষ্ঠা শুষ্ক হইতে সহজে পতিত হয় না বলিয়া আমার একটা মাংসভোজী কুকুর বিষ্ঠা ত্যাগেব পব মাটির উপর শুষ্ক ঘষিয়া থাকে । চিকিৎসক কহিলেন যে আপনিও হাতী প্রভৃতির ত্রায় মলকারক দ্রব্য সকল আহাব করিতে থাকুন, তাহা হইলেই কোষ্ঠ সবল হইবে ।

বাবস্থা নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল মলকাবক ও মল নিঃসারক,—

( ক ) মাষকলায়, যবান্ন, ইক্ষুগুড়, তণ্ডুল এবং শাক । বিশেষতঃ শাকের মধ্যে বাস্তৃক শাক, আমরুল, নটে, পালং, শোলমু পাতা, কাকমাঠী শাক, যব শাক, সোমরাজী শাক মানকন্দ, শটীশাক, তেঁতুল পাতা ও কচু শাক । এই সকল শাকের ব্যঞ্জন থাইতে হয় ।

( খ ) গরম দুধ অধিক পরিমাণে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কখন কখন মলনিঃসারক হয় ।

( গ ) গ্রহণী রোগের পথ্য সকল মলনিঃসারকও বটে, মল ধারকও বটে ।

( ঘ ) তিস্তিরি, কুকুট, শাব ও বর্ভক মাংসের রস কোষ্ঠবদ্ধ দূর করে । সজার ও কুর্মেয় মাংস কোষ্ঠবদ্ধ দূর করে ।



(ঙ) বাতশ্লেষ্মিক ধাতুতে পঞ্চকোল পাচন কোষ্ঠবদ্ধ দূর করে। ইহাতে চা খাওয়ার কাষ হয়।

(চ) শুষ্ঠ ও ধনের সহিত সিদ্ধ জল পান করিলে কোষ্ঠবদ্ধ দূর হইতে পারে।

(ছ) কোষ্ঠবদ্ধ ও অল্পপিত্তে কজ্জলী, লবণ সমূহ ও ক্ষার সমূহ উপকারী।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে পাকস্থলীতে অন্ন তিন চারি ঘণ্টা থাকে। ঐ সময় পাকস্থলীর নিম্নমুখ (পাইলোরিস) বদ্ধ থাকে অর্থাৎ অন্ন মলনালীর অভিমুখে আসিতে পারে না। তবেই অনুমান করা সহজ যে বাহাদের যত বিলম্বে হজম হয়, তাহাদের কোষ্ঠ ততই অসরল হইয়া থাকে। ডাক্তার ব্রিণ্টন বলেন যে আহাব ক্ষুদ্র অস্ত্রে ১২ ঘণ্টা এবং স্থূলাস্ত্রে ২৪ হইতে ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে; তবেই স্থিতি হইতেছে যে অল্প বেলা দশটার সময় আহার করিলে, তাহা কল্যাণবিকালের এ দিকে দাস্ত হইতে পারে না।

স্বভাবতঃ সরল কোষ্ঠ সহসা বদ্ধ হইলে অবশ্যই জোলাপ লইবে। সোণামুখী জোলাপ লওয়া সুবিধা। ১০।২০ গ্রেণ সোণামুখী চূর্ণ সমান সমান কিসমিস, মিচরী ও কিষ্কিৎ মধুব সহিত বাটিয়া লইয়া একটী বটী করিবে। এই বটী গভীর বাত্রে আহার করিলে প্রত্যুষেই দুই তিন বার দাস্ত হইয়া যাইবে। বায়ু বোগে কোষ্ঠ কঠিন হইলে নিত্য জোলাপ লইবে। ১।২ তোলা এরণ্ড তৈল মাংসরস বা ছন্ধের সহিত রাত্রে পান করিয়া থাকিবে। কেবল তৈল পান করিলেও ক্ষতি নাই।

প্লীহা, উদর, শোথ, গুল্ম প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ইচ্ছাভেদী রস সেবন করিবে। অথবা পাচনের সহিত প্রচুর পরিমাণে এরণ্ড তৈল বা তেউড়ী চূর্ণ পান করিবে।

দান্ত হউক বা না হউক স্নাত্ত ব্যক্তি নিয়মিত সময়ে অবশ্যই চেষ্টা করিবে। দান্ত না হয়, চলিয়া আসিবে; অধিক বেগ দিবে না, অনেকক্ষণ বসিবেও না, দান্ত হইল না বলিয়া বিষন্ন হইবে না; পরন্তু আহার কালে গেরূপ আহার করিতে হয়, সেই রূপই করিবে। যদি দ্বিতীয় দিন দান্ত না হয়, তাহা হইলেও বিষন্ন হইবে না, যেমন আহারাদি করিতে হয় করিবে। তৃতীয় দিন হইতে হয় তো দেখিবে, যে দান্ত আপনা হইতেই পরিষ্কার হইতেছে।

যাহাদের দান্ত কড়া, তাহার। প্রত্যহ তৈলাভ্যঙ্গের সময় গুহের মধ্যে তৈল দিবে।

কঠিন কোষ্ঠ রোগে প্রচুর পরিশ্রমের পর স্নানাদি করিয়া প্রচুর আহার করিবে। কিন্তু আহারের পর পরিশ্রম করিবে না।

ধাতু বাতিক ও রক্ত হইলে আহারান্তে দিবা নিদ্রা ভাল। আর উদরাময়, শূল ও শ্বাস রোগে আহারের পূর্বে দিবা নিদ্রা ভাল।

ধূমপানী কোষ্ঠ রোগী মলভ্যাগের পূর্বে দক্ষিণ পার্শ্ব বালিশের উপর অবনত রাখিয়া কাত হইয়া ধূমপান করিবে।

তলপেটে সোণামুখীর জলের স্বেদ দিলে কোষ্ঠ সরল হয়। শাস্ত্রে আছে “বিজেরা কাম ও ক্রোধের বেগ ধারণ করিবেন, কিন্তু মল ও মূত্রের বেগ ধারণ করিবেন না।” চরক বলেন যে রাজকর্মচারী, পণ্যজীবী, প্রোত্রিয় ও বেষ্ঠা ইহারা রোগে পুনঃ পুনঃ পুতিত হয়, কেননা ইহারা বেগ ধারণ করে।

## অন্নপিভ ও শূল।

আমাশয়ের শূল। ডই এক গ্রাস আহার পেটে পড়িয়াছে কি, অমনই বেদনা উপস্থিত হয়। রোগী পেট চাপিয়া ধরে, আহার হইতে উঠিয়া পড়ে, কাঁদে ও চীৎকাব কবে। আহার সম্পূর্ণ হইলেও বেদনা ধরিতে পারে, অন্নও বমি হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে শ্লৈশ্মিক শূল এবং ইংরাজীতে Gastritis বলা যায়।

ব্যবস্থা। চিকিৎসা সাধারণতঃ অন্নবমি রোগের স্থায়। সাত আট দিন অন্ন পরিত্যাগ কর। মধুব সহিত কুটী বা ঘবের মণ্ড সেবন কর। পাকস্থলীর উপর সর্ষপের কক্ক লেপন কর, জ্বালা আরম্ভ হইলে প্রলেপ তুলিয়া ফেল, আর যদিই ফোস্কা হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। এই অবস্থায় অন্ন সেবন করিলে বেদনা ধরে না। অন্নের অগ্রে মধ্যে ও শেষে শজ্জাদি চূর্ণ কিম্বা বার্তাকু গুড়িকা সেবন কর। আহারের পূর্বে পেটে তপ্ত সর্ষপ তৈল বা তিল তৈল মালিস করিলে উপকার হইতে পারে। আহারের পর বেদনা অসহ্য বোধ করিলে বমি করিয়া ফেলিবে। পেপার-মেন্ট উপকারী। শূল রোগ মাত্রেই শূলনাশক তৈল ব্যবহার করা উচিত।

নাভি শূল। নাভিশূলকে ইংরাজীতে কলিক্ বলে। ইহাতে পেপারমেন্ট উপকারী। নিম্নলিখিত যোগ সকল উপকারী ;—

- (১) যষ্টিমধুর কাথের সহিত এরণ্ড তৈল।
- (২) ত্রিফলার কাথের সহিত সৈন্দালের আটা।
- (৩) পিপ্পল মূল, হরীতকী, বচ, কটকী, আকনাদি, ইন্দ্র-যব, চিতার মূল ও গুঁঠ—ইহাদের কাথ।

প্রথম দুইটি শরীরের শোধনার্থ প্রয়োগ করিতে হয় ।  
তৃতীয়টি আহারের পূর্বে পান করিবে ।

( ৪ ) মদন ফল কাঁজীর সহিত পেষণ করিয়া নাভিতে  
প্রলেপ দিবে ।

নাভিশূলে অন্ন, হৃৎক, ঘৃত, মাংস রস এবং ববের ছাতু ও ইস্কু  
গুড় পথ্য ।

পিত্ত নালীব শূল । ইংরাজীতে ইহাকে Gall-stone বলে ।  
যেমন প্রস্রাবে পাথুরী বা শকবা হয়, সেইরূপ পিত্ত কোবেও  
উহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে । একবারে শত সহস্র শর্করা  
উৎপন্ন হইতে পারে । পিত্ত পিত্তকোষ হইতে পিত্তনালী দিয়া  
গ্রহণীতে গমন করিবার সময় উহার সহিত শকরা সকল বিচরণ  
করিতে থাকে, তখন উৎকট যাতনা হয়, রোগী কাঁপিতে থাকে  
এবং বমিও করে । যদি পিত্তের নল উহাদের দ্বারা কদ্ধ হয়,  
তবে পিত্ত গ্রহণীতে গমন না করিতে পারিয়া শবীরে শোষিত হয়,  
চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ হয় এবং শর্রাব অতিশয় ক্লেশ হইয়া যায় । পীড়া  
অতি কষ্টকর হয় । কিন্তু প্রায়ই অবরোধ আপনি নষ্ট হয়,  
কেননা শর্করা সকল পরিশেষে গ্রহণী দিয়া বিষ্ঠা পথে নির্গত  
হইয়া যায় । কেহ কেহ এই রোগকে পিত্তাশ্মরী বলেন ।  
চিকিৎসা পাথুরীর জ্বায় বলা যাইতে পারে ।

ডাক্তারেরা বলেন যে এই রোগে আফিং ভাল । আর  
রোগ স্থানে স্বেদ দেওয়া উচিত । যাতনাব সময় বৃহত্তী, কণ্ঠি-  
কারী, গোক্ষুর, এরও মূল, কুশমূল, কাশমূল ও খাগড়া মূল এই  
কয়েকটি দ্রব্যের কাথ সোঁদালের সহিত গুলিয়া প্রত্যহ দুইবেলা  
পান করিবে । শূল গজেন্দ্র তৈল অভ্যঙ্গ করিবে । ধাত্রীলোহ,  
নারিকেলামৃত, পুগখণ্ড বা শিলাজতু রসায়ন সেবন করিবে ।

বাতিক শূল ও পরিকর্ষিকা \* । স্ক্রুলাস্ত্রের মধ্যে শূল হইলে তাহাকে বাতিক শূল বলা যায় । আর কামড়ানী হইলে তাহাকে পরিকর্ষিকা বলা হইয়া থাকে ।

\* বাতিক শূলকে ইংরাজীতে Typhlitis বলে । ইহার স্থান মলযন্ত্র । মলযন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত (পূর্ব প্রকাশিত চিত্র দেখ) ; ক্ষুদ্র অন্ত্র ও বৃহৎ অন্ত্র । বিষ্ঠাকে সংস্কৃত ভাষায় ‘পক’ কহে । এই ক্ষুদ্র মলযন্ত্রের নাম পকাশয় হই-  
বাছে । পকাশয় শব্দে পাকস্থলী অর্থ করিও না । প্রকৃত বিষ্ঠা ক্ষুদ্র অন্ত্রে  
দৃষ্ট হয় না । স্ক্রুলাস্ত্রের মধ্যে দৃষ্ট হয় । ইংরাজী মতে স্ক্রুলাস্ত্র তিন হাত এবং  
কম্প্রান্ত্র প্রায় চৌদ্দ হাত ( ২০ ফাট ইতি বেকর ) । সংস্কৃত মতে সমস্ত অন্ত্রব  
পরিমাণ নিজ হস্তেব ‘সার্কি ত্রিভ্যাম ।

ক্ষুদ্র অন্ত্র নাতি স্থল আবৃত্ত হইবাছে, অনন্তর জড়াইয়া জড়াইয়া নিম্নমুখে  
কিয়দূর গিয়াছে, পরে ডানি দিবে যুবিধা আসিয়া কঁচকীর উর্দ্ধেও কোঁকের  
নিম্নে ডানিদিকেব তলপেটের সীমায শেষ হইয়াছে । এই স্থানে স্ক্রুলাস্ত্র আরম্ভ  
হইয়াছে । ক্ষুদ্রান্ত্র ও স্ক্রুলাস্ত্রের সন্ধি স্থলে একটী কপাট আছে । স্ক্রুলাস্ত্রের  
ভিতর হইতে এই কপাট ঠেলিয়া স্ক্রুলাস্ত্রের ভিতর ঢুকিবার বাধা নাই, কিন্তু  
স্ক্রুলাস্ত্রের দ্রব্য এই কপাট ঠেলিয়া স্ক্রুলাস্ত্রের ভিতর ঢুকিতে পারে না । ডাক্তার  
বেবা এই কপাটকে ইলিও সিকাল ভালব বলেন ।

এই কপাটের পবই স্ক্রুলাস্ত্রের প্রথম অংশ । উহাকে সংস্কৃত ভাষায় উদ্ভুব  
বা উল্লুক কহে । ইংরাজীতে সেকুম ( Secum ) কহে । এই স্থানে বিষ্ঠা  
সঞ্চয় হয় । ডাক্তারবেবা বলেন যে এখানেও পাকক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না ।  
উহাদের মতে বিষ্ঠাবও পাক আছে সমস্ত স্ক্রুলাস্ত্র পরিভ্রমণ না করিলে উহার  
ক সম্পূর্ণ হয় না । বাহ্য হডন আপাততঃ বোধ হয় যে কৌত দিলে বিষ্ঠাব  
বগ উল্লুকেই আরম্ভ হইয়া থাকে । কোন কোন উদরাময় বোগে এই স্থান  
এত দুর্বল হয় যে টিপিলে কোঁব কোঁব ববিয়া শব্দ হইতে থাকে ।

অনন্তর স্ক্রুলাস্ত্র দক্ষিণ পত্রব সমুহেব প্রাপ্ত দিয়া এবং উদরের দক্ষিণ  
সাম্য পরিভ্রমণ করিয়া উর্দ্ধমুখে যতঃ পয্যন্ত গিয়াছে । পরে বকুৎকে বেষ্টন  
করিয়া পাকস্থলীর তলা দিয়া গিয়াছে । বক্ষোগহরের ভিতর কখন কখন  
কামড়াইয়া থাকে, এই স্থান কামড়াইলে স্ক্রুলাস্ত্রের ভিতর কামড়াইতেছে মনে  
কবিতে হইবে । স্ক্রুলাস্ত্র এই স্থান পার হইয়া বক্ষের নিম্ন দিয়া বরাবর বাম  
মুখে প্রীহা পর্য্যন্ত গিয়াছে । পরে নিম্নমুখে উদরের বাম সীমা পরিভ্রমণ  
পূৰ্ব্বক গুহ্ম দ্বারে শেষ হইয়াছে । অনেকের সংস্কার আছে যে বিষ্ঠানিল নাতি  
হইতে ঠিক সোণা নিম্নমুখে গিয়াছে, এই সংস্কারে বিষ্ঠা ত্যাগ কালে তলপেট  
চাপড়াইয়া থাকে ।

ব্যবস্থা । স্থলান্তের যত প্রকার রোগ আছে, তাহাতে এরও তৈল সহ উপকারী ; কেননা এরও তৈলেব ক্রিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মলের উপর, অথচ মলসঞ্চয়ই স্থলান্তের সর্ববিধ রোগ উৎপাদন করে। এক সপ্তাহ উপর্য্যুপরি এবং তৈল পান করিলে অল্পপিত্ত, আম ও শূল দূর হইবে। কিন্তু এক সপ্তাহ

এইরূপে পাকশয সমস্ত উদরকে প্রদক্ষিণ করিযাছ। স্থানান্তার বশত, জনপূর্ণ নগরে পাকশালাব পার্শ্বেও বিপাক্য নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। সেইরূপ আমাদের বিষ্ঠানালী আমাদের পাকস্থলী ও জদায়ব প্রাচীর বেষিয়া গিয়াছে।

এই প্রকাণ্ড বিষ্ঠানালের কোন স্থানে বা সর্বত্র কামড়ানী হইলে আমরা তাহাকে অল্পপিত্ত কহিয়া থাকি। আব দীর্ঘকাল কামড়ানাব পব বায়ুশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে বেদনা হঠলেই তাহাকে শূল বলিয়া থাকি।

পাকস্থলীতে আচ্ছাদ থাকিলে এ যন্ত্রে প্রায় কামড়ানা হয় না। কেননা ভোজনের তিন চারি ঘণ্টাব পবে (অর্থাৎ প্রায় অপরাহ্নে বা শেষ বাত্রে) কামড়ানী উপস্থিত হইয়া থাকে। আবার কামড়ানী ব সময়ে বিক্ষিপ্ত আচার করিলে কামড়ানী নিবৃত্ত হয়।

এই বোপে বিষ্ঠা লাল বক্ত বা আমবক্ত হয় এব অতিশয অম্বাসাদ হইয়া থাকে। হয় তা মলত্যাগ কালে হঠে আলা বোধ হয়। কোন কোন মতে বিষ্ঠা পাচে পচিয়া যায়, এই জন্ত নালব ভিত্তব বিষ্ঠাব সহিত অম্বাস মিশ্রিত হয়। অস্বাস্ত মতে পিত্তই গ্রহণী হইতে আসিয়া বিষ্ঠানলে বিষ্ঠাব সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতেই বিষ্ঠাব পচন নির্বারিত হয় অথচ পিত্তের সাদকতা গুণ থাকাতে বিষ্ঠাব নিগমন পাক পিত্তের সহায়তা হয়।

বাহা ইউক বিষ্ঠানালীতে অল্প ও পিত্ত উভয়ই বিষ্ঠাব সহিত মিলিত হয়। আমবা নিজে ইহাব এইরূপ কাবণ অসুমান করিয়াছি যথা ; প্রথমতঃ পাকস্থলীতে ক্রেন্দন নামক অল্পবসের উৎপত্তি হয়, অনন্তর গ্রহণীতে পিত্ত সঞ্চিত হয়। উহার সঞ্চিত কাৰ্য সম্পন্ন করিয়া শরীরে শোষিত হয়, অতিবিক্ত ভাগ বিষ্ঠাবে সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই জন্ত বিষ্ঠানলে অল্প ও পিত্ত উভয়ই বিষ্ঠাব সহিত মিলিত হইয়া থাকে। যদি অম্বাস ভাগ অধিক হয়, তবে বিষ্ঠানলের কোমল গাত্র মোচড়াইয়া থাকে—যেমন কোঁচাব গাত্র অল্প লাগিলে গা মোচড়াইয়া থাকে। ইহাকেই আমবা পটকামড়ানী বলি। আর যদি পিত্তের ভাগ অধিক হয়, তবে বিষ্ঠানলের কোমল গাত্র মোচড়াইয়া থাকে। কক্ষাগ্রহরের তলে কামড়াইলে লোকে বলে ‘ছড়ি’ কামড়াইতেছে, টিপিলে বেদনার উপশম হয়, কেননা তাহাতে স্থলান্তের উপর চাপ পড়ে।

উপর্যুপরি এই তৈল সেবন করিতে হইলে সেই এক সপ্তাহ লঘু পথ্য করিতে হইবে। আর জানে অভ্যাস থাকিলে জল গরম করিয়া অল্পক্ষণ থাকিতে সেই জলে স্নান করিতে হইবে। যদি রাতে আহারের তিন চারি ঘণ্টা পরে তৈল পান করা যায়, তবে বেলা দশটার পূর্বে উদর শুদ্ধ হইতে পারে। তৎপরে লঘু ভোজন করিতে হয়।

অন্নপিত্তে ভোজনের পূর্বে ইঞ্জয়ব, হিঙ্গু, আতাইচ, বচ, নোবর্চল ও হনীতকী চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। আহাবের সহিত সোডা ও সৈন্ধব কিম্বা শামুক ভস্ম ও সৈন্ধব সমান সমান পবিমাণে সেবন করিবে। রোগেব পরিণামে অগস্ত্য হরীতকী, কুম্মাও খণ্ড, চ্যবন প্রাশ, অমৃত প্রাশ, প্রেভতি রসায়ন ঔষধ সেবন করিবে। শূলনাশক তৈলসকল মন্দন করিবে। পকাশযেব কামডানীতে ঘৃত মিশ্রিত আহাব করিবে। অতি ভোজন বা অল্প ভোজন করিবে না, আর বিমিশ্র ভোজন কারবে না, বাজারের আহাব পবিত্যাগ করিবে, তনকারীর মধ্যে যাহা যখন সহ্য হয় তাহাই সেবন করিবে। মাংস

সময় আহাব করিলেও যে কামডানী সাবে তাহার সাফাৎ কাবণ এই যে আহাব করিলে স্থলান্তের উপর চাপ পড়ে; আবাব চাপ পড়াতে মোচডানী নবৃত্ত হয়। মোচডানী ও জ্বালা একত্র হইলে বেদনা হইতে পারে। এই বেদনাকে শূল বলিতে পারি। স্পষ্টই বোঝা যায় যে অন্নপিত্তেব জন্ম পাকস্থলীতে, কেননা আদৌ পাকস্থলীতেই বেদন নামক অন্ন রসের উৎপত্তি হয়। অতএব যাব অন্নপিত্তের একটি প্রধান ঔষধ। কিন্তু পিত্ত ক্ষার গুণ বিশিষ্ট। অতএব পাকস্থলীর কামডানী বারবার তীক্ষ্ণ ক্ষার দিয়া নিবারণ করিতে গেলে, পিত্ত নষ্ট হইতে পারে এবং কাসের শির্য ক্ষার দ্বারা শীর্ণ হওয়াতে ছিঁড়িয়া গিয়া রক্তপাত হইতে পারে। অতএব তীক্ষ্ণ ক্ষার ক্রমাগত কখনই সেবন করিবে না। অন্নপিত্ত রোগীর রক্তাশ হইলে সচরাচর পেট কামডানী বন্ধ হয় এবং অন্নপিত্ত রক্তপিত্ত রূপে আর পরিণত হয় না।

যুষ সর্বাবস্থাতেই সহ্য হয়। ঘোল সহ্য হয়। ঘোলের সহিত কখন চিনি, কখন লবণ বা মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হয়। অন্ন আহার করিলে কাহিল হইতে হয় বা দান্ত সাফ হয় না। অধিক আহার করিলে উদরাময় হয়, পেট কামড়ায় এবং অন্ন বাড়ে।

পিণ্ডাসব। দুই সের পিপুল চূর্ণ, দুই সের ইক্ষুগুড় ও দুই সের বহেড়া চূর্ণ চারি সের জলে গুলিয়া দৃঢ় কুণ্ডে স্থাপন করিবে, অনন্তর কুণ্ড যবের খড়ের ভিতর এক মাস রাখিবে। এক মাস পরে ঔষধ ছাঁকিয়া লইয়া প্রত্যহ আহারের পূর্বে দুই তিন তোলা পরিমাণে পান করিবে। ইহাতে পাকস্থলী, গ্রহণী ও ছুলান্ত্রের রোগ এবং অন্নপিত্ত নষ্ট হয়।

আমাদের ঔষধ।

অন্ন বমি রোগে প্রাতঃকালে ১নং পঞ্চপল্লব সেবন কর, আহারের প্রথম গ্রাস ও শেষ গ্রাসের সহিত এক একটা ২নং পঞ্চপল্লব সেবন কর। অন্ন বদ্ধ রোগে অগ্নীশ্বর রস পান করিবে, অন্নের সহিত লৌহরসায়ন সেবন করিবে। গ্রহণী রোগের কোন কোন অবস্থায় প্রাতঃকালে পেট ঘুট মুট করে। অনন্তর দুই একবার দান্ত হইয়া গেলে ক্ষুধা হয়, দান্ত পরিকার না হইলে ক্ষুধা হয় না, এরূপ অক্ষুধায় ভোজন করিলে শেষে জ্বর হয়। ম্যালেরিয়া দেশে এইরূপ অবস্থায় জ্বর হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় ১নং পঞ্চপল্লব সেবন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভোজন কর। অগ্নিমান্দ্যও ঐ ঔষধ। আর গ্রহণী রোগের যে বহু প্রকার উপসর্গ বলা হইয়াছে, তাহাতেও এই ঔষধ। তদ্বিত্ত অতিশয় তৃষ্ণা ও প্রস্রাব, পেট-ভার, শাদা দান্ত ও লাল প্রস্রাব, অতিশয় কোষ্ঠ



কাঠিঞ্চ ও আমযুক তরল দান্তে এই ঔষধ । কোষ্ঠ বন্ধে মহেন্দ্র রসায়ন ।

উদরাময় পুরাতন হইলে সারস্বত তৈল । কোন কোন স্থলে আগে রক্ত ভেদ হয়, পরে উদরাময় হয়, এই উদরাময় বহুদিন থাকে । একরূপ স্থলে সারস্বত তৈল ও অমৃত লৌহ । স্থূলাস্ত্রের শূল ও \* কামড়ানীতে সারস্বত তৈল ।

### ১৩ প্রকরণ । জ্বর ।

নবজ্বর । সবিরাম জ্বর ।

ডাক্তাবেবা বলেন যে জ্বরের উৎপত্তি স্থান জানা যায় না । চবক মতে জ্বরের উৎপত্তি স্থান আমাশয় অর্থাৎ পাকস্থলী । অন্নরস হৃদয়ে উপনীত হইলে রক্ত মাংস ও অস্থাত্ত্ব ধাতুর পোষণ হইয়া থাকে, আর এ রস কোন কাবণে আমাশয়ে বদ্ধ হইলে শরীর ভাবী বোধ হয় এবং ঘর্ম্ম বোধ হইয়া থাকে । তাহাতেই জ্বর হয় † । একরূপ অবস্থায় জ্বোলাপ লইলে জ্বর না আসিতে পাবে । যে নবজ্বরের বিচ্ছেদ আছে, চলিত ভাষায় তাহাকে সবিরাম জ্বর

\* উদরের দক্ষিণ সীমায় কিম্বা যকৃতের নিকট কিম্বা বহ্নোগহ্নাবে কামড়ানী হইতে থাকিলে বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া দক্ষিণ পঙ্খর সমুদ্রে পীড়ন বা মর্দন কবাও । কামড়ানী হৃদয়ে সঞ্চাবিত হইলে হৃদয়েও মর্দন কবাও । কেননা বায়ুর কোপ মর্দনে শান্ত হয় ।

† বর্ধমান জেলার অন্তর্গত জোগ্রাম ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী স্থান । আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে কলিকাতা হইতে ৫ গ্রামে গেলে দুই দিন বেশ ক্ষুধা থাকে, তৃতীয় দিন অগ্নিমান্দ্য হয়, যথাকালে দান্ত ৭৫ না এবং দান্ত অল্প হয়, চতুর্থ দিন দান্তের অবস্থা আরও মন্দ হয়, পা ভার হয়, চোখ অন্ধ, হাই উঠে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয় ।

বলে, সংস্কৃত ভাষায় একদোষজ্বর কহে । যে জ্বরের বিশ্রাম নাই, অষ্টাহ হইতে বাইশ দিন পর্য্যন্ত চলে তাহাকে চলিত ভাষায় অবিরাম জ্বর বলে, সংস্কৃত ভাষায় দ্বিদোষজ্বর কহিয়া থাকে । একদোষজ্বর তিন প্রকার ; বাতিক, পৈত্তিক ও কফজ ।

বাতিক জ্বর । যে জ্বরের প্রথমে শীত করে, শীতের সময় নাড়ী সরু হয়, শেষে দাহ হয় এবং পরে ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায় তাহাকে বাতিক জ্বর বলে । যতক্ষণ জ্বর থাকে, মাথা টল টল করে, নাড়ীতে ভার বোধ হয়, মাথার তাপ দিলে আরাম বোধ হয় । এই সকল লক্ষণ দূর হইলে শরীর হালকা বোধ হয় এবং ক্ষুধা হয় । শীতের সময় কম্প হইলে, বাতিক জ্বরে দান্ত কঠিন হইয়া থাকে । কম্প অধিক হইলে জ্বরের ভোগ অধিক হয় ।

পৈত্তিক জ্বর । জ্বর হইবার আগেই প্রায় দুই একবার দান্ত হয়, তখনই শরীর কেমন কেমন বোধ হয়, হয় তো দান্ত পরিকার হইয়া যায়, কিন্তু পরক্ষণেই চোখ জ্বালা করে, শরীর গরম হয়, পাথার বাতাস ভাল লাগে, শরীর অবসন্ন হয় । দুই এক দিনের জ্বরেই চোখ মুখ বসিয়া বাইতে পারে এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা হয় । কিন্তু জ্বর দুই এক দিনেই সারিয়া যায় । এই জবে নাড়ী চঞ্চল, স্থূল ও উষ্ণ হয় অর্থাৎ দপু দপু করিয়া জোরে চলিতে থাকে । কিন্তু রক্তের তাপ যে অধিক হয়, তাহা নহে, সামান্য সামান্য স্থলে সচরাচর ৯৯।৯৯° ডিগ্রী উঠে । মুখ চোখ পীতবর্ণ হয় ।

কফজ্বরে । শীত করে, গা ভারী হয়, পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, কথা কহিতে ইচ্ছা হয় না, নিদ্রাবেশ থাকে, কাসি ( কাস ) হয়, সর্দিও হইতে পারে । আর রোগীর চোখ শাদা হয়

নাড়ী জ্ঞান । কম্প করে নাড়ী সরু হয়, কিম্বা এ কথাও বলা যাইতে পারে যে নাড়ী সরু হওয়াতেই শীত হয় ; কেননা নাড়ী রক্তের পথ, ঐ পথ সঙ্কীর্ণ হইলে রক্ত পূর্ণ মাত্রায় বহিতে পারে না, আবার রক্তের তাপেই শরীরের তাপ, রক্ত পূর্ণ মাত্রায় নাড়ীর ভিতর না বহিলে গায়ের উত্তাপ কমিয়া যায় । নাড়ী এইরূপ সরু হইলে বায়ুর প্রকোপ বলা যায় । নাড়ী আরও সরু হইলে মানুষ মরিষা যাইতে পাবে, কেননা রক্তের প্রবাহ বন্ধ হইলে কিকপে দাঁটিবে ।

মনে কর বায়ু যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই নাড়ীকে টিপিয়া ধরে, একরূপ স্থলে রক্ত ক্ষীণবল হয় । যদি রক্তের নাম পিত্ত হয়, তবে কম্পের সময় বায়ু প্রকোপ ও পিত্তের ক্ষীণতা হইয়াছে বলা যায় । বিস্তৃত জীবনী শাক্ত অব্যাহত থাকিলে বায়ু অধিকক্ষণ বল কতিতে পারে না, আপনাব পরিশ্রমে আপনিই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন নাড়ী মোটা হইয়া পড়ে, স্নতরাং রক্ত বলের সহিত দ্রুতবেগে বহিতে থাকে, নাড়ী ধড় ধড় করিয়া বহিতে থাকে, উষ্ণ হয়, শরীর আগুন হইয়া উঠে । ইহাকেই দাহ বলে । এই অবস্থাকে পিত্তের প্রকোপ এবং বায়ুর ক্ষীণতা কহিয়া থাকে । যদি রক্ত অতিশয় বেগে বহিতে থাকে, তবে বায়ু আর নাড়ীকে চাপিয়া বাধিতে পারে না, হয় তো নাড়ী ফাটিয়া যায়, অথবা রক্ত উপছিয়া উঠিয়া নাক মুখ ও অন্ত্রাশ্র পথে বাহির হইতে পারে । একরূপ স্থলে মৃত্যু হইয়া থাকে ।

ইহাতে স্থির হইল যে বায়ু ক্ষীণ হইলে নাড়ী প্রসারিত অর্থাৎ মোটা হয় । আর পিত্ত ক্ষীণ হইলে নাড়ী চঞ্চল ও উষ্ণ থাকে না । অর্থাৎ বায়ু ও পিত্ত উভয়ের ক্ষীণতা হইলে নাড়ী 'মোটা' হয়, এবং উহার চঞ্চল্য ও উষ্ণতা কমিয়া যায় । নাড়ী এইরূপ

মোটাই হইলে অথচ মন্দ মন্দ চলিলে কক প্রবল হইয়াছে বলা যায় ।

এইরূপে সংক্ষেপে নাড়ী জ্ঞান বলা হইল । বুদ্ধিমান পাঠক ইহা হইতেই বাতপিত্ত, বাত শ্লেষ্মা ও পিত্ত শ্লেষ্মার নাড়ী স্থির করিতে পারিবেন ।

ব্যবস্থা । শ্বেদ । নবজ্বরে মল ভেদ, রক্ত ভেদ, রক্তোদ্যম, মুচ্ছা, মত্ততা, গণোরিষা বা পারা বা, চক্ষু লাল বা শরীরে কণ্ডু না থাকিলে মাথায় পিঠে, পায়ের ও হাতে বালুকা শ্বেদ দিবে । কাপড় তাতাইয়া শ্বেদ দেওয়া যাইতে পারে । সর্দি থাকিলে মাথায় বিশেষ করিয়া শ্বেদ দিবে, আর মাথায় সর্কদা কাপড় বাধিয়া রাখিবে । শ্বেদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে বেদনা যায়, গা হালকা হয়, মুখে রুচি হয়, পেট খালি বোধ হয় ।

পৈত্তিক জ্বরে ভেদ বমি হইবার পরেও যদি মাথা হালকা না হয়, তবে মাথায় অল্প শ্বেদ দিবে । নতুবা শ্বেদ না দিলেও চলে ।

আগা গোড়া কষল মুড়িয়া পড়িয়া থাকিলে শ্বেদের কায় হয় । নবজ্বরে বাহিরের হাওয়া গায়ে লাগাইবে না । নির্বায়ু স্থানে বাস করিবে, গায়ে জ্বালা বোধ হইলে পাথার বাতাস করিবে ।

বমন । আহ্বারের পর জ্বর হইলে কিম্বা জ্বরকালে বমনেচ্ছা থাকিলে সৈন্ধব ও গরম জল খাইয়া বমি করিবে । জ্বরের সময়েই বমি করা ভাল । তাহাতে জ্বর সত্ত্ব সদ্য নরম পড়িবে । শারীর তাপ ১০৪ ডিগ্রী থাকিলেও ১০০ ডিগ্রীর নীচে আসিয়া পড়িবে ।

উপবাস । শরীরের মানি বুঝিয়া অল্প বা অধিক সময় উপবাস করিতে হয় । পাকস্থলী ও গ্রন্থীর রোগে বলা হইয়াছে যে মল পাক হইতে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা লাগে । অতএব ৪৮ ঘণ্টার

অধিক কোন জরে উপবাস করা ভাল নয়। বাতিক ও পৈত্তিক জরে ২৪ ঘণ্টার অধিক উপবাস সহ্য করা যায় না, যুগ বা মশুরের যুষ বা মাগু পথ্য করিবে। উদ্বন্ধন বা অগ্নি কোন বন্ধন, পতন এবং অগ্নি কোন আঘাতের জরে উপবাস করিবে না। বিজ্ঞ বা ভয় রোগীর জর হইলে উপবাস দিবে না, শোকে বা ভয়ে বা শ্রমে সদ্য জর হইলেও উপবাস দিবে না। মাংস যুষ বা গরম দুগ্ধ পথ্য করিবে। কেননা স্পষ্টই দেখা যায় যে এ সকল স্থলে অজীর্ণের সহিত জরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

উষ্ণ জল। পৈত্তিক জরে তৃষ্ণাকালে বরফ চূর্ণ গিলিতে দেওয়া যায়। কিন্তু তৃষ্ণা বরফ জলে থামে না, গরম জলেই থামে। দেখ, জিহ্বার কূপ সমূহ হইতে লাল বাহির হওয়াতেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু বরফ শীতল স্মৃতরাং সঙ্কোচক অর্থাৎ জিহ্বার কূপ সকলকে সঙ্কুচিত করে, অতএব লাল বাহির হইতে পারে না। আবার গরম জল এই সকল ছিদ্রকে প্রসারিত করে বলিয়া লাল সহজেই বাহির হয়, এই জন্য তৃষ্ণা উষ্ণ জলেই শান্ত হইয়া থাকে। আর এক কথা এই যে জরের প্রধান উপসর্গ ঘন্য রোধ, অথচ উষ্ণ জল পান করিলে সঞ্জে সঞ্জে ঘন্য ভাব হয় আর শীতল দ্রব্যে ঘন্য রোধ হইয়া থাকে।

বালক বালিকা জরের তৃষ্ণায় বতাই জল খাইতে চায়, আমরা ততই দিয়া থাকি। বরং এক গুণ চাহিলে দুই গুণ দি। কিন্তু ঠাণ্ডা জল দিই না, গরম জল দি।° ব্রাত্রিই হউক আর দিনই হউক, যুমের ঘোরেই হউক, আর জাগিয়াই হউক, রোগী জল চাহিলে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া গরম জল দিবে। গরম জল তৃষ্ণা-নিবারক, সারক, ঘর্ষকারক, প্রস্রাব কারক, রুচি কারক ও আমপাক্তক ; স্মৃতরাং নবজরের মহৌষধ।

শীতল জল । মল ভেদ, রক্ত ভেদ, রক্তোদগম, মুচ্ছা, মত্ততা কিম্বা শরীরে লালবর্ণ কণ্ডু থাকিলে শীতল জল দিবে । শীতল জল দিবার পর যদি দেখে যে রোগী হাঁচিল কি কাসিল, তবে জানিবে যে উহার প্রকৃতি শীতল জল চাহে না । পৈত্তিক জ্বরে রোগী বরফ জল চাহিলে বরফ চূর্ণ গিলিতে দিবে ।

গরম গরম মিছরীর জল । সর্ক জ্বরেই পেট ভরিয়া খাওয়া যায় । যে স্থলে সন্দেহ হইবে যে উষ্ণ জল দিব, না শীতল জল দিব, সে স্থলে গরম গরম মিছরীর জল দিবে । জ্বরে আহার করিব কি না করিব একপ সন্দেহ হইলে অল্প আহার না করিয়া গরম গরম মিছরীর জল খাইবে । ইহা আহারও বটে ঔষধও বটে ।

ইক্ষু, কমলানেবু, পাতিনেবু সোডাওয়াটার ও লেমনেড । তৃষ্ণা কালে এই সকল দ্রব্য অল্প মাত্রায় পান করা যায় । কফ জ্বরে ইক্ষু, কমলানেবু ও পাতিনেবু দিবে না ; জিবে সদ্য সদা ঘা বাহির হইতে পারে । কফজ্বরে লেমনেডও দিবে না । সর্ক জ্বরেই সোডাওয়াটার দেওয়া যায় । কিন্তু বাজারের জিনিস বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না জানিবে ।

মুগ, মসুর, সাগু ও খইয়ের মণ্ড সর্কজ্বরেই পথ্য । খইয়ের মণ্ড পিপ্পল ও শুঠের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে । সাগুও সেই-রূপে সিদ্ধ করিলে ভাল হয় ।

### নবজ্বরে ঔষধ ।

প্রথম দিন হইতেই বিষ ঘটিত ঔষধ দিবে । ঔষধ দুই বেলা দিবে । বিষ ঘটিত ঔষধের কার্য্য হইতে থাকিলে তৎকালে

বমন, বিরেচন বা বস্তু দিবে না । গণোবিয়া রোগীর নবজরে জোলাপ দিয়া কুইনাইন দেওয়া যাইতে পারে । অল্প ধাতুতে কুইনাইন দিবে না ।

আমাদের ঔষধ ।

নবজর হইবার সম্ভাবনা হইলেই পঞ্চপল্লব দিবে, তাহা হইলে জ্বর আর আসিবে না । অব হইবার পূর্ব পঞ্চপল্লব সেবন করিলে অব প্রায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই নিবৃত্ত হয় । এই ঔষধে নবজর ৪৮ ঘণ্টার না ছাড়িলে জোলাপ দিবে । পরে অর্দ্ধমাত্রায় এই ঔষধ দিবে ।

শ্বেদ, বমন ও বিরেচন ।

যদি বটী বা পাচন না থাকে, তবে জ্বর আসিবার পূর্বে এক-দিন উপবাস কর, কিম্বা জোলাপ লও । যদি তাহার পরও জ্বর আসে, তবে শ্বেদ গ্রহণ কর কিম্বা লেপ গায়ে দিবা পড়িয়া থাক । বমির উদ্বেষ্ট থাকিলে জ্বরের প্রগাঢ় অবস্থায় লবণ ও জল পান করিয়া বমি কর । তৃতীয় দিনে জ্বর ছাড়িবার পূর্ব, জোলাপ লও ।\* চর সন্টের জোলাপ লও, না হয় সৌদাল কিম্বা ইচ্ছাভেদী রস কিম্বা এরণ্ড তৈলের জোলাপ লও । পথ্য মুগ বা মসুরের যুষ । কফ অধিক না থাকিলে জল-সাঁপ । তিন দিন হইতে আট দিন পর্যন্ত এইরূপে লঘু পথ্য কর । সৌদালের জোলাপ উপযুক্ত

“জরাস্ত্রে চ বিরেচনম্” অর্থাৎ অব বিচ্ছেদের পূর্ব জোলাপ দিবে । কেননা জ্বর কালে জোলাপ দিলে জোলাপ ভাল খোলে না, তখন বমন দিবে । বমন জ্বর বিচ্ছেদের সময় দিলে খোলে না । ব্যাবাম হঠাৎ কঠিন হইলে বমন ও বিরেচন উভয়ই দিবে । ডাক্তারেরা অবস্থা বুঝিয়া জ্বর বমন, বিবেচন, ঘর্ষকীয়ক ও প্রস্রাব কারক ঔষধ দেন বলিয়াই সহজে কৃতকার্য হন ।

তিন দিন লওয়া ভাল । শিরোদাহে ও মোহে মাথায় স্বেদ দিবে না । শীতল প্রলেপ দিবে ।

### বস্তি ।

যদি বল যে, বটী, পাচন, স্বেদ, বমন বা বিরেচন কিছুই গ্রহণ করিব না, তবে ত্রিরাত্র মুগ বা নহুবেল ঘৃষ কিসা জল-সাগু পথ্য কর । ত্রিরাত্রের পব অর্দ্ধ মাত্রিক বস্তি গ্রহণ কর ।

### মুদগা যূষ ।

যদি বটী কিসা স্বেদ, বমন, বিরেচন বা বস্তি লইতে না চাপ্ত, তবে অষ্টাহ কেবল মুগের ঘৃষ সেবন কব । বাতিক বা পৈত্তিক হবে ভাতের ঘৃষ সেবন করা ভাল । চরকের মতে

মগুং বা মুদগযুযং বা শালায়ং বাথ ঘৃষবৎ ।

অরার্কমামুষে দেয়ং অরহানি-প্রদং ভবেৎ ॥

ভাতের ঘৃষ এইরূপে প্রস্তুত করিবে, দুই তোলা তুল, আধ সের জল, শেষ দুই ছটাক ।

### পাচন ।

বোগী পাচন খাইতে ইচ্ছা করিলে আবগ্ধাদি পাচন দিবে ।

আবগ্ধাদি পাচন । পিপ্পল মৃণা, মৃতো, কটকী ও হরীতকী সর্বগুজ দুই তোলা, জল চারি সেব, শেষ দুই সের । তন্মধ্যে এক ছটাক গ্রহণ কর আর বোগীর হাতের পরিমাণের একটা দোঁদাল ফলে যতটা আর্টা থাকে, তাহা ঐ পাচনে জুলিয়া ছাঁকিয়া লও, এবং পান কর । দ্বিতীয় বেলা কেবল পাচন পান কর । অরেক প্রথম দুই তিন দিন এইরূপে পান করিবে, পর দিন হইতে পাচন খন করিয়া পান করিবে অর্থাৎ চারি সের জল না দিয়া



আধ সের জল দিবে এবং দুই ছটাক থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে ৷ দান্ত হইয়া পেট খোলসা হইয়া গেলে সোঁদালের ভাগ কমাইয়া দিবে । জ্বর ছাড়িয়া গেলে আর পান করিবে না । শিশুদিগকে সোঁদালের আটা চিনির সহিত জলে গুলিয়া দিবে । তিন দিন উপর্যুপরি দিলে প্রায় জ্বর আর আসে না । দান্ত পরিষ্কার না হইলে, তিন দিনের পরেও এক বেলা করিয়া দুই একদিন দেওয়া উচিত । পথ্য মুগ বা মসুরের যুষ ।

ষড়ঙ্গ পানীয় । পিপাসা ও দাহ থাকিলে কেহ কেহ সচরাচর এই পাচনটী ব্যবস্থা করেন ; মুতা, ক্ষেতপাবড়া, বেনার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও গুঁঠ সর্বশুদ্ধ দুই তোলা । জল চারি সের । শেষ দুই সের । ইহাকেই পাচনের ষড়ঙ্গ পাক বলে ।

নাগরাদি পাচন । গুঁঠ, দেবদারু, ধনে, কটিকারী ও রহতী । এই পাচন সর্বজ্বরের প্রথম সপ্তাহে ষড়ঙ্গ নিয়মে পাক করিয়া দেওয়া যায় ।

ঐ সকল পাচন বিষঘটিত ঔষধের সহিত অন্ত্রপান রূপেও দেওয়া যায় । কিন্তু সোঁদাল বা বিরেচন ঔষধ অন্ত্রপান রূপে দেওয়া যায় না ।

সবিরাম জ্বরের সপ্তাহ গত হইলে দশমূল পাচন দিতে থাকিবে ।

### ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গের চিকিৎসা ।

(ক) কম্প বা দাহের পর হঠাৎ জ্ঞান নষ্ট হইলে মাথায় শীতল প্রলেপ দিবে এবং সর্দি গরমীর ত্রায় চিকিৎসা করিবে । হাত পা ঠাণ্ডা হইলে হাত পায়ে স্নেহ দিতে থাকিবে ।

সবিরাম জ্বরের প্রথম সপ্তাহ রোগীর কোন উৎকট উপসর্গ

না থাকিলেও কম্প ও দাহ সচরাচর অধিক হইতে পারে ।  
সম্প্রতি অন্ত্র উপসর্গের চিকিৎসা বলা হইতেছে ;—

(খ) রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কিম্বা কোষ্ঠে বেদনা থাকিলে অন্ন আহার না দিয়া এই আহারটি দিবে ; কিসমিস, পিপুল মূল, চই, চিতা ও শুঠ সন্দেশ ২ তোলা কিঞ্চিৎ র্থেভো করিয়া লইবে । রোগী সহজ অবস্থায় যে পরিমাণ চাউলের ভাত খায়, তাহাব চতুর্থাংশ তড়ুল লইবে । জল দুই সের লইবে । এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পান করিবে । আর ভাত গাখিয়া গিয়া কিঞ্চিৎ সিটে থাকিতে নানাইয়া পান করিতে দিবে । পাচন শুলি পুটলীতে বাধিয়া দিবে । তড়ুলের বদলে সাগু লওয়া যায় ।

(গ) যদি বৃক্ বেদনা থাকে কিম্বা তলপেটে বেদনা থাকে তবে এই পথ্যটি দিবে ;—গোঙ্গুব ও কণ্টকারী সন্দেশ ২ তোলা ও তড়ুলাদি পূর্ববৎ ।

(ঘ) হাঁহ বা বক্রেতে বেদনা থাকিলে কিম্বা চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ থাকিলে এই পথ্যটি দিবে ;—ধনে ও শুঠ সন্দেশ ২ তোলা । তড়ুলাদি পূর্ববৎ ।

(ঙ) জ্বরে পেট কাঁপিলে বা মূত্র রোধ হইলে দুই মাষা সোডা ও দুই মাষা সৈন্ধব উষ্ণ জল কিম্বা নেবুর বসের সহিত দিবে । কিম্বা নারিকেল-ফার ও সোডা একত্র করিয়া দিবে ।

(চ) সর্দি বা মাথায় বেদনা থাকিলে মাথায় শ্বেদ দিবে ।  
আব গায়ে কামড়ানী বা বেদনা থাকিলে গায়ে শ্বেদ দিবে ।

(ছ) মাথা ধরা থাকিলে জোলাপ দিবে ।

(জ) বসন্তাতিসার থাকিলে বিষাদি পাচন দিবে । অথবা চিরেতা, আতাইচ, লোণ, মুতা, ইন্দ্রযব, শুড়টী, বালা, ধনে ও

বেল গুঁঠ সিদ্ধ করিয়া দিবে । পথ্য অসহ হইলে বিষাদি পাচন স্বতন্ত্র না দিয়া মুগ বা মসুরের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে ।

( ঝ ) তড়কা থাকিলে জলের সহিত চিনি ও সোঁদাল গুলিয়া দিবে । মুখে চোখে জল দিবে । মাথায় জোরে বাতাস করিবে ।

( ঞ ) রক্ত বমি থাকিলে জলের সহিত চিনি ও সোঁদাল গুলিয়া দিবে । নাক দিয়া রক্ত পড়িলে মাথার তালুতে আমলকী চূর্ণ কিঞ্চিৎ ঘৃত ও আমানী একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে ।

( ট ) পেট কানড়ানী থাকিলে অল্প পথ্য না দিয়া বেলগুঁঠ, বেড়েলা মূল, কুলগুঁঠ, চাকুলে ও শালপানীর সহিত তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিতে দিবে ।

( ঠ ) অনিদ্রা বা ঘর্ষরোধ থাকিলে কিম্বা দাহ ও ভৃক্ষা থাকিলে গুঁঠ ও আমলকীর সহিত তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতে সঁতলাইয়া লইবে । আর সেই ঘৃষ শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে ।\*

( ড ) রক্ত প্রস্রাব হইলে ছুঁবালভাদি পাচন মিছরীর সহিত উত্তমরূপে গুলিয়া দিবে ।

( ঢ ) জ্বর, মূচ্ছা ও পক্ষাঘাত এক সঙ্গে হইতে পারে । একপ স্থলে প্রথমেই দশমুলের সহিত এবণ্ড তৈল দিবে । মাথায় বটছাল ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া দিবে । দশমূল পান করাইবে । কিন্তু একপ উপদ্রবে জ্বর সবিরাম হয় না ।

\* চরকের এই যোগট, নিবাস জ্ববে অর্থাৎ অষ্টাহেব পব ভাল । অল্প অল্প পাক হইলে অনিদ্রা, ঘর্ষরোধ, দাহ ও ভৃক্ষা হয় । সে স্থলে আর ভাল । অতএব আম জ্ববে ঐ সকল লক্ষণ থাকিলে আরই ভাল ।

( ৭ ) গলার ভিতর অতিশয় বেদনা থাকিলে গলার উপর গরম ঘুতের স্বেদ দিবে । তাহাতেও বেদনা না গেলে দশমূল পাচন সিদ্ধ করিয়া অতিশয় উষ্ণ থাকিতেই গাড়ুর ভিতর পুরিবে । গাড়ুর নল রোগীর মুখে থাকিবে আর পরিচারক গাড়ুর ভিতর ফুঁ দিতে থাকিবে ।

( ৮ ) জিহ্বায় স্কেটক বা বেদনা হইলে আদার রস ও সৈন্ধব কবল কবাইবে, জোলাপ বা বিষঘটিত ঔষধ দিবে । নাসা থাকিলে জোলাপ বা বিষ ঘটিত ঔষধ দিবে ।

( ৯ ) গলার ভিতর বা থাকিলে এবং রোগী আহার গিলিতে অক্ষম হইলে নিম্নঘৃত বা পঞ্চতিক্ত স্রুত মুখে পুরিয়া রাখিবে । এবং গাড়ুর নল দিয়া বট ছালের বাষ্প গ্রহণ করিবে । আর পঞ্চামৃত রস কিম্বা পঞ্চবক্তুর রস কিম্বা মহাজরাকুশ মৃগনাতি ও রসসিন্দূরের সহিত অবলেহ করিবে । কিন্তু এরূপ উপদ্রব থাকিলে অর স বিরাম হয় না ।

( ১০ ) আমবাত অর্থাৎ গেষ্টে বাত বা হ্রোগ বা শোথ দেখিলে দশমূলের সহিত পরিমাণে এরও তৈল পান করাইবে । পরদিন হইতে মৃত্যুঞ্জয় রস বা পঞ্চপল্লব রস দিবে । এরূপ উপদ্রবে অর স বিরাম হয় না ।

( ১১ ) ডেঙ্গু বা অস্ত্র কোন কণ্ডু দেখা দিলে সাধারণতঃ হামের ঞ্চায় চিকিৎসা করিবে ।

( ১২ ) কম্প নিবারণ করিবার উপায় ;—

( ১ ) সৈন্ধব এক তোলা ও গরম জল এক হুই ছটাক ।

( ২ ) সামান্য কম্পে কেবল গরম জল আকর্ষণ পান করিয়া বমন কর । জল আপনিই ব্রমি হইবে না হয় সৈন্ধব যোগে বমি করিবে ।

( ৩ ) কম্পে মূর্ছা হইবে মনে হইলে আকণ্ঠ শীতল জল পান করিবে। কম্পে মূর্ছা হইলে সন্ধি গরমীর চিকিৎসা করিবে। কম্পকালে অত্যন্ত হাঁপানী মুচ্ছার পূরুলক্ষণ।

( ৪ ) আধ ছটাক দশমূল পাচন ও আধ ছটাক এরণ্ড তৈল কম্পের উৎকৃষ্ট পাচন। কম্পের পূর্বে শীত বোধ হইলেই খাওয়াইয়া দিবে।

( প ) দাহ নিবারণ করিবার উপায় ;

( ১ ) নাভিতে ও বাম হৃদয়ে শীতল জলের বাটী বসাইয়া দিয়া জোরে বাতাস করিতে থাকিলে ৫। ৭ মিনিটেই দাহ যায়।

( ২ ) কোন কোন ডাক্তার বলেন যে দাহ জ্বরে রোগীকে শীতল জলে অবগাহন করাইবে। মহামতি ভাবমিশ্রেরও এই মত। অত্বেরা এমতের বিরোধী, কেননা ইহাতে সন্ধি গরমা হইতে পারে।

( ৩ ) অতিশয় দাহে অচেতন হইয়া রোগী প্রলাপ বলিতে থাকিলে পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া দিবে। কিন্তু সবিরাম জ্বরে এত দাহ হয় না। ১১০ পৃষ্ঠা দেখ।

( ৪ ) দাহে সোঁদালের জোলাপ দিবে। সোঁদালের মাত্রা দ্বিগুণ হওয়া উচিত। কেননা জোলাপ না খুলিলে দ্বিগুণ দাহ হইবে। বমি করিলেও দাহ নিবৃত্তি হয়।

( ৫ ) যে দেশে তালের পাখা আছে আর বাতাস করিবার লোক আছে, সে দেশে দাহের ভয় কি ? পাখার বাতাস ত্রিদোষ নাশক। এমন কি, কম্পের সময়ে সর্বদা লেপে ঢাকিয়া মাথায় পাখার বাতাস করিলে উপকার হয়।

( ফ ) কখন কখন কপালে স্লেটক হইয়া মুখ ফুলিয়া যায়, অর হয়, পরে মুখের ফুলো দূর হইয়া সর্বদা বেদনা ও শোথ

হয়, স্থানে স্থানে পাকিয়া যায়, বোধ হয় ইহাই চরকের শঙ্কাক  
যোগ; ইংরাজীতে ইহাকে ইরিসেপেলাস বলে। চিকিৎসা  
বীসর্পের স্থায়।

( ব ) নবম্বরে মীহা যকুৎ থাকিলে তৃতীয় দিন পিপুলের  
কাথের সহিত এবং তৈল বা সোণামুখীর চূর্ণ বা তেউড়ীচূর্ণ  
বা সল্ট মিশাইয়া জোলাপ দিবে। প্রথম দুইদিন হিঙ্গুলেশ্বর বা  
ভস্মেশ্বর রস দিবে। চতুর্থ দিন ইহাতে উক্ত কোন একটা  
ঔষধের সহিত বা অ-সহিত নিম্নলিখিত কোন একটা পাচন দিতে  
থাকিবে।

( ১ ) গোলঞ্চ, ক্ষেতপাবড়া, মুতো, চিরেতা ও কটকী।

( ২ ) গোলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও বক্তচন্দন।

( ৩ ) কণ্টিকাবী, গোলঞ্চ, বামনহাটি, শুঠ, ইন্দ্রযব, ভরা-  
নভা, চিরেতা, রক্তচন্দন, মুতো, পলতা ও কটকী।

( ৪ ) কণ্টিকাবী, গোলঞ্চ, শুঠ, কুড় ও চিরেতা।

( ৫ ) গোলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পলতা, কটকী, শুঠ,  
রক্তচন্দন ও মুতো এই সকলের কাথ আধ ছটাক ও পিপুল চূর্ণ  
আধ তোলা।

( ৬ ) পিপুল, ধনে ও দশমূল।

আমাদের ঔষধ। পিপুল কাথের সহিত ১নং পঞ্চপল্লব,  
অর্দ্ধমাত্রা।

অবিরাম জ্বর বা রেমিটেন্ট ফীবর।

যদি জ্বর দিন রাত্রে মধ্যে একবারও না ছাড়ে, তবে তাহাকে  
ইংরাজীতে রেমিটেন্ট এবং সংস্কৃত ভাষায় দ্বিদোষজ জ্বর কহে।

চতুর্দশ ইহাকে “চিরজ্বর” কহিয়াছেন । বাঙ্গালায় অবিরাম জ্বর কহিয়া থাকে, কেহ কেহ স্রববিরামও কহেন ।

তিন দিন না দেখিয়া চিরজ্বর বলা যায় না, কেননা কোন কোন আম জ্বর ক্রমাগত তিন দিন থাকিয়া চতুর্থ দিনে আম পাকান্তে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় ।

অবিরাম জ্বরে রোগী কিছু না কিছু অভিভূত হইয়া পড়ে, মুখ টস টস করে, অস্থমনস্ক হয়, কথা কহিতে ইচ্ছা করে না, অধিক কথা কহিলে মাথা ঘুরিয়া যায়, বসিয়া থাকিতে পারে না, মাথা দপ্ দপ্ করে, গা নেকাব ( গুল্কার ) কবে; জিব চটচট করে, রগ টনটন করে, জ্র টানিয়া ধরে, উঠিতে বসিতে বা শুইতে ঘন ঘন ইচ্ছা করে, শয্যা বদল করিতে ইচ্ছা করে, সর্ব শরীর বেদনা করে, দাঁড়াইলে ঝনঝন দেখিতে হয় এবং জ্বরের বেগ সর্বদা অধিক থাকে ।

প্রকৃতিব নিয়মে অবিরাম জ্বর অষ্টম দিবসের এদিকে ছাড়ে না । শাস্ত্রে আছে এই জ্বর সপ্তম, নবম, একাদশ, চতুর্দশ, অষ্টাদশ কিংবা দ্বাবিংশ দিবসে ছাড়ে বা ঐ ঐ দিবসে রোগী মরে ।

সপ্তমী দ্বিগুণা বাপি নবম্যেকাদশী তথা ।

এষা ত্রিদোষমর্যাদা মোক্ষায় চ বধায় চ ॥

ভাবমিশ্র বলেন যে যে দিন জ্বর হয়, সে দিন বাদ দিয়া ধরিতে হইবে অর্থাৎ সপ্তম শব্দে অষ্টম, নবম শব্দে দশম, একাদশ শব্দে দ্বাদশ, চতুর্দশ শব্দে পঞ্চদশ, অষ্টাদশ শব্দে উনবিংশ এবং দ্বাবিংশ শব্দে ত্রয়োবিংশ দিবস বুঝিতে হইবে । রোগী ও চিকিৎসক অষ্টম দিবসে বিশেষ সাবধান থাকিবেন । হয় তো সপ্তম দিবসে দেখিবে যে জ্বর কমিয়া গিয়াছে, রোগী স্বচ্ছন্দ আছে, কিন্তু হয় তো অষ্টম দিবসে দেখিবে যে কল্প হইয়া নাকী বিকৃত হইয়াছে ।

যদি দিন বা রাত্রে নটা দশটার সময়ে বেগ আরম্ভ হয়, তবে অবিরাম জ্ববে বাতপিত্ত জ্বব বলা যায় ; যদি শেষ রাত্রে বা অপরাহ্নে আরম্ভ হয় তবে বাতশ্লেষ্মা বলা যায় ; প্রত্যুষে বা সন্ধ্যার সময়ে আরম্ভ হইলে পিত্তশ্লেষ্মা বলে । বাতপিত্ত জ্বব প্রত্যুষে ও সন্ধ্যাকালে কমে । পিত্তশ্লেষ্মাব জ্বব দিন বা রাত্রে প্রায় একটার সময়ে কমে । বাতশ্লেষ্মা ৮।৯টার সময়ে কমে ।

ব্যবস্থা । জ্ববের প্রথম সপ্তাহে সবিরাম জ্ববেব গ্রাঘ চিকিৎসা করিবে । কিন্তু সবিরাম বা অবিরাম হউক, প্রথম তিন দিনের মধ্যে স্থিৰ কৰা যায় না । অথচ অবিরাম জ্বব প্রথম তিন দিনেই প্রবল মূৰ্ত্তি ধারণ করিতে পাবে । জ্বর প্রবল মূৰ্ত্তি ধারণ করিলে অবিরাম সবিরাম বা দিনক্ষণ বিচার নাই, রোগীকে তৎক্ষণাৎ শোধন দিবে । প্রবল মূৰ্ত্তি যথা ;—মনে কব বোগী যেন হঠাৎ অভিভূত হইয়াছে, মলমূত্র বন্ধ হইবা শিখাছে ; বসিতে বা শয়ন করিতে পারিতেছে না, বলিতেছে যে শয়ন করিলে খিল ধবিত্তেছে, চোঁক গিলিতে পারিতেছি না, জিব ফুলিয়া গিয়াছে, চোখ মুখ নাক ও গলায ভিতব জলিতেছে, প্রবল বেগে সর্দি বাড়িতেছে, ভয় হইতেছে ইত্যাদি ।

একপ স্থলে বোগীকে লবণ ও জল দিয়া বমন করাইবে । তাহাতেও বোগের লাঘব না হইলে ইচ্ছাভেদী বসের জ্বোলাপ দিবে ।

কিন্তু যদি অতিসার থাকে, তবে তাড়াতাড়ি করিবে না, কেননা অতিসারে পিত্ত কফ আপনিই বাহির হইয়া যাইতেছে অতিসার সহসা বন্ধ করিবে না । যদিই ঔষধ দিতে চাও, তবে কনকস্থলর প্রভৃতি বিষ বাটত ঔষধ দিবে । অতিসারে রোগী নিত্যন্ত চৰ্চ্ছল না হঠাৎ পানচর ঔষধ দিবে না ।



রোগীর দাস্ত না খুলিলে তিন দিন অপেক্ষা করা যাইতে পাবে। পবে অবশ্রুতি জ্বোলাপ দিবে। দশমূলেব সহিত অর্দ্ধ তোলা বেটী দেওয়া ভাল। কিন্তু ৭ম, ৮ম, ১২শ, ১৪শ ও ১৮শ দিবসে জ্বোলাপ বা বমন দিবে না। আর ছুফল নাড়ীতেও বমন বিবেচন নিষিদ্ধ।

সংশোধনের পব বাতপিত্ত জ্ববে ঐ জ্ববেব নির্দিষ্ট কোন একটা পাচন দিবে। এইরূপ পিত্তশ্লেষ্মা ও বাতশ্লেষ্মাবও ভিন্ন ভিন্ন পাচন সমূহ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। যে সকল পাচন সেই সকল শাস্ত্র দেখিয়া বোগানুসারে নির্বাচন করিবে। চক্রদত্ত চিরদ্বরে চতুর্দশাঙ্গ পাচন নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা সর্ব-প্রকার বিদোষ জ্ববেই অষ্টাহের দিন হইতে দশমূল কিংবা চতুর্দশাঙ্গ কিংবা অষ্টাদশাঙ্গ দিয়া থাকি। পর্যায় ক্রমে তিনটী পাচন তিন দিনে খাওয়াইয়া দেখিবে, যে টাতে বাহার দাস্ত প্রভৃতি পবিদ্ধাব থাকে, তাহাকে সেইটাই দিতে হয়।

একজ্বীর জ্ব ছাড়াইবাব জন্ত ব্যস্ত হইবে না। তাড়াতাড়ি করিয়া জ্বর ছাড়াইতে গেলে মারাত্মক হইয়া পড়ে। নতুবা মারাত্মক হইবার সম্ভাবনা নাই। রোগী তিন চারি সপ্তাহ বা ততোহধিক কাল ভুগিলেও মারাত্মক হইবাব সম্ভাবনা হইবে না।

রোগে ঔষধ যতই কম খাওয়াইবে, ততই রোগীর মঙ্গল। বোগীকে আরাম করিবার জন্ত যতই তাড়াতাড়ি করিবে, ততই তাহার অমঙ্গল। রোগীকে শুশ্রূষা করিবে, পথ্য পালন করাইবে এবং দাস্ত পরিষ্কার রাখিবে; তাহা হইলেই চিকিৎসা করা হইল। ঔষধ অল্পই খাওয়াইতে হয়।

মাথায় সহসা বরফ বা জলপটী দিবে না। দিলে শ্রোত্র সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়া হয়। আমাদের দেশের প্রবাদই এই যে

“তাত সয় তো বাত সয় না ।” আব ইউরোপীয়দিগের ধারণা এই যে ‘বাত সয় জে তাত সয় না ।’ এইরূপ দুই বিপরীত সূত্রে উভয় দেশের চিকিৎসা শাস্ত্র নির্মিত ।

দ্বিতীয় কথা এই যে সানাতন সবিবাম জবে জোলাপ লইবাব পর কুইনাইন খাইতে ইচ্ছা হয় খাইও । কিন্তু পাচনের বলে অবিবাম জব বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলেও কুইনাইন খাইও না । পৈত্রিক জবে কুইনাইন উপবাবী বটে, কিন্তু যে জবে বাতশ্লেষ্মাব সম্বন্ধ আছে, তাহাতে ইহা খাটে না । কুইনাইন অতিশয় বাত প্রকোপক, আব ইহা আম দোষে খাটে না । আমবা এই জবে যত বারই কুইনাইন দিগাছি, তত বারই অপ্রতিভ হইয়াছি ।

অবিবাম জব বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলেও ২৩২৪ দিন বা একমাস পর্য্যন্ত ঔষধ ছাড়িবে না আব ১৩ দিনেব পূর্বে অল্প পথা কবিবে কি না, তৎপক্ষে সাবধান থাকিও ।

অবিবাম জবে চুচল জেতা ভাল । অষ্টাহ হইতে কন্তুবী ভৈবব দিবে । কেননা ঐ দিন একটা সাঁড়া আছে, হঠাৎ শরীব অবসন্ন হইয়া মূর্ছা হইতে পাবে । দশমূলেব সহিত ত্রাণ্ডী মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায় । মূত্র বন্ধ হইলে ত্রাণ্ডী দিবে না । আব ঐ সময় হইতে মাংসেব যুষ দশমূলেব সহিত সিদ্ধ কবিয়া দিতে হয়, কেননা ঐ সময়ে শরীবের আম শুষ্ক হয়, অতএব বল বাখা দবকাব ; গবম দুবেব সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প দেওয়া যায় । বোগী ক্ষুধা বোধ কবিলেই মাংস যুষ বা চিনির সহিত অল্প গবম দুধ দিবে অথবা মুগ বা মসুরের যুষ দিবে ।

পাচন অল্প অল্প কবিয়া চাবি পাঁচ ঘণ্টা পান করা ভাল । খালি পেটে পাচন থাওয়া রীতি । আহ্বারের ঠিক পূর্বে বা পরে পাচন খাইবে না । আর জল পানের পর পাচন খাইবে না ।

এ । কল ভাবিয়াই সাধারণতঃ প্রাতঃকালে একবার ও সন্ধ্যাকালে একবার পাচন থাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ।

### উপসর্গের চিকিৎসা ।

রোগী যে পাচন থাইতেছে, তাহাই বডঙ্গ নিয়মে পাক করিয়া তৃষ্ণায় দিবে । সুশ্রুত মতে মধু যুক্ত শীতল জল আকর্ষণ পান করিয়া বমি করিলে তৃষ্ণা শান্ত হয় । আর মধু ও মাত গুড়ের সহিত নিম্ব পত্রের কাথ পান করিয়া বমি কবিলে দাহ নষ্ট হয়, অথবা গরম জল দিবে । শব্যায় পড়িয়া থাকাতে পিঠে ও পাছায় দাগ বা ঘা হইতে পাবে । পঞ্চতিক্ত স্নাত বা নিম্ব স্নাত দিবে । পৃষ্ঠে বহু স্থান ব্যাপিয়া ফুসকুড়ী বাহির হইতে পারে, তাহাতেও ঐ স্নাত দিবে । গায়ের অন্ত্রান্ত স্থানেও ফুসকুড়ী বাহির হইতে পারে ; উপেক্ষা করিবে । ঔষধ যেমন খাওয়াইয়া যাইতেছে, সেইরূপ খাওয়াইবে । তবে ফুসকুড়ী বাহির হইলে কিংবা অতিসার হইলে স্নেদ বন্ধ কবিয়া দিবে । অন্ত্রান্ত উপসর্গের চিকিৎসা সবিরাম জরে বলা হইয়াছে ।

প্রস্রাব অধিক হইলে বা প্রস্রাব বন্ধ হইলে বা ঘাম হইতে থাকিলে বা হাত পা ঠাণ্ডা হইলে বা রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে দশমূল পাচন যথেষ্ট । মূত্র বন্ধে মৃগনাভি বা ত্রাণ্ডী দিবে না । হিকা থাকিলে দশমূলের সহিত মৃগনাভি দিবে । হিকা দাহ অতি ঘর্ষ, সর্দি, ক্রিমি বা পাথুরী থাকিলে কিংবা সমস্ত গুলি বা কতকগুলি উপদ্রব একত্র থাকিলে এক তোলা দশমূল ও এক তোলা কুলথ কলাস আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই ছটাক থাকিতে একট একট করিয়া দিবে ।

## অবিরাম জ্বরে বটী ।

প্রথম সপ্তাহে দুর্জ্বল জেতা, বা অল্প কোন বিষয়টিত ঔষধ। দ্বিতীয় সপ্তাহে কস্তুরী ভৈরব। রোগীর নাড়ী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে কস্তুরী ভৈরবের বদলে লক্ষ্মীবিলাস বা মহাজ্বা-  
কুশ মৃগনাভি সহিত দিবে। মৃগনাভী না মিলিলে সর্বত্রই আদার রস দিবে। নাড়ী ক্ষীণ ও তন্দ্রায় বেতাল রসও দেওয়া যায়। আফিং যে স্থলে দেওয়া যায় তাহা উপক্রমণিকাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। মধু অবিরাম জ্বরে দিবে না। বোগী গবম হইয়া পড়িলে বটী বন্ধ করিয়া দিবে। কেবল পাচন দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

মন্তব্য। এই জ্বাধায়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, টাইফস্, কণ্টিনিউড্ ফীবর, টাইফইড্, স্ফার্লট, রুবিওলা, ডিপ্‌থিরিয়া ও ইরিসিপেলাস বোগের চিকিৎসা আনুসঙ্গিক বলা হইয়াছে। প্রেগ্, পায়েমিয়া ও অস্ত্রান্ত্র ত্রণ জ্বব বসন্ত রোগে বলা হইয়াছে। পিউয়েব পেরাল ফীবর ধাত্রী বিদ্যায় বলা হইয়াছে। হেকটিক ফীবর যক্ষ্মার চিকিৎসায় বলা হইবে।

## আমাদের ঔষধ।

অবিরাম জ্বরে নাড়ী ববাবব সবেগ থাকিলে এক নম্বর পঞ্চ পল্লব আদার বস অনুপানে দুই বেলা দিবে। নাড়ী ক্ষীণ হইলে এক নম্বর পঞ্চপল্লব অর্দ্ধমাত্রা ও মৃগনাভি অর্দ্ধমাত্রা আদার বসেব সহিত দিবে। নাড়ী ক্ষীণ হইলে ২নং বা ৩নং পঞ্চপল্লব রস ও ঐ ঐ অনুপানে দেওয়া যায়।

## অভিভাবক বা চিকিৎসকের কর্তব্য ।

চিকিৎসক রোগী বা অভিভাবক দিগ্‌র্শে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবেন যে এ জ্বর অষ্টম দিবসের এদিকে ছাড়িবে না । এমন কি বাইশ দিন পর্য্যন্ত লাগিতে পারে । আর রোগী ভাল হউক বা না হউক বাইশ দিন পর্য্যন্ত ভাত পাইবে না । তবে ইতিমধ্যে জ্বর ছাড়িয়া গেলে জ্বর ছাড়া ডবার তিন দিন পরে ডাল রুটা পাইতে পারে । রোগী বা অভিভাবকে বাও ব্যস্ত হইবেন না ।

অভিভাবক হয় তো আসিয়া বলিবেন যে কল্য রোগীর নিদ্রা হয় নাই, বা রোগী দুই একটা ভুল বকিয়াছিল বা রোগীর অতিশয় তৃষ্ণা হইয়াছিল ইত্যাদি । চিকিৎসক সতর্ক হইবেন । কিন্তু হঠাৎ ঔষধ পরিবর্তন করিবেন না । হয় তো অভিভাবক কোন দিন হঠাৎ আসিয়া কহিবেন যে রোগীর জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে এবং অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছে । কিন্তু চিকিৎসক সে কথায় বিচলিত হইয়া হঠাৎ শুক পথ্য দিবেন না ।

আরও একটা বিষয়ে সাবধান । রেমিটেণ্ট জ্বর দেশীয় ঔষধে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলেও রোগীকে কুইনাইন দিবে না । তাহা হইলে পুনর্বার জ্বর বেগে আসিবে । আমরা এরূপ স্থলে যে কয়েক বার কুইনাইন দিয়াছি, সেই কয়েক বারই অপ্রতিভ হইয়াছি ।

## একজন চিরজ্বরীর ইতিহাস ।

১৩০২ সালের ১লা ফাল্গুন আমার শরীর ধাবান হইয়াছিল । বয়স তখন ৪৯।৫০ । ঐ দিন কোন কারণে মনে অতিশয় উত্তেজনা বাইতেছিল, ক্ষুধা ছিল না, অল্পও শীতল হইয়া গিয়াছিল। স্নান করিয়া আসিয়া অক্ষুধায় তাড়াতাড়ি ভোজন

করিলাম । কতক গিলিলাম, কতক চৰ্ক্ষণও করিলাম । মনে হয় একটা তরকারিতে শিম ছিল, আর একটা তরকারিতে পাকা কুইমাছের একটা শক্ত মাংসখণ্ড ছিল । কোনটারই স্বাদ পাই নাই, কেবল অল্প মনস্বে গিলিয়াছিলাম মাত্র ।

বেলা তিন চারিটার সময় মনে হইল যে শরীরের ভিতর সর্দি বসিয়া গিয়াছে, হঠাৎ শরীর ভার বোধ হইল, গলা চিরিয়া গেলে যেকপ আলা বোধ হয়, গলার ভিতর সেইরূপ আলা হইতে লাগিল । আর নাক মুখ ও চোখ দিয়া যেন আগুনের তাপ বাহির হইতে লাগিল । বিশেষ লক্ষ্য করিলাম না । সন্ধ্যার পর ভোজন প্রস্তুত হইয়া আসিল । এবার পাটার মাংস ও রুটি । ঝোল মুখে দিয়া দেখিলাম উৎকট লবণ হইয়াছে । মনে মনে ইতস্ততঃ হইতে লাগিল । কিন্তু আয়ীয়েরা পাছে কিছু মনে করেন এই জন্ত কিঞ্চিৎ ভোজন না করিলাম এমন নয় ।

আহারের পর শয়ন করিলাম । কিন্তু নিদ্রা আসিল না, পায়ে খিল ধরিতে লাগিল । দাড়াইলাম, তথাপি খিল ধরিতে লাগিল । মনে হইল পায়খানায় গেলে খিলধরা সারিয়া যাইবে । কিন্তু পায়খানার উপর বসা গেলনা, পায়ে খিল ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের উপরেও খিল ধরিল । শরীর ও নাকী উষ্ণ হইয়া উঠিল । পায়খানা হইতে আসিয়া একটা ইচ্ছাভেদী বটী জল দিয়া গিলিলাম । কিয়ৎকাল পরে বমি হইয়া গেল, একবার দাস্তও হইল । উপর পেটে অজীর্ণ থাকিতে জোলাপ লইলে বমি হইয়া যায়, দাস্ত ভাল হয় না । যাহাউক আসিয়া শয়ন করিলাম । এবার আর খিল ধরিল না । • নিদ্রাও না হইল এমন নয়, তবে শূনিদ্রা হইল না ।

প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম শরীরের অবস্থা পূর্ববৎ আছে, কেবল খিলধরা নাই। কিন্তু সর্দির বেগ ও শরীরের অবসাদ বর- বৃদ্ধি হইয়াছে। অরীক্ষপট হইয়াছে। পুনশ্চ ইচ্ছাভেদী রসেব জোলাপ লওয়া হইল। একবার দান্তও হইল। সাবাদিন গুইয়া থাকিলাম। আহার করিলাম না। তৃতীয় দিন অব গায়ে সদরে বসিয়াছিলাম। পঞ্চপল্লব রস সেবন কবিলাম। কিকিৎ ভাতের মণ্ড পান করিয়াছিলাম। সন্ধ্যাকালে মুখ শুষ্ক হইতে থাকিলে কিকিৎ ইক্ষুবস পান কবিলাম, একটা কমলা নেবুও খাইয়াছিলাম। অব যে রেমিটেন্ট হইয়াছে এবং কিছু কাল যে ভুগিতে হইবে, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। মনে হটল আমার ত কখন রেমিটেন্ট জর হয় নাই। এবং জরে কখন উপবাসও করি নাই। যাহা হটক আমার বড় ভুল হইল। গলার ভিতর তত বেদনা এবং শরীরে তত শানি থাকিতেও ইক্ষুরস বা কমলা নেবু পানকবা অন্ত্রায় হইয়াছিল। কেননা ঐ দুই দ্রব্যই কফকারক। বাতপিত্ত জরে খাওয়া চলে, কিন্তু শ্লেষ্মায় খাওয়া চলে না। আর এত শ্লেষ্মায় ভাতের মণ্ড খাওয়া উচিত ছিল না।

রাত্রে একটু তন্দ্রার পর জাগিয়া উঠিয়া দেখি, গলা আলজিব ও জিব ক্লিয়া উঠিয়াছে, আর জিবে এত ফোড়া হইয়াছে যে হাত দেওয়া যাইতেছে না। মুখে থুথুর স্রোত বহিতেছে, কিন্তু ফেলিতে গেলে জিবে লাগে। মনে হইল দাঁতগুলো ফেলিয়া দিলেই বাচি। কারণ মাড়ীতে বেদনা হইয়াছিল আর জিবে দাঁতের খোঁচা লাগিতে লাগিল। প্রাতঃকালেই গুলের আশুন করা হইল। মাথায় ও গায়ে শ্বেদ দেওয়া হইতে লাগিল। বানীস

পুটলী গবম করিয়া গলার উপর স্বেদ দেওয়াতে যেন জুড়াইতে লাগিল । কিন্তু গলায় অধিকক্ষণ তপ্ত পুটলী রাখিলে গলা শুকাইয়া যায়, হঠাৎ হাঁপাইয়া উঠিতে হয় ; আমার গলাও একবার শুকাইয়া উঠিয়াছিল ।

কিন্তু জিবের আড়ষ্ট কিছুতেই গেল না, অনন্তর পূর্ণমাত্রায় একটা পঞ্চপল্লব সেবন করিলাম । পঞ্চপল্লব না থাকিলে তদভাবে কস্তুরী তৈরব কিম্বা পঞ্চবক্ত্র সেবন কবিতান । শাস্ত্রানুযায়ী সৈন্ধব, শুঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ আদার রসেব সহিত মিশ্রিত করিয়া আকর্ষ্মুখে ধারণ করা হইল । তাহাতে লাল ভাস্মিতে লাগিল বটে, কিন্তু এমনই জালা হইতে লাগিল, যেন সমস্ত দিক্ শূন্য বোধ হইতে লাগিল, জালায় কণ্ঠশোষ হইল, শবীৰ কিঞ্চিৎ হালকা বোধ হইল বটে, কিন্তু মাথা যেন ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ কস্তাকন্তি করিয়া ঔষধ গ্রহণ হইতে ফেলিয়া দিলাম । কিন্তু তাহার পর আবার একবার কবল করিয়াছিলাম, বোধ হয় বিকালে তৃতীয় বাব কবল করিয়াছিলাম । ঐ সকল দ্রব্যের নশ্র লওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা লই নাই । এই দিন হইতে অস্থির হইয়াছিলাম, একবার এঘর, একবার ওঘর, একবার খাটের বিছানা, একবার মেজের বিছানা অবলম্বন করিয়াছিলাম ।

আহার করিব কি ! কিছুই জিবে সহ্য হয় না যে ! গিলিব মনে করিলে, গলার বেদনার ভয়ে, রুৎকম্পন উপস্থিত হয় ! কোন কিছু মুখে রাখিবার ঘো নাই ; মিছরী জিবে লাগিলেও জিব কব্ কর্ করে । কেবল তালের মিছরী সমস্ত দিন মুখে রাখিতে পারিয়াছিলাম । সন্ধ্যাকালে বটী আর খাই নাই, কেবল তাপ লইয়াছিলাম ।



অনন্তর অতিশয় কাসি হইতে লাগিল । রাশি রাশি গয়ের উঠিতে লাগিল । আহাঙ্গাদির কথা ভুলিয়া গেলাম । কেবল মাথায় বালির তাপ দেওয়াইতে লাগিলাম, পিঠেও অনেকবার দেওয়াইয়াছিলাম । দেখিয়াছিলাম যে কফে যেমন বালির তাপে সত্ত্ব সত্ত্ব আরাম বোধ হয় এমন আর কিছুতেই নহে । কফ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে ।

অষ্টম রাজ্যে আন্দাজ নয় দশটার সময়ে খাটে শয়ন করিয়া মাথায় ও পৃষ্ঠে স্বেদ লইবার পর একটু স্বাস্থ্য বোধ হইল । উঠিয়া বসিলাম শরীর যেন কিম্ব কিম্ব করিতে লাগিল, হৃদয় যেন অবসন্ন হইল, মন যেন সন্দ্বিগ্ন হইল, যেন তজ্জার আবেশ হইতে লাগিল । জানি না কি মনে করিয়া আমি আমার কোন আত্মীয়কে কহিলাম “দেখ ঘরে আগুন বৃদ্ধি নাই, আমার সাম্নি-পাতিক জ্বর হইয়াছে, ঘরে সর্বদা আগুন না থাকিলে এ জ্বরে মাছুষ বাঁচে না ।” সে এই কথা শুনিয়া অন্ত ঘরে আগুন আনিতে গেল । আমি অন্তমনস্কে খাট হইতে নামিয়া ভূমিস্থ শয্যায় উপবেশন করিলাম । হঠাৎ মনে হইল যেন কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল । আমার চৈতন্য হইল । আমি পার্শ্ববর্তী আত্মীয়কে জিজ্ঞাসিলাম, তুমি কেন কাদিতেছ । সে কহিল “তুমি অমন করিতেছ কেন ।” আমি কহিলাম ভয় নাই, এই দেখ আমার নাড়ী রহিয়াছে । পুনশ্চ কহিলাম যে আমি অবসন্ন হইয়াছি, আমাকে দশমূল পাচনের সহিত কিঞ্চিৎ ব্রাণ্ডী মিশ্রিত করিয়া দাও, আর মাংসের ঘুষ প্রস্তুত করিয়া দাও । আমি যেন এসকল কথা ঘুমের ঘোরে কহিয়াছিলাম, বলা বাহুল্য যে

এক দিন পর্য্যন্ত আমি দশমূল পাচন খাই নাই । মধ্যে মাঝে বড় পানীয় ও খনে পলতার জল খাইয়াছিলাম । পঞ্চপলব দুই একদিন খাইয়াছিলাম মাত্র । এই রাত্রে আমার কথামত আমাকে দশমূলমিশ্র মাংসের কোল খাওয়ান হইয়াছিল, তাহাতে ত্রাণীও দেওয়া হইয়াছিল । অনন্তর ঘণ্টা দুই ঘোব নির্দ্রা হইয়াছিল । পরদিন প্রাতঃকালে আমার কোন মাননীয় ডাক্তার আমার বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন যে বন্ধুব অবস্থা কিঞ্চিৎ খারাপ হইয়াছে । আমি তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম যে দশমূল পাচন ও বালীব স্বেদ এ বোগেব উত্তম ঔষধ ।

একে কয়েকদিন অতিশয় লজ্বন, তাহাব উপর বাত্র জ্বব বিচ্ছেদ হইয়াছিল । এই দুই কানণে মর্চ্চা হইয়াছিল । একপ অবস্থায় একপ জ্বববিচ্ছেদে মৃত্যুও হইতে পাবে । আব একপ অবস্থায় মৃত্যু হইলে বোগী কিছুই জানিতে পাবে না । সপ্তম বা অষ্টম রাত্রে একপ জ্বববিচ্ছেদ ঘটাত পাবে অতএব সে সময়ে পেট খালি থাকা উচিত নহে ।

এস্থলে বলিতে ভুলিয়াছি যে বর্দ্ধবাত্রে আমি দুইবার এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যেন আমি নিমতলার গাশানে জলন্ত কযলাব উপর চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া আছি । আব বন্ধবা পার্শ্বে বসিয়া গল্প করিতেছে । আব পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাত্রে আমার অত্যন্ত দাহ হইয়াছিল । দাহই বরাবর ছিল, কম্প একদিনও হয় নাই ।

ঐ বাত্রে আমি ধাক্কা খাইয়াছিলাম । কিন্তু জরও ধাক্কা খাইয়াছিল । নাড়ীর বেগ ঐ রাত্রি হইতেই কমিয়াছিল । কিন্তু অষ্টম দিন হইতে চতুর্দশদিন পর্য্যন্ত গঠের এত উষ্ণিয়াছিল, যে আমাঙ্গী স্ত্রীরনে কখন এত গরম উঠে নাই । গয়েরের রং সাদা

ছিল আর প্রত্যহ একপোয়া বা দেড়পোয়ার কম ছিল না। বলা বাহুল্য আমি স্নান অবস্থায় কখন থুথু বা গয়ের কেলি না। অষ্টম দিন হইতে আমি পঞ্চপল্লব প্রত্যহ তিনবার করিয়া খাইতাম। অন্নপান আদার রস ও মৃগনাভি। আর কোন পাচন খাই নাই। কেবল দশমূলের সহিত পাঁটার মাংস সিদ্ধ করিয়া সেই যুষ খাইয়া ছিলাম। পথ্যের মধ্যেও তাহাই। ছন্ধ ও চিনি মধ্যে মধ্যে খাইতাম। মুখে মিছরী এক দণ্ড কামাই ছিল না; ঘূমের ঘোরেও মুখে মিছরী রাখিতে হইত নতুবা গলা শুকাইয়া উঠিত। কাসি বিরক্তিকর হইয়া উঠিলেই বালির শ্বেদ লইতাম। মাখায় ও গলার সর্বদা গরম কাপড় রাখিতাম, নতুবা কাসি বাড়িয়া উঠিত। এস্থলে বলা উচিত যে গয়ের যতই উঠে মাথুষ ততই কাহিল হয়, অথচ গয়ের না উঠিলেও বিপদ। গয়ের আদৌ জীবনীয় কফ; উহা শরীরের সর্বত্রই আছে, বন্ধে অধিক আছে; কোন কারণে স্থানচ্যুত হইলেই বিকৃত হয়; তখন তুলিয়া না ফেলিলে বিপদ আসে। আবার অত কফ একবারে বিকৃত হওয়াতে শরীর অতিশয় শুষ্ক হইয়া যায়। কফ স্থানচ্যুত হইলে অবশ্যই তুলিয়া ফেলিতে হইবে, চিকিৎসার কর্তব্য এই যে যেন স্নান কফ স্থানচ্যুত না হয়। কফ স্থানচ্যুত হইলেও আটকাইয়া থাকে, শ্বেদদ্বারা উহার পথ সকল প্রসারিত হয় অথচ উহা তরল হইয়া থাকে, এই জন্ত শ্বেদ দিলে বাহির হইয়া পড়ে।

বাইশ দিন পর্য্যন্ত আমি অন্ন পথ্য করি নাই। তিস্ত ইতি- মধ্যে ডালকুটি খাইয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। তেইশ দিনের দিনও আমার শরীর স্নান বোধ হয় নাই, শূন্য বোধ হইয়াছিল, গায়ে অতিশয় ময়লা জমিয়াছিল। আমি ৯ দিন বিকাল বেলা

সান্ন্যস্ত তৈল মাখিয়া ময়লা তুলিয়াছিলাম । পঞ্চপল্লবরস ক্রমাগত একমাস খাইয়াছিলাম । তদভাবে লক্ষ্মীবিলাস থাওয়া উচিত হইত ।

রোগের প্রথম সাত দিনের পর হইতে তুম্বার উপদ্রব অতিশয় ছিল, সে তুম্বা কিছুতেই যায় না । কেবল এক টুকরো হরীতকী ও এক টুকরো তালের মিছরী মুখে রাখিলেই মুখ সরস হইত এবং তুম্বা যাইত ।

### সান্নিপাতিক বিকার ।

[ “জ্বর ও ওলাউঠার চিকিৎসা” নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত ]  
পূর্বে অবিরাম জ্বরের কথা বলা হইয়াছে । এই জ্বর বিকারে পরিণত হইতে পারে । প্রথম দিন হইতে বাইশ দিন কাটিয়া গেলে মরণের আশঙ্কা থাকে না । যাহাতে জ্বর বিকারে দাঁড়াইতে না পারে, প্রথমতঃ তাহারই চেষ্টা করিবে । পেট খোলসা থাকিলে ও পথ্য ঠিক থাকিলে এবং বাহিরের বাতাস গায়ে না লাগিলে বিকারের সম্ভাবনা নাই ।

রোগীকে চোপের চাউনী খারাপ হইলেই বিকার সন্দেহ করিবে । বিকারের রোগী আপনার মনে কথা বলিয়া থাকে ; যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে কি বলিতেছ, তবে যেন হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের ছায়া চমকিয়া উঠে এবং হয় তো এইরূপ উত্তর দেয় যে “কই কিছু বলি নাই ।” অনন্তর পুনর্বার অল্প মনস্ক হয় । ক্রমশঃ চোখের ভাব ঘোর ও দৃষ্টি বক্র হইয়া যায় । মানুষ চিনিতে পারে না । কথা এড়াইয়া যায় এবং প্রায়ই তন্দ্রা হয় ।

বালক বালিকার বিকার ক্রমশঃ উপস্থিত না হইয়া হঠাৎ উপস্থিত হয় । জ্বরের বেগ অধিক হইলে অবিরাম জ্বরের অষ্টম

দিবসে হঠাৎ বিকার হইতে পারে। চৈতন্যের হঠাৎ লোপ হয়। ক্ষণে ক্ষণে রোগীর হাত পা শীতল হয়। মাথা গরম হয় বলিয়া রোগী চীৎকার করিতে থাকে, অচেতন অবস্থায় গালি দিয়াও থাকে, মনে হয় যেন কাহার সহিত ঝগড়া করিতেছে। আর মবা মানুষ, ভূত, চোর ও হত্যাকাবীদের নাম উল্লেখ করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। তখন আত্মীয়েরা প্রবোধ দিবার জন্ত মুখে কাছে মুখ লইয়া গেলে কিম্বা গায়ে হাত দিলে আরও চমকিয়া উঠে।

বিকাশের রোগীর পবিচারক চব্বিশ ঘণ্টা রোগীর পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিবেন। চিকিৎসক সর্বদা কাছে থাকিলে আরও ভাল হয়। যাহারা অল্পেই কান্না কাটনা করে, এক্রূপ লোক রোগীর নিকটে থাকিবেন না। আবার নির্দয় লোকও রোগীর কাছে না থাকে। নিম্নলিখিত কয়েকটি দ্রব্যের আয়োজন থাকিলেই সর্ব প্রকার বিকাশের চিকিৎসা চলিতে পারে।

দশমূল পাচন। মুগনাভি কিম্বা ব্রাণ্ডী। মুগ, মসুর, এরাকুট, বালী। দাড়িম কিম্বা বেদানা। বেড়ীর তৈল। সোডা। পাতি বা কাগজী নেবু। বিডঙ্গ। মিছরী। গুল কিম্বা কয়লার আগুন। আমানী। বসোল। কপূর এবং গুঠ। [ বিকারে প্রস্রাব বন্ধ হইলে ব্রাণ্ডী দিবে না ]।

বিকাশের রোগীর ঘরের কপাট ও জানালা যতদূর সম্ভব, বন্ধ করিয়া দিবে। আর কয়লা বা গুলেব আগুন দিয়া ঘর এক্রূপ গরম করিয়া রাখিবে, যেন সহজ লোকে ঘরে ঢুকিলে অতিশয় গরম বোধ করে। ঘরে ছুর্গন্ধ বা ধূম না থাকে। রোগীর ঝিছানা সামান্য হউক, কিন্তু যেন পরিচ্ছন্ন থাকে

ঘোর বিকারে রোগীব নাড়ী ক্ষণে ক্ষণে পবিবর্তিত হয় । রক্তের তাপ এইমাত্র ১০৫ ডিগ্রী ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই হয় তো দেখা গেল যে দ্রুতগতি নামিয়া আসিতেছে । সকলের নাড়ীজ্ঞান সমান থাকে না, আবার বিপদের সময় অনুভব শক্তি ঠিক থাকে না । এইজন্য একটা তাপমান যন্ত্র কাছে রাখিয়া দিবে, এবং মধ্যে মধ্যে তাপ পরীক্ষা করিবে । কিন্তু বোগীর নাড়ী দমিয়া গেলে তাপমান যন্ত্রে কায় দেখে না, বরং ভ্রম হইতে পারে । কারণ যে রোগীব নাড়ী নাই, শ্বাস হইতেছে এবং যে এখনই মরিবে, তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে, তাহারও তাপ হয় তো ১০০ ডিগ্রীব উপর পাওয়া যায় । তখন নাড়ী না দেখিয়া কেবল তাপমান যন্ত্রে বিশ্বাস করিবে না । যদি নাড়ী ক্ষীণ থাকে, অথচ তাপমানে তাপের পরিমাণ ১০০ ডিগ্রীর উপরেও থাকে, তথাপি রোগীকে শ্বেদ দিয়া তাপ বক্ষা করিতে হইবে । আব্রু যাহাদের নাড়ী স্বভাবতই মৃণ অর্থাৎ হাতে পাওয়া যায় না, থার্মোমেটর ভিন্ন তাহাদের অর পরীক্ষা করিবাব উপায় নাই ।

বিকারের রোগী চীৎকার বা ক্রন্দন করিতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে তাহার মাথা গরম হইয়াছে । তখন আঙুলের হাঁড়ী সরাইয়া লইবে, এবং বোগীব মাথায় স্নাত, আমলা ও আমানীব প্রলেপ দিয়া জ্বরে বাতাস করিতে থাকিবে । বটের ছাল ঘূতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলেও ফল হয় । মাথায় বাতাস করিবে বটে, কিন্তু গায়ে বাতাস করিবে না । রোগী সুস্থ হইলে আঙুলের হাঁড়ী পুনর্বার ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিবে ।\*

---

\* অতিশয় দাহে অগ্নিতাপ দিলেও নিতান্ত ভুল করা হয় না । বরং হাতে পারে অগ্নিতাপ দেওয়াই উচিত । সর্পি গরমী প্রকরণে দেখাস হইয়াছে যে

হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে হাত পায়ে বালীর পুটলী গরম করিয়া স্বেদ দিবে । স্বেদের সময় তপ্ত বালিতে আমানী ছড়াইয়া দিবে । রোগী থুৎথুৎ করিয়া কাসিতে থাকিলে পাজরে অল্প করিয়া বালীর স্বেদ দিবে । চোখ পিঁচড়াইতে থাকিলে মাথায় বালীর স্বেদ দিবে । শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মদ প্রভৃতি যতই উষ্ণ ঔষধ খাওয়াও, বালীর স্বেদ না দিলে সান্নিপাতিক বিকার কিছুতেই বাগ মানেন না । যে স্থলে তাপের হ্রাস বৃদ্ধি এত ঘন ঘন হয়, সে স্থলে কুইনাইন প্রভৃতি শীতল বা স্থায়ীবীৰ্য্য একোনাইট প্রস্তুতি উষ্ণ ঔষধ সেবন করাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না ।

বিকারের রোগীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া থাকে, এইজন্য উহাকে অল্প অল্প করিয়া বারবার দশমূল খাওয়াইতে হয় । চারি ছটাক পাচনের সহিত এক ছটাক ত্রাণ্ডী নিশাটয়া রাখিবে এবং জিহ্বা শুষ্ক দেখিলেই এক আধ ঝিছুক করিয়া সেই পাচন মুখে দিতে থাকিবে । বালক বালিকার পক্ষে চারি ছটাক দশমূল পাচন দিন রাত্রে জন্ম যথেষ্ট হইতে পারে । কিন্তু তৃষ্ণা অধিক থাকিলে এই পাচন বড়ঙ্গ পানীয় নিয়মে পাক করা ভাল । নাড়ী দমিয়া গেলে, দশমূলের সহিত মদিরা ও দুই তিন রতি পর্য্যন্ত মৃগনাভিও গুলিয়া দেওয়া যায় । অর রোগীকে বহু বিলম্বে আহার দেওয়া ভাল ; কিন্তু বিকারের রোগীকে অল্প অল্প আহার অনেক বার দেওয়া ভাল । কারণ পেট খালি থাকিলে মাথা

বাহু তাপ বৃদ্ধি হইলে আভ্যন্তর শীত বৃদ্ধি হয় । সে স্থলে মাথায় শীত ও শরীরে অগ্নিতাপ দিলে আন্তরিক শীত নষ্ট হইতে পারে । আর শাস্ত্রানুসারে পৈত্তিক রোগীরই শীতল চিকিৎসা হইয়া উচিত । অতএব আমাদের মতে বাতশ্লেষ্মিক দেশে উষ্ণ চিকিৎসাই বিধি । তবে মাথার রক্ত জমিলে মাথায় ঠাণ্ডা দিবে ।

গরম ও নাড়ী দুর্বল হইতে পারে। চবক মতে রোগীকে কুকুট, ময়ূর ও তিভ্রি মাংসের ঝোল দিবার বিধি আছে। সমস্ত মাংসই দশমূলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দেওয়া ভাল। আর অভাব পক্ষে, কচি ছাগলের মাংসের ঘূষ ঐরূপে সিদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়। মাংস পাক করিবার আগে মাংস হইতে চর্বি পৃথক্ করিয়া ফেলিয়া দিবে। মাংস ঘূষের পরিবর্তে মুগ বা মশুরের ঘূষ দেওয়া যায়। সর্ষপ্রকার ঘূষই পাতলা হওয়া ভাল। নাড়ী দুর্বল বা তৃষ্ণা থাকিলে সর্ষপ্রকাব ঘূষই মদিরা সংযোগ করা যায়। গভীর বাত্রে বা বাত্ৰি শেষে ঘূষের আয়োজন থাকা কঠিন হয়। সেরূপ স্থলে দুই এক ঝিঝুক গবম গবম জল-বার্নী দেওয়াই ভাল। মধ্যে মধ্যে বা দাড়িম বসেব সহিত মিছবী গুলিয়া দিতে হয়।

অধিক আহান দিলে পেট ফাঁপিতে পারে কিম্বা অতিসার আসিতে পাবে। অতএব রাত্রি দিনেব মধ্যে আধ সেরের অধিক ঘূষ সচবাচর ব্যবস্থা কবা যায় না। দশমূলের সহিত সিদ্ধ থইয়ের মণ্ড বিকাবে পথ্য।

বোগীব পেট ফাঁপিলে দশমূলের সহিত আটদশ রতি সোড়া মিশ্রিত করিবে। আর তাহাতে দশ বাব ফেঁটা লেবুর রস যোগ করিয়া খাইতে দিবে। বালক বালিকাব পেট ফাঁপিলে সচবাচব মুক্তবর্ষীর পাতা গুহ দ্বারে দিলে দান্ত হইয়া পেট ফাঁপা নিবৃত্ত হয়। দান্ত বন্ধ থাকিলে বিকারের বেগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিকাবে বেটীর তৈল ভিন্ন অস্ত্র জোলাপ দিবে না, অস্ত্র জোলাপে অতিসার হইতে পারে। শিশুদের পক্ষে বিশ পঁচিশ ফোটা বেটীর তৈল গরম গবম দশমূলের গুহিত খাওয়াইলে একবার দান্ত হইতে পারে। বেটীর তৈল পেট ফাঁপা নিবারণ



করে এবং প্রস্রাব বন্ধও দূর করে, কেননা উহা বায়ুনাশক । যদি তৈল খাওয়াইবার পর দান্ত হইতে অধিক বিলম্ব হয়, তবে পেটে পরম গরম রেড়ীর তৈল মাখাইয়া স্বেদ দিবে । তাহা হইলে শীঘ্র দান্ত হইবে । দান্ত হইবার পরই কিঞ্চিৎ আহার দিবে, কারণ দান্ত হইলে বিকারের রোগীর নাড়ী হঠাৎ ক্ষীণ হয় এবং শরীরের তাপ কমিয়া যায় ! উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রীর নীচে থাকিলে এবং নাড়ী অতিশয় সূক্ষ্ম ও চঞ্চল থাকিলে দান্ত করাইবে না । কৃমি জন্মও পেট ফাঁপিতে পারে । কৃমি বলিয়া সন্দেহ হইলেই কৃমি বাস্তবিক থাকুক আর নাই থাকুক, আধ ছটাক বিড়ল একছটাক জলে গুলিয়া আগুনে ফুটাইয়া লইবে । পরে ছাঁকিয়া লইয়া রোগীকে অল্পে অল্পে পান করাইবে । শিশুর পক্ষে বিশ ত্রিশ ফোঁটাই যথেষ্ট ।

রোগীর চোখে রসোনের কাজল দিবে এবং রোগী নিতান্ত স্পন্দহীন হইয়া পড়িলে তাহাকে শুঁঠের নাস দিয়া মধ্যে মধ্যে সচেতন করিবে । নাড়ী গরম থাকিলে নাস দিবে না । শরীরের কোন স্থানে ঘাম হইলে সেই স্থানে এরাকট ছড়াইয়া দিবে । তাহা হইলে ঘাম বন্ধ হইবে : ঘাম প্রায় সর্বপ্রায়ে কপালেই দেখা দেয় । রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া পেট ফাঁপিলে তলপেটে রেড়ীর তৈল মাখাইয়া স্বেদ দিবে ।

দশমূল পাচন ও অগ্নিতাপই বিকারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ । অত্যাশ্রয় ঔষধ সহকারি মাত্র । কিন্তু রোগীর রক্তপ্রাব বা অতিসার থাকিলে স্বেদ দেওয়া বন্ধ করিবে, এবং বিবাদি পাচন দিবে । যদি বিবাদি পাচনে শূল দ্বার বা মূত্র দ্বারের রক্ত না থাকে, তবে হরালভাদি পাচনে দুই তোলা মিছরী গুলিয়া দিবে ।

বিকারে চোখে অঙ্গন দিবে । নতুবা চোখ নষ্ট হয় । রসোনেব বঙ্গ ভাল অঙ্গন । নাড়ীর বেগ স্ততার মত সরু অথচ দ্রুত হইলে মৃত্যু নিকট হইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে করিতে হয়, একরূপ স্থলে চোখ চাওয়া থাকিলে মৃগনাভি, কর্পূর ও আফিং দিবে । চোখ মুদিত থাকিলে মৃগনাভি, কর্পূর ও ধুতুরা বীজ দিবে । মৃগনাভি মাত্রা ৪।৫ গ্রেন, কর্পূরের মাত্রা ১ গ্রেন, ধুতুরা বীজের চূর্ণ দ্বিগুণ গ্রেন । প্রথম স্থলে কস্তুরী ভৈরব দেওয়া যায় । শেষোক্ত স্থলে লক্ষাবিলাস, রসসিন্দূব ও মৃগনাভি একত্র করিয়া দেওয়া যায় । অনুপান আদাব রস । উভয়স্থলেই দশমূলের সহিত মৃগনাভি ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া নির্ভয়ে দেওয়া যায় । দশমূলেব মাত্রা এক কাঁচা । ঔষধ আবশ্যকমত পুনঃ পুনঃ দিবে ।

রোগীর কর্ণমূলে বা মস্তকে বা অন্য কোন স্থানে শোথ হইলে পিয়াজ বাটিয়া পুটনী করিয়া ঝেদ দিবে । তাহাতে তৎক্ষণাৎ যাতনা নিবৃত্ত হইবে ।

বিকাবে কণ্ঠরোধ, কফ, শ্বাস, হিক্কা, সন্ধ্যাস বা ( অচেতন ) থাকিলে বা সকল গুলি একত্র থাকিলে দশমূলের সহিত আদা ও গোঁড়ানেবু মূলের রস যোগ করিয়া দিবে ।

রোগীর প্রস্রাব অবিক হইতে থাকিলে তলপেটের নীচে আফিং কর্পূর ও সরিষার তৈল একত্র করিয়া আন্তে আন্তে মালিস করিবে । বিকারে পেট ফাঁপিলে ও প্রস্রাব বন্ধ হইলে মহানারায়ণ বা মধ্যম নারায়ণ তৈল দ্বারাও দূর হয় ।

বিকারে রোগীর নাড়ী উষ্ণ ও চঞ্চল থাকিলে, অথচ বোগী অচেতন থাকিলে অথচ প্রলাপ বলিতে থাকিলে অথচ কাঁপিতে থাকিলে পিত্তের অতিশয় প্রকোপ হইয়াছে বলিতে হইবে ।

এরূপ স্থলে বায়ুর সম্পর্ক থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মার সম্পর্ক থাকে না ।  
 এরূপ স্থলে পুরাতন যুত সর্কালে মালিস করিলে তৎক্ষণাৎ উপ  
 কার হয় । বিকারে নাড়ী লীন ও তন্দ্রা থাকিলে রোগী বাঁচিবে  
 বলিয়া সাহস করা যায় না ।

বিকারের এই সকল চিকিৎসা দৃষ্ট ফল ।

### উপসংহার ।

হৃদয় ও মস্তক আক্রান্ত না হইলে বিকার হয় না । হৃদয়  
 আক্রান্ত হইলে যে সকল রোগ হইতে পারে, তাহাদের যাকিঞ্চিৎ  
 বিবরণ “সদি কাসী ও হাঁপানী” প্রকরণেব টিপ্সনীতে বলা হই  
 যাচ্ছে । মস্তক আক্রান্ত হইলে তাবৎ বায়ু বোগই ঘটতে পারে  
 এবং বক্ত নির্গম ও সন্ন্যাস রোগও হইতে পারে । চরক ঐ  
 সকল রোগকে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতে বিভক্ত করিয়াছেন ।  
 ভাবমিশ্র প্রভৃতি ঐ সকল সন্নিপাতের তাত্ত্বিক প্রভৃতি নাম দিয়া  
 ছেন । কিন্তু কি প্রাচীন কি আধুনিক কোন শাস্ত্রকারই ভিন্ন  
 ভিন্ন সন্নিপাতেব ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ নির্দেশ করা আবশ্যক বোধ  
 করেন নাই । আমাদের বোধ হয় যে দশমূল পাচন সর্বপ্রকার  
 সন্নিপাতেই ব্যবহার্য্য, কেননা হৃদয় ও মস্তকের তাবৎ রোগেই  
 দশমূল উপযোগী । চক্রদত্ত সন্ন্যাসের মূর্চ্ছাতেও দশমূল ব্যবস্থা  
 করিয়াছেন, আবার ভাবমিশ্র উন্মাদ ও অপন্মাবের মূর্চ্ছাতেও  
 দশমূল ব্যবস্থা করিয়াছেন । রক্তপিতে দশমূলের ব্যবহার নাই  
 বটে, কিন্তু বিকারে রক্ত বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা সকলেরই সংশ্রব  
 আছে । অতএব বিকারে রক্তপিত্তের সংশ্রব থাকিলেও দশমূল  
 প্রয়োগ করা অসম্ভব হইতে পারে না । রক্তের বিশেষ উপদ্রব  
 থাকিলে স্বল্প পঞ্চমূল দিবে । অথবা ছুরালভাদি পাচন বা অম্ল  
 কোন রক্ত-পিত্ত নাশক যোগ প্রয়োগ করিবে ।

আমাদের ঔষধ ।

বিকারে এমন কোন ঔষধ দেওয়া উচিত নহে, যাহার ক্রিয়া তিন চারি ঘণ্টার অধিক কাল থাকে । নাড়ী ক্ষীণ হইলে দশ-মূলের সহিত মৃগনাভি ও কপূর যোগ করা যায় । অন্ত কোন ঔষধ না দেওয়াই ভাল । অন্তকালে দুই নম্বর পঞ্চপল্লব আফিং ও মৃগনাভির সহিত দিবে । নাড়ী উষ্ণ হইয়া উঠিলে ঔষধ বন্ধ করিবে । নাড়ী শীতল হইলে পুনশ্চ দিবে । অন্তকালে শ্বাস উপস্থিত হইলে ১নং পঞ্চপল্লব সর্বপ পরিমাণে লইয়া আদার রসের সহিত নাসিকার ভিতর দিবে ।

পুরাতন জ্বর ।

হৃৎ দ্বারা চিকিৎসা ।

চরকেব মত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে নব জ্বরের পাচন সকল হৃৎকের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিলে পুরাতন জ্বরের ঔষধ হয় ।

(ক) যে পুরাতন জ্বর প্রত্যহ দেখা দেয়, তাহাতে এক বা দুই ভরি সোঁদালের আটা এক পোয়া গরম দুধে মিশাইয়া প্রাতঃ-কালে সেবন করিবে ।

(খ) যদি পুরাতন জ্বরে কাস বা হাঁপানী থাকে কিম্বা বুকে বেদনা থাকে কিম্বা মাথার যাতনা থাকে, তবে কিসমিসের কাথ এক বা দুই ছটাক পান করিয়া গরম দুধ অমুপান করিবে ।

(গ) যদি জ্বরের সহিত পেটের কামড়ানী থাকে, তবে দুই তোলা ভেরেণ্ডার মূলের সহিত এক পোয়া দুধ সিদ্ধ করিয়া খাইবে ।

(ঘ) যদি জ্বরের সহিত শোথ থাকে অথবা মল মূত্র সরল,

না থাকে তবে কণ্টিকারী, গোকুর, বেড়েলা মূল ও গুঁঠ সমুদায়ে দুই তোলা, সম্বৎসরের পুরাতন ইক্ষুগুড় দুই তোলা, দুধ এক পোয়া ও জল আধ সের পাক করিয়া দুগ্ধ শেষে ছাঁকিয়া পান করিবে । ইহাই ঔষধ আবার ইহাই পথ্য হওয়া উচিত ।

( ৬ ) কেবল চতুর্গ জলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে পুরাতন জ্বর নষ্ট হয় । একপ স্থলে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা কেবল দুধ খাইয়াই থাকিবে ।

( ৮ ) ধারোষ দুগ্ধ পান করিলেও কোন কোন পুরাতন জ্বর নষ্ট হয় । একপ স্থলে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা কেবল দুগ্ধ খাইয়াই থাকিবে ।

### বিষম জ্বর বা পালাজ্বর ।

( ১ ) দুই তোলা ঘৃতকুমারীর মূল বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বমি হইয়া বহুদিনের বিষম জ্বর নষ্ট হয় । রসেন্দ্র সারসংগ্রহ ।

( ২ ) চবক বলেন সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বর ও পালাজ্বরে গোলকের বা ত্রিফলার কাথ উপকারী । আর মাংসের যুধ সর্বত্রই পথ্য ।

( ৩ ) পালাজ্বরে, জ্বর আসিবার পূর্বে বা পরে, প্রভূত মত পান করিবে ।

( ৪ ) পুরাতন ও পালাজ্বরে চিরেতা, কটকী, মূতা, ক্ষেত-পাবড়া ও গোলকের কাথ উৎকৃষ্ট । ইহাদের সহিত সিঙ্কোনা যোগ করা যায় ।

( ৫ ) পালাজ্বরে, জ্বর আসিবার পূর্বে বা পরে, প্রভূত ঘৃতের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া গন্ধার অঙ্গুল দিয়া বমি করিবে । [ টাটার ট্রুসিড পান করিয়া বমি করিলেও হয় ] ।

(৬) পালাজ্বরে জ্বর আসিবার পূর্বে প্রভূত মদ্য পান করিয়া নিদ্রা যাইবে। প্রভূত পরিমাণে মদ্য ও কুকুট মাংস সেবন করিলে পালাজ্বর নিবৃত্ত হয়।

(৭) অথবা প্রভূত দধির সহিত অন্ন ভোজন করিয়া বমি করিবে। গলায় অঙ্গুল দিয়া বমি করিলেও হয়, টাট্টার এসিড খাইয়া বমি করিলেও হয়।

(৮) জ্বর আসিবার সময় উপস্থিত হইলে রোগীকে শিথ্যা করিয়া কহিবে যে জ্বরের সময় অতীত হইয়াছে।

(৯) পালাজ্বরে প্রাতঃকালে রসোন বাঁটিয়া ঘৃত বা তিল তৈলের সহিত পান করিবে। আর অন্নকালে প্রভূত পরিমাণে পুঁটী বা পোনামাছেব সহিত অন্ন ভোজন করিবে।

(১০) পালাজ্বরে নাছেব পোঁটা ও আমিষ প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করিবে [ একজন রোগীর পুরাতন জ্বরে প্রচুর পরিমাণে পুঁটী ও পোনামাছেব সহিত অন্ন ব্যবস্থা করা হয়। সে আরাম হইয়াছিল ]।

(১১) পালাজ্বরে ও উন্মাদে পুরাতন ঘৃত পান করিবে। সর্ষপ চূর্ণের নস্ত্র করিবে এবং সর্ষপ তৈল অভ্যঙ্গ করিবে। আর মাথায় গোমূত্র ঢালিয়া দিবে। [ বদ্ধ উন্মত্তের পক্ষে সূক্ষতোক্ত এই যোগটী দৃষ্ট ফল ]।

(১২) পালাজ্বরে পিপুলের নস্ত্র ও পিপুলের কাজল ব্যবহার করিবে।

(১৩) সূক্ষত কহেন দুগ্ধ পিপুল ঘৃত ও চিনি একত্র পাক করিয়া মধু সহিত মস্থন করিবে। ইহাকে পঞ্চসার কহে। ইহাতে পালাজ্বর নষ্ট হয়। এ স্থলে ছুঙ্কের মাত্রা এক পোয়া, পিপুল চূর্ণ অদ্ধ তোলা, ঘৃত দুই তোলা, চিনি এক ছটাক ও মধু এক তোলা।

(খ) জরের সহিত হাঁপানী থাকিলেও ঐ যোগটী উত্তম ।

(গ) হৃদ্রোগীর পক্ষে উত্তম পথ্য ।

(ঘ) ক্ষয় বোগীব পক্ষেও উত্তম ।

(১৪) দশমূল পাচনের সহিত অর্দ্ধ তোলা, পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত কবিয়া পান করিলে পালাজ্বর নষ্ট হয় ।

(১৫) সর্ষ গন্ধেব কাথ পান কবিলে সর্ষপ্রকার পালাজ্বর নষ্ট হইতে পারে । সর্ষ গন্ধ যথা ;—এলাচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, দাকচিনি, কঁকলা, লবঙ্গ, অণ্ডক ও শিলারস । অণ্ডক ও শিলা-রসের অভাবে অজ্ঞাত দ্রব্য ছই তোলা লইবে ।

### পুরাতন ও পালাজ্বরে ধাতু ঘটিত ঔষধ ।

জন্মবি অত্র । সর্ষজ্ব হন লৌহ । ত্রৈলোক্য চিন্তামণি ।  
পুটপাক বিষম জ্বাণ্ডক । লক্ষ্মীবিলাস । বেতাল রস ।

আমাদের ঔষধ ।

পঞ্চপল্লব রস । প্রথমে ১নং পঞ্চপল্লব দাও, তাহাতেই কাষ হইবে । যদি একান্তই কাষ না হয়, তবে ২ নং পঞ্চপল্লব দাও । তাহাতেও জ্বর না যায় তবে ৩নং পঞ্চপল্লব দাও । ১নং বটীব অমুপান ঙুঠ চূর্ণ ও মধু । ২নং বটীব অমুপান ত্রিফলার কাথ এক ছটাক । ৩নং বটীর অমুপান কর্পূরের জল ।

## জীর্ণজ্বর বা যক্ষ্মে প্লীহা সংযুক্ত পুরাতন জ্বর ।\*

গোমূত্র ।

এমন যক্ষ্মে ও প্লীহা নাই বাহা গোমূত্র পান করিলে না যায় । আজি কালি পল্লীগ্রামে যে এত প্লীহা ও যক্ষ্মে হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ ভগবতীর প্রতি অভক্তি অর্থাৎ গোমূত্রে অশ্রদ্ধা ।

যদি যক্ষ্মে বা প্লীহার সহিত কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, তবে দুই তিনটী হরীতকীর খোলার সহিত গোমূত্র সিদ্ধ করিয়া খাও । আর যদি যক্ষ্মে বা প্লীহার সহিত উদরাময় থাকে, তবে রোহীতক ছানের সহিত গোমূত্র সিদ্ধ করিয়া খাও ।

## গোমূত্র টাটকা রাখিবার উপায় ।

প্রত্যহ গোমূত্র সংগ্রহ করিতে অনুবিধা হয় । একদিন সংগ্রহ করিয়া দশ বাব দিন ব্যবহার করিতে পারিলেই সুবিধা হয় । হয় তো একদিন এক ঘণ্টার পরিশ্রমে দশ বার দিনেব উপযোগী গোমূত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে । গোমূত্রের সহিত দশ বার ফোঁটা বা দশ বার গ্রেন কার্বলিক এসিড যোগ করিলে অথচ উহা ছয় মাসেও নষ্ট হইবে না গোমূত্রের দুর্গন্ধ দূরীভূত হইবে । এদিকে কার্বলিক এসিড পুরাতন জ্বরেবও উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

(ক) এই গোমূত্র এক ছটাক এবং হরীতকীর খোলা বা রোহীতক গাছের ছাল দুই তোলা এবং জল আধ সের একত্র সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে সেবন কর ।

(খ) কুইনাইনের ভক্তেরা ঐ প্রকার গোমূত্রের সহিত

\* ত্রিসপ্তাহ ব্যতীতন্ত জ্বরে। অন্তমুতাং গতাঃ ।

প্লীহাশিলাদং ক্লান্তে স জীর্ণজ্বর উচ্যতে ॥ ইতি রসসম্ভাব্য ।



কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া বোতলে পূরিয়া রাখুন এবং ছই তিন সপ্তাহ সেবন করুন । কুইনাইনের পরিমাণ এক এক বেলায় ছই গ্রেনের অধিক না হয় ।\*

( গ ) কার্বনেট অব্‌ আয়বণ চাৰি পাঁচ গ্রেন এবং গোমূত্র এক ছটাক এক এক বেলায় পান করিলেও হয় ।

( ঘ ) গোমূত্রের সহিত নাইট্রোমিউবিএটিক্‌ এসিড যোগ কর । গোমূত্র ভক্‌ ভক্‌ কবিয়া কুটিতে থাকিবে পবে গোমূত্রের বর্ণ ও গন্ধ দূৰ হইবে । ইহাকে নাইট্রোমিউ নএট্‌ অব্‌ ইউ-রিয়া বলা যায় । ইহা যকৃতের পক্ষে উপকারী ।

( ঙ ) ঔষধ পান কালে সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা ও যকৃতের উপর গোমূত্রের স্বেদ দেওয়া ভাল ।

### দান্ত পরিষ্কার ।

প্লীহা ও যকৃতে দান্ত পবিদ্যাব বাধা আবশ্যক । দান্ত বন্ধ হইলেই ইচ্ছাভেদী রসেব জোলাপ লইবে । কিম্বা প্রচুর পরিমাণে ত্রিকলার কাথ পান করিবে । অথবা লৌহ মৃত্যুঞ্জয় বস সেবন করিবে । চরক মতে গুল্ম, উদব ও প্লীহা রোগে ত্রিকলা বা গোমূত্রের সহিত এবং তৈল পান করিবে ।

### অন্যান্য ঔষধ ।

নবজর পরিচ্ছেদে প্লীহাশিত জরের যে সকল পাচন বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই জীর্ণজরে উপযোগী ।

প্লীহা ও যকৃতের সহিত জর থাকিলে প্লীহার্ণব বস দিবে ।

---

\* পরীক্ষা করিয়া দেখিযাছি, খুব ভুল বটে, কিন্তু কুইনাইন ও এসিড উগ্র বলিয়া প্রতিক্রিয়া কালে অণুণ করে । সেই জন্য লক্ষ্য নাই

যকৃতের সহিত কাসি থাকিলে লোকনাথ রস দিবে । এরূপ স্থানে তাম্রেশ্বর বটীও ব্যবহার্য্য ।

ভাব প্রকাশ মতে প্রত্যাহ দুই তোলা করিয়া শঙ্খভস্ম সেবন করিলে প্লীহার উৎকৃষ্ট ঔষধ হয় ।

চলিত মতে কার্বনেট আয়রণ ক্ষেতপাবড়ার বসের সহিত পান করিলে জ্বর ও প্লীহা নষ্ট হয় ।

হোমিওপ্যাথীর মতে প্লীহা ও যকৃতের পক্ষে গন্ধক উৎকৃষ্ট । প্লীহা ও যকৃতে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে ১২০ গ্রেন পর্য্যন্ত শোধিত গন্ধক প্রত্যাহ ছন্ধের সহিত সেবন করিবে । তাহা হইলে দুই চারি দিনেই প্লীহা নরম পড়িবে ।

প্লীহা ও যকৃতের সহিত কক থাকিলে অথবা ককপ্রকৃতি লোকের প্লীহা বা যকৃৎ থাকিলে পঞ্চকোল পাচন উপযোগী ।

গোমূত্রের সহিত তেউড়ী চূর্ণ প্রত্যাহ সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃতের শাস্তি হয় । উদরাময় থাকিলে দিবে না ।

পঞ্চকোল পাচন সর্ব্বশুদ্ধ এক তোলা এবং রোহীতক গাছের ছাল তিন তোলা পাচনের নিয়মে পাক কবিয়া দিলে প্লীহা ও যকৃতের শাস্তি হয় ।

এক সপ্তাহ পাকা আমের রস নধু দিয়া পান করিলে এবং অল্প কিছু আহাৰ না করিলে প্লীহা ও যকৃৎ নষ্ট হয় । পাচন ও ধাতু ঘটত ঔষধে ফল না হইলে অথচ রোগী জীর্ণ হইয়া আসিলে তৈল দ্বত ব্যবহার করিবে ।

## রোহীতক দ্বত ।

রোহীতকের বকল পঁচিশ পল ও শুষ্ক কল চারি ক্ষের আট

গুণ জলে পাক করিয়া চারি ভাগ থাকিতে নামাইবে। ঐ কাথের সহিত পিপুল, পিপুল মূল, গুঠ, চিতা ও চই প্রত্যেকে এক পল, বোহীতক ছালের কক পাঁচ পল এবং ঘৃত চারি সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত প্রকাণ্ড প্লীহা ও যকৃৎ শীঘ্র নষ্ট করে। প্লীহা যকৃৎের সহিত গুল্ম, উদর (উদরী), শ্বাস, ক্রিমি, পাণ্ডু ও কামলা থাকিলেও নষ্ট হয়।

লাক্ষাদি তৈল।

জীর্ণ জবে লাক্ষাদি তৈল মাখিবে। মুখ ক্ষতে এই তৈলের কবল করিবে। নাক বা মাড়ী দিয়া রক্ত পড়িলেও উপকার করে।

### প্লীহা ও যকৃৎের উপসর্গ।

শোথ, উদর ও পাণ্ডু। এই সকল রোগের বিবরণ ও ঔষধ দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইবে। কিন্তু এই সকল রোগ প্লীহা ও যকৃৎের উপসর্গ রূপেও উপস্থিত হয়। তখন ইহাদের চিকিৎসা প্লীহা ও যকৃৎের চিকিৎসার আয়। গোমূত্র, রোহীতক ছাল, হরীতকী ও লৌহ ইহাদের উৎকৃষ্ট ঔষধ। আর রোহীতক ঘৃত ও নারায়ণ তৈল ব্যবহার্য।

প্লীহা, যকৃৎ, উদর, শোথ ও পাণ্ডু রোগে ধীর রোগী দুই সপ্তাহ কেবল গোমূত্র ও গো দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবেন। প্লীহা অধিক বৃদ্ধি হইলে নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া থাকে। দাঁতের মাড়ী দিয়া রক্ত পড়ে এবং মুখের ভিতর ঘাও হয়। একরূপ স্থলে পঞ্চতিক্ত কিম্বা নিম্ব ঘৃতের কবল করিবে। এবং লাক্ষাদি তৈল ব্যবহার করিবে। লক্ষাবিলাস সেবন করিবে।

পথ্য—শালপর্ণ্যাদি গণের সহিত সিক্ত দুগ্ধ। প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, উদর, আঁতসার, পাণ্ডু এই সকল রোগে ত্রিকলাদি অরিষ্ট

পান করিবে । ত্রিকলাদি অরিষ্ট যথা ;—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ধমানী, চিতামূল, শিশুণ, লৌহ চূর্ণ ও বিড়ঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্ধ সের, মধু এক সের ও সৰ্ব্বসরের পুরাতন শুড় সাড়ে বাব সের দৃঢ়পাত্রে একমাস পর্য্যন্ত ঘবের খড়েব ভিতর আচ্ছাদিত রাখিবে । পরে ছাঁকিয়া লইবে । মাত্রা দুই তোলা ।

প্লীহা ও যকৃতের আমাদের ঔষধ ।

প্রাতঃকালে ১নং পঞ্চপল্লব রস অনুপান গোমূত্র বা চুস্ত ।  
মধ্যাহ্নে ২নং পঞ্চপল্লব আহারের পরক্ষণে অনুপান জল । সন্ধ্যা-  
কালে লৌহ রসায়ন । অনুপান হরীতকীর কাথ এক ছটাক ।  
সঙ্গে সঙ্গে সারস্বত তৈল ব্যবহার করিবে । মুখে যা থাকিলে  
সারস্বত ঘৃত কবল করিবে ।

## একটি রোগীর ইতিহাস ।

রোগী স্ত্রীলোক । সম্বৎ ১৬ । ১৭ বৎসর । ১৮ মাসের  
বোগ । রোগ প্লীহা, যকৃত, শোথ, দ্ব্যকালীন জ্বর ও পাণ্ডু ।

বোগীর অভিভাবক কহিলেন যে ইতিপূর্বে ইহাকে জয়মঙ্গল  
রস, পুটপাক বিষমজ্বরাস্তক ও অভয় লবণ দেওয়া হইয়াছিল । ঐ  
সকল ঔষধ দিবার পূর্বে রোগীর শোথ ছিল না । শোথ দুই  
চারি দিন মাত্র হইয়াছে । অনন্তর কহিলেন যে পূর্বে আর এক  
বাব শোথ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কবিরাজের চিকিৎসায় আবাম  
হয় । ব্যবহার করিয়া বোঝা গিয়াছিল যে রোগী কুপথ্যচরণ  
করে ।

রোগীকে ১নং পঞ্চপল্লব রস দেওয়া হইল । অনুপান হরী-  
তকী সিদ্ধ গোমূত্র । সারস্বত তৈল মাখিতে দেওয়া হইল ।

এতদিন কটা ও বার্গী খাইতেছিল মাংসের ঝোল ও ভাত ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাছের ঝোল ও ভাতই দেওয়া হইয়াছিল, চুপিচুপি একটু আধটু অন্ন ও আনুর তরকারীও চলিয়াছিল। দুই একদিন যে মাংসের ঝোল না দেওয়া হইয়াছিল এমন নয়। বিকালে একটু করিয়া ছুথের ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুধ ভাতের সঙ্গেই চলিত। আমরা কহিয়াছিলাম যে ভাতের সঙ্গে দুধ ও তবকাবী কখন এক সঙ্গে দিও না। তবে ইচ্ছা করিলে ভাতের সঙ্গে ঝোল খাইতে পারে। কিন্তু পুরাতন জ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি রোগে ঝোল শাস্ত্রমতে উপাদেয় হইলেও গৃহস্থ উহা ঠাণ্ডা মনে করিয়া ভাত হয়। স্ত্রীবাং কবিবাং ব্যবস্থা করিলেও গৃহস্থ রোগীকে সচবাচব দেয় না। কেহ কেহ প্রকাশ্যেই কহে “জরে ঝোল দিবেন মহাশয় ! শোথ আনিবে না তো ! ঝোল যে মহা ঠাণ্ডা !”

বাহা হউক প্রথম সপ্তাহের চিকিৎসার পর বোগীর শোথ আর দেখা যায় নাই। বাত্রে জ্বর আসিতে লাগিল। কিন্তু দিবসে বিচ্ছেদ হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় সপ্তাহে অভ্যাসিক আসিয়া সংবাদ করিলেন যে রোগীর জ্বর বাড়িয়াছে। বোগীকে দেখিতে চাহিলে দেখান হইল। জ্বর সান্নিপাতিক বোধ হইল। রোগীকে আমাদের

---

একলে বলা ভাল যে ঐংবাদ বোগীবা কোন ঔষধেই আপত্তি করেন না, চিকিৎসকের প্রত্যেক কথা ‘বে আক্সা বলিয়া’ তৎক্ষণাৎ পালন করেন। একদিন একজন খনবান্ ঐংবাজকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে কহিলাম, “মহাশয়, গোনুত্রেব সহিত রেচীব তৈল পান করিলে আপনাব বোগ নিবৃত্ত হইবে।” তিনি যে কেবল সেই ঔষধ ভুক্তির সচিব পান করিলেন, এমন নহে, পবস্ত পান করিবাব পুষ্কেন নম্রতা সহকারে করিলেন “আমি ক্রমেই বৃদ্ধিতেছি যে সস্তা ঔষধেরই বেকী গুণ।” বীর ঐংবাজের অসংখ্য মহাঔষধের মধ্যে এই একটা মনোভণ।

বাটার নিকটে রাখা হইল । সমস্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া কেবল দশ-মূল পাচন ব্যবস্থা করা হইল । পাচনের সঙ্গে পঞ্চপল্লব এক বেলা সিকি মাত্রায় দেওয়া হইতে লাগিল । অন্য বেলা কেবল পাচন দেওয়া হইতে লাগিল । ভাত একবারে বন্ধ করা হইল । রোগীকে মস্তুরের ঘূষ দেওয়া হইতে লাগিল । সাত আট দিন পরে রোগী কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যলাভ করিল, কিন্তু আপনার ইচ্ছায় ঐ দিন ভাত খাইয়া ফেলিল । হঠাৎ অতিসার উপস্থিত হইল । তখন ঔষধ ও আহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল । দ্বিতীয় দিন উহাকে আকিঞ্চের সহিত পঞ্চপল্লব দেওয়া হইয়াছিল, তৃতীয় দিন দশমূল ও শুষ্ঠ চূর্ণ দেওয়া হইল । কিন্তু তাহাতে ফল হইল না । দুই তিন দিন আহার বন্ধ রহিল । কেননা পেটের এমন অবস্থা হইয়া উঠিল যে জল বা ঘূষ কিছুই হজম হইল না ।

একে ক্ষীণ রোগী, তাহাতে অতিসার, তাহাতে আবার অনাহার । হৃষ অতিসাবে মৃত্যু নয় অনাহারে মৃত্যু স্থির হইয়া উঠিল । মনে মনে তর্ক হইতে লাগিল যে যখন অনাহারের উপর এত দাস্ত হইতেছে এবং রোগীব কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তখন অবশ্য গ্নীহাও কিছু না কিছু কমিয়া থাকিবে । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গ্নীহার কিছুমাত্র হ্রাস দৃষ্ট হইল না । অথবা কেবল কঙ্কাল ও গ্নীহাই বাহির হইয়া পড়িল ।

আর অনাহারে রাখা অত্যাশ্রয় মনে করিয়া বিবাদি পাচনের সহিত মস্তুর ডাল সিদ্ধ করিয়া সেই ঘূষ অল্পে অল্পে দেওয়া হইতে লাগিল । অতিসার নিবৃত্ত হইল এবং বোগী এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে বোধ হইল । তাহাকে ঐক্লবী ঘূষই দুই তিন দিন দেওয়া হইয়াছিল ।

চতুর্থ দিন দেখা গেল যে রোগীর নাক দিয়া রক্তস্রাব হই-

তেছে। প্রত্যাহ এক ছই ছটাক করিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। রোগী আরও শীর্ণ হইয়া পড়িল। বিজ্ঞানার ঘেস লাগিয়া পৃষ্ঠে ঘা বাহির হইল। রোগীর অভিভাবক ঔষধ চাহিলে কহিলাম যে উর্দ্ধগ রক্তপিত্তের ভাল ভাল ঔষধ সকল প্রায় সারক। সুতরাং ঐ সকল ঔষধ দিলে পুনর্বার অতিসার আসিতে পারে। কিন্তু মাথায় শীতল প্রলেপ ও লক্ষ্মীবিলাস প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে। আর দাড়িম ফুলের নশ্ত দেওয়া যাইতে পারে ; দাড়িমপাতা ও দাড়িম ফুলের রস অতিসার-নাশকও বটে। অনন্তর ঐ ঔষধ ও ঐ রসের নশ্ত দেওয়া হইল। নাকের রক্তও এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তখন দাঁতের সহিত রক্ত বাহির হইতে লাগিল। এই সময় রোগীব জিব ও মাড়ী ঘায়ে ফুলিয়া উঠিল। আর আল্জিব এরূপ ফুলিয়া উঠিল যে আহার বন্ধ হইয়া গেল। রোগীর মুখে জল যুব বা দুগ্ধ দিতে গেলে রোগী আর ভয়ে হাঁ করিল না। জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিলে গৌঁ গৌঁ করিয়া কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। তখন দুধে নেকড়া ভিজাইয়া ঠোঁটের মধ্যে দেওয়া হইল। আব খদিরাষ্টক বটিকা মুখে ধারণ করান হইল। কিন্তু রাখিতে পারিল না।

ছই তিন দিনের মধ্যে দাঁতের মাড়ী প্রায় পচিয়া উঠিল। ছই এক টুকরো মাংসও খসিয়াছিল ; আলজিবের গোড়া একবারে ক্ষয়িয়া গেল। মনে হইল মুখ বৃষ্টি খসিয়াই পড়ে। ঘরে এরূপ ভগ্ন হইল, যে প্রবেশ করাই দায়।

পোষ মাসের রাত্রি ৮টার সময়ে রোগীকে দেখিতে যাওয়া হইল। রোগী চাহেনা, কথা কহেনা, হাত পা মোচড়াইতেছে, সম্পূর্ণ অজ্ঞান। মাথাভরা চুল আনুখাল হইয়া পড়িয়া আছে,

উকুনে মাথা ভরিয়া গিয়াছে, গিপীলিকা সকল ক্ষতগতি গৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর একজন কাঁটা দিয়া ফেলিয়া দিতেছে, ময়লায় রোগীর শরীর আঁধার হইয়াছে। কে বলিবে ঘেঁ আর বাঁচিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে নাড়ী উষ্ণ ও বেগযুক্ত আছে। হয়তো এই জ্বরের শেষেই প্রাণত্যাগ হইবে; এই ভাবিয়া সকলে উহাকে ঘর হইতে বাহির করিবার জন্ত তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল। খাট কিনিয়া আনা হইল। অনন্তর আমাদের অনুমতি চাহা হইল। আমরা অনুমতি দিতে পারিলাম না। কহিলাম, “দেখ, পোষ মাসের রাত্রির ভয়ানক শীত, উহাকে ঘরের বাহির করিলেই মরিয়া যাইবে, তোমরা আমাদের বাটা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছ, যদি রোগী ঘরের ভিতর মরে, আমাদেরই ঘর নষ্ট হইবে; তোমাদের এত তাড়াতাড়ি কেন। বিধবা হইলে যাহা হয় করিতে। সধবা ও বালিকার অন্ত্যেষ্টির জন্ত অত ভাবিবার প্রয়োজন নাই। দেখ, ইহার নাড়ী বেশ উষ্ণ রহিয়াছে, প্রাণ থাকিতেও বাহিরের শীতে মৃত্যু হইতে পারে। একটা কাথ করা হউক, রোগী অতিশয় রুদ্ধ হইয়াছে, উহাকে মহালাকা দি তৈল মাখান হউক। আর উহার মুখে মহাতিক্ত ঘৃত পুরিয়া দেওয়া হউক; কেননা সুখের ঘর যাতনাতেও এরূপ ধনুষ্ঠকার-ব্যাপার ঘটয়া থাকিতে পারে; স্নাতের কবলে সত্ত্বই যাতনা যাইতে পারে। ঘৃত গিলিবার আশঙ্কা নাই, কেননা গিলিবার শক্তি নাই; আর যদিই বা স্নাতের রস কিঞ্চিৎ উদরস্থ হয়, তাহাতেও দোষ হইতে পারে না, কেননা রোগী অনাহারে শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়াছে।”

অনন্তর এরূপ ব্যবস্থাই পালন করা হইল। রাত্রি আন্দাজ



একটার সময় রোগীর জ্ঞান হইল এবং একপোয়া পরম দুঃখ  
খাইয়া ফেলিল। অথচ পূর্ক দুই দিন এক বিন্দু দুঃখও গেলান  
যায় নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে রোগীকে লক্ষ্মীবিলাস, মৃগনাভি ও  
রসসিন্দূর দুইয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর  
দুঃখ পথ্য করা হইয়াছিল। রোগী এইরূপ অবস্থায় পনের দিন  
চলিয়াছিল। ক্রমে মুখের বা সম্পূর্ণ আরাম হইয়া গেল, নূতন  
মাংস গজাইয়া উঠিল। আলজিবেবর বা পুরিয়া উঠিল। পনের  
দিনই দুঃখ পথ্য করা হইয়াছিল। প্লীহা খুব কমিয়া গেল।  
শোথ একবারে অদৃশ্য হইল। একমাস পরে রোগী সুস্থ হইয়া  
চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্লান্ততা ভিন্ন রোগীর আর  
কোন রোগ ছিল না। অভিভাবক দিগকে বলিয়া দেওয়া হইল  
যে রোগীকে দেশে লইয়া যাও এবং ছয়মাস দুঃখ পথ্য দিও,  
কেননা ইহার পুনর্জীবন হইয়াছে।



### অতিসার ও রক্তাতিসার।

অতিসার প্রথমেই বন্ধ করিবে না। বন্ধ করিলে শ্রবল জ্বর  
হইতে পারে, পেট ফুলিয়া উঠিতে পারে। তত্ত্বিগ্র গ্রহণীরোগ,  
অর্শ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, কুষ্ঠ, শুষ্ক বা উদর (উদরী) হওয়া  
সম্ভব। রোগীর ধনুষ্ঠকার হইতে পারে।

পূর্ক বলা হইয়াছে যে পৈত্তিক জ্বরে, জ্বর আসিবার পূর্ক  
বা পরে ভেদ হইয়া থাকে। ইহাঙ্কে অতিসার বলিয়া ভ্রম হইতে  
পারে। আর ইহাতে বসিও হইতে পারে। গুরুতর ভোজন

করিলেও ভেদবশি হইতে পারে । এসকল স্থলে ভেদবশি হওয়া ভাল । বন্ধ করিবে না ।

যে অতিসারে মল তরল ও পরিমাণে অধিক হয় এবং হুড় হুড় করিয়া বেগের সহিত মল নির্গত হইতে থাকে অথচ দর দর করিয়া ঘাম হইতে থাকে, তাহাতেই সতর্ক হওয়া উচিত । কিন্তু তাহাতেও ধারক ঔষধ প্রথমেই দিবে না ।

রক্ত আমাশয়েও \* এই নিয়ম । রক্ত অর্শেও এই নিয়ম । অর্থাৎ প্রথমেই ধারক ঔষধ দিবে না ।

ব্যবস্থা । যদি দান্ত ছিড়িক ছিড়িক করিয়া হয়, তবে আধ ছটাক রেটীর তৈল পান করাইয়া দিবে । আর রক্ত আমাশয যেমনই হউক না কেন, তাহার প্রথম মধ্যম বা চরম অবস্থায় রেটীর তৈলের ত্রায় উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই । কেহ হয় তো বলিবেন যে একে ভেদ, তাতে জোলাপ । তাহাকে বুঝাইয়া দিবে যে এইরূপ জোলাপ শাস্ত্রোক্ত এবং চিকিৎসকের পরীক্ষিত । গুহু দিয়া অল্প কোন কারণে রক্ত স্রাব হইলেও রেটীর তৈলের জোলাপে বন্ধ হয় । ইহাও আমাদের পরীক্ষিত । মুখ দিয়া রক্ত উঠিলেও জোলাপে বন্ধ হইতে পারে ।

যেস্থলে রেটীর তৈল না খাওয়া হইবে, সে স্থলে অর্পেক্ষা করিতে হইবে অর্থাৎ কতক মল বা আমাশয়ের রক্ত কিয়ৎ পরিমাণে বাহির হইয়া গেলে পরে বিষাদি পাচন দিবে ।

\* রক্ত আমাশয ও রক্তভেদের প্রভেদ এই যে রক্তভেদে পক্ষাশয়ে বক্ত নাজী ছিড়িয়া যায়, রক্ত আমাশয়ে অস্ত্রের ভিত্তরকার গা হইতে রক্ত আমেব সহিত ঝরিয়া থাকে । রক্তভেদ আশুঘাতী, রক্ত আমাশয আশুঘাতী নহে । রক্ত আমাশয়ে অব থাকে । পেট অত্যন্ত শূলোয় ও বেদনা করে, জ্বালাও হয় । রক্তভেদ লক্ষণ হইয়া থাকে ।

বিদ্বাদি পাচনে অতিসার নিবৃত্ত না হইলে, তাহার সহিত ২ গ্রেন আফিং গুলিয়া দিবে ।

দাড়িমছাল ও কুড়চী সমান সমান । এই যোগটী রক্ত আমাশয়ের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ । রোগ নিতান্তই ধারণ-যোগ্য বোধ হইলে অথচ এই পাচনে নিবৃত্ত না হইলে ইহার সহিত আফিং গুলিয়া দিবে ।

কুড়চী অতিসাব ও রক্ত আমাশয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ । কিন্তু রোগেব নূতন অবস্থায় কেবল কুড়চী দিতে নাই । যদি নিতান্তই দিতে হয়, তবে দাড়িমছালের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে । কিন্তু বোগের পরিণত অবস্থায় কুড়চী উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

কাঁচা কুড়চী বাটিয়া লও । তদভাবে শুষ্ক কুড়চী তড়ুল জলের সহিত বাটিয়া লও এবং জামপাতার ঠুলি দিয়া আচ্ছাদন কর । পবে এক অঙ্গুল পুরু কাঁচা দিয়া ঠুলী আচ্ছাদিত কর । পরে উহা ঘুঁটেব আগুন কিম্বা অগ্ন আগুনেব ভিতর রাখ । কাঁচা শুকাইয়া টবং লাগ হইয়া উঠিলেই আগুন হইতে তুলিয়া লইয়া ভিতরেব ঔষধ বাহির কর । এই ঔষধ নিংড়াইয়া লইলে রস বাহির হইবে । অনন্তর সেই রসের সহিত কিঞ্চিৎ মধু দিয়া পান করিবে । রসের পরিমাণ এক এক বারে এক বা দুই তোলা । দিবা রাত্রির মধ্যে আট তোলার অধিক সেবন করিবে না । ইহাতে সর্বপ্রকার পুৰাতন ও পরিণত অতিসার আরম্ভ হয় । আবশ্যক বোধ হইলে ইহার সঙ্গেও আফিং যোগ করা যাইতে পারে ।

চালধোয়ানী জল আধ ছটাক, রক্তচন্দনের কাথ আধ ছটাক, চিনি দুই তোলা এবং মূ এক বা অর্দ্ধ তোলা একত্র পান কর । ইহাতে রক্তশ্রাব, রক্তভেদ, রক্ত প্রস্রাব এবং মূত্রমার্গের জ্বালা নিবৃত্ত হয় । ইহার সঙ্গেও আফিং যোগ করা যায় ।

প্রিয়সুর কক মধু ও তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে ঐ সকল ফল হয় ।

দুরালভাদি পাচন পান করিলেও ঐ সকল ফল হয় ।

শতমূলী বাঁটিয়া পান করিলেও ঐ সকল ফল হয় ।

যে ব্যক্তি মলের সহিত প্রথমে রক্ত পরিত্যাগ করিয়া পবে বায়ু পরিত্যাগ করে, তাহাকে অদ্বৈক শর্করা ও সিকিভাগ মধুর সহিত নবনীত পান করিতে দিবে ।

অতিসারের প্রথম অবস্থায় শজ্জাদিচূর্ণ, বজ্রক্ষাব, আনন্দভৈব ও কনকসুন্দর দেওয়া যায় । অতিসার ও রক্তাতিসারেব পরিণত অবস্থায় অহিফেন-বাটিকা ও আমরান্ধসী দেওয়া যাইতে পারে ।

অতিসারে মলমার্গ শিথিল বা প্রসারিত হইতে পারে, জালাও হইতে পারে, মলমার্গ চিবিয়া রক্তপাত হইতে পারে, মলমাগে বা হইতে পারে । এই সকল উপদ্রবে মলদ্বারে শতধৌত ঘৃত লেপন করিবে ।

অতিসার ও রক্তাতিসারে রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে অথচ অতিসার কিছুতেই নিবৃত্ত না হইলে বস্তি দিবে । বস্তি যথা ;-- শিমূলের অঙ্কুরিত পল্লব সকল (আন্দাজ আট তোলা) উত্তমকপে বাঁটিয়া একপোয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিবে । আর দেই তৃক্ষ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ছাগল বা কুক্কুটের রক্ত এক পোয়া মিশ্রিত করিবে । এই বস্তি একবারে দুই তিন বার দিতে হয় ।

আমাদের ঔষধ ।

উঁদ বা বমি আরম্ভ হইলে ১নং পুষ্পপল্লব, শুঠচূর্ণ ও মধুর সহিত দিবে । অথবা কেবল ঠাণ্ডা জলের সহিত দিবে ।

তাহাতে অতিসার অবশ্যই নিবৃত্ত হইবে। নিবৃত্ত না হইলে তিন ঘণ্টা পরে আর একবার ঔষধ দিবে। অতিসারের এরূপ ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। অতিসারের প্রথম অবস্থায় পঞ্চপল্লবে আফিং যোগ করিবে না। শেষে করিতে হয়, কর। অতিসারের পরিণত অবস্থায় ৩নং পঞ্চপল্লব দিবে।

রক্তাতিসারে ১নং পঞ্চপল্লব ; অনুপান দাড়িম পাতার রস। অম্বাশয়েও এই অনুপান। ক্রমশঃ ঔষধের মাত্রা কমাইয়া আনিবে। জ্বরের সহিত রক্তাতিসার থাকিলে ইহাই দেওয়া যায়।

মলমার্গ শিথিল বা প্রসারিত হইলে বা চিরিয়া গেলে সার-স্রত ঘৃত।

রক্তের অতিশয় স্রাব হইবার পৰ রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে ২নং পঞ্চপল্লব—অনুপান আফিং।

### রক্তপিত্ত ।

শরীর হইতে কোন কারণে রক্ত নির্গত হইলে শরীরের সেই অবস্থাকে রক্তপিত্ত রোগ কহে।

রক্তপ্রস্রাব...এই রোগে দুৰালভাদি পাচন দিবে। বৃক্করোগ দেখ।

রক্তাতিসার...চিকিৎসা পূৰ্বে বলা হইল।

রক্তভেদ...গুহুদিয়া হঠাৎ রক্তনির্গত হইলে তাহাকেই বিশেষ করিয়া অধোগত রক্তপিত্ত বলা যায়। এই রোগ হঠাৎ সাংঘাতিক হয়। হয় তো রক্তপাতের সঙ্গে সঙ্গেই মূৰ্ছা হয়। মল-মস্তের ভিতরকার কোন রক্তনাড়ী হঠাৎ ছিঁড়িয়া যাওয়াতেই এই রোগ হইয়া থাকে। রক্তাশ হঠাৎ বন্ধ হইলে এ রোগ

হইতে পারে, অন্নপিত্তের পরিণামেও হঠাৎ এ রোগ হইতে পারে। রক্তভেদ হইবামাত্র এক গ্লাস ঠাণ্ডাজল খাইবে। বরফ জল মিলিলে আরও ভাল। পেটের উপর বিশেষতঃ নাভিতে ঠাণ্ডাজলের পটী দিবে। রেড়ীর তৈলের জোলাপ লইবে। ইহা আমাদের নিজের শরীরে পরীক্ষিত। এই রোগে শরীর হঠাৎ শীর্ণ হইয়া যায়। পেটে দুগ্ধ পর্য্যন্ত সহ হয় না। পেট কামড়াইয়া থাকে। অথচ পেট ঐকপে কামড়াইতে থাকিলে পুনশ্চ রক্তপাত হইতে পারে। এই জন্য রক্তভেদের পর পেটে গোলমাল হইলেই পুনশ্চ তৈল পান করিবে। কিন্তু তৈল প্রত্যহ সেবন করিতে হইবে, এক তোলায় অধিক না হওয়া ভাল। চরক বলেন যে বায়ু-সংশ্লিষ্ট রক্তে রেড়ীর তৈল উৎকৃষ্ট আর গুহু দিয়া যে রক্ত নির্গত হয় চরক তাহাকে বায়ুসংশ্লিষ্ট রক্ত কহেন। ডাক্তারেরা এস্থলে লবণঘটিত জোলাপ ব্যবস্থা করেন।

আয়ুর্বেদে অধোগত রক্তপিত্তে বমন ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বিরেচন ব্যবস্থা নাই। চরকমতে বিরেচন ব্যবস্থা স্পষ্ট না থাকিলেও রেড়ীর তৈলের ব্যবস্থা আছে। বাস্তবিক অন্ত্রনালীর মধ্যে মল সঞ্চয় না হইলে এরূপ ব্যাধি উৎপন্ন হয় না; অতএব মল মুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত। প্রথমতঃ রক্ত মলের সঙ্গেই মাথা মাথা থাকে, মলের রং কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়, উহার উপর জল নিক্ষেপ করিলেই রক্ত খুইয়া পড়ে। অতএব মল হঠাৎ কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং শরীর সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন হইলে মলে জল দিয়া পরীক্ষা করা উচিত।

জোলাপের পর পেটে চন্দনাদি তৈল বা শূলগজেন্দ্র তৈল মালিস করিবে। আর রক্তাক্তিসারের চিকিৎসা করা উচিত।  
পথ্য—মাংসের ঘূষ বা অন্ন অন্ন দুগ্ধ। ক্রমশঃ ভাত দিবে।

রোগীকে ঠাণ্ডা করিবে, কিন্তু অধিক ঠাণ্ডা করিলে হঠাৎ জ্বর হইতে পাবে । রক্তপিত্তজ্বরে, শাস্ত্রে বিষ ঘটিত ঔষধের ব্যবস্থা নাই । অতএব জ্বর হইলে স্বল্প পঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক কবিয়া দিবে । অথবা রোগীকে একদিন লজ্জন করাইবে । কিম্বা ছ্বালভাদি পাচন দিবে ।

### উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত ।

রক্ত মুখ দিয়া উঠিলে বা নাক দিয়া পড়িলে সচরাচর তাহা কেই বক্তপিত্ত কহে । উর্দ্ধগত বক্তপিত্ত সহসা সাজ্বাতিক হয় না । বক্ত পাকস্থলী হইতে উঠিলে, উহার বর্ণ ঘোব হয়, বৃক্ক হইতে উঠিলে তাজা বক্তই দেখা যায় ।

বক্ত উঠিলে ববফ বা ঠাণ্ডা জল পান করিবে । বৃকে ও পেটে ঠাণ্ডা জল দিয়া পাখার বাতাস কবিত্তে থাকিবে ।

চরক বলেন যে, যজ্ঞ ডুমুবেব কলেব বস বা দূর্জার রস বা বৃষেব বিষ্ঠাব রস বা ঘোটক বিষ্ঠাব বস বা বটের কোমল পল্লব বা খর্জূব, চিনি ও মধুব সহিত সেবন করিলে বক্ত বমি বন্ধ হয় । জাম বা আম বা অর্জুন ছালের শীতকষায় বক্ত বমি নিবারণ করে । ক্লেতপাবভাব বস মধুব সহিত পান কবিলে রক্ত বমি বন্ধ হয় । আজি কালি কেহ কেহ বিশল্যাকবণী পাতার বস চিনি বা মধুর সহিত পান কবিত্তে দেন । রক্ত উঠিতে থাকিলে যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন ছুগ্ধের সহিত বারবার পান করিবে । চিনি মধু পদ্মকেশর ও তণ্ডুল জল পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তবমি বন্ধ হয় । আর এই সকল দ্রব্যও রক্ত ধাবক ;—

প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বকম, শ্বেতচন্দন, গৈরিক, ধূনা, রসাজন, শাম্বলী পুষ্প, শঙ্খ চূর্ণ, শুক্লি চূর্ণ, যবের ছাত্ত, শিরীষ ছাল, অর্জুন ছাল, আমের ছাল ও জামের ছাল ।

পাঁচাত্ত, কুর্শ বা ছাগ মাংসের যুষ । মধু, শর্করা, ঘৃত, দুগ্ধ ও ইক্ষু এই সকল পথ্য রক্তধারক ।

### একটি ইংরাজী মুষ্টিযোগ ।

ছানাব জল বা দুগ্ধ এক ছটাক । গ্যালিক এসিড ২।৪ গ্রেম ।

### নাসারক্ত ।

নাক দিয়া রক্ত বাহিব হইলে মাথায় ঘৃত, আমলকীচূর্ণ ও কাঁজী একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে । হরীতকীব চূর্ণ নশ্ত করিবে অথবা চিনিব জল বা চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ বা শীতল ইক্ষু বস নাসাব মধ্যে দিবে । দাডিম পুষ্পব বস বা দুর্লাবস বা আমেব কুসির বস বা পলাধুর রস নশ্ত করিবেও ফল হয় ।

লোমকূপ সমস্ত দিয়া বস্ত্র নির্গত হইতে থাকিলে চন্দনাদি তৈল বা শত ধৌত ঘৃত বা মহাতিষ্ঠ ঘৃত মাখিবে ।

### উরঃক্ষত ।

কোন ভারি জিনিস তুলিতে তুলিতে বা দৌড়িতে দৌড়িতে বা অন্য প্রকার ব্যায়াম করিতে করিতে বা কবিবাব পব মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে বুকের মধ্যে কোন স্থান ছিঁড়িয়াছে মনে করিতে হইবে । তৎক্ষণাৎ এক ভবি বিগুন্ধ লাক্ষাচূর্ণ দুগ্ধেব সহিত পান করিবে । এই রোগেব অন্ত্যান্ত চিকিৎসা দ্বিতীয় খণ্ডে উবঃক্ষতের চিকিৎসায় বলা হইবে ।

রক্তপিত্তের পরিণত অবস্থায় খণ্ডকাষ্ঠ লৌহ, অমৃতপ্রাশ ও চরকোক্ত চন্দনাদি তৈল ব্যবহার করিবে । বুকে বেদনা হইলে বিষ্ণু তৈল মালিস করিবে । কল্লি থাকিলে বাসক পাতার রসের সহিত নৃপতিবৃন্ত দিবে ।



রক্ত অতিশয় মির্গত হইয়া গেলে ছাগ বা শকীর টাটকা রক্ত মধুর সহিত পান করিবে।

আমাদের ঔষধ।

রক্তপিত্তের জরে ১নং পঞ্চপল্লব অর্দ্ধ মাত্রা, অনুপান দুগ্ধ।  
রক্তপিত্তে সারস্বত তৈল ও রসায়ন স্নাত ব্যবহার করিলে অল্প ঔষধ  
আবশ্যক হয় না।

রক্তপিত্ত বা উরঃকৃত বা ক্ষয়রোগের দুর্নিবার কাসে মহা-  
রসায়ন গুড়ে সত্ত্ব সদ্য উপকার হয়।

## সর্দি, কাসি ও হাঁপানী।

সর্দিকে সংস্কৃত ভাষায় প্রতিশ্রায় কহে। কাসিকে কাস  
কহে, হাঁপানীকে শ্বাস কহে। বিশেষ বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে  
বলা হইবে। এক্ষণে সর্দি,\* জলকাসি ও অজীর্ণ জনিত হাঁপানীর  
চিকিৎসা বলা হইতেছে। সর্দি, কাসি ও হাঁপানীর স্থান ও  
কারণ এক।

১ সর্দির নিদান ও উপসর্গ। শরীরের সর্বত্রই অসংখ্য জলবাহী পথ  
আছে। তন্মধ্যে বক্ষেই অধিক আছে। কোন কারণে এই সকল পথ নিষ্পীড়িত  
হইলে জল (Mucus &c.) বাহির হইয়া পড়ে। সেই জল নাক মুখ ও চোখ  
দিয়া বাহির হইলে তাহাকে সর্দি কহিয়া থাকে।

অতি ভোজন করিলে বক্ষ নিষ্পীড়িত হওয়াতে হঠাৎ সর্দি হইতে পারে।

বক্ষে হিম লাগিলে জলবাহী পথ সকল সংকুচিত বা নিষ্পীড়িত হয়, স্নতরাং  
সর্দি বাহির হয়।

পায়ে ঠাণ্ডা লাগিলেও এই সকল শিরা সংকুচিত হইতে পারে, মাংস লাগি-  
লেও সংকুচিত হইতে পারে, স্নতরাং সর্দি বাহির হয়।

যদি কোন কারণে পার্শ্ববর্তী শিরা সমূহে রক্তের (Venous blood)

## সাধারণ চিকিৎসা ।

( ক ) অতি ভোজনের পর হঠাৎ সর্দি, কাসি বা হাপানী হইলে বমি করিলেই সাবে । মদন ফল চূর্ণ কিম্বা সৈন্ধব ও উষ্ণ জল পান করিয়া বমি করিবে । লঘুগ্ধা কবিবে ।

( খ ) সর্দি, কাসি বা হাঁপানী অল্প বোগের উপদ্রব না হইলে অথচ নূতন হইলে সৈন্ধব ও উষ্ণ জল পান করিয়া বমি করিলে সাবিত্তে পাবে ।

চলাচল বন্ধ হয়, তবে জলবাহী পথ সমূহে চাপ লাগিতে পাবে, স্ততবাং তৎ-কালে সর্দি বাহিব হয় ।

যদি বৃক্কের উপর একটা ভারী পাথর চাপাইয়া দেওয়া যায়, তবে কেবল সর্দি কেন, নাক মুগ্ধ দিয়া বন্ধও বাহিব হইতে পাবে ।

যদি হৃৎপিণ্ড ( Heart ) কোন কারণে বড় হয়, তবে যুসফুসের গায়ে চাপ লাগিতে পাবে, স্ততবাং সর্দি বাহিব হইতে পাবে ।

যদি পেট শীত লাগাতে পদাশয়ের জলবাহী পথ সকল ( Mucus membrane ) নিম্পীড়িত হয়, তবে পেট কুল বুল করিয়া উঠে এবং মলমূত্র দিয়া জল নিগত হয় । ইহাকে অবশ্য সর্দি বলে না, জলবৎ ভেদ কহিয়া থাকে ।

খুব ঠাণ্ডা ঝাণ্ডা, নাক মুগ্ধ দিয়া জল বাহিব হইবে । ঝাল তীক্ষ্ণ লক্ষণ বলিয়া উহাও লক্ষণে আলজিব হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়, আবার আলজিব সঙ্কুচিত হওয়াতে ঝাল অল্প পথে সম্যক প্রবেশ না করিয়া শ্বাস নালীর মুখেও গিয়া পড়ে, হঠাৎ বিষম লাগে, সঙ্গে সঙ্গে মুখের বক্তবাহী শিবাগণও সঙ্কুচিত হয় স্ততবাং মুখ লাল হইয়া উঠে । নাকের জলবাহী পথ সকল সঙ্কুচিত হওয়াতে নাক দিয়া ঝাটা জল বাহিব হয় । কিন্তু এক্ষণে সর্দি স্থায়ী হয় না । যাহা হউক অবশ্য পবিচ্ছেদ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে যে এ স্থানে বায়ু পিত্ত উভয়ই কুপিত হয় । সর্দিতে কোন কাবণে বায়ু পিত্ত উভয়ই কুপিত হইলে বন্ধে, কঠে ও নাসিকায় জ্বালা ও বেদনা হইয়া থাকে । জ্বালা পিত্তের কাবা, বেদনা বায়ুর কাবা ।

কাচা সর্দির এই অবস্থায় খুব ঠাণ্ডা জলে অবগাহন করিলে পিত্তের শান্তি হইবে অর্থাৎ শরীরের দাহ দূর হইবে । কিন্তু বায়ুও স্নেহা কুপিত হইবে । বায়ু কুপিত হওয়াতে জলবাহী পথ সকল আরও সঙ্কুচিত হইবে এবং ঠাণ্ডা লাগাতে তরঙ্গধার স্নেহা জমিয়া যাইবে । এইরূপ জমিয়া যাওয়ায় স্নেহা অকোপ বলা যায় । সর্দির এই অবস্থাকে 'সর্দি বমিয়া বাঁওয়া' বলে ।

( গ ) সর্দি, কাসি ও হাঁপানী, পাকস্থলী কিম্বা হৃৎপিণ্ডের দোষে উৎপন্ন হইলে, দশমূল ও এরণ্ড তৈল পান করিলেই দূরিত হইতে পারে ।

( ঘ ) কাহার কাহার শীতকাল পড়িলেই সর্দি, কাসি বা হাঁপানী হয় । একপ স্থলে সম্ভা হইতে বেলা আটটা পর্য্যন্ত উপশম হইয়া বাস করিবে । প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে প্রত্যেক কাল পাচন পান করিবে । অথবা দশমূলের সহিত ব্রাণ্ডী মিশ্রণ করিবে ।

সর্দি বসিয়া গেলে কি হয় ? শ্বাসের বাধা হইতে পারে । বেননামা পান করিলে একে সন্ধীর্ণ করিয়া, তাহাতে আবাব সেই পথে শ্বাস জন্মিয়াছে । শ্বাসের এইরূপ অবস্থাকে হাঁপানী বলা যায় ।

সর্দি দ্বারা শ্বাস প্রণালীর বাধা হইলে শ্বাসের তুলিয়া ফেলিবার জন্য শ্বাসের পথে বাধা দিয়া থাকে । সেই জন্য কাসি হয় । কাসি অধিক হইলে শ্বাসের পথে বাধা চিবিয়া বাটতে পারে । চিবিয়া গেলে বস্তোৎপাত হয় । ক্রমে শ্বাসের ক্ষতি হইয়া শ্বাসের ক্ষতি হইতে পারে ।

সর্দির বক্তব্য এই যে সকল আছে । দেহের অপরিষ্কৃত বক্তব্য হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া জন্মে, পরে তথা হইতে ফুসফুসে আসিয়া নিঃশ্বাস বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, পাবে হৃৎপিণ্ডের বাম প্রান্তে প্রবেশ করে । অনন্তর শ্বাসের বাহির হইয়া মস্তক ও শরীর পোষণ করিয়া থাকে । সর্দি বা শ্বাসের দোষে ফুসফুস ক্ষীণ হইলে এই সকল বক্তব্যই গাঢ় চাপ লাগে, তাহাতে ফুসফুসে বেদনা হয়, আর তখন এই অপ্রাণ নিদাক্ষণ উপসর্গ ঘটিয়া থাকে । গাঢ় চাপ ফুসফুস ক্ষীণ হইলে উহা চাপে হৃৎপিণ্ডও সঙ্কুচিত হইতে পারে । তাহা হইলে প্রকারে হৃৎপিণ্ড উপস্থিত হয় । আবাব হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হইলে শ্বাসের বক্তব্য চাপ লাগিয়া থাকে ; হৃৎপিণ্ড মুচ্ছা, সন্ধ্যা, তন্দ্রা, মোহ, ধমু-প্রকাশ প্রভৃতি কঠিন রোগ উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হইতে পারে ।

ফুসফুসের চাপ যত্নে লাগিলে যত্নের বক্তব্য জন্মিয়া যায় তাহাতে কখন কখন যত্নের এত বৃদ্ধি হয় যে মনে হয় যেন উহা পেটের ভিতর স্রুতিয়া পাড়িয়াছে ।

আবার পাকস্থলীতে ফুসফুসের চাপ হইলে বমি প্রভৃতি উপসর্গ হয় ।

শরীরের যে সকল শিষ্য অপরিষ্কৃত বক্তব্য থাকে, তাহাদের মধ্যে এই কারণে

(ঙ) শীত লাগিয়া সর্দি, কাসি বা হাঁপানী হইলে মাথায় পিঠে ও পাঁজরে বালির স্বেদ দিবে। পক সর্দি, কাসি ও হাঁপানীতে বন্ধে সৈন্ধব ও তৈল গরম করিয়া মালিস করিবে। কেহ কেহ বলেন যে পানের বোটার রস ও ঘৃত একত্র সিদ্ধ করিয়া মালিস করিবে।

(চ) সর্দি, কাসি ও হাঁপানীতে দশমূল পাচন দিবে। রোগীর খাত্ত উষ্ণ হইলে দশমূলের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া দিবে।

(ছ) সর্দি, কাসি ও হাঁপানীর নূতন অবস্থায় শ্বাসকুঠার দিবে।

রক্ত জমিয়া গেলে শোথ ( Passive dropsy ) হইতে পারে এবং শবীর নীল-বর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

কুনকুসেব পথ সকল বন্ধ হইলে শবীরের সকল যন্ত্রেই বন্ধ জমিয়া যাইতে পারে। তন্মধ্যে বৃক্কে ( Kidney ) বন্ধ জমিয়া গেলে প্রস্রাব অল্প হয় এবং লাল হইয়া থাকে। পকাশয়ে রক্ত জমিয়া গেলে বক্ত ভেদ হইতে পারে ইত্যাদি।

রৌদ্রতাপে ঘর্ম্ম হইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ অতি শীতল বাতাস লাগিয়া ঘর্ম্ম বন্ধ হইলে সর্দি হইতে পারে। আবার ঐ কাৰণে সর্ব্বাঙ্গে জল বসিয়া শোথও ( Acute dropsy ) হইতে পারে। ডাক্তার বাটন বলেন যে “এক জন মজুর শীতকালে জলে দাঁড়াইয়া কাদা খুড়িতেছিল, হঠাৎ আহার কবিশেষে বসিয়া থাকিবে ; কিম্বা হয়তো গাড়ী হইতে বোঝাই খালাস করিতেছিল, পরক্ষণেই গাড়ীর উপর জলে ভিজিতে ভিজিতে বহু পথ অতিক্রম পূর্ব্বক বাড়ী আসিয়া থাকিবে অথবা হয়তো প্রচণ্ড বৌদ্ধে ঘাস কাটিতে কাটিতে জলাশয় ভূমিতে শয়ন কবিয়া নিদ্রা গিয়া থাকিবে। এই কাৰণে ঘাস হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শোথে সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।” এ স্থলে হয়তো সর্দি হইলে শোথ না হইতে পারিত। তবেই সর্দির অভ্যপ্রায় সচবাচর অসং নহে। এইজন্য লোকে কহে যে সর্দি ঋষিয়া গেলে শরীরের সকল দোষ ঋগণা যায়।

কথা প্রসঙ্গে শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা প্রধান রহস্য বিবৃত হইল। ইহা চিকিৎসা প্রবেশার্থী ছাত্রদিগের আলোচনার বিষয়।

( জ ) গোমূত্র পান করিলে বহু কফাশ্রিত সর্দি, কাসি ও হাঁপানীর উপশম হয়।

( ঝ ) সোডা প্রভৃতি ক্ষার সকল পূর্ণ মাত্রায় পান করিলে সর্দি, কাসি ও হাঁপানীর উপশম হয়। কজ্জলী বা রসসিন্দূর মধুর সহিত পান করিবে।

( ঞ ) সর্দি, কাসি ও হাঁপানীর উৎকট অবস্থায় মাথায় তপ্ত ঘৃত দিবে। এবং বাতাস করিবে।

( ট ) ঘৃত মিশ্রিত যব শক্তুর ধূম পান করিলে সর্দি কাসি ও হাঁপানীর উপশম হয়। নূতন কলিকায় শক্তুপিণ্ড স্থাপন করিয়া কয়লাব আগুনে ধূমপান করিবে।

( ঠ ) সর্দি, কাসি ও হাঁপানীতে গবম জল পান করিবে।

### বিশেষ চিকিৎসা।

সর্দি। নূতন ও পুরাতন সর্দি দুই প্রকার। সর্দি নূতন হইলে গলা জলে ও টাটায়, মুখ টস্টস্ করে, নাক জলে ও টাটায় পরে নাক সডসড় করে, হাচী হয়, প্রথমে কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ জল বাহিব হয়, ক্রমশঃ শাদাশাদা পাতলা কফ বাহির হইতে থাকে, ক্রমশঃ কফ আবণ্ড ঘন হয়, কিন্তু আপনিই বাহিব হইয়া থাকে, আর বাহির হইলে আরাম বোধ হয়; মুখ দিয়া গয়ের বাহির হইয়া থাকে।

সর্দি পাকিয়া গেলে অতিশয় চটচটে হয়। চরক মতে কাঁচা সর্দি নাসিকা-পথে আগমন করে, আর পাকা সর্দি মস্তিষ্ক-পথে আগমন করিয়া থাকে। পাকা সর্দি কষ্টে বাহির হয়, রোগ টন

---

ডাক্তারেরা বলেন সর্দিতে নাক বদ্ধ হইলে "Cold in the head" রোগের একটা উপসর্গ বলা যায়।

টম করে, নাক বাড়িতে গেলে কপাল কন্খন করে, মাথা ঘুনিয়া পড়ে, চোখ কটকট করে, নাক বন্ধ হইয়া যায়, মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে হয়, কখন বা নাক দিয়া পুষ্পরক্ত পড়িয়া থাকে, অরও হইতে পারে, যক্ষ্মাও হইতে পারে ; চরকের মতে সর্দির সময় স্ত্রী সেবন করিলে সত্ত্বর যক্ষ্মা হওয়া সম্ভব । ত্রিরাত্র কিম্বা পঞ্চ রাত্রের পর সর্দি থাকিয়া থাকে ।

ব্যবস্থা । নূতন সর্দিতে নশ্ত লইবে না । সর্বদা হাঁচা ও নাক চোখ দিয়া জল সরিতে থাকিলে কপূরের নশ্ত লইবে । ডাক্তারী মতে অল্প পরিমাণে আফিং থাইলে নূতন সর্দি নষ্ট হয় । আফিং জল-শোধক ও ঘর্ম্মকারক হইয়া উপকার করে । এই রোগে আদার রস মধুর সহিত প্রচুর মাত্রায় পান করিবে ।

নূতন সর্দিতে শীত বোধ হইলে, গা ভাজিতে থাকিলে এবং হাই উঠিতে থাকিলে অথচ অর না থাকিলে উষ্ণ অথচ অল্প ভোজন করিবে । অথবা মাংস রস, বা উষ্ণ দ্রব্য ও শুষ্ঠ চূর্ণ পান করিবে । উষ্ণ জল পান করিবে, স্নান করিবে না ।

নূতন সর্দিতে শরীর কখন কখন আশুন হইয়া থাকে, একপ স্থলে অভ্যঙ্গ করিয়া নাতিশীতল জলে স্নান করা যায়, কিন্তু জল হইতে উঠিয়াই তাড়াতাড়ি সর্ক শরীর আবৃত করিবে এবং মাথা কাপড় দিয়া ঢাকিবে । এই অবস্থায় ঘাম হইলে সর্দি নরম পড়ে । ভোজনকালে পরিমিত ভোজন করিবে, আহারের পর জলপান করিবে না ।

সর্দিতে শঙ্খ দেশ, মস্তক ও ললাটে যাতনা হইলে আশুনে হাত তাতাইয়া স্বেদ দিবে ।

নূতন সর্দিতে বিষবটিত ঔষধে সত্ত্বর উপকার হয় । ডাক্তারেরা বলেন যে একোনাইট পূর্ণ মাত্রায় সেবন করিলে সর্দি ও গৈটে

বাত হই একদিনেই আরাম হয়। এরূপ স্থলে পঞ্চায়ত রস দিবে।

নূতন ও পুৰাতন উভয়বিধ সর্দিতেই সোডা আধ ভরি, মধু আধ ভরি ও দশমূল পাচন যথা মাত্রায় পান করিবে।

পাকা সর্দির চিকিৎসা। সর্দি পাকিয়া গেলে শরীরের জল-শ্রোত বন্ধ হইয়া যায়। এইজন্য বীচি সকল টাটাইয়া থাকে এবং শরীরেব নানা স্থানে বেদনা হয়। দশমূল ও এবণ্ড তৈল সেবন করিলে শ্রোতঃ মুক্ত হয় এবং সকল বেদনাই নবম পড়ে। মদন ফলেব চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বীচির বেদনা ও পুৰাতন সর্দি নরম পড়ে।

চক্রদত্ত বলেন যে রাত্রিকালে কেবল আকর্ষ ঠাণ্ডা জল পান করিয়া নিদ্রা গেলে প্রাতঃকালে সর্দি থাকে না। আর তেতুল পাতাব ঝোল অথবা মরিচচূর্ণ ও অন্ন দধি ইক্ষুশুড়ের সহিত পান করিলে পাকা সর্দি নষ্ট হয়।

সর্দি পাকিয়া গেলে হুনিদ্রা ও পিপুলেব নস্ত লইবে। হাঁচী ও জ্বাব বন্ধ হইলে দারুচিনি, ভেঙ্গপাতা, মরিচ ও ছোট এলাচ চূর্ণ করিয়া নস্ত লইবে। রগ ও চোখ কটকট করিতে থাকিলেও নস্ত দিবে আর চক্ষুর ভিতর তিক্ত ঘৃত বা পুৰাতন ঘৃত দিবে।

নাক দিয়া রক্ত পূয় পড়িলে মাথায় আমলকী চূর্ণ ঘৃত ও কাঁজীব প্রলেপ দিবে। অথবা শতধৌত ঘৃত লেপন করিবে। লক্ষ্মীবিলাস সেবন করিবে।

সর্দি পাকিয়া গেলে অথচ শীত বোধ থাকিলে মংস্ত্র যুষ বা পক্ষি যুষ ও লঘু অন্ন পথ্য করিবে। স্নান ও পানে উষ্ণজল ব্যবহার করিবে। মস্তকে তপ্ত ঘৃত লেপন করিবে। শরীরে দাহ থাকিলে তিক্ত ঘৃত পান করিবে; ঘৃত, হৃৎক, যব, শালি, গোধূম,

পক্ষি-মাংস-রস, তিক্ত শাক ও মুদগা যুষ সেবন করিবে। নাতি শীতল জলে স্নান করিয়া সমগ্র শরীর বস্ত্রাবৃত করিবে। মস্তকে তিক্ত ঘৃত লেপন করিবে। তিক্ত ঘৃতের নশ্ত লইবে।

আর যদি শরীরে ভার বোধ, বেদনা, জড়তা ও শীত বোধ থাকে তবে মদন ফল চূর্ণ পান করিয়া বমি করিবে। অথবা দশমূল ও এরণ্ড তৈল পান করিবে। পথ্য বার্তাকু, পলতা, কুলথ, অড়হর, মুগের যুষ ও লঘু অন্ন। স্নানে ও পানে উষ্ণজল ব্যবহার্য্য।

### কাস চিকিৎসা ।

বন্ধের যে সকল শিরা দিয়া শ্বাস বায়ু বহিয়া থাকে, তাহাদের ভিতরে কফ বা অন্ত কোন দ্রব্য প্রবেশ করিয়া স্ফুড় স্ফুড় করিলে সচরাচর কাস হইয়া থাকে।

ব্যবস্থা। কণ্টিকারীর কাণে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ষকাসের ঔষধ হয়। রক্তকাসে বাসকের রস ভাল।

যকৃৎ কৃণ্ণ হইলে জ্বর ও কাস হয়। চিকিৎসা যকৃৎ গ্রীহার ত্রায়। গোমূত্র, চন্দ্রামৃত রস ও লোকনাথ রস দিবে।

এক প্রকার কাসি আছে, তাহা ভাত খাইবার পরই অধিক হয়। বিশেষতঃ রাত্রে অধিক হয়। শয়ন করিলে বাড়ে। একপ স্থলে বমনই ঔষধ। একদিন বা দুই দিন বমন করিলেই রোগ সারিয়া যায়। অথবা লজ্জন করিলেও হয়। আহাবের পর প্রচুর পরিমাণে সোডা প্রভৃতি ক্ষার সেবন করিলেও হইতে পারে। এই কাসে আদার রস মধুর সহিত পান করিবে, কিম্বা পঞ্চকোষ পাচন পান করিবে, অথবা আহার কালে একদিন আহার না করিয়া পঞ্চকোষের সহিত দুগ্ধ মিশ্র করিয়া পান



করিবে। অথবা আহারের সহিত লৌহযুক্ত কাস নাশক ঔষধ সকল পান করিবে।

কোন কোন কাস আহার জীর্ণ হইবার পর হয় অর্থাৎ বিকালে বা শেষ রাত্রে অধিক হয়, হয় তো গা শিড়শিড় করে, হয় তো আওয়াজ ভাঙ্গিয়া যায়, শুষ্ক কাস ও শুষ্ক কফ হইয়া থাকে, কাসিবার সময় বুক যেন ছিড়িয়া যায়। এরূপ কাসে পথ্য ঘৃতযুক্ত লঘু অন্ন, ইক্ষুগুড়, দুগ্ধ, শুয়ুনী শাক, কচি মূলা, দধি, অন্নরস, মৎস্ত মাংস, ছাগ মাংস, মাষ যূষ ও গোধূম। রোগী ঔষধার্থে বৃহৎ পঞ্চমূলের কাথ পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিবে অথবা দশ মূল ঘৃত পান করিবে। অথবা অশ্রান্ত গ্রন্থোক্ত বাত কাস নাশক যোগ সকল সেবন করিবে।

কোন কোন কাসে মুখ তিক্ত হয়, চোখ জ্বালা কবে, গা জ্বালা কবে, তৃষ্ণা হয়, বকেব ভিতর যেন ধূয়া উঠিতে থাকে, কাসিবার সময় চোখ দিয়া জ্যোতিব স্তায় পদার্থ সকল নির্গত হয় (অর্থাৎ রোগী সর্ষেকুল দেখে), বর্ণ পীত ও মূত কষা হয়। এরূপ কাসে অবিপত্তিকর চূর্ণ পান করিবে। অথবা কণ্টিকাবীর কাথের সহিত এবণ্ড তৈল পান করিবে। অথবা তিক্ত ঘৃত পান করিবে। অথবা বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টিকারী, বাসক ও স্রাক্ষা এই সকল দ্রব্যের কাথে চিনি ও মধু দিয়া পান করিবে। অবগাহন করিবে। পথ্য মুগেব যূষ, লঘু অন্ন, দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস যূষ ইত্যাদি। এই কাসে অশ্রান্ত গ্রন্থোক্ত পিত্ত কাস নাশক যোগ সকল পান করিবে।

এক প্রকার কাস আছে (Spasmodic cough), তাহা হঠাৎ আরম্ভ হয়, রোগী শ্বসন করিয়া থাকিলে বসিয়া পড়ে এবং ক্রমাগত এক দুই মিনিট কাসিয়া থাকে, কাসির বিরাম থাকে

না, রোগী হাঁপাইতে থাকে। কফ উঠিয়া গেলে কাসির বিরাম হয়, কিন্তু কফ ফেলিবার বিলম্ব সহ্যে না, হাতে পায়ে গায়ে বা কাঁপড়ে পড়িয়া যায়। পরে আবার এক আধ ঘণ্টা বিরাম থাকে। এরূপ কাসি হাঁপানীর পূর্ব সূত্র। রোগী সৈন্ধব ও মোড়া পান করিয়া বমি করিবে। পঞ্চতিক্ত সূত পান করিবে। শুড়ের পানা মধু ও মরিচ চূর্ণ একত্র করিয়া পান করিবে। অথবা লক্ষ্মীবিলাস বা শঙ্খাদি চূর্ণ পান করিবে। বা ধুতুরা পাতার ধূমপান করিবে। সূক্ষত কহেন যে পাণ্ডু, শোথ ও কাসের চিকিৎসা এক।

### হাঁপানীর চিকিৎসা।

বাগ্ভট বলেন যে হাঁপানীর জন্মস্থান পাকস্থলী। অগ্নিরোগের সহিত ইহার বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। অগ্নিরোগ ও হাঁপানী আজি কালি চলিত রোগের মধ্যে। যাহারা বাজারের আহার অধিক ভোজন করে, এই দুই রোগ তাহাদেরই অধিক। এই কারণে এই দুই রোগকে সহরের রোগ বলা যায়।

ব্যবস্থা। উভয় রোগেই ক্ষার ও এরণ্ড তৈল অতিশয় উপযোগী। যে প্রকার উৎকট শ্বাস হউক, আধ ছটাক দশমূল্যের সহিত আধ ছটাক এরণ্ড তৈল পান করিলে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইবে। যে রোগী শ্বাসের যন্ত্রণায় তিন রাত্রি বসিয়া আছে, আত্মীয় ও চিকিৎসকগণ যাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে, দশমূল ও এরণ্ড তৈলে তৎক্ষণাৎ তাহার যন্ত্রণা শান্ত হইবে। এই যোগটি আমাদের করিত হইলেও শাস্ত্রের সহিত ইহার অনৈক্য নাই।

আবার ক্ষার ও এরণ্ড তৈল একত্র পান করিলেও তৎক্ষণাৎ ফল হয়। লবণ পান করিয়া উষ্ণজল যোগে শ্বমন করিলেও

তৎক্ষণাৎ ফল হয় । কেবল ক্ষার পান করিলেও ফল হয় । কেবল  
এবং তৈল পান করিলেও ফল হয় । গর্ভিণীর হাঁপানীতে এরও  
তৈল উৎকৃষ্ট ।

ভাবমিশ্র বলেন

দশমূলী রসো দেয়ঃ শ্বাসনির্মূলশাস্তয়ে ।

অবশ্যমরোগীয়োপি জীবৎ বর্ষশতং নরঃ ॥

অর্থাৎ শ্বাস নির্মূল করিতে হইলে দশমূল পাচন দীর্ঘকাল  
ব্যবহার করিবে । রোগী দুর্বল হইলে দশমূল তৈল ও দশমূল  
ঘৃত ব্যবহার করিবে । একটী দ্বাদশ বৎসরের শ্বাস রোগীকে  
শ্বাসের সময় দশমূলের সহিত এরও তৈল দেওয়া হইয়াছিল, শ্বাস  
নিবৃত্তি পর প্রত্যহ কেবল দশমূল পাচন দেওয়া হইয়াছিল ।  
শ্বাস তিন মাসে আরাম হইয়াছিল । গত ছয় বৎসর হাঁপানী  
আর হয় নাই । সে সর্দি অধিক হইলে অথ্যাপি কখন কখন  
দশমূল সেবন করিয়া থাকে । আমাদের এইকণ চিকিৎসা  
আমাদের রোগী মাত্রকেই আরাম করিয়াছে । কিন্তু কাহাকে  
কাহাকে সঙ্গে সঙ্গে দশমূল তৈলও মাখান হইয়াছিল ।

হাঁপানীর অনেক গুলি মুষ্টিযোগ আছে । ডাক্তারেরা কেহ  
বলেন যে টিংচর ক্যান্সর অব্যর্থ । কেহ বলেন যে আয়োডাইড্  
পটাস্ অব্যর্থ ইত্যাদি । কেহ বলেন যে ধুতুরার ধূম অব্যর্থ ।  
কিন্তু ভ্রুংখের বিষয় এই যে, যে মুষ্টিযোগে অল্প কাষ হইল, কল্যা  
হয় তো তাহাতে হইবে না । অথবা যে মুষ্টিযোগে একজনের  
আরাম হইয়াছে, তাহাতে হয় তো আত্মের আরাম হইবে না ।  
কিন্তু দশমূল, এরও তৈল ও ক্ষার এই কয়েকটী দ্রব্য আমরা  
ব্যর্থ হইতে দেখি নাই । \* আবার দশমূল, এরও তৈল ও ক্ষার  
পাকহলী ও হৃদয়ের পক্ষে সর্বথা উপযোগী ।

মুশ্রুত মতে স্বাসেব সময় গোক্ষুর বীজ চূর্ণ স্নাত ও মধুর সহিত লেহন করিলে স্বাস বন্ধ হয় । চরক মতে বহেড়া চূর্ণ—কোন কোন মতে বহেড়ার বীজের শাঁস—মধুর সহিত লেহন করিলে স্বাস বন্ধ হয় । '

হাঁপানীর সময়ে মাথায় স্নাত লেপন করিবে, জানালা খুলিয়া দিবে, মাথায় পাখার বাতাস করিবে । রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে দেবদারু কাষ্ঠের পাচন কিম্বা দশমূল্যের পাচনে মদিরা যোগ করিয়া দিবে । একজন বঙ্গারোগীর অন্তকালে চিকিৎসকেরা পরিত্যাগ করিলে, কেবল দশমূল, ত্রাণ্ডী ও মৃগনাভি পান করা ইয়া তিন দিন বাঁচাইয়া রাখা গিয়াছিল । এই রোগী অন্তকালের ক্লেশকর দুর্বল অবস্থাতেও, স্বাসেব যন্ত্রণা শেষ সপ্তাহ দিবাভাত্র শয্যার উপর বসিয়াছিলেন । তাঁহার প্রার্থনাই ছিল যে “আমাকে একবার শয়ন করাইয়া দিউন, মরণ সহিতে পারিব, এ যন্ত্রণা সহিতে পাবিতেছি না ।” বোধ হয় এলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথীতে এমন উপযোগী ঔষধ ছিল না, যাহা ইহাকে ইহাব ডাক্তারেরা এক বৎসর যাবৎ না দিয়াছিলেন । সহস্র সহস্র ব্যয় হইয়াছিল । অভিভাবকেরা এই বলিয়া তাঁহাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন যে “তিনি চিকিৎসক দিগের পরিত্যক্ত হই যাচ্ছেন, ত্রিচারি ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হইবে স্থির হইয়াছে ।”

আমাদের ঔষধ ।

সর্ববিধ উৎকট সর্দি কাস ও হাঁপানী বোগে বসায়ন গুড দিবে । স্বাস ও কাসে সারস্বত তৈল মাখিবে । প্রথমাবস্থায় ১নং ঔষধপত্র দিবে । শেষাবস্থায় ৩নং দিবে ।

## গণোরিয়া বা বিবাক্ত মেহ ।

গণোরিয়া প্রচলিত রোগ বলিয়া এই পুস্তকের এই খণ্ডেই ইহার চিকিৎসা বলা হইতেছে । অন্যান্য মেহ দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইবে ।

আয়ুর্বেদে মেহ বলিতে বিংশতি প্রকার বহুযজ্ঞ বুঝায় । কিন্তু গণোরিয়া উপদংশ রোগের অন্তর্গত । ইহার মেহ নামটী সার্থক নহে ।

ভাষায় ইহাকে খাতচালা কহে । বারান্দনাকে সন্ধ্যাক্রমে স্পর্শ না করিলে এ রোগ হয় না । কেহ হয়তো বলিবেন যে “আমি দশ বৎসর পূর্বে বারান্দনা স্পর্শ করিয়াছিলাম, কিন্তু এত দিন এ রোগ হয় নাই ; অতএব আমার রোগ অন্য কোন কারণে ঘটয়া থাকিবে ।” ইত্যাদি । কিন্তু এ রোগ বারান্দনা স্পর্শ ভিন্ন হয় না । কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কহেন যে আজিকালি বাবান্দনা মাত্রেই বিবাক্ত, সেইজন্য এই রোগ বহু প্রচার হইয়াছে ; নৃত্য বা অভিনয় যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা আবার অতিশয় বিবাক্ত বলিয়া আজিকালি এই রোগ নব্যদের মধ্যে অধিক প্রচারিত হইয়াছে । যে সকল জেলায় নদী সমাগম অধিক, সে সকল জেলায় ইহার অধিক প্রচার আছে । যে সকল স্থানে বিদেশীর সমাগম নাই, সে সকল স্থানে ইহার প্রচার দেখা যায় না । সেই জন্য কেহ কেহ ইহাকে গঞ্জের রোগ কহিয়া থাকেন । কলিকাতার একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক বলেন যে আমার দশজন রোগীর মধ্যে প্রায় নয় জন রোগী গণোরিয়া রোগের কোনো কোন উপসর্গ ভোগ করিয়া থাকে ।

লক্ষণ । বারান্দনা স্পর্শ করিবার পর সপ্তম দিবসের মধ্যে

মূত্রনালীর মধ্যে সঙ্কু সঙ্কু করে । প্রস্রাবে জ্বালায় উদয় হয় । পুরুষাঙ্গ আরক্ত ও ক্ষীত হয় । পরে তরল ক্রেন্দ বাহির হয়, ক্রমে ক্রেন্দ গাঢ়, শ্বেত পীতবর্ণ ও পৃথবৎ হয় । ক্রমশঃ প্রস্রাবের বেগ হ্রাস হয়, কেননা ক্রেন্দ মূত্র পথ অবরোধ করে অথবা মূত্রপথের চতুঃপার্শ্ব ক্ষীত হওয়াতে মূত্রপথ সঙ্কীর্ণ হয় ; মূত্র স্তম্ভ ধারায় পতিত হইয়া থাকে এবং বাববার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হয় । প্রস্রাবের সহিত রক্তস্রাব হইতে পারে, উপস্থের অগ্রভাগ ক্ষীত ও বিদাহযুক্ত হইতে পারে, মুদোও হইতে পারে । রোগ প্রবল হইলে শুক্রনালী আক্রান্ত হয়, অণ্ড কোষে বিদাহ ও ও পাক হন । অণ্ড এইরূপে আক্রান্ত হইলে উপস্থের পৃষ্ঠস্রাব স্রবিত হয় অথবা পূষস্রাব হঠাৎ স্রবিত হইলে অণ্ডকোষ আক্রান্ত হয় । অণ্ডকোষ শুক্রের স্থান অতএব পূষস্রাব হইতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে শুক্র দূষিত হইয়াছে অথবা পূষশুক্র রোগ হইয়াছে । অণ্ড আক্রান্ত হইলে জ্বরও হইতে পারে । চক্ষু লাল ও জ্বালাযুক্ত হইতে পারে এবং বাতও হইতে পারে ।

রোগের পরিণত অবস্থায় শরীর ফেকাশে হইয়া যায়, রোগীর মুখে কষ্টের ভাব প্রকাশ পায়, বোগী দীন ও ক্ষীণ হইয়া থাকে, সন্দিগ্ধচিত্তে কথাবার্তা কহে, চিকিৎসক প্রভৃতিকে নির্জনে ও অল্পে অল্পে কথা বলিতে চাহে । মেজাজ খিটখিটে হয়, চিকিৎসক ও ঔষধ পুনঃ পুনঃ বদল করিতে ইচ্ছা করে ; আর এরূপ নূতন নূতন উপসর্গ সকল বর্ণনা করে, যাহা অন্ত রোগে হয় না । হয় তো কহে যে আমার বাম নাকে নিশ্বাস বাহির হয় না, ডানি নাকে নিশ্বাস বাহির হয়, হয়তো কহে যে রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় বুক চাপিয়া ধরে এবং নিশ্বাস বন্ধ হয়, কিহানা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ি, অনন্তর মাথায় জল দিলে স্বাস্থ্য বোধ হয় । হয়তো

কহে যে আমি দাঁড়াইলে প্রস্রাবের বেগ আসে এবং মাথা হইতে যেন কোন পদার্থ নিম্নদিকে আসিতে থাকে, হয়তো রোগীর অনেক সময়ে চোঁকুর উঠিয়া থাকে, হয়তো প্রস্রাব ত্যাগ কবিতো গিয়া প্রস্রাব বাহির হয় না, পরে হয়তো দুই একটা বায়ু সরিয়া গেলে প্রস্রাব বাহির হইয়া থাকে । প্রায় সর্বস্থলেই বোগীর মাথা শূন্য বোধ হয় এবং অল্পপিত্তের কোন না কোন উপসর্গ থাকে । \* অপবাহ্নে শবীবের তাপ সচবাচব ৯৯ ডিগ্রী থাকে । গবমীর ব্যারাম ও গণোরয়া এক । উপস্থের উপর যা হইলে গরমীর ব্যারাম বলে, আর ভিতবে যা হইলেই গণোবিয়া বলে ।

গবমী বোগের ব্যবস্থা । উপস্থের উপর যা বা কুসকুড়ী থাকিলে বোগীকে বসন্ত বোগীর আশ্রয় তিত্ত দ্রব্য দ্বারা বমন কবাইবে, পরে ইচ্ছাভেদী বস কিম্বা উচ্ছ পাতার বস কিম্বা ত্রিফলার কাথ ও সোণামুখীর চূর্ণ পান কবাইয়া দান্ত কবাইবে । দান্ত অধিক হওয়া উচিত । অনন্তব অন্ধমাত্রিক বস্তি কিংবা ক্রাব বস্তি দিবে । সংশোধনের পব খদিরাষ্টক পাচনের সহিত পূর্ণমাত্রায় কজ্জলী বা বসমাণিক্য দিবে । অথবা ভূনিষাদি ঘৃত পান ও নেপন কবিবে । ত্রিফলার জল দিয়া ক্ষত ধোত কবিবে । ত্রিফলার জলের পিচকারী ভিতরে দিবে । আব ত্রিফলা লৌহ কটাংহে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম মধুব সহিত ক্ষতে লেপন কবিবে ।

\* এই বোগ দেশীয় নহে । ইহা বিলাতী বোগ । ৩০০ বৎসরের অধিক পূর্বে এদেশে ছিল না । ভারতব্রহ্ম ইহাকে যিবিদ্বী বোগ বলেন । মদ্য ও মাংসে এই বিষের পরাক্রম দমন করিয়া রাখিতে পাবে । ডালভাতের গরুরে একবাবেই অসহ্য । আবাব দেশীয় বেষ্ঠার অপেক্ষা বিলাতী বেষ্ঠার বিষ সদা সদা নিদারুণ ব্যাধি উৎপাদন করে ।

আর খদিরাষ্টক পাচন ঘূতের সহিত পান করিবে । ইহাই গরমীব ব্যারামের সহজ ও উৎকৃষ্ট চিকিৎসা ।

প্রাকালনে গ্যাদার পাতার কাথ কিম্বা জয়ন্তী, জাতী, কববীর বা সোঁদাল পাতার কাথ ব্যবহার করা যায় । ভিতরে অসহ বেদনা না থাকিলে ঐ সকল কাথেব পিচকারীও দেওয়া যায় । ক্ষতে গোবর লেপন করিলেও ফল হয় ।

এই সকল উপায়ে গবমীব ঘা আবাম না হইলে পুনশ্চ বমন ও বিরেচনের পর ঘার পার্শ্বে জেঁক বসাইয়া দিবে । পবে প্রলেপাদি দিবে । উপস্থে বিদাহ ( অর্থাৎ দাহ ও বেদনা ) থাকিলে নিম্ন দ্রুত কিম্বা মহাভিক্ত দ্রুত লেপন করিবে । পঞ্চামৃত রস সেবন করিবে । বিদাহ না থাকিলে হবিভাল দেওয়া যায় ।

কোন কোন ডাক্তার বলেন যে বাবাঙ্গনা স্পর্শেব পর পঞ্চম দিবসেব মধ্যে নাইট্রেট অব্ সিলভর দিয়া উপস্থ ধৌত করিলে গবমীব বিষ শবীবে প্রবেশ কবে না । কোন কোন কবিবাজ কহেন যে সহবাসের পর ত্রিফলার কাথেব পিচকারী গইলে ও উপস্থ ত্রিফলার জলে ধৌত করিলে গণোবিষা হইতে পাবে না । কিন্তু উপস্থ চিবিয়া বিষ সদ্য সদ্য শবীবে প্রবেশ করিতে পাবে ।

গরমী বোগে পাবদ ব্যবহার । যেমন জন্তুবিষ স্থাবর বিষে নষ্ট হইতে পাবে, সেইরূপ গবমী বিষ পাবদে নষ্ট হইতে পাবে । কিন্তু যে পারদ সহজ শবীয়ে ব্যবহার না কবা যায়, তাহা গবমীর ব্যারামে ব্যবহার করিবে না । অর্থাৎ বিগুন্ধ কঙ্কলী ও রস-সিন্ধু ভিন্ন অন্ত পারদ ব্যবহার করিবে না । যেমন গবমীর বিষে সপ্তধাতু, মল ও মূত্র দূষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অগুন্ধ পারদেও দূষিত হয় । পারদব্যবহারের পর শতকরা পাঁচ সাত জন রোগীর শ্বেত রোগ দেখা গিয়াছে । এইরূপ শ্বেত রোগে



বমন ও বিবেচনের পর খদিরের প্রলেপ দিবে এবং প্রত্যাহ হই-  
বেলা গোমূত্র কিম্বা শোধিত গন্ধক কিম্বা মহাতিক্তক ঘৃত পান  
করিবে ।

গবমী বোগে ভাপবা । গবমী বোগে গলৎ কুষ্ঠ হইলে কিম্বা  
উপস্থ পচিয়া গেলে পাবাব ভাপরা লইবে । নতুবা ভাপরা কখনই  
লইবে না । পচাঘায়ে পাবা দিবে না, ইতি ডাক্তাবী মত ।

গবমী বোগে কণ্ডু, স্ফাটক ও অন্যান্ত চৰ্ম্মবোগ হইলে বমন  
ও বিবেচনের পর তিক্ত ঘৃত পান ও লেপন করিবে । গরমে  
থাকিবে ।

গণোবিষা বোগেব ব্যবস্থা । গবমীর অবস্থা পাব ও সন্ধ্যাসর  
অন্তীত হইলে গণোবিষার সৰ্ব্ববিধ উপসর্গেই অমৃত প্রাশ ভাল ।  
নতুবা ভিন্ন ভিন্ন উপদ্রবে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় ।  
গণোবিষা বোগেব প্রথম হইতে পবিণাম পর্য্যন্ত যে সকল উপদ্রব  
হইতে পাবে ; তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান ,—

ক্লেদশ্রাব, বিদাহ, পৃথ শ্রাব, বাধী, অণ্ড শোথ, অশ্মরী, ক্তজ  
অশ্মবী অচল-গ্রন্থি, রক্ত শ্রাব, মূত্র নালীব সঙ্কীর্ণতা, লিঙ্গস্তম্ভ,  
শুক্করোগ, মূত্রদোষ ও বাত । এক্ষণে চিকিৎসা বলা হইতেছে ।

ক্লেদশ্রাব । ত্রিফলাব ক্কাথেব কিম্বা খেত খদিরের পিচকারী ;  
বমন, বিরেচন এবং খদিবাষ্টক পাচন কিম্বা ভূনিষাদি ঘৃত ।

বিদাহ । বিদাহ অর্থাৎ দাহ ও দপদপানী থাকিলে পঞ্চামৃত  
রস, বমন, বিরেচন, বসন্ত বোগেব বস্তি ও তিক্ত ঘৃত লেপন । এ  
সময় উত্তর বস্তি দেওয়া সম্ভব হইলে তিক্ত ঘৃত দুধের সহিত  
মিশ্রিত করিয়া দিবে ।

পুয়শ্রাব । অনন্ত মূল কিম্বা বটছাল কিম্বা খদিব জলেশিক  
করিয়া সেই জলেয় পিচকারী দিবে । পিপুল-চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ ও

লৌহ একত্র করিয়া সেবন করিবে । আমলকী ও ভূমিকুয়াও সমান সমান পরিমাণে চূর্ণ করিয়া চিনি মধু ও জলের সহিত এক বেলা পান করিবে । এই রোগ পুরাতন হইলে দুগ্ধের সহিত ভল্লাতক রসায়ন পান করিবে । অথবা প্রদরাস্তক লৌহ সেবন করিবে ।

বাঘী । চিকিৎসা বোম্বাই বসন্তের ঠায় ।

অণুশোথ । চিকিৎসা বাঘার ঠায় । অণুকোষে চুলকণা ও বেদনা হইলে মুসব্বর ও আদার রসের প্রলেপ দিবে । প্রলেপের উপর এবণ্ড-পত্র আচ্ছাদন দিবে । অণুকোষের লোমকূপ সমস্ত দিয়া জল নিগত হইতে পারে, কখন কখন এত জল নির্গত হয় যে, বিছানা ভাগিয়া যায় । মহাভিক্ত ঘৃত পান ও লেপন করিবে । কিন্তু গরমে থাকিবে । ঠাণ্ডা সহে না ।

অশ্মরী বা পাথুবীৰ বিস্তৃত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইবে । এস্থলে একটা মুষ্টিযোগ বলা হইতেছে ;—পাষাণভেদী ( পাথর কুচি ), বক্রণ ছাল ও বেনার মূল সবগুণে দুই তোলা, জল আধ-সের, শেষ দুই ছটাক । তন্মধ্যে এক ছটাকের সহিত সোঁদালের আঠা গুলিয়া পান কব । অথবা বকণ ও সজিনা ছালের কাথ পান করিবে । অশ্মরীর বেদনায় বিষ্ণু তৈল মালিশ করিবে ।

ক্ষতজ অশ্মরী । চবক বলেন যে ক্ষত হেতু ক্ষতজাত মল সকল বস্তিব মুখে আটকাইয়া গেলে মূত্রের মাতনা হয়, পরে সরিয়া গেলে মূত্র বাহির হয় । ঔষধ—আমলকীর রস, কপূৰ্ব মধু এবং দারু-হবিদ্রাব চূর্ণ । অথবা চিনি, মধু, ইক্ষুমূল, ভূমিকুয়াও ও শসার বীজেব কাথ ।

পথ্য । গোক্ষুর ও কণ্টিকাবীৰ সহিত অন্ন শাক করিতে করিতে গলিয়া গেলে সেই অন্ন মাতগুড়ের সহিত পান করিবে ।

অচল গ্রন্থি । ক্ষতজ্ব অশ্মরী সচল । মুশ্রুত বলেন যে নষ্টব দ্বারে বর্তুল, স্বরাকৃতি ও অচল গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাতে বেদনা থাকে, কিন্তু শ্রাব হয় না, মূত্ররোধ হইয়া থাকে । ইহার লক্ষণ পাথুরীর আয় । ডাক্তারেরা মূত্র পথে যে স্যাবসেস্ বা স্ফোটকের কথা কহেন, বোধ হয় ইহা তাহাই । বোধ হয় সাধারণ দেহে এরূপ স্ফোটক হইলে পুণ্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা গণোরিয়া সংশ্লিষ্ট হইলে পুণ্য হইয়া থাকে । ডাক্তারেরা বলেন যে এরূপ স্থলে পুণ্য না হইতে হইতে অস্ত্র ক্রিয়া করা আবশ্যক, পুণ্য হইলে নালী হইয়া সেই পথে প্রস্রাব বাহির হইতে পারে । এই রোগে প্রথমেই তিক্ত বমন দিবে, আর রোগী ইচ্ছাভেদী রসের জোলাপ লইবে । সজিনা ছালের কাথ পান করিবে; এই বোগটী অশ্মরী, শর্করা ও অন্তর্বিজ্রধির বিখ্যাত ঔষধ । ঘৃত তপ্ত করিয়া স্বেদ দিবে । কোড়া গলিয়া গেলে লৌহ মৃত্যুঞ্জয় রস অথবা কজ্জলীর সহিত মহাতিক্ত ঘৃত পান করিবে ।

রক্তপ্রস্রাব । ছুরালতাদি পাচন পান করিবে । তলপেটে বরফ দিবে এবং অগ্ন্যাগ্ন শীতল চিকিৎসা করিবে । এই রোগ রক্তপিত্তের অন্তর্গত ।

মূত্রনালীর সঙ্কীর্ণতা । ডাক্তারেরা ইহাকে Stricture of the urethra কহেন । মূত্রপথে ক্ষত ও ক্লেদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ এই রোগ উপস্থিত হয় । সঙ্কীর্ণতা ও স্থূলতা বায়ু ও কফের কার্য্য । মূত্রনালী সঙ্কুচিত হয় । প্রস্রাব বাহির হয় না । হয়তো বেগ দিলে মূত্রনালী চিরিয়া রক্তপাত হয় এবং পথ প্রসারিত হওয়াতে মূত্র ক্রিয়াকালে জন্ত সরল ভাবে বাহির হয় । কিন্তু জ্বালা হইয়া থাকে । আবার ক্ষত পূরিয়া গেলে জ্বালা ও রক্ত শ্রিত হইয়া কিন্তু মূত্র বাহির হয় না । মূত্র বদ্ধ হইলে ঔষধ

যথা ; বেনা, কুশ, কাশ, ক্লষ্ণকুমূল, ও খাগড়ার মূল সিদ্ধ করিয়া পান করিবে । ঐ জলের কিম্বা গরম জলের টবে বসিবে, ভন্নাতক রসায়ন বা গোসূত্র সেবন করিবে । অন্তেব শেষ গ্রাসে মহাতিষ্ঠিত পান করিবে । দ্বিকৃত্তর হিঙ্গাদি চূর্ণ উপকারী । সমস্ত মূত্রকৃষ্ণেই তুল্য পরিমাণ মিছরী ও সোরা উষ্ণজলের সহিত পান করিবে । সোরার পরিমাণ এক একবারে ৫২০ গ্ৰেন । সমস্ত দিনে এক আউন্সের অবিক দেওয়া যায় না । বেনার কাথের পিচকারী দিবে । জ্বীপঙ্গ পরিহার্য্য ।

লিঙ্গ স্তব্ধ । গণোরিয়া বোগে লিঙ্গ উত্তেজিত হইলে ও দাহ থাকিলে পুৰাতন ঘৃত বা তিক্তঘৃত লেপন করিবে । অথবা ত্রিফলাব জল সেচন করিবে । পঞ্চামৃত রস পান করিবে । লিঙ্গ স্তব্ধ হইলে অথচ দাহ না থাকিলে নারায়ণ তৈল সেচন করিবে । উভয় স্থলেই দশবলা তৈল সেচন করা যায় ।

বাত । গণোবিষা বোগে বাত হইলে প্রত্যহ দশমূল পাচনের সহিত সোঁদাল বা এরণ্ড তৈল গুলিয়া পান করিবে । অথবা দশমূল ও ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া তাহাব সহিত সোঁদাল বা এরণ্ড তৈল যোগ করিবে । দাহ ও বেদনায় তিক্ত ঘৃত বা সৈন্ধবাদ তৈল লেপন করিবে । বেলপাতাব রস ও মবিচ চূর্ণের সহিত রামবাণ দিবে । অর্দ্ধ মাত্রিক বা ক্ষারবস্তি সদ্য উপকারী ।

মূত্রদোষ ও শুক্রদোষ । এই দুই রোগে অমৃতপ্রাশ কিম্বা আমলক রসায়ন কিম্বা শিলাজতু রসায়ন উপযোগী । এস্থলে কয়েকটি স্থূলত মুষ্টিযোগ-বলা হইতেছে ;—

( ক ) মূত্রের সহিত আলবুমেন বা ওজঃ নির্গত হইলে আধ-ভরি আমলকী চূর্ণ ও আধ ভরি ভূমিকুয়াও চূর্ণ ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত পান করিয়া একপুয়া হৃদয় অনুপান করিবে ।

(খ) মূত্রে শ্বেতা বা চিনি থাকিলে এক ভরি আমলকী চূর্ণ ও দুই চারি গ্রেন বঙ্গভয় চিনি মধু ও জলের সহিত পান করিবে ।

(গ) বালুকার জ্বায় পদার্থ সকল মূত্র স্থানে সঞ্চিত হইলে এক ভরি আমলকী চূর্ণ ও এক ভরি সোঁদালের আঠা জলে গুলিয়া সেবন করিবে ।

(ঘ) মূত্র অধিক হইলে হরিদ্রা ও আমলকীর কাথ পান করিবে । দান্ত কঠিন থাকিলে কাথের সহিত সোঁদালের আঠা যোগ করিবে ।

(ঙ) \* মূত্রবন্ধে দ্বিরুক্তর হিঙ্গাদি চূর্ণ এবং মিছরী ও যব-ক্ষার ঘটিত ঔষধ সকল ভাল ।

পথ্য । সর্ষপেই দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস লুচি প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য । গরমীব ঘানা থাকিলে অবগাহন ও তৈলাভ্যঙ্গ আবশ্যক ।

দূষিত শুক্রে উত্তর বস্তি ও ঔষধ উভয়ই আবশ্যক । নিম্নে উহাদের বিবরণ করা হইতেছে । শুক্ররোগে বিরচন লইতে হইলে দুগ্ধ বা মাংস রসের সহিত এবং তৈল পান করিবে ।

(ক) ক্ষীণ শুক্র । শুক্র অণুকোষ হইতে শুক্রনালী দিয়া মূত্র মার্গে আনীত হয় এবং ঐ মার্গে নিষ্কাশিত হইয়া থাকে । গণোরিয়া রোগে শুক্রকোষ ও শুক্রনালী শিথিল হওয়াতে শুক্র বদৃচ্ছা ক্রমে নির্গত হয় । স্বপ্নদোষও হইয়া থাকে ।

(খ) রক্ত শুক্র । অতিশয় স্ত্রী সেবন বা ক্ষত হেতু রক্ত মিশ্রিত নিষ্ফল শুক্র নিঃসৃত হয় । ঔষধ ও পিচকারী অমৃতপ্রাশ ।

(গ) পুতি শুক্র । পুণ্যাদি মিশ্রিত তর্জক ও নিষ্ফল শুক্র নিঃসৃত

---

\* পত্রগছা, গোম্বর, বক, সূর্য্যাবর্ত, পাষাণ ভেদ, উলু, কুশ, কেশ, গোলধ ও ইংকট মূল এই দশটি মূত্রবিরেচক ইতিহাসিক ।

হয়। পুষ্ট্রাব ও পিচ্ছিল শুক্রের ভ্রায় চিকিৎসা করিবে। এই যোগে আমলকী চূর্ণ এক ভরি ও বঙ্গভঙ্গ ছই রতি মাত্রায় চিনি মধু ও জলের সহিত পান করিলে ও পিচকারী দিলে সম্ভব উপকার হয়। প্রদরাস্তক লৌহে বেশ কাজ হয়।

(ঘ) গ্রহিষ্কৃত শুক্র। নিখল শুক্র কটে বাহির হয় এবং ‘থোলো থোলো’ বাহিব হইয়া থাকে। নাংস রসের সহিত এরও তৈলের বিরচন লইবে। সর্ববিধ শুক্র রোগেই নাংস রস ও ছন্ধের সহিত অর্দ্ধ মাত্রিক বস্তি দিবে। পিচ্ছিল শুক্রের চিকিৎসা করিবে।

মন্তব্য। দান্তেব সময় বেগ দিলে কখন কখন বিন্দু বিন্দু শুক্র নির্গত হয়। ইহা বোগেব মধ্যে ধর্তব্য নহে। ডাক্তার বেকার বলেন যে শুক্রনালীতে সঞ্চিত শুক্রের উপর চাপ পড়িলে ঐরূপে শুক্র নিঃসৃত হইতে পারে।

অপক বয়সে বা অস্বাভাবিক উপায়ে বা অপবিমিত মাত্রায় শুক্র নিঃসারিত হইলেও ঐ দোষ ঘটে। তন্মধ্যে অপক বয়সে বা অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্র ক্ষীণ হইলে চিকিৎসা কঠিন হয়, হয়তো রোগীর উন্মাদ হইতে পারে, সে উন্মাদ ষাপ্য হইতে পারে; কিন্তু সাধ্য হয় না। ওষধ যথা;—

( ১ ) আমলকী চূর্ণ এক তোলা ও চিনি এক ছটাক প্রত্যহ প্রাতঃকালে জলের সহিত পান করিবে।

( ২ ) দুর্বার মূল, কেণ্ডুর, নাটার মূল, জলজাত পানাব মূল, মুতো ও শৈবাল (গাঁজ) যথা নিয়মে কাথ করিয়া পান করিবে। অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষীণ বা স্বপ্নদোষে দৃষ্ট ফল।

( ৩ ) বক্ষে বেদনা বা উন্মাদ হইলে চ্যবন প্রাশ দিবে। চ্যবনপ্রাশ সেবনকালে রৌদ্র বায়ু পরিত্যাগ করিবে। অগ্রে

এর শু তৈল পান করিয়া শরীর শোধন করিবে । অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি দিবে ।

( ৪ ) শুক্রক্ষয়বশতঃ বালকের স্থিতিনাশ হইলে ঔষধ ব্রাহ্মী দ্যত । এই ঔষধ পুরাতন ঘূতে প্রস্তুত করিবে ।

( ৫ ) এই রোগে শরীর ফেকাশে হইলে শিলাজতু লৌহ দিবে ।

( ৬ ) স্বপ্নদোষে চরীতকী ও বেগুন খাইবে না । সর্বপ্রকার শুক্র রোগেই অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি দিবে । বস্তির পাচনের সহিত চতুর্থাংশ মাংসবস যোগ করিলে ভাল হয় । কিন্তু সে স্থলে পাচনের ভাগ চতুর্থাংশ মাত্রায় কমাইয়া দিবে ।

কষ্ট শুক্র । অধিক সহবাস বা অত্র কারণে বায়ু কুপিত হইলে শুক্র পাতলা, ফেনবৃত্ত ও অতি কষ্টে অল্প অল্প বাহির হয় । ইহা গর্ত্তোৎপাদক হয় না । ঔষধ ও পিচকারী জীবনীয় যত ।

উষ্ণ শুক্র । নিঃসরণকালে উপস্থের মধ্যে দাহ হয় । বর্ণ গীত বা নীল । ইহা গর্ত্তোৎপাদক হয় না । ঔষধ ও পিচকারী আমলক রসায়ন ।

পিচ্ছিল শুক্র । ইহা গর্ত্তোৎপাদক হয় না । ঔষধ পিপ্পলী বসায়ন বা ত্রিফলা রসায়ন বা গুড়ুচী লৌহ । ত্রিফলার পিচকারী দিবে ।

গণোরিয়া রোগ সম্বৎসর পার হইলে কিম্বা গণোরিয়া রোগে ক্ষয় রোগ উপস্থিত হইলে ক্ষয় রোগের চিকিৎসা করিবে । দীর্ঘকাল চরকের অমৃতপ্রাশ ও পুষ্টিকর পথ্য সেবন করিলে কিম্বা কুশ্মাণ্ড ও ভূমিকুশ্মাণ্ডসেবন করিলে গণোরিয়া বিষ দূর হইতে পারে । এই বোগে কুশ্মাণ্ড উত্তম পথ্য । কেননা উহা মূত্রাঘাত, রক্তমূত্র, প্রমেহ, মূত্রকুচ্ছ ও অশ্মরী নাশ করে । দরিদ্র রোগী

ঔষধার্থে কেবল ছন্ধ ও ভূমিকুয়াও চূর্ণ এবং ব্যঞ্জনার্থে কেবল কুয়াও সেবন করিবে।

অনন্তাদি ঘৃত । \*অনন্তমূল মূল সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ষোল সের । ষষ্টিমধুর কন্ধ একপুয়া, আমলকীর কন্ধ এক পুয়া এবং সালসা মূলের কন্ধ আধ সেব । ভূমিকুয়াওের রস চারি সের । ছন্ধ চারি সের ও ঘৃত চারিসের পাক করিবে । পাক শেষে শীতল হইলে মধু দুইসের ও চিনি চারিসের মিশ্রিত করিবে । মাত্রা অর্দ্ধ বা এক তোলা । অনুপান এক পুয়া গরম দুধ । এই ঘৃত পান ও উত্তর বস্তিতে প্রয়োগ করিলে গণোবিয়ার সর্কবিধ উপসর্গ দূর হইতে গাবে । পথ্য পুষ্টিকর আহাব, অবগাহন ও অভ্যঙ্গ । শরীবে পান্য দোষ থাকিলে অবগাহন সহ্য না ।

আমাদের ঔষধ ।

মূত্রদোষ কোষ্ঠবদ্ধ ও শুক্রদোষে সুলভ চ্যবন প্রাশ একবেলা এবং তনু পঞ্চপল্লব এক বেলা । উপস্থে স্তম্ভ কিম্বা দাহ কিম্বা বিকালে জ্বর থাকিলে মহেন্দ্র রসায়ন এক বটী ও পঞ্চপল্লব একবটী অনুপান গোলকেন্দ্র রস । সাবস্রত ঘ্রতের প্রলেপ দিবে । ভিতরে বা থাকিলে তনু পঞ্চপল্লব । শরীবে পান্য দোষ থাকিলে সুলভচ্যবনপ্রাশ একবেলা ও লৌহ রসায়ন এক বেলা । শরীবে কণ্ডু হইলে সারস্রত ঘৃত পান ও লেপন করিবে ।

---

\* ডাক্তার ওসমানী বলেন যে সালসা অপেক্ষা অনন্ত মূলে অধিক কাষা হয় । আমাদের মতে আয়োডাইট অব পটাস ও হিমলাব জল তুল্য তনু অথচ ত্রিফলাব জল রসায়ন । অতএব সালসার বদলে ত্রিফলাচূর্ণ ও অনন্তমূল সেবন করিবে ।



গণোরিবার পুরাতন অবস্থায় কল্পরাজ তৈল ও রসায়ন দ্বত ব্যবহার করিবে ।

## গৃহিণীদিগের জন্য কয়েকটি মুষ্টিযোগ ।

চরকের স্থত্রস্থান হইতে গৃহীত ।

( ক ) ছেলের শেজে মৃতো ( শয্যামৃত ) রোগ থাকিলে তাহাকে শয্যনের পূর্বে দিন চাবি পাঁচ নিম্নলিখিত কোন একটি গাছের ছালেব রস বা পাতার রস এক ছুই তোলা পরিমাণে দিবে ;—জাম, আম, পাকুড়, বট, আমড়া, যজ্ঞভূষব ও অশ্বখ । অথবা বেড়েলা মূলের চূর্ণ ছুই মাষা চিনি ও ছন্ধের সহিত পান কবাইবে ।

( খ ) বমি নিবারণ করিতে হইলে জামপাতা, আমপাতা, গোলঞ্চের বস, দাড়িমের রস, যবের ছাতু বা থেয়ের ছাতু মধুর সহিত চাটিতে দিবে ।

( গ ) মৃত কবা হইলে গোক্ষুর, পাতরকুটী, উলু, কুশ, কেশে কিম্বা গোলঞ্চের বস কিম্বা উহাদের কোন একটিব সহিত সিদ্ধ জল পান করাইবে ।

( ঘ ) প্রসূতির স্তনে দুধ কম হইলে উহাকে অল্প আহার অধিক না দিয়া ভাত ও দুধ অধিক পরিমাণে দিবে । আর বেনা, খাগড়া, উলু, কুশ, কাশ বা গোলঞ্চের ক্বাথ দিবে ।

## বিজ্ঞাপন ।

দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইবে ।

দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় ;—শারীর তত্ত্ব বা ফিজিওলজী । মূত্র  
বায়ু ক্রমপিণ্ড ও কুসুম্বসের রোগ । কুষ্ঠ প্রভৃতি মাংস রোগ ।  
শিরোরোগ ও গুহরোগ সমূহ । ডাক্তার মহাশয়দিগের বিশেষ  
সুবিধা এই যে, সঙ্গে সঙ্গে রোগের ইংরাজী নাম দেওয়া হইবে,  
অথচ বাঙ্গালা ঔষধ বলা হইবে ।

মূল্য ১৥০ দেড় টাকা ।

স্বাক্ষরকারীরা অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন ।

স্বাস্থ্যপালন ও পথ্যাপথ্য

মূল্য ১০

এই পুস্তক গৃহস্থদিগের সর্বদা আবশ্যক ।